দেওয়ানী কার্য্যশিক্ষা

ও

দলিল চন্দ্রিকা।

হিন্দু আইন, তামাদী আইন, দেওয়ানী কার্য্যবিধি, বঙ্গীয় খাজনা আইন, ষ্ট্যাম্প আইন, কোর্টফি আইন ও রেজিষ্ট্রী আইনের সারাংশ ও নানাবিধ মুসাবিদা সম্বলিত।।

ইংরাজি "দি সিভিল কোর্ট প্রাকটিস ও প্রোসিডিওর প্রণেতা—

শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,

মুন্সেফ প্রণীত।

পরিবর্দ্ধিত

(দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক

বি, সি, সরকার এণ্ড কোং

বেলঘরিয়া, কলিকাতা।

১৩২০

মূল্য :—কাগজের মলাট ১।৵০, বোর্ডে বাঁধাই ১৸০,

কাপড়ে বাঁধাই সোণার জলে লেখা ১৸৵০

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কলেজ প্রেসে এম, সি, চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

পুস্তক প্রাপ্তির স্থান।

১। বি, সি, সরকার এণ্ড কোং বেলঘরিয়া, কলিকাতা।

২। হিতবাদী আফিস ৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। কলিকাতা উইকৃলি নোট আফিস, ৩নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। মিনার্ভা লাইব্রেরী ৫৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও অন্যান্য পুস্তক-বিক্রেতা ও এজেণ্টগণের নিকট এই পুস্তক পাওয়া যায়।

প্রথম সংস্করণের ভুমিকা।

বাঙ্গালা ভাষায় এমন একখানিও পুস্তক নাই যাহার সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেওয়ানী আদালতের কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা করিতে পারেন। সেই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে "দেওয়ানী কার্য্য-শিক্ষা ও দলিল চন্দ্রিকা" প্রকাশিত হইল। মৎ-প্রণীত "সিভিলকোর্ট প্র্যাক্‌টিস্ ও প্রোসিডিউর" নামক পুস্তক হইতে ইহার কতকাংশ গৃহীত হইয়াছে ও সহজ বাঙ্গালায় মোকর্দ্দমা তদ্বির করিবার উপদেশ, দেওয়ানী কার্য্যবিধি, বঙ্গীয় খাজনা আইন, কোর্ট ফি আইন, ষ্ট্যাম্প ও রেজেষ্ট্রী আইন, এই কয়েকখানি আইনের সারাংশ বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী আদালতের যাবতীয় মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত খরচাদিও (যথা—কোর্ট ফি, কমিশন ফি, তলবানা, সাক্ষীর বারবরদারি ইত্যাদি) যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

এই পুস্তকের সাহায্যে যে কোন ব্যক্তি অনায়াসে জজ আদালতের প্রবেট, লেটার্স অফ এডমিনিসট্রেসন, ৭ আইন, ৮ আইন, ৩৫ আইন মতে সার্টিফিকেট পাইবার দরখাস্ত, ল্যাণ্ড একুইজিসনে ক্লেম্ ও রেফারেন্সের দরখাস্ত, নানাবিধ আরজি, বর্ণনা পত্র, এফিডেভিট্, দরখাস্ত প্রভৃতির মুসাবিদা করিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি যে কোন আবশ্যকীয় দলিল যথা—বিক্রয় কোবালা, কট্‌কোবালা, বন্ধকী দলিল, খত, এগ্রিমেণ্ট, পাট্টা, কবুলতী, উইল, আমল নামা, জামিন নামা প্রভৃতি এই পুস্তক পাঠে অন্যের বিনা সাহায্যে লিখিতে ও কোন দলিল বাবদ কত ষ্ট্যাম্প লাগিবে ও রেজেষ্ট্রী করিতে কত খরচ পড়িবে

ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। উকীলের মোহরের-গণের সুবিধার জন্য হাইকোর্ট তাহাদের সম্বন্ধে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও দেওয়া হইয়াছে।

আশা করা যায় যে এই পুস্তকের সাহায্যে উকীলের মোহরের, দলিল-লেখক, জমীদারের কর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই আপন আপন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব সুলভ করা গেল।

বেলঘরিয়া,
এপ্রেল, ১৯১৩।

গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

কয়েক মাস মধ্যেই প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হওয়ায় দেওয়ানী কার্যশিক্ষা ও দলিল চন্দ্রিকা পুনর্মুদ্রিত হইল। এবারে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন ও স্থানে স্থানে পুনর্লিখিত ও পুস্তকস্থ বিভিন্ন বিষয়গুলি নূতন ধরণে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকখানি তিন ভাগে বিভক্ত করা হইল।

তৃতীয় ভাগে হিন্দু আইন ও তামাদী আইনের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নূতন দেওয়া গেল। আশা করা যায় যে তাহাতে পুস্তকের উপকারিতা বৃদ্ধি হইবে ও সর্ব্বসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে।

পুস্তকের কলেবর যদিও প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই যাহাতে এই পুস্তকখানি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় নিজ নিজ গৃহে রাখিতে পারেন তজ্জন্য ইহার মূল্য কেবল নামমাত্র দুই আনা বর্দ্ধিত হইল।

ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪। গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

আরজি ও বর্ণনা পত্র।

দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিবার ও মোকর্দ্দমাদি তদ্বির সম্বন্ধে উপদেশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায় ও

দরখাস্ত। (কোন অর্ডার রুল ও ধারামতে লিখিত আছে)

(দরখাস্তের মুসাবিদা)

চতুর্থ অধ্যায়।

এফিডেভিট।

পঞ্চম অধ্যায়।

জজ আদালতের দরখাস্ত, ল্যাণ্ড একুইজিশন ক্লেম রেফারেন্স ও আপীলের অজুহাত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

নোটীশ।

অষ্টম অধ্যায়।

(মোকৰ্দ্দমার খরচা)

কোর্ট ফি (ক)

তলবানা (খ)।

কমিশন খরচা (গ)।

সাক্ষীর খরচা (ঘ)।

নবম অধ্যায়।

(বঙ্গীয় খাজনা আইন)

বঙ্গীয় খাজনা আইন মতে নজীর।

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

দলিল।

(দলিল লিখন সম্বন্ধে উপদেশ)

(মুসাবিদা।)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ষ্ট্যাম্প আইন।

তৃতয়ী অধ্যায়।

রেজেষ্ট্রী আইন।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

হিন্দু আইন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তামাদী আইন।

পরিশিষ্ট।

দেওয়ানী কার্য্যশিক্ষা
ও
দলিল চন্দ্রিকা।

প্রথম ভাগ।

CHAPTER I.

প্রথম অধ্যায়।

(আরজি)

আরজি লিখিতে হইলে যে আদালতে নালিশ তাহার নাম ও পক্ষগণের পরিচয় ও দাবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আরজির প্রথমে লিখিতে হয় যথা—

জেলা ২৪ পং চৌকি শিবাদহের ১ম মুনসফী আদালত

বাদী—	প্রতিবাদী—
শ্রীহরলাল ঘোষ পিতা ৺রাম মাণিক ঘোষ জাতি গোপ পেশা চাষ আদি সাং দক্ষিণেশ্বর থানা বরাহনগর জেলা ২৪ পং	শ্রীনফর চন্দ্র মণ্ডল পিতার নাম ৺কালাচাঁদ মণ্ডল জাতি সদগোপ পেশা চাষ সাং বন-হুগলি থানা বরাহনগর জেলা ২৪ পং

দাবী—কৃষি জমীর বাকী খাজনা মায় ড্যামেজ

৩৭২৷৵১৫ টাকা।

উপরোক্ত বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে—

(ইহার পর আরজির বিবরণ লিখিতে হইবে)

বিশেষ বিশেষ মোকর্দ্দমায় পক্ষগণের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। নাবালক বাদী বা বিবাদীর পরিচয় :—

শ্রীনগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় পিতা ৺রামজয় মুখোপাধ্যায় জাতি ব্রাহ্মণ পেশা জমীদারী সাং খড়দহ থানা খড়দহ জেলা ২৪ পরগণা নাবালক তৎপক্ষে আসন্ন বন্ধু অলিমাতা গার্জ্জেন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী স্বামী ৺রামজয় মুখোপাধ্যায় সাং খড়দহ থানা খড়দহ জেলা ২৪ পং।

২। বাদী বা বিবাদী ক্ষিপ্ত হইলে তাহার পরিচয় :—

নাবালক বাদী বা বিবাদীর ন্যায় সমস্ত লিখিতে হইবে কেবল "নাবালক" স্থলে "ক্ষিপ্ত" লিখিবে।

৩। কোন দেব দেবীর সেবায়েত বাদী বা প্রতিবাদী হইলে তাহার পরিচয় :—

......গ্রামের ৺শীতলা দেবী ঠাকুরাণীর সম্পত্তির সেবায়েত :—

শ্রী...........................পিতা...........................জাতি.........

পেশা...............সাং.............থানা...........জেলা......

৪। কোন বাদী আমমোক্তার দ্বারায় নালিশ করিলে তাহার পরিচয় :—

শ্রী....................পিতা......................ইত্যাদি তৎপক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী......................ইত্যাদি।

৫। কোন ব্যক্তি কাহার ওয়ারিষ সূত্রে মোকর্দ্দমার বিবাদী হইলে তাহার পরিচয় :—

মৃত রামচরণ ঘোষ পিতা......................ইত্যাদি............

তাহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিষ সূত্রে দখলীকার শ্রী..........

ইত্যাদি।

৬। গভর্ণমেণ্টের নামে নালিশ করিতে হইলে তাহার পরিচয় :—
বিবাদী মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট ও তাঁহার সভার সভ্যগণ।

৭। কোন ষ্টেটের একজিকিউটার মোকর্দ্দমার পক্ষ হইলে তাহার পরিচয় :—
মৃত............সাং...............তাঁহার উইলের দ্বারায় নিযুক্ত একজিকিউটার শ্রী...............পিতা...............জাতি...... ইত্যাদি।

৮। কোন লিমিটেড্ কোম্পানি পক্ষ হইলে তাহার পরিচয় :—
মেসার্স......এণ্ড কোং লিমিটেড্ প্রধান আপিস ১২ নং বেণ্টিংক ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৯। কোন মিউনিসিপ্যালিটী পক্ষ হইলে তাহার পরিচয় :—
বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রী......... ইত্যাদি ও অপরাপর কমিশনারগণ—আপিস বরাহনগর জেলা ২৪ পং।

১০। কোন রিসিভার মোকর্দ্দমার পক্ষ হইলে তাহার পরিচয় :—
আর্ সি, সেন স্কোয়ার......ষ্টেটের রিসিভার, পিতা............ জাতি...............ইত্যাদি।

আরজির সত্যপাঠ—

প্রত্যেক আরজির নিম্নে সত্যপাঠ লিখিয়া তাহা বাদীকে কিম্বা তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে দস্তখত করিতে হয়। সাধারণতঃ বাদী সত্যপাঠে দস্তখত করেন তবে স্থল বিশেষে আদালতের অনুমতি লইয়া বাদীর আমমোক্তার বা কর্ম্মচারী সত্যপাঠ দস্তখত করিতে পারেন। সত্যপাঠে তারিখ ও যে স্থানে বসিয়া ও যে সময়ে দস্তখত করা হয় তাহা লিখিতে

হয়। যে যে দফা সত্যপাঠ দস্তখতকারী নিজ জ্ঞানে জানেন তাহা "জ্ঞান মতে সত্য" লিখিতে হয়। অপরাপর বিষয় যাহা দস্তখতকারী অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা "অনুসন্ধান ও বিশ্বাস মতে সত্য" লিখিতে হয়। নিম্নে সাধারণ আরজির সত্যপাঠ যেরূপে লিখিতে হয় তাহা দেওয়া হইল—

আমি শ্রী.....................প্রকাশ করিতেছি যে অত্র আরজির ১।৩।৫—দফার বিবরণ আমার জ্ঞানমতে সত্য ও ২।৪।৬।- দফার বিবরণ আমার অনুসন্ধান ও বিশ্বাস মতে সত্য, অদ্য বেলা ৯টার সময় নিজ বাটী মোকাম........ স্থানে বসিয়া অত্র সত্যপাঠ দস্তখত করিলাম ইতি ৭।৭।১০

দস্তখত—

আরজি, বর্ণনা পত্র, দরখাস্ত, ওকালতনামা ইত্যাদি দস্তখতের নিয়ম—

আরজি বর্ণনা পত্র, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় উপরের দক্ষিণ দিকের কোণে দস্তখত করিতে হয়, সত্যপাঠ শেষ পৃষ্ঠার নিম্নে লিখিয়া দস্তখত করিতে হয়। যে সকল দরখাস্তে পক্ষগণের দস্তখত করা আবশ্যক হয় তাহা আরজির মত দস্তখত করিতে হয়, সত্যপাঠ আবশ্যক হইলে আরজির মত সত্যপাঠ দস্তখত করিতে হয়। ওকালতনামা কেবল উপরে দক্ষিণ দিকে দস্তখত করিলেই হয়।

দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিবার ও মোকর্দ্দমাদি তদ্বির সম্বন্ধে উপদেশ।

দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা রুজু করিতে হইলে আরজি দাখিল করিয়া মোকর্দ্দমা রুজু করিতে হয়। আরজিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিতে হয়।

(ক) আদালতের নাম।

(খ) পক্ষগণের পরিচয়। (কোন পক্ষ নাবালক হইলে তাহার পক্ষে অভিভাবক নিযুক্ত দ্বারা মোকর্দ্দমা চালাইতে হয়।

(গ) কি জন্য মোকর্দ্দমার কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

(ঘ) যদি দাবীর কোন অংশ পরিত্যাগ করা হয় অথবা দাবীর টাকার কোন অংশ বিবাদীর অন্য বাবদে প্রাপ্য টাকায় মুসমা দেওয়া হয় তাহার বিবরণ।

(ঙ) আদালতের এলাকা ও কোর্ট ফি নিরাকরণ জন্য দাবীর পরিমাণ।

(চ) টাকার মোকর্দ্দমায়—দাবীর পরিমাণ।

(ছ) স্থাবর সম্পত্তির মোকর্দ্দমায়—সম্পত্তির পরিচয়।

(জ) যদি বাদী একজিকিউটর বা এড্‌মিনিস্‌ট্রেটর ইত্যাদি ভাবে অন্য কাহার সম্পত্তি সম্বন্ধে নালিশ করেন—তাহার বিবরণ।

(ঝ) সাধারণ তামাদী সময়ের পর নালিশ রুজু করিতে হইলে, কি বিশেষ কারণে বাদীর দাবী তামাদী হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহার বিবরণ।

(ঞ) বিবাদী কি কারণে দাবীর জন্য দায়ীক তাহার বিবরণ।

(ট) বাদীর প্রার্থনা।

বাকী-করের মোকর্দ্দমা।

খাজনার মোকর্দ্দমায়, বাকী-করের জমী জমার বিবরণ দেওয়া আবশ্যক, যদি সেটেলমেণ্ট হইয়া খাজনা ধার্য্য হইয়া থাকে তাহা হইলে সেটেলমেণ্টে ধার্য্য খাজনার পরিমাণ লিখিতে হয়।

বন্ধক বাবদ মোকর্দ্দমা।

বন্ধকী দলিলের উপর মোকর্দ্দমা করিলে বন্ধকী সম্পত্তিতে যে যে ব্যক্তির স্বত্ব আছে তাহাদিগকে পক্ষ করিতে হয়, তবে পরবর্ত্তী বন্ধকের উপর নালিশে প্রথম বন্ধক-গ্রহীতাকে পক্ষ করিবার আবশ্যক নাই।

উচ্ছেদের মোকর্দ্দমা।

সমস্ত জমীদার বাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া উচ্ছেদের মোকর্দ্দমা করিতে হয়।

খতের বা এগ্রিমেণ্টের উপর নালিশ।

যে যে ব্যক্তি খত বা এগ্রিমেণ্ট দিয়াছেন তাহাদের সকলকে পক্ষ করিতে হয়।

ভিন্ন ভিন্ন নালিশের কারণ।

ভিন্ন ভিন্ন নালিশের কারণ থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন মোকর্দ্দমা করিতে হয়। এক মোকর্দ্দমায় চলে না।

মিস্‌জয়েনডার (Misjoinder)

যে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশের সঙ্গত কারণ নাই তাহাদের পক্ষভুক্ত করা উচিত নহে।

সার্টিফিকেট।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির পাওনা টাকার বাবদ নালিশ করিতে হইলে আইনমতে সার্টিফিকেট (Succession Certificate) অথবা প্রোবেট

(Probate) বা লেটার্স অফ্ এড্মিনিস্ট্রেসন সার্টিফিকেট (Letters of Administration) দাখিল করিতে হয়। বাকী খাজনার মোকর্দ্দমায় ও বন্ধকী দলিল বাবদ মোকর্দ্দমায় কোন সার্টিফিকেট লাগে না। (5 C. W. N. 607 and 3 C. W. N. 294)

স্থাবর সম্পত্তি, অস্থাবর সম্পত্তি ও টাকার নালিশ।

স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় টাকার বা অস্থাবর সম্পত্তির দাবী করিতে হইলে সাধারণতঃ তজ্জন্য দরখাস্ত করিয়া আদালতের অনুমতি লইতে হয়।

নোটীশ।

গভর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটীর বিরুদ্ধে নালিশ বা উচ্ছেদের নালিশে পূর্ব্বে আইনানুসারে নোটীশ দিতে হয়।

আরজি ও বর্ণনা পত্র।

নানা বিষয়ের মোকর্দ্দমায় আরজির ও বর্ণনা পত্র লিখিবার জন্য মুসাবিদা ২য় অধ্যায়ে দেখ। সূচীপত্র দৃষ্টে আবশ্যকীয় আরজি ও বর্ণনা পত্র সহজেই বাহির করা যাইবে।

মোকর্দ্দমার তদ্বির, কোর্ট ফি, ও তলবানা।

আরজির সহিত, বিবাদীর উপর জারী হইবার জন্য আরজির নকল ও সমন লিখিয়া দাখিল করিতে হয়। আরজিতে উপযুক্ত রশুম দিতে হয়; নচেৎ আরজি অগ্রাহ্য করা হয়। তবে আরজির রশুম কম্ হইলে সাধারণতঃ বাকী রশুম দিবার জন্য আদালত একটি সময় দিয়া থাকেন। তলবানা আরজির সহিত দাখিল করিতে হয়। কোন মোকর্দ্দমায় কত কোর্ট ফি লাগিবে তাহা পরে ২য় ভাগে দেওয়া হইয়াছে।

আরজি রেজেষ্ট্রী ও সমন জারী।

আরজিতে উপযুক্ত কোর্ট ফি দেওয়া হইলে ও আরজি নিয়মমত লিখিত হইলে আরজি রেজেষ্ট্রী করা হয় ও বিবাদীর উপর সমন জারীর আদেশ হয়। আদালত হইতে পদাতিক যাইয়া সমন জারী করে তবে বাদীকে বা তাহার পক্ষের লোককে, বিবাদীকে সনাক্ত করিতে হয়। পদাতিক সমন জারী করিয়া রিটার্ণ দিলে যে ব্যক্তি বিবাদীকে সনাক্ত করিয়াছিল তাহাকে সমন জারীর সম্বন্ধে এফিডেভিট করিতে হয়। (এফিডেভিটের মুসাবিদা জন্য ৪র্থ অধ্যায় দেখ)।

নাবালক বিবাদী।

নাবালক বিবাদীর নামে নালিশ করিতে হইলে নাবালকের কোন নিকট আত্মীয়কে গার্জ্জেন নিযুক্ত করিয়া মোকদ্দমা করিতে হয়। যদি উক্ত গার্জ্জেন নোটীশ জারীর পর গার্জ্জেন হইতে অস্বীকার করে তাহা হইলে আদালত হইতে আদালতের কোন কর্ম্মচারী বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে গার্জ্জেন নিযুক্ত করিয়া মোকদ্দমা চলে। গার্জ্জেন নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত দরখাস্তের জন্য ৩য় অধ্যায় ও আবশ্যকীয় এফি-ডেভিটের জন্য ৪র্থ অধ্যায় দেখ।

একতরফা ডিক্রী ও ছানি মঞ্জুর।

বিবাদীর উপর সমন জারী প্রমাণ হইলে ও মোকর্দ্দমা শুনানির দিন বিবাদী হাজির না হইলে আদালত বাদীর নিকট প্রমাণ গ্রহণে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী দেন। খাজনার মোকর্দ্দমায় সমন জারীর তারিখ হইতে ১৪ দিন ও ছোট আদালতের মোকর্দ্দমায় সমন জারীর তারিখ হইতে ৭ দিন গত না হইলে একতরফা ডিক্রী হয় না। বিবাদী পরে উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে পারিলে মোকর্দ্দমার ছানি মঞ্জুর হইয়া মোকর্দ্দমা পুনর্বিচার হয়।

খারিজ।

মোকদ্দমার দিন বাদী উপস্থিত না থাকিলে মোকর্দ্দমা খারিজ হয় তবে বিবাদী উপস্থিত হইয়া দাবী বা তাহার কোন অংশে বাদীর দাবী স্বীকার করিলে বিবাদীর স্বীকার মতে স্বীকৃত দাবী বাবদ ডিক্রী হইতে পারে। নচেৎ মোকদ্দমা ডিসমিস্ হয়। উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে পারিলে খারিজ বা ডিসমিসের হুকুম রহিতে মোকদ্দমা বিচার হইতে পারে। একতরফা ডিক্রী রদের জন্য ৩য় অধ্যায় ৩৫নং দরখাস্ত ও বাদীর অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমা খারিজ হইলে মোকর্দ্দমা পুনর্বিচার জন্য ঐ অধ্যায়ে ৩৬নং দরখাস্ত দেখ।

বর্ণনা পত্র (জবাব) ও ইস্যু।

বিবাদী হাজির হইয়া মোকদ্দমায় জবাব দিলে খাজনার মোকদ্দমা, টাকার মোকর্দ্দমা ও সাধারণ বন্ধক খতের নালিশ ভিন্ন অন্য সমস্ত মোকদ্দমায় আদালত ইস্যু ধার্য্য করেন। ইস্যু দ্বারা মোকর্দ্দমায় কি কি বিষয় বিচার হইবে বুঝা যায় ও পক্ষগণ তদনুযায়ী প্রমাণাদি উপস্থিত করে।

সাক্ষীমান্য ও দলিল দাখিল।

ইস্যুর পর দলিল দাখিল জন্য আদালত একটি সময় দেন সেই সময় মধ্যে দলিল দাখিল করিতে হয় ও ইস্যুর পরেই সাক্ষীর নামে সমন বাহির জন্য দরখাস্ত করিতে হয়। সাক্ষী মান্য করিবার জন্য ৩য় অধ্যায়ে ৩নং দরখাস্ত ও মন্তব্য দেখ।

সাক্ষী সমন জারীর পর উপস্থিত না হইলে, সাক্ষীর উপর ইস্তাহার জারী বা সাক্ষীকে ধৃত করিয়া আনিবার দরখাস্তের জন্য ৩য় অধ্যায় ৬ দরখাস্তের সহিত দাখিল করিবার এফিডেভিট জন্য ৪র্থ অধ্যায় দেখ।

সময় লওয়া।

কোন ধার্য্য দিনে কোন পক্ষ প্রস্তুত না থাকিলে আদালতে দরখাস্ত করিয়া সময় লইতে পারে। দরখাস্তের জন্য ৩য় অধ্যায় ২৯নং দরখাস্ত দেখ।

সালিশ দ্বারা মোকর্দ্দমা বিচার।

উভয় পক্ষ কোন মোকর্দ্দমা, মনোনীত সালিশ দ্বারা বিচার করাইয়া লইতে পারেন। সালিশ মানিবার দরখাস্তের জন্য ৩য় অধ্যায় ২৭নং দরখাস্ত দেখ। (লিখিত এগ্রিমেণ্ট দ্বারা সালিশ মানিয়া পরে সালিশের রোয়দাদ দরখাস্ত দ্বারা আদালতে দাখিল করিলে রোয়দাদের মর্ম্ম অনুসারে ডিক্রী হয়। দরখাস্তের জন্য ২য় অধ্যায় ২৬নং দরখাস্ত দেখ। এই দরখাস্ত আরজি স্বরূপে গণ্য হয় তবে ইহাতে আরজির রশুম লাগে না, ৷৹ আনার কোর্ট ফি দিলেই চলে। সালিশ মানিবার এগ্রিমেণ্ট জন্য ২য় ভাগে ১ম অধ্যায়ে ১৪নং দলিলের মুসাবিদা দেখ।)

রিসিভার।

কোন পক্ষ মোকর্দ্দমা বিচারকালীন বিরোধীয় সম্পত্তি আদালত কর্ত্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ জন্য রিসিভার নিযুক্তের প্রার্থনা করিতে পারেন। রিসিভার নিযুক্তের দরখাস্তের জন্য ৩য় অধ্যায় ২৬ নম্বর ও এফিডেভিট জন্য ৪র্থ অধ্যায় ৯নং এফিডেভিট দেখ।

ইন্‌জংসন্ (নিষেধাজ্ঞা)।

কোন পক্ষ মোকর্দ্দমা বিচারকালীন কোন বিরোধীয় সম্পত্তি কোন বিশেষ প্রকারে ব্যবহার করিতে না পারে বা সম্পত্তি নষ্ট করিতে না পারে বা সম্পত্তিতে অপর পক্ষের অনিষ্টজনক কোন কার্য্য না করিতে পারে,

তজ্জন্য ইন্‌জংসন্ লওয়া যায়। ইন্‌জংসনের দরখাস্ত জন্য ৩য় অধ্যায় ও এফিডেভিট জন্য ৪র্থ অধ্যায় দেখ।

মোকর্দ্দমা বিচারের পূর্ব্বে বিবাদীর সম্পত্তি ক্রোক বা বিবাদীকে গ্রেপ্তার।

৩য় অধ্যায়ের ২নং দরখাস্ত ও ৪র্থ অধ্যায়ের ১১নং এফিডেভিট লিখিত এফিডেভিট দৃষ্টে কখন উক্ত প্রার্থনা করা যায় বুঝিতে পারা যাইবে।

সোলেনামা।

যদি ধার্য্য দিন মোকর্দ্দমা পক্ষগণের মধ্যে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যায় তাহা হইলে পক্ষগণ যে মৰ্ম্মে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইল তাহা লিখিয়া আদালতে সোলেনামা দাখিল করে ও সোলেনামার মর্ম্ম অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। আদালতের অনুমতি ব্যতীত নাবালক বাদী বা বিবাদীর পক্ষের আসন্ন বন্ধু গার্জ্জেন, মোকর্দ্দমা সোলে করিতে পারে না। সোলেনামার মুসাবিদার জন্য ৩য় অধ্যায় ১৭ নম্বর দরখাস্ত দেখ।

কমিশন।

১। পরদানশীন স্ত্রীলোক বা পীড়িত ব্যক্তির জবানবন্দী কমিশনে হইতে পারে। দরখাস্ত জন্য ৩য় অধ্যায় ১৯ নম্বর দরখাস্ত দেখ।

২। কোন মোকর্দ্দমায় সরেজমিন তদন্ত আবশ্যক হইলে কমিশনার দ্বারা ঐ তদন্ত হইতে পারে। দরখাস্ত জন্য ৩য় অধ্যায় ২০ নম্বর দরখাস্ত দেখ। ইস্যু হইবার ঠিক পরেই এই দরখাস্ত করিতে হয়।

৩। হিসাব নিকাশের মোকর্দ্দমায় প্রথম (Preliminary) ডিক্রী হইবার পর কমিশনার নিযুক্ত হইয়া ডিক্রীর মর্ম্মানুসারে পক্ষগণের

মধ্যে হিসাব নিকাশ লওয়া হইয়া থাকে। কমিশনার তাহার মন্তব্য (report) দাখিল করিলে ও পক্ষগণের তাহাতে আপত্তি থাকিলে উক্ত আপত্তি নিষ্পত্তির পর মোকর্দ্দমার শেষ (final) ডিক্রী হয়। কোন পক্ষ প্রথম ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল না করিলে উক্ত ডিক্রীর বিষয়ে কোন আপত্তি, শেষ ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীলে করিতে পারেন না।

৪। পার্টিশানের মোকদ্দমায় প্রথম (Preliminary) ডিক্রী হইবার পর কমিশনার দ্বারা ডিক্রীর মর্ম্মানুযায়ী পক্ষগণের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করা হইয়া থাকে। আবশ্যক মতে আদালত কমিশনারের রিপোর্টের বিরুদ্ধে আপত্তি বিচার করিয়া থাকেন।

মন্তব্য। কমিশনারের খরচার জন্য ৮ম অধ্যায় দেখ।

মোকর্দ্দমার শুনানী।

মোকদ্দমার বিচারের সময় পক্ষগণের প্রমাণাদি লইয়া ও উকীল-গণের সওয়াল জবাব শুনিয়া আদালত মোকর্দ্দমা বিচার করিয়া থাকেন। আদালতের রায়ের মর্ম্মানুসারে ডিক্রী প্রস্তুত হয়।

বন্ধক ডিক্রী।

বন্ধক ডিক্রীতে টাকা শোধ করিবার জন্য একটি সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে। উক্ত সময় মধ্যে দেনদার টাকা না দিলে ডিক্রীদার ডিক্রী এবসোলিউট করিতে পারেন। দরখাস্ত ও এফিডেভিট জন্য পরে দেখ। সাধারণ বন্ধকের ডিক্রীতে, ডিক্রী এবসোলিউট্ হইবার পর বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা ডিক্রীদারের প্রাপ্য টাকা আদায় হয়। তবে কট-কোবালার মূলে ডিক্রী হইলে ডিক্রীদার ডিক্রী এবসোলিউট্ করিয়া বন্ধকী সম্পত্তিতে দখল লইতে পারেন। সুদ বন্ধকী খতের বাবদ

মোকৰ্দ্দমার ডিক্রীতে, বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া ডিক্রীদারের প্রাপ্য টাকা আদায় হইতে পারে অথবা ডিক্রীতে হুকুম থাকিলে ডিক্রীদার উক্ত সম্পত্তিতে দখল লইতে পারেন এবং যতদিন তাঁহার প্রাপ্য টাকা পরিশোধ না হয়, ততদিন উক্ত সম্পত্তি দখল করিতে পারেন।

ডিক্রীজারি।

ডিক্রীজারি জন্য ৩য় অধ্যায় ৬নং দরখাস্ত দেখ। ডিক্রীদার যে প্রকারে ডিক্রীজারির প্রার্থনা করেন তাহা বিশদ করিয়া দরখাস্তে লিখিতে হয়। দখলের ডিক্রীজারিতে আদালত হইতে পদাতিক গিয়া ডিক্রীকৃত সম্পত্তিতে ডিক্রীদারকে দখল দিয়া থাকে। টাকার ডিক্রীর বাবদ পাওনা টাকা, দেনদারকে গ্রেপ্তার বা তাহার স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম দ্বারা আদালত সাহায্যে আদায় হইতে পারে। খাজনার মোকৰ্দ্দমার ডিক্রীজারিতে ক্রোক ও নিলামী ইস্তাহার একত্রে জারি হয়। বন্ধকের ডিক্রীজারিতে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির হয় না, একেবারে নিলামী ইস্তাহার জারি হয় ও ধার্য্য দিনে সম্পত্তি নিলাম হয়। বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা ডিক্রীর সমস্ত টাকা পরিশোধ না হইলে বক্রী টাকার জন্য (নালিশের তারিখে দাবী তামাদী না হইলে) টাকার ডিক্রী হইতে পারে ও উক্ত ডিক্রীজারিতে দেনদারের অন্য সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা বক্রী টাকা আদায় হইতে পারে। অন্য আদালত সাহায্যে ডিক্রীজারির জন্য ৩য় অধ্যায় ৭ নম্বর দরখাস্ত দেখ।

ডিক্রীজারিতে ক্লেম।

ডিক্রীজারিতে দেনদার ভিন্ন তৃতীয় ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক হইলে, উক্ত ব্যক্তি আদালতে ক্লেমের দরখাস্ত দাখিল করিয়া প্রমাণাদি দিলে উক্ত ক্রোকী সম্পত্তি ক্রোকের দায় হইতে মুক্ত হয়। দরখাস্ত জন্য

৩য় অধ্যায় ৮নং দরখাস্ত দেখ। বন্ধকী ডিক্রী অথবা বাকী খাজনার ডিক্রী জারিতে উক্তরূপ ক্লেম দেওয়া যায় না। তবে নিলাম খরিদ্দার, সম্পত্তি দখল লইবার সময় আপত্তি করা যায়; তজ্জন্য ৩য় অধ্যায় ১৩নং দরখাস্ত দেখ।

পপার মোকর্দ্দমা।

কোন নিঃস্ব ব্যক্তি আরজির কোর্ট ফি না দিয়া পপার (pauper) স্বরূপে মোকর্দ্দমা করিতে পারে। দরখাস্ত জন্য ৩য় অধ্যায় দেখ।

আপীল।

যে কোন পক্ষ রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করিতে পারে। জজকোর্টে আপীল, নিম্ন আদালতের রায়ের তারিখের পর ৩০ দিন মধ্যে দাখিল করিতে হয়। রায় ও ডিক্রীর নকল আপীলের অজুহাতের সহিত দাখিল করিতে হয়। আপীলের অজুহাত জন্য ৫ম অধ্যায় দেখ।

মন্তব্য। রায় ও ডিক্রীর নকল লইতে যে সময় লাগে উক্ত সময় বাদে ৩০ দিন মধ্যে আপীল দায়ের করিতে হয়।

রিভিউ।

যে আদালতে মোকদ্দমা একবার বিচার হইয়াছে সেই আদালতেই মোকর্দ্দমার পুনর্বিচার জন্য রিভিউর দরখাস্ত করিতে হয়। দরখাস্তের জন্য ১২৯ পৃষ্ঠা দেখ। উপযুক্ত কারণ থাকিলে রিভিউ মঞ্জুর হইয়া মোকর্দ্দমা পুনর্বিচার হইতে পারে।

সাধারণ উপদেশ।

মন্তব্য। পরে যে সকল দরখাস্ত ও এফিডেভিট দেওয়া হইয়াছে তাহা মনোযোগ সহ পাঠ করিলে মোকর্দ্দমার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কিরূপ দরখাস্ত ও তদ্বিরাদি করিতে হইবে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। জেলা

আদালতে সাধারণতঃ যে সকল দরখাস্ত দাখিল হয় তাহার মুসাবিদা দেখিয়া জেলা আদালতের কার্য্য সুচারুরূপে করা চলিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্বে আরজি লিখিবার নিয়ম লিখিত হইয়াছে। দেওয়ানী আদালতে নানাবিধ মোকর্দ্দমা রুজু হইয়া থাকে যথাঃ—বাকী খাজনার মোকর্দ্দমা, হাণ্ডনোট বাবদ মোকর্দ্দমা, হকিয়ত, কনট্রিবিউশণ বাবদ নানাবিধ বন্ধকের নালিশ, উচ্ছেদের নালিশ ইত্যাদি। মোকর্দ্দমা দায়ের হইবার পর প্রতিপক্ষ উপস্থিত হইয়া বাদীর দাবী স্বীকার না করিলে প্রতিবাদীকে মোকর্দ্দমায় তাহার বর্ণনা বা জবাব দাখিল করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এক্ষণে নিম্নে নানাবিধ মোকর্দ্দমার আরজির ও বর্ণনা পত্রের আদর্শ দেওয়া গেল। আদর্শগুলি মনোযোগসহ পাঠ করিলে আরজি ও বর্ণনা পত্র কিরূপে লিখিতে হয় তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে ও অবস্থা বিশেষে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া অভিপ্রেত আরজি ও বর্ণনা সহজেই লিখিতে পারা যাইবে।

Plaint No. 1 (Rent suit)

(সাধারণ বাকী খাজনার আরজি)

১নং

জেলা ২৪ পরগণা চৌকি শিবাদহ

১ম মুনসফী আদালত

বাদী

শ্রী	...	পিতা	...
জাতি	...	পেশা	...
সাকিম	...	পরগণা	...
থানা	...	জেলা	...

[বাদীর দস্তখত] Filed by [উকীলের দস্তখত]

বিবাদী

শ্রী	...	পিতা	...
জাতি	...	পেশা	.
সাকিম	...	পরগণে	...
থানা	...	জেলা	...

বাকী খাজনার বাবদ নালিশ

দাবী ২:৩৵০ টাকা

উপরোক্ত বাদীর বর্ণনা এই যে—

১। অত্রাদালতের এলাকাধীন জেলা ২৪ পরগণা থানা বরাহনগরের অন্তর্গত মৌজে আড়িয়াদহ গ্রামে বাদীর পৈতৃক যে সমস্ত জমী জমাদি আছে তাহাতে বাদী প্রজাগণের নিকট কর আদায়ে স্বত্ববান ও দখলীকার আছেন।

২। বিবাদী বাদীর বরাবর ১১৮০ সালের ২৩ মাঘ তারিখে ১ কেতা রেজেষ্টরী কবুলতী সম্পাদন করিয়া দিয়া নিম্নের তপশীলের লিখিত ২ বন্দে ৫ বিঘা জমী, বার্ষিক ৫০ টাকা খাজনা ধার্য্যে প্রতিবৎসর ৪ কিস্তিতে খাজনা আদায় দিবার অঙ্গীকারে ইচ্ছাধীন ঠিকা প্রজা স্বরূপে বিলি লইয়া তদবধি চাষ আবাদ দ্বারা দখলীকার আছে।

৩। বাদী বিবাদীর নিকট আইনানুসারে টাকা প্রতি ৴১০ অর্দ্ধআনা হিসাবে সেস্ পাইয়া থাকেন।

৪। বিবাদী ক্ষমতা স্বত্বেও খাজনা আদায় না দিয়া নিম্নলিখিত হিসাব মত ১৩১৬ সাল হইতে ১৩১৯ সাল পর্য্যন্ত ১৩১৮/০ টাকা বাকী ফেলিয়াছে।

৫। বাদী বিবাদীর নিকট উপরোক্ত অবস্থাক্রমে শতকরা ২৫৲ হিসাবে ড্যামেজ পাইতে হকদার হইতেছেন।

৬। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে প্রতিসন প্রতিকিস্তি গতে হুজুরাদালতের এলাকাধীন...গ্রামে বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

৭। দাবীর পরিমাণ . ...হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা হুজুরাদালতের বিচার্য্য হইতেছে।

বাদীর প্রার্থনা এই যে—

(ক) প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে খাজনা সেস্ ও ড্যামেজ বাবদ ১৬৩/০ টাকা ও আদালতের খরচা ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) বাদী কোন কারণে ড্যামেজ পাইবার হকদার না হইলে প্রতি কিস্তি গতে শতকরা বার্ষিক ১২½ হারে সুদ দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী আর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।।

তপশীল হিসাব।

সন	খাজনা	সেস্	আদায়	বাকী
১৩১৬	৫০৲	১॥/০	২০৲	৩১॥/০
১৩১৭	৫০৲	১॥/০	০	৫১॥/০
১৩১৮	৫০৲	১॥/০	০	৫১॥/০
১৩১৯	৫০৲	১॥/০	০	৫১॥/০
		মোট বাকী		১৮৬।০
		ড্যামেজ শতকরা		
			২৫৲ হিঃ	৪৬৸/০
			মোট দাবী	২৩৩/০

তপশীল জমী।

১। জেলা ২৪ পরগণ বরেজেষ্টরী কাশীপুর থানা—গ্রাম আড়িয়াদহ।

	উত্তর	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম
১ বন্দ শালী জমী পরিমাণ ৫॥০ বিঘা	গবর্ণমেণ্টের বাঁধ	সরকারী রাস্তা	হরি রায়ের বাগান	ক্ষীরোদ ঘোষের জমী
২। ঐ গ্রামে ১ বন্দ ২/০	রামচট্টোর জমী	হরিশ ঘোষের জমী	রেলের খাদ	রাস্তা

সত্যপাঠ

অত্র আরজির ১।২।৩।৪।৫ দফার বিবরণ আমার জ্ঞান মতে সত্য। আমি নিজ বাটীতে বসিয়া বেলা ১০ টার সময় অত্র সত্যপাঠ দস্তখত করিলাম।

ইতি তারিখ

[বাদীর দস্তখত]

Written Statement No. 1.

১নং আরজির বর্ণনা পত্র (১নং)

জেলা...... চৌকি......

·আদালত

২৩২নং ।১৯১২ খাজনা মোকর্দ্দমা

বাদী...... প্রতিবাদী......

শ্রী...... শ্রী......

[বিবাদীর দস্তুখৎ Filed by উকীলের দস্তখৎ]

বিবাদীর বর্ণনা।

১। বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

২। বিবাদী বাদীর অধীনে ৫০৲ টাকার কোন জমা রাখে না। আরজির ১ দফার লিখিত কবুলতীর জমা বিবাদী কবুলতীর মেয়াদ অন্তে ১২৮৫ সালে ইস্তফা দিয়াছে।

৩। নালিশী জমীর ১নং বন্দ বিবাদীর ব্রহ্মত্তর জমী হইতেছে।

৪। নালিশী ২নং বন্দ বিবাদী, বাদীর অধীনে ১০৲ টাকা বার্ষিক খাজনায় বিলি লইয়া দখলকার আছে। উক্ত জমার কোন খাজনা বাকী নাই।

৫। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করতঃ বিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

অত্র বর্ণনা পত্রের ১ নাগাৎ ৫নং দফার বিবরণ আমার জ্ঞান মতে সত্য আমি কাছারিতে উকিল......বাবুর সেরেস্তায় বসিয়া অদ্য বেলা ১০ টার সময় এই বর্ণনা পত্র দস্তখত করিলাম। ইতি তারিখ ৭।১১।১২

সত্যপাঠ

[বিবাদীর দস্তখত]

Plaint No. 2 (Rent suit).

(সরিকগণকে পক্ষ করিয়া বাকী খাজনার আরজি)

১নং

জেলা...   চৌকি...

১ম মনসফী আদালত

বাদী   প্রতিবাদী

শ্রী......   ১। শ্রী......

মোকাবিলা বিবাদী

২। শ্রী—

৩। শ্রী—

দাবী বাকী খাজনা বাবদ

মং ১৯৭৶/১০ টাকা

বাদীর বর্ণনা—

জেলা......   কালেকটারীর ২৩০নং তৌজির পরগণা.....
অন্তর্গত থানা......   চৌকির এলাকাধীন..... মৌজে   এর.. ..
গ্রামে যে সমস্ত জমী জমা আছে তাহাতে বাদীর ॥০ অংশ ও
মোকাবিলা বিবাদীদ্বয়ের প্রত্যেকের ।০ হিসাবে অংশ আছে।

১। উক্ত গ্রামে নিম্ন তপশীল লিখিত ষোল আনা রকমে ৩২।২৮
জমীর কাত বার্ষিক ৬৪৲ খাজনায় ১নং প্রতিবাদী একটি জমা
দখলকার আছে।

২। উক্ত জমার ষোল আনা রকমে বার্ষিক ৬৪৲ টাকার মধ্যে সরিক-
গণের প্রত্যেকের ১৬৲ হিঃ ৩২ টাকা বাদে বাদীর অংশে ৩২৲
খাজনা অবধারিত আছে ও তদনুসারে বাদী প্রতি কিস্তিতে নিম্নের
হিসাব মত খাজনা ও সেস আদি আদায় করিয়া আসিতেছেন।

৪। উক্ত জমার বাবদ ইস্তক সন ১৩১৫ সাল নাগাদ সন ১৩১৮ সাল এই ৪ সনের আসল খাজনা ও সেস্ মোট............টাকা প্রতিবাদীর নিকট বাদীর পাওনা, ক্ষমতা সত্ত্বেও তলব তাগাদায় প্রজা প্রতিবাদী, বাদীর প্রাপ্য ১৬৫৶১০ টাকা আদায় দেন নাই।

৫। ২।৩নং মোঃ প্রতিবাদীদ্বয়কে বাদীদ্বয়ের সহিত একযোগে নালিশ করিতে বলায় তাহাতে তাঁহারা স্বীকৃত হন নাই এবং প্রজা প্রতিবাদীর নিকট নালিশী সময়ের খাজনাদি বাবদ তাঁহাদের কত বাকী আছে তাহা তাঁহারা বা তাঁহাদের কর্ম্মচারী বা মূল প্রজা বিবাদী অনুরোধ ও তলব সত্ত্বেও প্রকাশ করেন নাই সুতরাং বাদী ষোল আনা রকমে প্রজা প্রতিবাদীর নিকট কত টাকা দেনা আছে তাহা সঠিক স্থির করিতে পারেন নাই. তবে বিশ্বাস করেন যে নালিশী সময়ের খাজনা ও সুদ বাবদ ষোল আনায় ১৯৭।৵১০ বাকী আছে ও তাহার উপর পূরা রসুম দিয়া বাদী Rent ডিক্রী পাইবার জন্য এই নালিশ করিতেছেন। হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৬। নালিশের কারণ ১৩...সালের শেষ তারিখের পর তারিখ হইতে অত্র আদালতের এলাকাধীন......গ্রামে প্রতি সন প্রতি কিস্তি গতে উদ্ভব হইয়াছে।

৭। ১নং আরজির ৭নং দফার মত।

অতএব বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক) উক্ত প্রজা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে দাবীকৃত ১৯৭।৵১০ টাকা ও মূলতুবি কালের মাসিক শতকরা ১৲ হিসাবে সুদ ও আদালতের সমস্ত খরচা ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয় অথবা বাদীকে তন্মধ্যে বাদীর নিজ প্রাপ্য ১৬৫৶১০ টাকা ও সমস্ত রসুম খরচা মূলতুবি কালের সুদসহ ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) বাদীর প্রাপ্য খাজনাদি ও খরচা বাবদ বাদীর অনুকূলে Rent decree দিতে আজ্ঞা হয় ঐ ডিক্রী জারিতে বাকীপড়া সম্পত্তি নিলামযোগ্য সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

প্রকাশ থাকে যে ১।৩নং বিবাদীর প্রাপ্য খাজনা আরজির লিখিত খাজনা অপেক্ষা অধিক হইলে বাদী তাহার উপর দেয় রসুম পশ্চাৎ দাখিল করিবেন।

তপশীল হিসাব।

	খাজনা	সেস	সুদ	একুন	ওয়াশীল	বাকী
১৩১৫	৩২৲	২৲	১৩।✓২	৪৭।✓২	০	৪৭।✓২
১৩১৬	৩২৲	২৲	৯।/১২	৪৩।/১২	০	৪৩।/১২
১৩১৭	৩২৲	২৲	৫।২	৩৯।২	০	৩৯।২
১৩১৮	৩২৲	২৲	১৶১৪	৩৫৶১৪	০	৩৫৶১৪
বাদীর প্রাপ্য	১২৮	৮৲	২৯✓১০	১৬৫✓১০	০	১৬৫✓১০

২নং বিবাদীর

নালিশী সময়ের বাবদ প্রাপ্য মায় সুদ ১৬৲

৩নং বিবাদীর নালিশী সময়ের

বাবদ প্রাপ্য মায় সুদ ১৬৲

১৯৭✓১০

মৌজে...... গ্রামে......

১ বন্দ ৫১৭ দাগ উ পূ দ প

৩২।১৶

সত্যপাঠ

Written Statement No. 2.

২নং আরজির বর্ণনা পত্র (২নং)

বর্ণনা পত্র

জেলা...   চৌকি...

আদালত

সন ১৯১ ।১২নং খাজনা মোকর্দ্দমা

বাদী   প্রতিবাদী

শ্রী—   শ্রী—   দিগর

১নং বিবাদীর বর্ণনা পত্র—

১। ১নং বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

২। বাদী কালেক্টারীতে নাম জারি না করায় বাদীর নালিশ অচল।

৩। নালিশী মহলে ও জমায় বাদীর ॥০ আনা স্বত্ব নহে তাহার ।৴০ অংশ আছে ও সেই হারে বাদী বরাবর নালিশী জমার খাজনা বিবাদীর নিকট আদায় লইয়াছেন। বাদী ॥০ আনার বাবদ ৩২৲ টাকার হিসাবে ডিক্রী পাইতে পারেন না।

৪। বাদী আরজির ৫ দফার উক্তি প্রমাণ করিতে বাধ্য নচেৎ Rent ডিক্রী পাইতে পারেন না।

৫। নালিশী সময়ের বাদীর প্রাপ্য খাজনা বিবাদী আদায় দিয়াছে তাহার বাবদ দাখিলা অত্র সহ দাখিল হইল।

৬। ২।৩নং মোকাবিলা বিবাদীদ্বয়ের ১নং বিবাদীর নিকট কোন খাজনা বাকী নাই।

সত্যপাঠ

Plaint No. 3. Suit on a handnote.

হ্যাণ্ডনোটের বাবদ মোকৰ্দ্দমার আরজি ৩নং

জেলা—হুগলি চৌকি—শ্রীরামপুর— মুন্‌সফী আদালত

মহামহিম শ্রীযুক্ত—

২য় মুন্‌সীফ রায় বাহাদুর

বরাবরেষ্—

বাদী		বিবাদী	
শ্রী… …	পিতা……	শ্রী……	পিতা
জাতি…	পেশা…	জাতি…	পেশা…
সাকিম…	থানা…	সাকিম·	থানা…
পরগণা…	জেলা…	পরগণা…	জেলা…

হ্যাণ্ডনোট বাবদ দাবী ১০৭৲ টাকা।

বাদীর বর্ণনা এই যে—

১। বিবাদী গত ১৩১৫ সালের ১৭ই চৈত্র তারিখে বাদীর নিকট বাদীর মোকামে তাহার নিজ আবশ্যকীয় খরচার জন্য ৫০ টাকা কৰ্জ্জ লইয়া বাদীর নাম বরাবর এককেতা হ্যাণ্ডনোট সম্পাদন করিয়া দেয়। বিবাদী ঐ টাকার উপর আদায় কালতক মাসিক শতকরা··হিসাবে সুদ দিবার অঙ্গীকার করে ও আসল টাকা ও সুদ চাহিবা মাত্র দিবার চুক্তি থাকে।

২। বিবাদীর নিকট উক্ত আসল ও সুদের মধ্যে নিম্নের হিসাব মোতাবেক আদায় বাদে ১০৭৲ টাকা বাকী আছে। বিবাদী নগামি করিয়া বারম্বার তাগাদা সত্ত্বেও কিছুমাত্র আদায় দেয় নাই।

৩। নালিশের কারণ সন ১৩১৫ সালের ১৭ই চৈত্র তারিখে হুজুরাদালতের এলাকাধীন ··গ্রামে উদ্ভব হইয়াছে।

৩। আদালতের এলাকা ও কোর্ট ফি নির্ণয়ার্থ দাবীর পরিমাণ ১০৭, টাকা ধার্য্য হইল।

বাদীর প্রার্থনা এই যে—

(ক) বিবাদীর প্রতিকূলে বাদীকে ১০৭ টাকার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) মোকর্দ্দমার খরচা ও আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়—

তপশীল হিসাব

আসল—৫০,
সুদ— ১২৩,
১৭৩,

আদায়—
সুদ বাবদ
......তারিখে—৬

বাকী—১০৭,

[সত্যপাঠ]

Written Statement in the money suit No. 3.

৩নং আরজির বর্ণনাপত্র (৩নং)

জেলা· চৌকি·· আদালত

বিবাদীর বর্ণনা

১। বাদীর দাবী অন্যায় ও অতিরিক্ত।

২। বিবাদী হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া ৫০, টাকা কর্জ্জ লয় সত্য। কিন্তু বিবাদী বাদীকে···সালের·· ···মাসে নগদ ২০, টাকা ও ৭, টাকা

কাহণ হিসাবে ১০ কাহণ বিচালী দেয় তাহাতে বাদীর দাবীর মধ্যে ১৫৲ টাকা বাকী থাকে।

৩। বিবাদী উক্ত ১৫৲ টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল ও তাহা অদ্য আদালতে জমা দিয়াছে। বাদী বিবাদীকে হুজুরাদালতের ১৯১০ সালের ১২নং মোকর্দ্দমায় সাক্ষীমান্য করে ও বাদীর মিথ্যা মোকর্দ্দমায় মিথ্যা এজাহার দিতে অনুরোধ করে। বিবাদী তাহাতে সম্মত না হওয়ায় হ্যাণ্ডনোটের পৃষ্ঠে রিতীমত ওয়াশীল না দিয়া কল্পিত হিসাব দিয়া অতিরিক্ত দাবীতে মিথ্যা মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছে।

৪। বাদীর অতিরিক্ত দাবীর পরিমাণ ডিস্‌মিস্ করিয়া বিবাদীকে হারাহারি খরচা দিবার আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ)

(অন্য প্রকার)

বিবাদীর বর্ণনা

১। বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

২। বাদী নালিশী হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দেয় নাই বা বাদীর নিকট কোন টাকা লয় নাই। বাদীর দাখিলী হ্যাণ্ডনোট কৃত্রিম দলিল হইতেছে।

৩। বাদীর সহিত বিবাদীর বহুকালাবধি মোকর্দ্দমা চলিতেছে এমত অবস্থায় বিবাদী, বাদীর নিকট কোন টাকা কর্জ্জ লওয়া সম্ভব নহে।

৪। বাদী বিবাদীকে অযথা কষ্ট দিবার মানসে এই মিথ্যা মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছে।

৫। বাদীর অন্যায় দাবী ডিস্‌মিস্ করিয়া বিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

Plaint No. 4. Suit on a bond.

খতের বাবদ মোকর্দ্দমার আরজি (৪নং)

[১নং আরজির মত]

বাদীর বর্ণনা এই যে—

১। বিবাদী বাদীর নিকট ১৩১৫ সালের ৭ই ভাদ্র তারিখে ২০০৲ টাকা কর্জ্জ লয় ও উক্ত টাকার উপর মাসিক শতকরা ১৲ টাকার হিসাবে সুদ দিবার অঙ্গীকারে উক্ত টাকার জন্য বাদীর বরাবর এককেতা তমসুক লিখিয়া রেজেষ্ট্রী করিয়া দেয়।

২। বিবাদী নিম্নের তপশীলের লিখিত জায়মত বাদীকে সুদ ও আসলের মধ্যে······টাকা আদায় দিয়াছে ও তপশীলের হিসাব মত বিবাদীর নিকট বাদীর নালিশী খতের বাবদ···টাকা বাকী আছে। বিবাদী বাদীর বারম্বার তলব তাগাদা সত্ত্বেও নষ্টামি করিয়া বাদীর প্রাপ্য টাকা আদায় দেয় নাই।

৩। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে হুজুরাদালতের এলাকাধীন কিং··· গ্রামে... সালে··· মাসে .. বাদীর নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

৪। আদালতের এলাকা ও রসুম নির্ণয় জন্য দাবীর পরিমাণ········ টাকা ধার্য্য হইল।

৫। বাদীর প্রার্থনা এই যে—

(ক) বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর অনুকূলে তপশীলের হিসাব মোতাবেক···টাকা ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) আদালতের খরচা বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী আর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

* তপশীল হিসাব—

আসল— টাকা—

সুদ— টাকা—

টাকা—

আদায়— টাকা—

মোট বাকী—

সত্যপাঠ

Written statement No. 4.

৪নং আরজির বর্ণনা পত্র—৪নং

বিবাদীর বর্ণনা পত্র—

১। এই বর্ণনা পত্রে বিবাদী যাহা স্পষ্ট স্বীকার করেন না তাহা প্রমাণের ভার বাদীর উপর রহিল।

২। বিবাদী বাদী বরাবর নালিশী তমস্থক লিখিয়া দেওয়া প্রকৃত বটে, কিন্তু বিবাদী বাদী বরাবর খত সম্পাদন কালে ১০০৲ টাকা লইয়াছে, ও বাকী ১০০৲ টাকা আবশ্যক মতে লইবার কথা থাকে, পরে বিবাদীর আবশ্যক না হওয়ায় উক্ত ১০০ টাকা লয় নাই।

৩। খত সম্পাদনের ৩ মাস পরে বিবাদী বাদীকে উক্ত খতের বাবদ ১০০৲ টাকা সুদ সহ পরিশোধ করিয়াছে, বাদী উক্ত টাকা খতের পৃষ্ঠে ওয়াশীল দিয়া খত ফেরত দিবার অঙ্গীকার করেন কিন্তু পরে টাল বাহাল করিয়া খত ফেরত দেন নাই।

* ভিন্ন ভিন্ন তারিখে যেরূপ টাকা আদায় দিয়াছে তাহা লিখিতে হইবে।

৪। উপরোক্ত অবস্থা মতে বিবাদীর নামে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই। বাদীর কর্ম্মচারী শ্রী...... এর সহিত নানা কারণে প্রতিবাদীর মনান্তর থাকায় উক্ত কর্ম্মচারীর যোগে বাদী এই মিথ্যা নালিশ করিয়াছে।

৫। বাদীর এই মিথ্যা মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া বিবাদীকে খরচা দিতে আজ্ঞা হয় ইতি—

সত্যপাঠ

Plaint No. 5.—Damage suit.

ক্ষতিপূরণের নালিশের আরজি (৫নং)

[১নং আরজির মত]

বাদীর বর্ণনা এই যে—

১। বিবাদী বাদীর পৃথকান্নবর্ত্তী জ্যেষ্ঠ সহোদর হইতেছেন। বাদী ও বিবাদীর মধ্যে তাঁহাদের এজমালী সম্পত্তি ১৩১১ সালে বিভাগ হইয়া তপশীলের বর্ণিত পুষ্করিণী বাদীর অংশে পড়ে ও তদবধি বাদী উক্ত পুষ্করিণীতে একা দখলকার আছেন।

২। বিবাদী অন্যায় পূর্ব্বক ১৩১৬ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে উপরোক্ত পুষ্করিণী হইতে ২ মণ মৎস্য ধরিয়া লইয়াছে।

৩। উক্ত মৎস্যের মূল্য ৪০৲ টাকা হইতেছে ও বাদী ঐ মূল্য বিবাদীর নিকট পাইবার হকদার হইতেছেন।

৪। নালিশের কারণ ১৩১৬ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে অত্র আদালতের এলাকাধীন····· গ্রামে উদ্ভব হইয়াছে।

বাদীর প্রার্থনা—

(ক) বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর অনুকূলে ৩০৲ টাকা ও আদালতের খরচা ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) বাদী আদালতের ন্যায় বিচারে আর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল সম্পত্তি—

মৌজা... থানা··· গ্রামে... নিম্নলিখিত চৌহদ্দীস্থিত ১ বিঘার মধ্যে আন্দাজ।৹ কাঠা—পুষ্করিণী। মোট বন্দের—চৌহদ্দী

১ বন্দ ১ বিঘা উ দ পূ প

সত্যপাঠ

Written statement no. 5.

৫নং আরজির বর্ণনা পত্র (৫নং)

জেলা...... চৌকি···,··

······আদালত

নং......মোকর্দ্দমা ১৯১২ সাল

বাদী প্রতিবাদী

শ্রী...... শ্রী......

বিবাদীর বর্ণনা।

১। বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

২। নালিশী পুষ্করিণী বাদী বিবাদীর এজমালী সম্পত্তি, উহা বাদীর অংশে পড়ার উক্তি মিথ্যা।

৩। উক্ত পুষ্করিণী হইতে বিবাদী আবশ্যক মত ১৩১৫ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে আন্দাজ ।৹ সের মৎস্য ধরাইয়াছেন। পুষ্করিণীতে এখনও যথেষ্ট মৎস্য আছে বাদী তাঁহার আবশ্যক হইলে ।৹ সের মৎস্য ধরিয়া লইতে পারেন।

৪। মৎস্যের দাম বাদী যাহা ধরিয়াছেন তাহা অত্যধিক।

৫। বর্ত্তমান আকারে বাদীর নালিশ অচল।

৬। বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করতঃ বিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

Plaint no. 6. (Contribution suit.)

কনট্রিবিউশন বাবদ নালিশের আরজি (৬নং)

[১নং আরজির মত]

কনট্রিবিউশন (Contribution) বাবত দাবী......টাকা......

উপরোক্ত বাদীর আবেদন এই যে,—

১। অত্র আদালতের এলাকাধীন...থানার অন্তর্গত···মৌজায় নিম্নের লিখিত চৌহদ্দীস্থিত···বন্দে···বিঘা জল জমী বাদী ও বিবাদীর পৈতৃক যোত স্বত্ত্বীয় দখলী এক যোতভুক্ত জমী হইতেছে ও গড় কমলপুর নিবাসী মহিষাদলের রাজা উক্ত জমীর মালিক হইতেছেন। উক্ত যোতের...টাকা বাষিক জমা উক্ত মালিককে আদায় দিতে হয়।

২। বিবাদী উক্ত যোতের অর্দ্ধেক সরিক হইতেছেন। বিবাদী উক্ত যোতের খাজনা বাকী ফেলায় মালিক, বাদী ও বিবাদীর বিরুদ্ধে অত্র আদালতে······সালের......নম্বর কর মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিলেন। উক্ত মোকর্দ্দমা ডিক্রী হয়। উক্ত ডিক্রী জারিতে ডিক্রীদার বাদীর সম্পত্তি ক্রোক পূর্ব্বক নিলাম করাইতে উদ্যত হইলে বাদী নিজ স্বত্ব রক্ষার্থ উক্ত ডিক্রী ও জারির খরচা বাবত সমুদয় টাকা আদালতে দাখিল করিয়া নিলাম হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছেন। উক্ত টাকা দ্বারা বিবাদী উপকৃত হইয়াছে

এবং উক্ত দাখিলী টাকার অর্দ্ধেক টাকা বাদীকে আদায় দিতে বাধ্য আছে।

৩। বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে উক্ত দাখিলী টাকার অর্দ্ধেক টাকা শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হিঃ সুদসহ মোট......টাকার ডিক্রী পাইবার হকদার হইতেছেন।

৪। আদালতের এলাকা ও রসুম নির্ণয় জন্য দাবীর পরিমাণ . টাকা ধার্য্য হইল।

৫। অতএব বাদী প্রার্থনা করেন যে,—

(ক) বিবাদীর বিরুদ্ধে নিম্নের হিসাব মতে মায় সুদ······টাকা ও মোকর্দ্দমার খরচা ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) আইন মতে বাদী অপর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহারও ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

৬। অত্র আদালতের এলাকাধীন······থানার অন্তর্গত······মৌজায় ···সালের···মাস গতে (টাকা দাখিলের তারিখে) অত্র নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

(ক) তপশীল হিসাব

(খ) তপশীল চৌহদ্দী

সত্যপাঠ

Written statement no. 6.

কনট্রিবিউশন মোকর্দ্দমার বর্ণনা পত্র

বিবাদীর বর্ণনা পত্র—

১। বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

২। বাদীর আরজির ১ দফার উক্তি মতে বাকী খাজনার ডিক্রীতে বাদীর সম্পত্তি ক্রোক হইলে, বাদী, বিবাদীর নিকট অর্দ্ধেক টাকা

লইয়া ও নিজে অৰ্দ্ধেক টাকা দিয়া ডিক্রীদারের প্রাপ্য সমস্ত টাকা ১৩১৭ সালের ১২ বৈশাখ তারিখে আদালতে জমা দিয়াছেন।

৩। পরে ১৩১৮ সালের ভাদ্র মাসে বাদীর ও বিবাদীর এজমালী পুষ্করিণী হইতে বাদী ৩/০ মণ মৎস্য ধরাইয়া লয় ও বিবাদী তাহাতে আপত্তি করে, তজ্জন্য এই বিবাদীর সহিত বাদীর মনান্তর হওয়ায় বাদী এই মিথ্যা কষ্টদায়ক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছে।

৪। উপরোক্ত অবস্থা মতে বাদীর মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া প্রতিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়। ইতি

সত্যপাঠ

Plaint No. 7—Suit for damages for malicious prosecution.

৭নং আরজি—মিথ্যা ফৌজদারী মোকর্দ্দমার জন্য ক্ষতিপূরণের নালিশ।

[১নং আরজির মত]

দাবী .০০১ টাকা

উপরোক্ত বাদী বর্ণনা করিতেছেন—

১। বিবাদী সন ১৩১৮ সালের ৬ই মাঘ তারিখে ডায়মণ্ড হারবার সব্‌ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে, বাদী বিবাদীর আবাদী ধান্য চুরি করিয়া লইয়াছে, এই উক্তিতে বাদীর বিরুদ্ধে maliciously একটি মিথ্যা চুরির মোকর্দ্দমা উপস্থিত করে।

২। ফৌজদারী আদালতের ন্যায় বিচারে উক্ত মোকর্দ্দমা মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়ায় ঐ মোকর্দ্দমা গত ১৩১৮ সালের ৭ই চৈত্র তারিখে

ডিস্‌মিস্‌ হইয়াছে। উক্ত মোকদ্দমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুরের রায়ের জাবেদা নকল অত্র সহ দাখিল হইল।

৩। বিবাদী উপরোক্ত মিথ্যা মোকর্দ্দমা উপস্থিত করায় বাদীর বিশেষ মানহানি হইয়াছে। বাদী একজন সম্ভ্রান্ত লোক, উক্ত মোকদ্দমার পর বাদী সমাজে ঘৃণিত হন, উক্ত মোকর্দ্দমায় নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইতে তাঁহার ৬০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে ও তাঁহার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট হইয়াছে ও তিনি তাঁহার বৈষয়িক কার্য্যাদি প্রায় ৩ মাস যাবৎ করিতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

৪। বাদী উপরোক্ত অবস্থা ক্রমে বিবাদীর নিকট মানহানি, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, কার্য্যক্ষতি ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমার খরচ বাবদ মোট ১০০১৲ টাকা পাইতে হকদার হইতেছেন।

৫। নালিশের কারণ ফৌজদারী মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তির তারিখ ১৩১৮ সালের ৭ই চৈত্র হইতে হুজুরাদালতের এলাকাধীন...... গ্রামে উপস্থিত হইয়াছে।

৬। আদালতের এলাকা ও কোর্ট ফি নির্ণয়ার্থ দাবীর পরিমাণ ১০০১৲ টাকা দেওয়া গেল।

এমতে প্রার্থনা—

(ক) বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর অনুকূলে তপশীলের হিসাব মতে ১০০১৲ টাকা ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) আদালতের খরচা বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী আর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল হিসাব—

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, মানহানি এবং কার্য্যক্ষতি বাবদ—৪০১৲

ফৌজদারী মোকর্দ্দমার খরচা বাবদ— ৬০০৲

মোট—১০০১ টাকা

সত্যপাঠ

Written Statement No. 7 for plaint No. 7.

৭নং আরজির বর্ণনা পত্র (৭নং)

বিবাদীর বর্ণনা পত্র

বিবাদীর বর্ণনা—

১। এই বর্ণনা পত্রে বিবাদী যাহা স্বীকার করেন না তাহা প্রমাণের ভার বাদীর উপর রহিল।

২। বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

৩। বাদী জনৈক দুর্দ্দান্ত লোক। বাদী বলপূর্ব্বক বিবাদীর আবাদী ধান্য কাটিয়া লয় তাহাতে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা করে। ফৌজদারী আদালতে বিবাদী প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু হাকিম Civil dispute উল্লেখে মোকর্দ্দমা ডিসমিস্ করিয়াছেন, বাস্তবিক পক্ষে বাদী বিবাদীর ধান্য চুরি করিয়াছিল বিবাদী তাহা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবেক। বিবাদী সরল বিশ্বাসে উক্ত মোকর্দ্দমা উপস্থিত করে।

৪। বাদী জনৈক মোক্তার দ্বারা মোকর্দ্দমা চালাইয়াছিল তাহার ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় ৬০০৲ টাকা খরচ হয় নাই।

৫। পূর্ব্বে ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় বাদীর দণ্ড হয়। বাদীর সমাজে সম্মান নাই। বাদী ৪০১ টাকা মানহানি বাবদ পাইতে পারে না। বাদীর দাবী অন্যায় ও অতিরিক্ত।

৬। উপরোক্ত অবস্থা ক্রমে বাদীর মিথ্যা মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া বিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

Plaint No. 8—Suit on a Simple Mortgage Bond.

৮নং আরজি-জায় বন্ধকী তমস্সুকের নালিশ।

[১নং আরজির মত]

উপরোক্ত বাদীর নিবেদন এই যে, -

১। বিবাদী তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তি বাদীকে বন্ধক দিয়াছে।

২। উক্ত বন্ধকী দলিলের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

(ক) ১৩১২ সালের ২রা মাঘ তারিখে বন্ধকী দলিল সম্পাদিত হয়।

(খ) বন্ধক দাতা শ্রী— বিবাদী উক্ত দলিল বন্ধক গ্রহীতা শ্রী— বাদীর বরাবর সম্পাদন করেন।

(গ) উক্ত বন্ধকী দলিল সম্পাদন করিয়া বিবাদী বাদীর নিকট ১২০০৲ টাকা গ্রহণ করেন।

(ঘ) শতকরা মাসিক ১৷০ হিসাবে সুদ দিবার চুক্তি থাকে উহা উক্ত বন্ধকী দলিলে লিখিত আছে, ও ৩ মাস সুদের টাকা বাকী থাকিলে উহা আসলে গণ্য হইয়া উহার উপর সুদ চলিবার সর্ত্ত আছে।

(ঙ) তপশীলের হিসাব মতে বিবাদীর নিকট বাদীর ২০০০৲ টাকা বাকী আছে।

৩। বিবাদী বাদীর প্রাপ্য উক্ত ২০৭০৲ টাকা তলব তাগাদায় আদায় না দেওয়ায় হুজুরাদালতের এলাকাধীন……গ্রামে বন্ধকের

টাকা পরিশোধ করিবার ওয়াদার সময়.....তারিখে বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর অত্র নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

৫। আদালতের এলাকা ও কোর্ট ফি নির্ণয়ার্থ দাবীর পরিমাণ ২০৭০৲ টাকা দেওয়া গেল।

বাদীর প্রার্থনা—

(ক) বিবাদীর বিরুদ্ধে দাবীকৃত ২০৭০৲ ও আদায় কালতক দলিলের হারে সুদ ও মোকর্দ্দমার খরচার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয় ও বন্ধকী সম্পত্তি উক্ত ডিক্রীর টাকা আদায়ের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) ডিক্রীর টাকা আদায় জন্য বিবাদীকে একটি সময় দিতে আজ্ঞা হয় ও বিবাদী উক্ত সময় মধ্যে ডিক্রীর টাকা পরিশোধ না করিলে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা ডিক্রীর টাকা আদায় করিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা ডিক্রীর টাকা আদায় না হইলে বিবাদীর অপরাপর সম্পত্তি হইতে বক্রী টাকা আদায় করিবার জন্য বাদী আবশ্যক মতে ডিক্রী লইতে পারেন তাহা প্রচার করিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী আর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল হিসাব

তপশীল চৌহদ্দী

সত্যপাঠ

Plaint No. 8 (a)—suit on a simple Mortgage bond.

৮ (ক) নং আরজি—জায় বন্ধকী তমসুকের নালিশ।

Another Form (অন্য প্রকার)

[১নং আরজির মত]

উপরোক্ত বাদীর আবেদন এই যে—

১। অত্র আদালতের এলাকাধীন……থানার অন্তর্গত……পরগণার……মৌজায় নিম্নের লিখিত চৌহদ্দীস্থিত……বন্দে……বিঘা মালের জল কালা জমী আবদ্ধ রাখিয়া বিবাদী সন ১৩১…সালের……মাসের……তারিখে বাদীর নিকট ২০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়া উক্ত টাকার উপর মাসিক শতকরা ২॥০ টাকা হিসাবে সুদ দিবার অঙ্গীকারে এবং উক্ত হারে মায় সুদ আসল টাকা সন ১৩……সালের……মাসে আদায়ের ওয়াদা করিয়া অত্র সহ দাখিলী আবদ্ধ তমসুক সম্পাদন ও রেজেষ্ট্রী করিয়া দেয়।

২। উক্ত তমসুকে আরও সর্ত্ত আছে যে ওয়াদার মধ্যে মায় সুদ আসল টাকা আদায় না দিলে বিবাদী বাদীকে আদায় কালতক উপরোক্ত নিয়মে সুদ দিবে।

৩। বিবাদী……সনের……মাসে আসল টাকাও সুদের মধ্যে……টাকা ওয়াশীল দিয়াছে।

৪। নিম্নের হিসাবমতে ওয়াশীল বাদে মায় সুদ ও আসল বাবত……টাকা বিবাদীর নিকট বাদীর পাওনা হইতেছে। বিবাদী বাদীর বারম্বার তলব তাগাদা সত্ত্বেও নষ্টামি করিয়া কিছুমাত্র আদায় দেয় নাই।

৫। আদালতের এলাকা ও কোর্ট ফি নির্ণয় জন্য দাবীর পরিমাণ··· টাকা ধার্য্য হইল।

৬। অত্র আদালতের এলাকাধীন······থানার অন্তর্গত······মৌজায়·· সালের··· ··মাসে (ওয়াদার তারিখ) এবং····· সালের········· মাস (ওয়াশীলের তারিখ) গতে ক্রমশঃ অত্র নালিসের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

৭। অতএব বাদী প্রার্থনা করেন যে—

৮নং আরজির মত

তপশীল হিসাব

তপশীল চৌহদ্দী

সত্যপাঠ

Written Statement No. 8 for plaint No 8.

৮নং আরজির বর্ণনা পত্র (৮নং)

বর্ণনা পত্র

বিবাদীর বর্ণনা—

১। বিবাদী বাদীর বরাবর নালিশী দলিল সম্পাদন করিয়া দেওয়া প্রকৃত কিন্তু বিবাদী···শত টাকার মধ্যে······লয় ও বক্রী টাকা আবশ্যক মতে পরে লইবার কথা থাকে কিন্তু বক্রী······টাকা লইবার আবশ্যক না হওয়াতে বিবাদী উক্ত টাকা লয় নাই।

২। বাদী যে টাকা ওয়াশীলের হিসাব দিয়াছেন তাহা ব্যতীত ১৩১৭ সালের ১২ই বৈশাখ বিবাদী বাদীকে নগদ ৩০০৲ টাকা দিয়াছে বাদী উক্ত ওয়াশীল গোপন করিয়াছেন।

৩। বন্ধকী দলিলের বাবদ বিবাদীর নিকট বাদীর কোন টাকা পাওনা

নাই বরং রীতিমত হিসাব না হওয়ায় বাদী তাঁহার প্রাপ্য টাকা অপেক্ষা অধিক টাকা আদায় লইয়াছেন।

৪। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে বাদীর দাবী ডিসমিস করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

Plaint No. 9—Suit on a usufructuary mortgage bond.

৯নং আরজি—সুদবন্ধকী তমসুকের নালিশ।

[১নং আরজির মত]

যোত বন্ধকী স্বত্ব সাব্যস্তমতে দখল অথবা আসল মায় সুদ বাবত দাবী ...টাকা......

উপরোক্ত বাদীর আবেদন এই যে—

১। অত্র আদালতের এলাকাধীন......থানার অন্তর্গত.. ...পরগণা—...মৌজায় নিম্নের লিখিত চৌহদ্দীস্থিত... ...বন্দে ....বিঘা মালের জল কালা জমী যোত বন্ধক দিয়া বিবাদী গত সন ১৩... সালের.........মাসের......তারিখে বাদীর নিকট .....টাকা কর্জ্জ লইয়া নালিশী সুদ বন্ধকনামা বা যোত বন্ধকনামা দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়া উক্ত টাকার সুদের পরিবর্ত্তে (অথবা সুদ ও আসল টাকার পরিবর্ত্তে) উক্ত যোতবন্ধকী সম্পত্তি বাদীর দখলে ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং চুক্তি করিয়াছিল যে বাদী কাহারও কর্ত্তৃক উক্ত জমী হইতে বেদখল হইলে আসল টাকার উপর মাসিক শতকরা......টাকা হারে সুদ দিবে।

২। বাদী উক্ত সুদবন্ধকী (অথবা যোতবন্ধকী) জমী......সাল হইতে......সাল পর্য্যন্ত চাষাবাদ দ্বারা দখলকার ছিল।

৩। বাদী উক্ত জমী······সনের······মাসে আবাদের জন্য লাঙ্গল করিতে যাইলে বিবাদী বাদীকে উক্ত জমী চাষ করিতে না দিয়া উক্ত জমী হইতে বাদীর স্বত্ব অস্বীকারে বেদখল করিয়াছে।

৪। উক্তরূপে বেদখল করিবার বিবাদীর কোন স্বত্ব বা অধিকার নাই। বাদী উক্ত সুদবন্ধকী (অথবা যোতবন্ধকী) জমীতে সুদবন্ধকী (অথবা যোতবন্ধকী) স্বত্ব সাব্যস্তমতে দখল ও ওয়াশীলাত অথবা আসল মায় তমসুকের লিখিত হারে সুদ······টাকার ডিক্রী পাইবার হকদার।

৫। আদালতের এলাকা ও কোর্ট ফি নির্ণয় জন্য দাবীর পরিমাণ······ টাকা ধার্য্য হইল।

৬। অতএব বাদী প্রার্থনা করে যে—

(ক) বিবাদীর বিরুদ্ধে নালিশী সুদবন্ধকী (অথবা যোত-বন্ধকী) জমীতে বাদীর সুদবন্ধকী (অথবা যোতবন্ধকী) স্বত্ব সাব্যস্তমতে দখলের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) বেদখলী সময়ের ওয়াশীলাত বাবত অর্থাৎ আবাদ খরচা বাদে ধান্য ও খড়ের মূল্য বাবত····· টাকার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) যদি কোন কারণে বাদী সুদবন্ধকী (অথবা যোতবন্ধকী) জমীতে দখলের ডিক্রী পাইবার হকদার সাব্যস্ত না হন তাহা হইলে আসল মায় তমসুকের লিখিত হারে সুদ বাবত ·····টাকার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়। (অথবা ৮নং আরজির মত প্রার্থনা হইবে)।

(ঘ) মোকর্দ্দমার খরচার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) আইন ও একুইটী মতে বাদী অপর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহারও ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

৭। অত্র আদালতের এলাকাধীন......থানার অন্তর্গত......সৈ সালের .....মাস গতে অত্র নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

তপশীল হিসাব (ওয়াশীলাত)

তপশীল হিসাব (আসল মায় সুদ)

তপশীল চৌহদ্দী

সত্যপাঠ

Written Statement No. 9 for plaint No. 9.

৯নং আরজির বর্ণনা পত্র (৯নং)

বিবাদীর বর্ণনা—

১। বিবাদী বাদী বরাবর নালিশী তমস্থক লিখিয়া দেওয়া প্রকৃত।

২। বিবাদী বাদীকে বন্ধকী সম্পত্তি হইতে বেদখল করে নাই। বাদী নালিশী বন্ধকী দলিলের তারিখ হইতে দলিলের সর্ত্ত অনুযায়ী আবদ্ধীয় সম্পত্তি দখলকার আছেন। আবদ্ধ সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে বাদীর প্রাপ্য আসল টাকা ও সুদ পরিশোধ হইয়া বিবাদীর প্রায়..... টাকা বাদীর নিকট পাওনা হইয়াছে। বিবাদী বাদীর নিকট আবদ্ধ সম্পত্তির উপস্বত্বের হিসাব চাওয়ায় ও বিবাদীকে নালিশী তমস্থক পরিশোধিত উল্লেখে ফেরৎ দিতে বলায় ও সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিতে বলায় বাদী তাহাতে সম্মত হয় নাই। বিবাদী বাদীর নামে বন্ধক উদ্ধারের নালিশ করিবে আশঙ্কায় অগ্রস্থচী হইয়া এই মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

৩। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

৪। বিবাদী নালিশী তমস্থকের পর ১ খণ্ড রেজেষ্ট্রী বন্ধক দ্বারা...... গ্রাম নিবাসী... ....কে উক্ত সম্পত্তি ২য় বার বন্ধক দিয়াছে

উক্ত ২য় বন্ধক গ্রহীতাকে অত্র মোকর্দ্দমার পক্ষ না করিলে মোকর্দ্দমা চলিতে পারে না।

৫। বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করতঃ বিবাদীকে খরচা ও সম্পত্তির দখল দেওয়াইবার ও হিসাব নিকাশ অন্তে বাদীর নিকট বিবাদীর প্রাপ্য টাকার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়। বিবাদী আবশ্যক মতে তাঁহার প্রাপ্য টাকা ধার্য্য হইলে তাহার উপর কোর্ট ফি দাখিল করিবেন।

সত্যপাঠ

Plaint No. 10. Suit on a mortgage bond by Conditional Sale.

১০নং আরজি—কটকোবালা তমস্থকের নালিশ।

[১নং আরজির মত]

কটকোবালা বাবত দাবী.........টাকা

উপরোক্ত বাদীর আবেদন এই যে—

১। অত্র আদালতের এলাকাধীন......থানার অন্তর্গত......পরগণার ...মৌজায় নিম্নের লিখিত চৌহদ্দীস্থিত · বন্দে·· ·· বিঘা নিষ্কর ......জমী কটকোবালা দ্বারা আবদ্ধ দিয়া বিবাদী...সনের· মাসের......তারিখে বাদীর নিকট......টাকা কর্জ্জ লইয়া উক্ত টাকার উপর মাসিক শতকরা·· ......টাকা হিসাবে স্থদ দিবার অঙ্গীকারে এবং উক্ত হারে স্থদ সহ আসল টাকা··· · সনের·· ·· মাসে আদায়ের ওয়াদা করতঃ অত্রসহ দাখিলী কটকোবালা তমস্থক সম্পাদন ও রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়াছে।

২। বিবাদী উক্ত তমস্থকে আরও চুক্তি করিয়াছে যে বিবাদী ওয়াদা মধ্যে মায় স্থদ আসল টাকা আদায় না দিলে বিবাদীর বন্ধক

উদ্ধার স্বত্ব রহিত হইবে, এবং বাদী কটকোবালার লিখিত সম্পত্তিতে দখলের ডিক্রী পাইবে।

৩। নিম্নের হিসাব মতে বিবাদীর নিকট বাদীর সুদ ও আসল বাবত……টাকা পাওনা হইতেছে। বিবাদী বাদীর বারম্বার তলব তাগাদা সত্ত্বেও নষ্টামি করিয়া কিছুমাত্র আদায় দেয় নাই।

৪। আদালতের এলাকা ও কোর্ট ফি (রসুম) নির্ণয় জন্য দাবার পরিমাণ……টাকা ধার্য্য হইল।

৫। অতএব বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক) বিবাদীর বিরুদ্ধে নিম্নের হিসাব মতে মায় সুদ আসল…… টাকা ও মোকর্দ্দমার খরচার জন্য কটকোবালার লিখিত সম্পত্তিতে দায় সংযুক্তে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) আদালত কর্ত্তৃক উক্ত ডিক্রীকৃত টাকা আদায় দিবার জন্য বিবাদীকে একটী সময় দিতে আজ্ঞা হয়। বিবাদী উক্ত সময় মধ্যে উক্ত ডিক্রীকৃত টাকা বাদীকে আদায় না দিলে বিবাদীর বন্ধক উদ্ধার স্বত্ব রহিত পূর্ব্বক বাদীকে বন্ধকী সম্পত্তিতে দখলের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আইন ও একুইটী মতে বাদী অপর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহারও ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

৬। অত্র আদালতের এলাকাধীন……থানার অন্তগত …মৌজায় …সালের……মাসের……তারিখ (ওয়াদার তারিখ) গতে অত্র নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

তপশীল হিসাব

তপশীল চৌহদ্দী

সত্যপাঠ

Written Statement No. 10 for plaint No. 10.

১০নং আরজির বর্ণনা পত্র (১০নং)

জেলা ....চৌকি......

আদালত

১৯১১ সালের ১২২নং হকিয়ত মোকর্দ্দমা

বাদী বিবাদী

শ্রী........................ শ্রী.................. ...

বর্ণনা পত্র।

বিবাদীর বর্ণনা—

১। বাদীর অত্র নালিশের কোন কারণ নাই, কারণাভাবে মোকর্দ্দমা ডিসমিস্ যোগ্য।

২। নালিশী সম্পত্তির মূল্য ১০০০৲ টাকার অধিক হওয়ায় অত্র মোকর্দ্দমা হুজুর আদালতে বিচার্য্য নহে।

৩। নালিশী বন্ধকী দলিলের পর বিবাদী.. .. সাকিমের শ্রীযুক্ত..... র নিকট ৭০০৲ টাকা কর্জ্জ হইয়া......সালে ...তারিখে একখণ্ড সুদ বন্ধকী দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছে ও উক্ত দলিলের সর্ত্ত অনুসারে দ্বিতীয় বন্ধকগ্রহীতা শ্রী...... ....বন্ধকী সম্পত্তিতে দখলকার আছেন। তাঁহাকে অত্র মোকর্দ্দমায় পক্ষভুক্ত না করিলে মোকর্দ্দমা চলিতে পারে না।

৪। বন্ধকী দলিল আইনানুসারে সম্পাদিত ও Attested হয় নাই।

৫। বাদী বন্ধকী দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে ৫ বৎসর বন্ধকী সম্পত্তি দখল করেন, ও উক্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে বন্ধকী দলিল পরিশোধিত হইয়াছে। বাদী টালবাহাল করিয়া উক্ত দলিল ফেরত দেন নাই। বন্ধকী দলিল বাবদ বিবাদীর নিকট বাদী—

কোন টাকা পাওনা নাই। অতএব প্রার্থনা বাদীর মিথ্যা মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করতঃ বিবাদীর খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

Plaint No. 11—Redemption suit.

১১নং আরজি—বন্ধক উদ্ধারের নালিশ।

(১নং আরজির মত)

বন্ধক উদ্ধার (Redemption) বাবদ দাবী......টাকা

উপরোক্ত বাদীর আবেদন এই যে—

১। অত্র আদালতের এলাকাধীন......থানার অন্তর্গত......মৌজায় নিম্নের লিখিত চৌহদ্দীস্থিত......বন্দে... . বিঘা মালের বাস্ত জমা আবদ্ধ রাখিয়া বাদী বিবাদীর নিকট......সালের . ...মাসের... তারিখে......টাকা কর্জ্জ গ্রহণে উক্ত টাকার উপর মাসিক শতকরা ......টাকা হারে সুদ দিবার অঙ্গীকারে এবং উক্ত হারে সুদসহ আসল টাকা.. ...সন......মাসে আদায়ের ওয়াদা করিয়া এবং আদায় কালতক উক্ত হারে সুদ দিবার চুক্তিতে ১ কেতা জায়-বন্ধক তমস্থক সম্পাদন ও রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়াছিল।

২। বিবাদী ও বাদীর মধ্যে পরে এরূপ চুক্তি হয় যে বিবাদী নিম্নের তপশীলের লিখিত সম্পত্তি চাষাবাদ দ্বারা উপস্বত্বভোগী হইবেন এবং উক্ত উপস্বত্বের দ্বারা নালিশী জায়-বন্ধক দলিলের দেনা পরিশোধ হইবেক।

৩। উক্ত চুক্তি অনুসারে বিবাদী বাদীর তমস্থকের লিখিত জমা ...সাল হইতে......সাল পর্য্যন্ত... . বৎসর চাষাবাদে দখল করিয়াছেন।

৪। উক্ত আবদ্ধ জমীর উৎপন্ন ধান্য ও খড়ের মূল্য দ্বারা বিবাদীর প্রাপ্য উক্ত নালিশী তমস্থকের টাকা পরিশোধ হইয়াছে। বিবাদী বাদীর বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও আবদ্ধ জমীতে উপজাত ধান্য ও খড়ের হিসাব করিতেছেন না বা বাদীকে নালিশী তমস্থক পরিশোধিত গণ্যে ফেরত দিতেছেন না। উক্ত বন্ধকী দলিলের ১ কেতা জাবেদানকল অত্রসহ দাখিল হইল।

৫। আদালতের এলাকা ও রসুম নির্ণয় জন্য দাবীর পরিমাণ... ... টাকা ধার্য্য হইল।

৬। অতএব বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক) বিবাদীর বিরুদ্ধে নালিশী জায় আবদ্ধ তমস্থকের দেনার হিসাব নিকাশের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) যদি উক্ত হিসাব নিকাশ মতে বিবাদীর গৃহীত আবদ্ধ জমীর উপজাত ফসলের মূল্য দ্বারা বিবাদীর প্রাপ্য নালিশী আবদ্ধ তমস্থকের বাবদ টাকা পরিশোধিত হওয়া সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে বাদীকে বন্ধক উদ্ধারের ডিক্রী (Redemption decree) দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) যদি উক্তরূপ হিসাব নিকাশ অন্তে বাদীর নিকট বিবাদীর কোন টাকা পাওনা থাকা সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে বাদীর নিকট উক্ত টাকা লইয়া বাদীর অনুকূলে উক্ত বন্ধক উদ্ধারের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) মোকর্দ্দমার খরচার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) আইন ও একুইটী মতে বাদী অপর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহারও ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

৭। অত্র আদালতের এলাকাধীন····· থানার অন্তর্গত······মৌজায় অত্র নালিশের কারণ····· সন······তারিখ হইতে উদ্ভব হইয়াছে।

তপশীল হিসাব

তপশীল চৌহদ্দী

সত্যপাঠ

Written statement No. 11 for plaint No. 11.

১১নং আরজির বর্ণনা পত্র (১১নং)।

বিবাদীর বর্ণনা—

১। বাদী বিবাদীর বরাবর নালিশী তমস্থক লিখিয়া দিয়া ৪০০৲ টাকা কৰ্জ্জ লয়েন, কিন্তু বিবাদী তমস্থকের সর্ত্ত অনুসারে নালিশী সম্পত্তিতে দখল পান নাই। বাদী টাল বাহাল করিয়া বিবাদীর অনুকূলে নালিশী সম্পত্তির দখল পরিত্যাগ না করায় বাদী বন্ধকী দলিলের সর্ত্ত অনুসারে স্থদ দিতে বাধ্য আছেন। নালিশী দলিলের বাবদ বিবাদীর, বাদীর নিকট ৯০০৲ টাকা বাকী হইয়াছে। বাদী উক্ত টাকা আদায় দিলে বিবাদী বন্ধকী দলিল ও পোষক দলিলাদি বাদীকে ফেরত দিতে প্রস্তুত আছেন।

২। বাদী স্বয়ং নালিশী সম্পত্তির দখলকার থাকায় অত্র আকারে তাঁহার মোকৰ্দ্দমা অচল।

৩। বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই। কারণ অভাবে মোকৰ্দ্দমা ডিস্‌মিস যোগ্য।

৪। বিবাদী নালিশী সম্পত্তির দখল পাইলে তাহার উপস্বত্ব হইতে নালিশী তমস্থকের বাবদ প্রাপ্য টাকা পরিশোধিত করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন।

সত্যপাঠ

Plaint No. 12 Account suit.

১২নং আরজি—হিসাব নিকাশের নালিশ।

হিসাবনিকাশ পূর্ব্বক বাকী টাকা ও লওয়াজিমা কাগজ বাবদ নালিশ দাবী.........টাকা।

[১নং আরজির মত]

উপরোক্ত বাদীর আবেদন এই যে—

১। অত্র আদালতের এলাকাধীন......থানার অন্তর্গত মেদনীপুর কালেক্টারির.........নম্বর তৌজীভুক্ত মহাল বাদীর জমীদারী হইতেছে।

২। বিবাদী উক্ত মহালের অন্তর্ভুক্ত......মৌজার প্রজাবর্গের নিকট রাজস্ব আদায় করিবার জন্য বাদীর বরাবর একখণ্ড জামিনী কবুলতী সম্পাদন ও রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়া বাদীর অধীনে...... সালের......মাসে গোমস্তা নিযুক্ত হয়।

৩। উক্ত কবুলতীতে সর্ত্ত আছে যে বিবাদী প্রতি সন আখেরিতে বাদীর সদর কাছারিতে আদায়ী টাকা ইরসাল পূর্ব্বক উক্ত বৎসরের হিসাবী লওয়া জিমা কাগজ অর্থাৎ সেহা, কড়চা, চেকমুড়ি ও জমা ওয়াশীল বাকী কাগজ দাখিল করিবে।

৪। বিবাদী......সাল হইতে......সাল পর্য্যন্ত উক্ত মহালের উক্ত মৌজার প্রজাগণের নিকট খাজনা আদায় করিয়াছে। তন্মধ্যে বিবাদী......সাল হইতে......সাল পর্য্যন্ত দফাওয়ারিতে......টাকা ইরসাল করিয়াছে, এবং......সাল হইতে...সাল পর্য্যন্তের লওয়াজিমা কাগজ আদি দাখিল করিয়াছে কিন্তু......সাল হইতে...... সাল বাবদ উক্ত লওয়াজিমা কাগজাদি দাখিল করে নাই, এবং

আদায়ী টাকার হিসাব বুঝাইয়া দেয় নাই। তজ্জন্য বিবাদীকে উক্ত গোমস্তাগিরি কার্য্য হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

৫। বাদী এক্ষণে যতদূর অবগত হইতেছেন তাহাতে বিবাদার নিকট বাদীর আনুমাণিক······টাকা পাওনা হইতেছে। তদ্বাদে বিবাদী ······সাল হইতে···সাল পর্য্যন্ত প্রতিসন্ আখেরিতে প্রতি সনের লওয়াজিমা কাগজ না দেওয়ায় উক্ত কাগজ বাবদ বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইবার হকদার ও উক্ত কাগজ না দিলে উক্ত কাগজ প্রস্তুতের খরচ বাবদ বিবাদীর বিরুদ্ধে......টাকার ডিক্রী পাইবার হকদার।

৬। আদালতের এলাকা ও রসুম নির্ণয় জন্য ··· টাকা দাবীর পরিমাণ হইতেছে।

৭। অতএব বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক) বিবাদীর বিরুদ্ধে নালিশী......সন হইতে......সন পর্য্যন্ত লওয়াজিমা কাগজ দিবার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) যদি বিবাদী উক্ত কাগজ বাদীকে না দেয় তাহা হইলে বাদীকে উক্ত কয় সনের লওয়াজিমা কাগজ প্রস্তুতের খরচ বাবদ······টাকার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) বিবাদীর বিরুদ্ধে ···সাল হইতে······সাল পর্য্যন্ত নালিশী মৌজার প্রজাগণের নিকট আদায়ী খাজনার হিসাব নিকাশের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) উক্ত হিসাব নিকাশ লইবার জন্য একজন উপযুক্ত কমিশনার নিযুক্ত করিবার ও উক্ত হিসাব নিকাশ অন্তে বাদীকে দাবীকৃত......টাকার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) উক্ত হিসাব অন্তে বাদীর দাবীকৃত......টাকা অপেক্ষা অধিক টাকা পাওনা থাকিলে যত টাকা বেশী পাওনা ধার্য্য হইবে তাহার বাবদ বাদীর নিকট রসুম তলব পূর্ব্বক উক্ত রসুম লইয়া বাদীকে তাহার বাবদ ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(চ) মোকর্দ্দমার খরচ ও আইনমতে বাদী অপর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহারও ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

৮। অত্র আদালতের এলাকাধীন···থানার······অন্তর্গত······মৌজায় ...সনের......তারিখ গতে অত্র নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

উক্তরূপ নালিশ গোমস্তার ওয়ারিশানের বিরুদ্ধে করিতে হইলে হিসাব নিকাশের নালিশ (Account suit) না হইয়া কেবল ক্ষতি পূরণ বাবদ (suit for compensation for breach of contract in writing and registered) হইবে।

Written Statement No. 12 for plaint No. 12.

১২নং আরজির বর্ণনা পত্র (১২নং)

বিবাদীর বর্ণনা—

১। বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

২। বিবাদী ১৯০৮ সালের জুন মাসে বাদীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, সুতরাং তামাদি দোষে বাদীর মোকর্দ্দমা অচল।

৩। বিবাদী বাদীবর্ণিত সেরেস্তার প্রথানুসারে বাদীর সদর নায়েব শ্রী........কে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে হিসাব নিকাশ বুঝসমুঝ করিয়া দিয়াছেন ও বিবাদীর হস্তের আদায়ী কাগজপত্র চেক্‌মুড়ি, সেহা, কড়চা প্রভৃতি বাদীর সদর নায়েবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বাদীর সদর নায়েবের সহিত নানা কারণে বিবাদীর মনান্তর থাকায় তিনি বাদীর দ্বারা এই মিথ্যা মোকর্দ্দমা উপস্থিত

করিয়াছেন। বাদীর নিকট বিবাদীর মাহিয়ানা বাবদ……টাকা বাকী আছে। বাদী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তিনি উক্ত টাকা বিবাদীকে ক্রমশঃ পরিশোধ করিবেন বলায় বিবাদী ভদ্রতা করিয়া উক্ত টাকার বাবদ কোন নালিশ করেন নাই।

বাদী কাগজাদি বাবদ বিবাদীর নিকট কোন টাকা পাইতে পারেন না।

উপরোক্ত অবস্থাক্রমে বাদীর মিথ্যা মোকর্দ্দমা ডিসমিস্ করতঃ বিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

[দস্তখত]

Plaint No. 13. Restitution of conjugal rights

১৩নং আরজি—স্ত্রীদখলের মোকর্দ্দমা।

[১নং আরজির মত]

বাদী	বিবাদী
শ্রী………	১। শ্রীমতী………
	২। শ্রী…………
	৩। শ্রী…………

স্ত্রী দখলের মোকর্দ্দমা দাবী ৫১, টাকা।

বাদীর বর্ণনা এই যে—

১নং বিবাদিনী বাদীর বিবাহিতা স্ত্রী হইতেছেন।

২নং বিবাদী, ১নং বিবাদিনীর পিতা ও ৩নং বিবাদী ১নং বিবাদিনীর ভ্রাতা। ২।৩নং বিবাদীগণ, বাদী গৃহে না থাকায় সুযোগ পাইয়া ১নং বিবাদিনীকে কুপরামর্শ দিয়া বাদীর বাড়ী হইতে ১৩১৫ সালের ১২ মাঘ তারিখে বাদীর অসম্মতিতে লইয়া গিয়াছে।

। বাদী গৃহে আসিয়া উপরোক্ত অবস্থা অবগত হইয়া ২।৩নং বিবাদী-গণের বাড়ীতে গিয়া ১নং বিবাদিনীকে পাঠাইয়া দিতে বলিলে ২।৩নং বিবাদী পরস্পর যোগে বাদীকে অযথা কুবাক্য বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেন ও ১নং বিবাদিনীকে বাদীর গৃহে পাঠাইতে অস্বীকার করেন। তাহাতে বাদীর দাম্পত্য স্বত্ব পরিচালনের বিঘ্ন ঘটিয়াছে। বাদী ১নং বিবাদিনীকে তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী সাব্যস্ত মতে দখল পাইতে স্বত্ববান।

৪। সন ১৩···সালের······তারিখ হইতে হুজুরাদালতের এলাকাধীন ······গ্রামে এই নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

৫। এলাকা নির্ণয় জন্য দাবীর পরিমাণ······টাকা ধার্য্য হইল। অত্র মোকর্দ্দমা বিচার জন্য ৪৵০ টাকা রসুম দেওয়া গেল।

৬। বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক) ১নং বিবাদিনী হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বাদীর বিবাহিতা পত্নী সাব্যস্ত পূর্ব্বক বাদীকে প্রত্যর্পণ জন্য ২।৩নং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) বাদীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১নং বিবাদিনীকে ২।৩নং বিবাদী-গণের রাখিবার কোন স্বত্ব না থাকা স্থির করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন ২।৩নং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে তাহারও ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

মন্তব্য :—পূর্ব্বে এইরূপ মোকর্দ্দমায় ৫৲ টাকা রসুম লাগিত, এক্ষণে নূতন আইনে দাবীর পরিমাণ যাহা নির্দ্দেশ করা যায় তাহার উপর রসুম দিতে হয়।

Written Statement No. 13 for plaint No. 13.

১৩নং আরজির বর্ণনা পত্র (১৩নং)।

২।৩নং বিবাদীগণের বর্ণনা*

১। বাদী ১নং বিবাদিনীর স্বামী। কিন্তু বাদী ১নং বিবাদিনীর উপর অন্যায় অত্যাচার করায় ও ভরণপোষণ করিতে অস্বীকার করায় ১নং বিবাদিনী স্ব ইচ্ছায় তাঁহার পিত্রালয়ে ২।৩নং বিবাদীগণের বাটীতে আসিয়াছে। ২।৩নং বিবাদীগণ ১নং বিবাদিনীকে বাদীর বাড়ী হইতে কুপরামর্শ দিয়া আনেন নাই।

২। বাদীর চরিত্র ভাল নহে। বাদী বাড়ীতে শ্রীমতী.........দাসীকে রক্ষিতা স্ত্রী স্বরূপ রাখিয়াছেন এমত অবস্থায় যতদিন বাদীর স্বভাব চরিত্র ভাল না হয় ততদিন ১নং বিবাদিনী বাদীর বাড়ীতে থাকিতে পারেন না।

৩। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে ১নং বিবাদিনীর বা ২।৩নং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই। বাদীর অযথা নালিশ ডিস্‌মিস্ করতঃ ২।৩নং বিবাদীগণকে তাহার খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

*মন্তব্য—১নং বিবাদিনী উক্ত বর্ণনা পত্র সমর্থন করিয়া বর্ণনা দিতে পারেন

Plaint No. 14—Suit for dissolution of Partnership business.

১৪নং আরজি—যৌথ কারবার বন্ধের ও হিসাব নিকাশের নালিশ।

[১নং আরজির মত]

বাদী	বিবাদী
শ্রী………	১। শ্রী………
	২। শ্রী………

উপরোক্ত বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে—

১। বাদী ও বিবাদীগণের মধ্যে ১৯০৮ সালের ৭ই জুন তারিখে একেকেতা Partnership দলিল সম্পাদিত হয় ও তদবধি বাদী ও বিবাদীগণ হুজুরাদালতের এলাকাধীন……গ্রামে এজমালী পাটের কারবার করিয়া আসিতেছেন।

২। এক্ষণে বাদী বিবাদীগণের মধ্যে নানা কারণে অনৈক্য হইয়াছে। বিবাদীগণ Partnership দলিলের সর্ত্ত মত টাকা দিতেছেন না বরং তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক টাকা কারবারের খাতায় খরচ লিখিয়া লইয়াছেন।

৩। ২নং বিবাদী Partnership কারবারের হিসাব রাখেন। তিনি বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও বাদীকে উক্ত হিসাব দেখাইতেছেন না।

৪। বাদী নিজে পাট ক্রয় করেন ও ১নং বিবাদী তাহা বিক্রয় করেন। ১নং বিবাদী যেরূপ দরে পাট বিক্রয় করিতেছেন প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে বাদী অনুমান করিতেছেন যে ১নং বিবাদী পাট বিক্রয়ের সমস্ত টাকা কারবারে জমা না দিয়া তাহার কতকাংশ নিজে আত্মসাৎ করিতেছেন। এরূপে কারবার অধিক

দিন চলিলে বাদীর বিশেষ ক্ষতি হইবে। বাদী ১নং ও ২নং বিবাদীকে গত ১।৩।১২ তারিখে কারবার বন্ধ করিতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁহারা একযোগে শঠতা করিয়া কারবার বন্ধ করিতেছেন না। বাদী যতদূর নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন তাহাতে কারবারের রীতিমত হিসাব নিকাশ হইলে বাদীর ১।২নং বিবাদী-গণের নিকট ৯০০৲ টাকা পাওনা হইবে।

৫। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে হুজুরাদালতের এলাকাধীন……গ্রামে ১।৩ ১৯১২ তারিখে অত্র নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

৬। এলাকা ও কোর্ট ফি নির্ণয়ার্থ দাবীর পরিমাণ ৯০০৲ টাকা ধার্য্য হইল।

বাদীর প্রার্থনা যে—

(ক) নালিশী Partnership কারবার dissolve (বন্ধ) করিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) বাদী ও বিবাদীগণের মধ্যে কারবারের হিসাব নিকাশ লইবার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয় ও হিসাব অন্তে বাদীর প্রাপ্য টাকা বাবদ বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদীর অনুকূলে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) নালিশ দায়ের থাকা কালে কারবারের পাওনা টাকা আদায় জন্য জনৈক Receiver নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) মোকর্দ্দমার খরচা বিবাদীগণের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) বাদী আর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

[সত্যপাঠ]

Written Statement No. 14 for plaint No. 14.

১৪নং আরজির বর্ণনা পত্র (১৪নং)।

১।২নং বিবাদীর বর্ণনা পত্র—

১। আরজির ১ দফার উক্তি প্রকৃত নহে। এই বিবাদীগণ তাঁহাদের অংশমত টাকা বরাবর দিয়া আসিতেছেন।

২। ২নং বিবাদী কারবারের হিসাব রাখেন না। অংশনামা দলিলের সর্ত্ত অনুসারে বাদী বরাবর হিসাব রাখেন। বাদী এই বিবাদীগণকে প্রবঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে ২নং বিবাদী হিসাব রাখেন, এই মিথ্যা উক্তিতে কারবারের হিসাবের কাগজাদি গোপন করিতেছেন। উক্ত কারবারের হিসাব নিকাশ হইলে বাদীর নিকট বিবাদীগণের প্রায় ২০০০৲ টাকা পাওনা হইবে।

৩। ১০,০০০৲ টাকা মূলধনে কারবার আরম্ভ হয়। এক্ষণে কারবারের মজুত মালের মূল্য ৫০০০৲ টাকার অধিক হইবে। এমত অবস্থায় অত্র মোকদ্দমা হুজুরাদালতের বিচার্য্য নহে।

৪। আরজির ৩ দফার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। ১নং বিবাদী বাজার দরে পাট বিক্রয় করিয়া উক্ত টাকা কারবারে জমা দিয়াছেন। বাদী বিবাদীগণকে কারবার বন্ধ করিতে বলেন নাই। ১।২নং বিবাদী বাদীর নিকট কারবারের হিসাব দেখিতে চাহিলে বাদী টাল বাহানা করিয়া হিসাব দেখান নাই। পরে পাছে বিবাদীগণ বাদীর নামে নালিশ করেন সেই আশঙ্কায় অগ্রসূচী হইয়া বাদী এই মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন।

৫। বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

৬। বাদীর নিকট কারবারের হিসাব দৃষ্টে বিবাদীগণের প্রাপ্য টাকা বাবদ বিবাদীগণের অনুকূলে বাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ।

Plaint 15—Suit under section 9 of the Specific Relief Act.

১৫নং আরজি—৯ ধারা মতে পুনর্দ্দখলের নালিশ।

[১নং আরজির মত]

উপরোক্ত বাদী বর্ণনা করিতেছেন—

১। হুজুরাদালতের এলাকাধীন......পরগণা.........থানা বাজিতপুর গ্রামে নিম্নলিখিত চৌহদ্দীর অন্তর্গত ২ বন্দে কমবেশী ২৫ বিঘা জমী বাদীর পৈতৃক ভোগদখলী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর সম্পত্তি হইতেছে। বাদীর পিতা তাঁহার জীবিতাবস্থায় দ্বাদশ বৎসরের বহু উর্দ্ধকাল উক্ত সম্পত্তি খাসে চাষ আবাদের দ্বারা দখলকার থাকিয়া ১৯১০ সালের ১২ জুন তারিখে পরলোক গমন করিলে তদবধি বাদী উক্ত সম্পত্তিতে খাসে চাষ আবাদ দ্বারা দখলকার ছিলেন।

২। বিবাদী বলপূর্ব্বক গত আষাঢ় মাসে ১৫ই তারিখে উক্ত সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া চাষ আরম্ভ করিয়াছেন ও তদ্দ্বারা বাদী উক্ত সম্পত্তি হইতে বেদখল হইয়াছেন।

৩। আদালতের এলাকা ও কোর্ট ফি নির্ণয়ার্থ দাবীর পরিমাণ ২৫০০৲ টাকা ধার্য্য হইল।

৪। হুজুরাদালতের এলাকাধীন. ...গ্রামে বাদীর বেদখলের তারিখ ......হইতে অত্র নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

সে মতে বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক) বিবাদী সম্পত্তিতে অত্র নালিশের পূর্ব্বে ছয় মাসের মধ্যে বাদীর দখল থাকা সাব্যস্তে উক্ত সম্পত্তিতে বাদীকে পুনর্দ্দখলের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীকে মোকর্দ্দমার খরচার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

প্রকাশ থাকে যে বাদী ওয়াশীলাত বাবদ পরে নালিশ দাখিল করিবেন।

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

সত্যপাঠ

Note :—এই মোকর্দ্দমায় দাবীর অর্দ্ধেকের উপর কোর্ট ফি দিতে হয়।

Written Statement No. 15 for plaint No. 15.

১৫নং বর্ণনা পত্র (১৫ নং)।

বিবাদীর বর্ণনা—

১। বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

২। নালিশী সম্পত্তি বাদী বা তাঁহার কথিত পূর্ব্বাধিকারী নালিশের ছয় মাস পূর্ব্বে বা কস্মিনকালে কখনও দখল করেন নাই। বাদীর মোকর্দ্দমা তামাদি দোষে অচল।

৩। বিবাদী ১৩০১ সালের ১৫ ফাল্গুন তারিখে এককেতা রেজিষ্ট্রী কোবালা দ্বারায় শ্রী..........র নিকট নালিশী সম্পত্তি খরিদ করিয়া উহা প্রজাবিলি দ্বারা ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল দখলকার আছেন।

৪। বিবাদীর প্রজা শ্রী............চাষ আবাদ দ্বারা বিবাদী সম্পত্তিতে দখলকার থাকায় তাহাকে অত্র মোকর্দ্দমায় পক্ষভুক্ত না করিলে মোকর্দ্দমা চলিতে পারে না।

৫। বাদীর দখল ও বেদখলের উক্তি প্রকৃত নহে। বিবাদী বা তাহার প্রজা বাদীকে নালিশী সম্পত্তি হইতে বেদখল করেন নাই।

৬। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে বাদীর মিথ্যা মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করতঃ বিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

Plaint No. 16—Simple Title suit.

১৬নং আরজি—সাধারণ হকিয়তের আরজি।

[১নং আরজির মত]

স্বত্ব সাব্যস্থ পূর্ব্বক দখল বাবদ

দাবী.........টাকা।

উপরোক্ত বাদীর আবেদন এই যে—

১। অত্র আদালতের এলাকাধীন......থানার অন্তর্গত......পরগণার ......মৌজায় নিম্নের লিখিত চৌহদ্দীস্থিত......বন্দে......বিঘা রায়তি কৃষি (জঙ্গল) জমী বাদীর পৈতৃক যোত স্বত্ত্বীয় দখলী সম্পত্তি হইতেছে। (অথবা তাহার পৈতৃক কোবালা বা নিলাম খরিদা জমী হইতেছে) উক্ত জমী, ...বিঘা এক যোতের অন্তর্গত হইতেছে। বাদী উক্ত যোতের বার্ষিক......টাকা জমা উক্ত জমীর মালিক শ্রী...............কে সন সন আদায় দিয়া দাখিলা পাইয়া আসিতেছেন।

২। বাদীর পিতা৺............নালিশী জমী চাষাবাদে ও মালিকের খাজনা আদায়ে দখলকার থাকা কালে পরলোক গমন করিলে বাদী তাহার একমাত্র ওয়ারিষ পুত্রবিধায় ওয়ারিষসূত্রে নালিশী জমী প্রাপ্ত হইয়া দখলকার ছিল ও মালিকের খাজনা আদায় দিয়া দাখিলা পাইয়া আসিতেছিল।

৩। বাদী গত......সালের......মাসে নালিশী জমী আবাদ করিতে যাইলে বিবাদী বাদীর স্বত্ব অস্বীকারে বাদীকে উক্ত জমী আবাদ করিতে না দিয়া বেদখল করিয়াছে।

৪। উক্তরূপে বেদখল করিবার বিবাদীর কোন স্বত্ব বা অধিকার ছিল না। বাদী নালিশী জমীতে স্বীয় পৈতৃক যোত স্বত্ব

(অথবা তাহার কোবালা খরিদা বা নিলাম খরিদা স্বত্ব) সাব্যস্ত মতে দখলের ডিক্রী পাইবার হকদার।

৫। আদালতের এলাকা ও রসুম নির্ণয় জন্য দাবীর পরিমাণ......টাকা ধার্য্য হইল।

৬। অতএব বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক) বিবাদীর বিরুদ্ধে নালিশী জমীতে বাদীর পৈতৃক দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকালের যোতস্বত্ব (পৈতৃক কোবালা বা নিলাম খরিদা স্বত্ব) সাব্যস্ত পূর্ব্বক দখলের ও মোকর্দ্দমার খরচের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) আইনমতে বাদী অপর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহারও ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

৭। অত্র আদালতের এলাকাধীন......থানার অন্তর্গত...মৌজায়...... সালের......মাস গতে (বেদখলের তারিখে) অত্র নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

তপশীল চৌহদ্দী

সত্যপাঠ

Written Statement No. 16 for plaint No. 16.

১৬নং আরজির বর্ণনা পত্র

প্রতিবাদীর পক্ষে বর্ণনা পত্র—

১। এই বর্ণনা পত্রে প্রতিবাদী যাহা স্বীকার করেন তদ্ব্যতীত অপরাপর বিষয় বাদী প্রমাণ করিতে বাধ্য।

২। বাদীর নালিশ অকারণ ও অমূলক।

৩। তামাদি দোষে বাদীর দাবী ডিস্‌মিস্ যোগ্য।

৪। নালিশী জমীতে বাদীর বা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীর কস্মিনকালে কোন স্বত্ব বা দখল ছিল না। বাদীর দখলের উক্তি মিথ্যা।

৫। নালিশী জমী এই প্রতিবাদীর পিতা ৺ ....সন ১৩৭৫ সালের ১৩ই আশ্বিন তারিখে......সাকিমের শ্রী.........র নিকট খরিদ করিয়া কিস্‌মত গোবরা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ট নস্করদিগর সরকারে কর আদায় পূর্ব্বক নিজ চাষ আবাদ দ্বারায় দখলকার ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে এই প্রতিবাদী উত্তরাধিকারী সূত্রে উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া উপরোক্ত মালিক সরকারে খাজনা আদায় দিয়া নিজ চাষ আবাদ দ্বারা স্বত্ববান ও দখলকার আছেন উহাতে বাদীর কোন স্বত্ব বা সংশ্রব নাই।

৬। উপরোক্ত অবস্থামতে বাদীর অন্যায় মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া এই প্রতিবাদীকে খরচ দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

Plaint No. 17—Suit for recovery of possession of property after setting aside decree and sale.

১৭নং আরজি—ডিক্রী ও নিলাম রহিত পূর্ব্বক সম্পত্তিতে দখল পাইবার নালিশ।

[১নং আরজির মত]

বাদিনী	প্রতিবাদীগণ
শ্রীমতী হরিদাসী দাসী	১ নাগাদ ৬নং

দাবী তঞ্চকী ডিক্রী ও তঞ্চকী ডিক্রী-জারির মূলে নিলাম রহিত পূর্ব্বক স্বত্ব সাব্যস্ত মতে দখল বাবদ

তায়দাদ মঃ......টাকা।

পূর্ব্বোক্ত বাদিনী নিম্নলিখিত বর্ণনা করিলেন—

১। অত্র চৌকির এলাকাধীন......পরগণা.........থানা......গ্রামে (ক) তপশীল চৌহদ্দীর অন্তর্গতঃ বাস্তুদিং মোট ১/০ বিঘা জমী বাদিনীর স্বামী ৺মহেন্দ্রনাথ সিংহ ও তাহার সহোদর ১নাং ৪নং বিবাদীগণের পিতা ৺পীতাম্বর সিংহের পৈতৃক নিষ্কর স্বত্তীয় এবং দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধ কালের দখলী সম্পত্তি হইতেছে, এবং ঐ গ্রামে (খ) তপশীল লিখিত ৩/১ বিঘা জমী তাঁহাদের মৌরসী স্বত্বীয় দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধ কালের দখলী সম্পত্তি হইতেছে। তাহাতে বাদিনীর স্বামীর রঃ ৷৷০ আনা এবং উক্ত পীতাম্বর সিংহের রঃ ৷৷০ আনা অংশ হইতেছে।

২। বাদিনার স্বামী ৺মহেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ত্তমানে তিনি ও উক্ত পীতাম্বর সিংহ উভয় সহোদরে উপরোক্ত ক, খ, তপশীল লিখিত নিষ্কর ও সকর হরবিক মোঃ ৪/১ বিঘা জমী একান্নে এজমালীতে তুল্যাংশে দখলকার থাকাবস্থায় বাদিনীর স্বামী উক্ত মহেন্দ্রনাথ সিংহ পুত্র বিহীনে বাদিনীর নাবালিকা অবস্থায় পরলোক গমন করিলে বাদিনী তাঁহার স্বামীর ওয়ারিষ সূত্রে উপরোক্ত ক, খ, তপশীল লিখিত সম্পত্তির এবং অপরাপর সম্পত্তিতে তাহার স্বামী ৷৷০ আনা অংশে উক্ত পীতাম্বর সিংহ ও তদলোকান্তে তদীয় পুত্র ১ নাং ৪নং বিবাদীগণের সহিত পূর্ব্ববৎ এজমালীতে একান্নে দখলকার ছিলেন।

৩। বাদিনীর স্বামীর মৃত্যুর পরে বাদিনী সাবালিকা হইলে উক্ত পীতাম্বর সিংহ বাদিনীর পক্ষে গার্জ্জেন থাকা উল্লেখে ৫নং বিবাদীর বরাবর বাদিনীর স্বামীর ও পীতাম্বর সিংহের দিয়ত তমসুক বাবদ কি অন্য কোন বাবদ দেনা না থাকা সত্ত্বেও সাবেক

তমস্সুকের দেনা থাকা মিথ্যা উল্লেখে বাদিনীর অজ্ঞাতে ও বিনা সম্মতিতে উক্ত পীতাম্বর স্বয়ং ও বাদিনীর পক্ষে গার্জ্জেন থাকা মিথ্যা উল্লেখে বাদিনীর পক্ষে, ৫নং বিবাদীর নাম বরাবর সন ১৩০৬।......তারিখে একযোগ সাজশী তঞ্চকী রেজিষ্ট্রী বন্ধকী কিস্তিবন্দী সম্পাদন করিয়া দেয়।

৭। ৫নং বিবাদী, উক্ত পীতাম্বর সিংহ ও তাঁহার মৃত্যুর পর ১নাং ৪নং বিবাদীগণের যোগে ও সহায়তায় উক্ত তঞ্চকী সাজশী রেজিষ্ট্রী বন্ধকী কিস্তিবন্দীর মূলে হুজুর আদালতের ১৯০৯ সালের ৯৬৭নং দেং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করতঃ বাদিনীর উপর সমনাদি কোন পরওয়ানা আইনমত প্রকাশ্যভাবে আদৌ জারি না করাইয়া তাহা গোপন করতঃ, তঞ্চক মতে ১৯০৯।২রা সেপ্টেম্বর তারিখে তঞ্চকী ও সাজশী সোলেসুরত ডিক্রী হাসিল করেন।

৫। ৫নং বিবাদী উক্ত সাজশী সোলে ডিক্রী তঞ্চক মতে এবসোলিউট অন্তে তাহা ১৯১০।৭৫৭নং দেং জারি করতঃ নোটীশ ও নিলাম ইস্তাহার আদি কোন পরওয়ানা আইনমত প্রকাশ্যভাবে আদৌ জারি না করাইয়া তাহা গোপন করতঃ ১নাং ৪নং বিবাদীগণের যোগে ও সহায়তায় তঞ্চক ও বেদাঁড়া মতে তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি নিলাম করাইয়া তাহা ১৯১০।২১শে নভেম্বর তারিখে অতি অল্প মূল্যে খাসডাকে খরিদ করতঃ নিলামী সার্টফিকেট হাসিলে গোপনে তঞ্চকমতে উক্ত সম্পত্তিতে আদালত হইতে দখল লইয়াছেন।

৬। বাদিনী উপরোক্ত বন্ধকী কিস্তিবন্দী সম্পাদনের সময়ে নাবালিকা ছিলেন না, এবং উক্ত পীতাম্বর সিংহ বাদিনীর পক্ষে গার্জ্জেন

ছিলেন না, এবং উপরোক্ত দলিল বাদিনীর পক্ষে সম্পাদন করিয়া দিবার কোন বৈধ প্রয়োজন ছিল না। এবং উক্ত দলিল পণ বিহীন তঞ্চকতাপূর্ণ দলিল হইতেছে এবং উক্ত দলিলের মূলে ১৯০৯৷৯৬৭নং দেং মোকর্দ্দমায় যে সোলেসুরত ডিক্রী হইয়াছে, উক্ত সোলেনামা ও ডিক্রী এবং তন্মূলে নিলাম আদি সমস্ত কার্য্য তঞ্চক ও যোগ-সাজশী ও বেদাঁড়া হইতেছে এবং উক্ত মোকর্দ্দমার সোলেনামার বিষয় বাদিনী আদৌ অবগত ছিলেন না, সুতরাং উক্ত ডিক্রী ও নিলাম আদি দ্বারা বাদিনী বাধ্য নহেন এবং তাহা বাদিনীর বিরুদ্ধে বলবৎ হইতে পারে না।

বাদিনী এক্ষণে অবগত হইয়াছেন যে ৫নং বিবাদী তঞ্চকমতে নালিশী সম্পত্তি আদালত হইতে দখল লইবার পরে ৬নং বিবাদীকে উক্ত সম্পত্তি রেজিষ্ট্রী কবুলতীর দ্বারা প্রজাবিলি করিলে বিবাদীগণ পরস্পর যোগাযোগে ১৩১৯ ২৭শে বৈশাখ তারিখে (ক) তপশীল লিখিত নিষ্কর সম্পত্তির মধ্যে বাস্তু জমী /২ কাঠা বাদে বক্রী ৮৩ কাঠা হইতে এবং (খ) তপশীল লিখিত ৩/২ বিঘা জমী হইতে বাদিনীকে বেদখল করিয়াছে, এবং তৎসময়ে বাদিনী উক্ত তঞ্চকী বন্ধকী কিস্তিবন্দী এবং তন্মূলে নালিশ, তঞ্চকী সোলেনামা, ডিক্রী ও ডিক্রী জারি ও তঞ্চকী বেদাঁড়া নিলাম ও দখল আদির বিষয় অবগত হইয়াছেন। বিবাদীগণ উক্ত জমীর দখল বাদিনীকে ছাড়িয়া দেয় নাই। উক্ত ক, খ, তপশীল লিখিত সম্পত্তির রঃ ॥০ আনা এই মোকর্দ্দমার বিরোধীয় সম্পত্তি হইতেছে তাহার মূল্য ......টাকা হইবে।

৮। অত্রাদালতের এলাকা ও কোর্ট ফি নির্ণয় জন্য......টাকার দাবীতে এই নালিশ করা হইল এবং এই মোকর্দ্দমা অত্রাদালতের বিচার্য্য হইতেছে।

৯। নালিশী জমী অত্রাদালতের এলাকাধীন.......গ্রামে থাকায় সন ১৩১৯ সালের ২৭শে বৈশাখ হইতে অত্র চৌকির এলাকাধীন ....গ্রামে এই নালিশের হেতু উদ্ভব হইয়াছে।

১০। সে মতে বাদিনী প্রার্থনা করেন যে (ক) পীতাম্বর সিংহের লিখিয়া দেওয়া ৫নং বিবাদীর নাম বরাবর সন ১৩০৬ সালের বন্ধকী কিস্তিবন্দী সাজশী ও তঞ্চকী বিশিষ্ট দলিল থাকা এবং তাহার মূলে হুজুর আদালতের ১৯০৯।৯৬৭নং দেং মোকর্দ্দমার ১৯০৯।২রা সেপ্টেম্বর তারিখের ডিক্রী এবং ডিক্রীর মূলে ১৯১০।৭৫৭নং দেং জারি ও তন্মূলে ক, খ) তপশীল লিখিত সম্পত্তির ১৯১০।১১শে নভেম্বর তারিখের নিলাম তঞ্চকী সাজশী থাকা এবং উপরোক্ত তঞ্চকী ডিক্রী ও নিলাম আদির দ্বারা বাদিনী বাধ্য না থাকা সাব্যস্তে উক্ত তঞ্চকী ডিক্রী ও তন্মূলে নিলাম আদি রহিত করিবার আদেশ দিয়া এবং উক্ত (ক, খ) তপশীল লিখিত সম্পত্তির রঃ ॥০ আনা অংশে বাদিনীর স্বত্ব সাব্যস্তে উক্ত সম্পত্তিতে বাদিনীকে দখলের ডিক্রী দিবার আজ্ঞা হয় এবং (ক) তপশীল লিখিত জমীর মধ্যে বাস্তু ৴২ কাঠা জমীতে বাদিনীর দখল কায়েম রাখিবার আজ্ঞা হয় এবং উক্ত জমী ৴২ কাঠা হইতে বাদিনী বেদখল হওয়া গণ্য হইলে তাহাতে বাদিনীকে দখলের ডিক্রী দিবার আজ্ঞা হয়।

(গ) মোকর্দ্দমার আদালত খরচা আদায় কালতক সুদ সহ বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দিবার আজ্ঞা হয়।

আদালতের ন্যায় বিচারে বাদিনী অপর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন বাদিনীকে তাহারও ডিক্রী দিবার আজ্ঞা হয়।

। বাদিনী ওয়াশীলাতের নালিশ পরে করিবেন।

তপশীল চৌহদ্দী—

তপশীল (ক)

(১)..........

(২) (ক) তপশীলে জমীর মধ্যে বাদিনীর দখলী ১২ কাঠার বিবরণ।

তপশীল (খ)

সত্যপাঠ

Written Statement No. 17 for plaint No. 17.

১৭নং আরজির বর্ণনা পত্র (১৭নং)

৫নং বিবাদীর বর্ণনা—

৫নং বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদিনীর নালিশের কোন কারণ নাই।

। বাদিনীর কথিত পীতাম্বর সিংহ বাদিনী নাবালিকা থাকা অবস্থায় অত্র জেলার জজ আদালত হইতে বাদিনীর গার্জ্জেন নিযুক্ত হন। বাদিনীর স্বামীর দেনা পরিশোধ জন্য পীতাম্বর সিংহ জজ আদালত হইতে বাদিনীর পক্ষে বাদিনীর সম্পত্তি বন্ধক দিবার অনুমতি গ্রহণে বাদিনীর গার্জ্জেন স্বরূপে ৫নং বিবাদীর বরাবর বাদিনীর কথিত বন্ধকী দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়া...:...টাকা কর্জ্জ করিয়া বাদিনীর স্বামীর ত্যক্ত ঋণ পরিশোধ করেন। উপরোক্ত অবস্থা-ক্রমে বাদিনী উক্ত বন্ধকী দলিল দ্বারা বাধ্য হইতেছেন। উক্ত

৩। বাদিনী ও তাহার গার্জ্জেন ১ দফার লিখিত বন্ধকের দেন পরিশোধ না করায় ৫নং বিবাদী হুজুরাদালতে.. ...সালে......ন ......মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলে বাদিনীর হিতার্থে আদালতের সম্মতি গ্রহণে বাদিনীর গার্জ্জেন উক্ত পীতাম্বর সিংহ দাবীর টাকার মধ্যে......টাকা ছাড় বাদে......টাকায় উক্ত মোকর্দ্দমা সোলে করনে। এমতে বাদিনী উক্ত সোলে ডিক্রী দ্বারা বাধ্য হইতেছেন।

৪। পরে উক্ত ডিক্রী পরিশোধ না হওয়ায় ৫নং বিবাদী, বিবাদিনীর ও বাদিনীর গার্জ্জেন উক্ত পীতাম্বর সিংহের উপর আইনমত নোটীশ জারি করিয়া ডিক্রী Absolute করতঃ রীতিমত ইস্তাহারাদি জারি করিয়া প্রকাশ্য নিলামে আদালতের সম্মতি গ্রহণে উচিত মূল্যে (ক) (খ) তপশীলের সম্পত্তি খরিদ করেন ও পরে ৬নং বিবাদীকে উক্ত সম্পত্তি রেজিষ্ট্রী কবুলতী গ্রহণে প্রজাবিলি করিয়াছেন, ও ৬নং বিবাদী ৫নং বিবাদীর প্রজা সূত্রে উক্ত সম্পত্তিতে দখলকার আছে। উক্ত সম্পত্তিতে বাদিনীর কোন স্বত্ব নাই। ১নাং ৪নং বিবাদীগণের সহিত ৫নং বিবাদীর মনান্তর থাকায় তাহাদের উত্তেজনায় বাদিনী এই মিথ্যা মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন।

৫। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে বাদিনী তাহার প্রার্থিত কোন প্রতীকার পাইতে পারেন না।

৬। বাদিনীর মিথ্যা মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করতঃ ৫নং বিবাদীকে তাহার খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

W. S. of defendants 1 to 4.

১নাং ৪নং বিবাদীর বর্ণনা পত্র

১। এই বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদিনীর নালিশের কোন কারণ নাই।

২। এই বিবাদীগণ বাদিনীকে নালিশী সম্পত্তি হইতে বেদখল করে নাই।

৩। এই বিবাদীগণ বাদিনীর কথিত বন্ধকী দলিল বা সোলে ডিক্রী বা নীলামের বিষয় অবগত নহেন। ৬নং বিবাদী......তারিখ হইতে নালিশী সম্পত্তির বাদিনীর স্বামীর ৷৷০ আনা অংশে দখলকার আছে।

৪। বাদিনীর নালিশী সম্পত্তিতে ৷৷০ আনা অংশ থাকা সাব্যস্ত হইলে ও উহাতে বাদিনী দখল পাইলে এই বিবাদীগণের কোন আপত্তি নাই।

সত্যপাঠ

Plaint no. 18—Suit by an occupancy raiyat for recovery of possession of holding.

১৮নং আরজি—যোতে পুনর্দ্দখল পাইবার নালিশ।

[১নং আরজির মত]

দাবী—

খাজনা আইনমতে তপশীলের যোত জমীতে পুনর্দ্দখল
বাবদ নালিশ দাবী..... টাকা।

পূর্ব্বোক্ত বাদী নিম্নলিখিত আবেদন করিতেছেন—

১। স্থানীয় চৌকির এলাকাধীন.........কালেক্টারির......নং তৌজী-ভুক্ত লাট.........গ্রামের সামিল......মৌজা ১......নং বিবাদীর

জমীদারী হইয়াছে। উক্ত মহাল পূর্ব্বে শ্রী·········কে পত্তনী-বিলি ছিল এক্ষণে ১নং বিবাদীর খাস হইয়াছে।

২। উক্ত·········মৌজায় নিম্নের তপশীলের চৌহদ্দীস্থিত····· বিঘা জমী বাদীর দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট জমাই স্বত্বীয় দখলী সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত জমীর কাত বার্ষিক·········টাকা জমা উক্ত মৌজার পূর্ব্ব পত্তনীদারগণের মালের সেরেস্তায় ৺রামচরণ ঘোষের নামে ধার্য্য ছিল ও উহাতে রামচরণের দেশ চলিত প্রথানুসারে হস্তান্তর যোগ্য জমাই স্বত্ব থাকে। পরে বাদী রামচরণের ওয়ারিষ পুত্র শ্রীহরনাথ ঘোষের নিকট সন ১৩···সালের···তারিখে উক্ত সম্পত্তি অন্য সম্পত্তি সহ রেজিষ্ট্রী কোবালার দ্বারা খরিদ করিয়া উক্ত যোতের স্বত্বাধিকারী হইয়া তৎকালীন উক্ত মহলের পত্তনীদারগণের সেরেস্তায় পূর্ব্ব প্রজার নাম খারিজে বাদী নিজ নাম পত্তন করিয়া লইয়া খাজনা আদায় দিয়া দাখিলা প্রাপ্তে কতক জমী নিজ যোতে ও বাকী জমা ২নং বিবাদীকে কোর্ফা প্রজাবিলি দ্বারা যোত দখল করিয়া আসিতেছিল।

৩। বাদী তপশীলের লিখিত জমীতে পূর্ব্বোক্তরূপে দখলকার থাকাবস্থায় বিবাদীগণ পূর্ব্বোক্ত যোত প্রজাগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত (abandoned) হইয়াছে এই মিথ্যা উল্লেখে খাজনা আইনের ৮৭ ধারা মতে উক্ত যোতের জমীতে প্রবেশ ও দখল পাইবার জন্য কালেক্টারিতে দরখাস্ত করিয়া পূর্ব্ব প্রজা ৺··················৪০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল পরলোক গত হইলেও উক্ত প্রজা কর্ত্তৃক যোত পরিত্যক্ত হইয়াছে এই মর্ম্মে গ্রামে গত······তারিখে এক নোটীশ জারি করেন এবং জমীর চৌহদ্দী আদি ফেরফার করেন

৪। প্রকৃত প্রস্তাবে বাদী উক্ত যোতের রেজিষ্টার্ড প্রজা হইতেছে। বাদী উক্ত যোত পরিত্যাগ করে নাই বা খাজনা বন্দোবস্ত না করিয়া পলাতক হয় নাই বা বিবাদীকে খাজনা আদায় দেওয়া বন্ধ করে নাই বা ঐ যোতের জমী পতিত অবস্থায় রাখে নাই। বাদীর পক্ষ হইতে বিবাদীগণকে তাহাদের প্রাপ্য খাজনা আদায় দিতে যাওয়ায় ১নং বিবাদী বাদীর নিকট খাজনাদি না লইয়া দুরভিসন্ধি বশতঃ উক্ত সম্পত্তি কৌশলে লইবার জন্য পূর্ব্বোক্তরূপে অন্যায় ও তঞ্চক কার্য্য করিয়াছে। বাদীর পক্ষ হইতে কোন খাজনার বন্দোবস্ত না করার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাদী ১নং বিবাদীর প্রাপ্য খাজনা আদায় দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল ও আছে।

৫। বাদীর অধীন ২নং বিবাদী উক্ত যোতের কোর্ফা প্রজা ছিল। ১নং বিবাদী তাহাকে বাধ্য করায় এবং তাহার সহিত যোগা-যোগ করায় উক্ত কোর্ফা প্রজা বাদীকে খাজনা আদায় দিতে অস্বীকার করিয়াছে, তদ্দারা বাদীর দখলের বিঘ্ন ঘটিয়াছে। বাদী উক্ত যোতে পুনঃ দখল পাইতে স্বত্ববান হইতেছে।

৬। সন ১৩...সালের...তারিখ হইতে......গ্রামে এই নালিশের হেতু উদ্ভব হইতেছে। বাদীর ও বিবাদীর বসবাস ও নালিশী জমী অত্র আদালতের অধীন থাকায় এই মোকর্দ্দমা হুজুর আদালতের বিচার্য্য হইতেছে।

৭। আদালতের এলাকা ও কোর্ট ফি নির্ণয়ার্থ দাবী......টাকা ধার্য্য হইল।

৮। বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক) তপশীলের লিখিত যোতে বাদীর স্বত্ত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক বাদা কর্ত্তৃক উক্ত যোত পরিত্যক্ত না হওয়া সাব্যস্ত করিতে ও বাদীকে তপশীলের লিখিত জমীতে দখল দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

(খ) আদালতের খরচার বাবদ বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদীকে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল চৌহদ্দী—

সত্যপাঠ

Written Statement No. 18 for plaint No. 18.

১৮নং আরজির বর্ণনা পত্র (১৮নং)

১নং বিবাদীর বর্ণনা—

১। বর্ত্তমান আকারে বাদীর নালিশ অচল।

২। ১নং বিবাদীর সহোদর শ্রী.........কে এই মোকর্দ্দমায় পক্ষভুক্ত না করায় পক্ষাভাব দোষে মোকর্দ্দমা অচল।

৩। বিরোধীয় জমীতে বাদীর কস্মিন কালে কোন দখল বা স্বত্ত্ব ছিল না। বিবাদী বাদীকে নালিশী জমী সম্বন্ধে প্রজা স্বীকার করেন নাই, বা তাহার নিকট কোন খাজনা আদায় করেন নাই। তর্কানুরোধে বাদী পূর্ব্ব প্রজা রামচরণ ঘোষের ওয়ারিষ শ্রীহরনাথ ঘোষের নিকট কোন কোবালা সম্পাদন করিয়া লইলেও, নালিশী যোতে হরনাথের হস্তান্তর যোগ্য কোন স্বত্ত্ব না থাকায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর কোন স্বত্ত্ব উদ্ভব হয় নাই। যোত স্বত্ত্ব হস্তান্তর যোগ্য

নহে, বাদীর কথিত দেশচলিত প্রথানুসারে যোত স্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য এই উক্তি প্রকৃত নহে।

৮। নালিশী জমীর প্রজা হরনাথ ঘোষ নালিশী জমী পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করিলে ১নং বিবাদী বঙ্গদেশীয় খাজনা আইনের ৮৭ ধারামতে কালেক্টারিতে দরখাস্ত করিয়া রীতিমত নোটীশ জারি পূর্ব্বক সন ১৩১৫ সালে নালিশী যোতে দখল লয়েন ও তদবধি তাহাতে দখলকার আছেন। এমতে বাদীর দাবী তামাদি দোষে অচল।

৫। উপরোক্ত অবস্থা মতে বাদীর দাবী ডিস্‌মিস্ করিয়া বিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়। ইতি ২রা মাঘ ১৩১৯ সাল।

সত্যপাঠ

Plaint No. 19—Suit by land-lord for Khas possession of a holding against tronsferee of occupancy holding.

১৯নং আরজি—প্রজা যোতস্বত্ব বিক্রয় করিলে জমীদারের খাস দখলের নালিশ

বাদী		মূল বিবাদীগণ
১।২ শ্রী......	দিঃ	১ নাগাদ ৪নং শ্রী......
		মোকাবিলা বিবাদীনী
		৫নং শ্রীমতী খাকমণী দাসী

দাবী—

খাসদখল বাবদ......টাকা।

পূর্ব্বোক্ত বাদীগণ নিম্নলিখিত বর্ণনা করিলেন—

১। জেলা হুগলী বাসুদেবপুর পরগণার মধ্যে হুগলীর কালেক্টরীর সাবেক ১০৭৪নং ও হাল ৫০২নং তৌজীভুক্ত লাট নন্দনপুর

সামিল মৌজে কিঃ মাড. ? মহেশপুর বাদীগণের স্বত্বীয় দখলী ষোল আনা পত্তনি তালুক হইতেছে। উক্ত মৌজায় বাদীগণের অধীনে (ক) তপশীল লিখিত মহেশপুর গ্রামে ৫৴২৶৹ বিঘা জমীর কাত বার্ষিক ১৫৴৹ টাকা জমায় ও (খ) তপশীল লিখিত কিঃ মাড় গ্রামে ৷৷২৷৴৹ কালা জমীর কাত বার্ষিক ২৷৷৹ টাকা জমায় একুমে দুই মৌজায় ৫৷৷৪৷৶৹ বিঘা জমীর কাত বার্ষিক ১৭৸৴৹ টাকা জমার মোঃ বিবাদিনী জমাই যোতস্বত্ব বিশিষ্ট সাধারণ প্রজা ছিল।

২। বাদীগণ সন ১৩১৩ সালের মাঘ মাহায় অবগত হইয়াছেন যে উক্ত মোকাবিলা বিবাদিনী তাহার উক্ত জমাই সাধারণ যোতস্বত্ব সন ১৩০৩।২৬শে ফাল্গুন তারিখে ১নং মূল বিবাদীর নাম বরাবর রেজিষ্ট্রী কোবালা দ্বারা মূল বিবাদীগণকে বিক্রয় করতঃ উক্ত যোত হইতে নিঃস্বত্ব হইয়াছে এবং তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে ; মূল বিবাদীগণ উক্ত যোত এক্ষণে দখল করিতেছে।

৩। উপরোক্ত জমাই যোতস্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য নহে, তাহা উক্ত বিক্রয় কোবালা দ্বারা হস্তান্তর হইতে পারে না। সুতরাং ১নাং ৪নং মূল বিবাদীগণের উক্ত কোবালার বলে নালিশী যোতে কোন স্বত্ব জন্মায় নাই। উহারা Trespasser হইতেছেন।

৪। উপরোক্ত মৌজায় মালিকের বিনা অনুমতি বা সম্মতিতে কোনরূপ যোতস্বত্বের হস্তান্তর আদৌ সিদ্ধ বা বলবৎ নহে। মালিকের বিনা অনুমতিতে কোন খরিদ্দার কখন প্রজা স্বীকৃত হয় নাই।

৫। নালিশী জমাই যোত স্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য না থাকায় এবং মূল বিবাদীগণের উক্ত জমীতে কোন স্বত্ব উদ্ভব না হওয়ায় উক্ত

বিবাদীগণের তপশীল লিখিত জমী দখল করিবার আদৌ কোনরূপ অধিকার বা স্বত্ব নাই। উহাদিগকে বারংবার নালিশী জমী পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করা সত্বেও তাহারা উক্ত জমী পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে সন ১৩১৩ সালের মাঘ মাস হইতে অত্রাদালতের এলাকাধীন... পরগণায় কিঃ মাড মহেশপুর মৌজায় নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

৬। বাদীগণ প্রার্থনা করেন যে—

(ক) ক, খ, তপশীল লিখিত জমী হইতে মূল বিবাদীগণকে উচ্ছেদ পূর্ব্বক বাদীগণকে খাস দখলের ডিক্রী দিবার আজ্ঞা হয়।

(খ) আদালতের খরচা আদায় কালতক সুদ সহ ও আদালতের ন্যায় বিচারে বাদীগণ অপর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়। আদালতের এলাকা ও কোর্ট ফিঃ নির্ণয় জন্য দাবীর পরিমাণ ১০০৲ টাকা ধার্য্যে এই নালিশ করা হইল. বাদী ওয়াশীলাতের নালিশ পরে করিবেন।

তপশীল চৌহদ্দী—

সত্যপাঠ

Written Statement No. 19 for plaint No. 19.

১৯নং আরজির বর্ণনা পত্র (১৯নং)

১।২।৩ নং মূল বিবাদীগণের পক্ষে বর্ণনা পত্র—

১। বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

২। দেশাচার অনুযায়ী যোত স্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য হওয়ায় বিবাদীগণ নালিশী যোতের প্রজা এবং মোকাবিলা প্রতিবাদিনীর নিকট

১৩০৩ সালের ২৬ ফাল্গুন তারিখে এককেতা রেজিষ্ট্রী কোবালা দ্বারা নালিশী সম্পতি খরিদ করিয়া তদবধি তাহাতে দখলকার আছেন।

৩। বাদীগণ বিবাদীগণের খরিদ স্বীকারে ও তাহাদিগকে প্রজা গণ্যে ১৩০৩ সাল হইতে ১৩১৬ সাল পর্য্যন্ত বিবাদীগণের নিকট খাজনা আদায় লইয়া দাখিলা দিয়াছেন। বাদীগণের দত্ত দাখিলা অত্র সহ দাখিল হইল।

৪। তর্কানুরোধে বাদী বিবাদীকে প্রজা স্বীকার করেন নাই এমত স্বীকার করিলেও বিবাদী দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল নালিশী সম্পত্তিতে দখলকার থাকায় নালিশী সম্পত্তিতে তাহার উত্তম স্বত্ব জন্মিয়াছে ও তজ্জন্য বাদীর দাবী তামাদি দোষে বারিত হইয়াছে।

৫। গত ১৩১৮ সালের মাঘ মাসে বাদীর গোমস্তা শ্রী..............র সহিত বিবাদীর মনান্তর হওয়ায় তাহার কুপরামর্শে বাদী অত্র মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন।

৬। এমতাবস্থায় বাদীর অন্যায় দাবী হইতে অব্যাহতি দিয়া বিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

Plaint No. 20—Suit by auction purchaser for possession of land and mesne profits.

২০নং আরজি—যোত স্বত্ব নিলাম খরিদদারের দখল ও ওয়াশীলাতের নালিশ।

বাদী	বিবাদীগণ
শ্রীহরনাথ ঘোষ	১। শ্রী............
	২। শ্রী............
	মোকাবিলা বিবাদিনী
	৩। শ্রীমত্যা হরমণি দাসী

দাবী

তপশীলের লিখিত জমীতে যোতস্বত্ব সাব্যস্ত মতে দখল মায় ওয়াশীলাত বাবদ মঃ ১৩৭৲ টাকা।

পূর্ব্বোক্ত বাদী নিম্নলিখিত বর্ণনা করিলেন—

১। অত্র চৌকির এলাকাধীন............পরগণায় তপশীলের বর্ণিত ১০/০ বিঘা জমীর মালিক........গ্রাম নিবাসী শ্রী............র পৈতৃক নিষ্কর স্বত্বীয় দখলী সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত জমী উক্ত ব্রহ্মত্তরদারের অধীনে মোকাবিলা বিবাদিনীর স্বামী ৺অখিল চন্দ্র মোদক বার্ষিক ৮৲ টাকা জমায় যোত স্বত্বে দখলকার ছিল।

২। উক্ত অখিল চন্দ্র মোদকের মৃত্যুর পর তাহার ওয়ারিষ পত্নী মোকাবিলা বিবাদিনী মালিকের প্রাপ্য ধার্য্য কর আদায় না দেওয়ায় মোকাবিলা প্রতিবাদিনীর নামে ১৯১১ ৯২ নম্বরে উক্ত মালিক বাকী খাজনার ডিক্রী প্রাপ্তে ঐ ডিক্রী ঐ সালের

১০২ নম্বরে জারি করতঃ বাকীপড়া যোত নিলাম করাইলে বাদী প্রকাশ্য নিলামে ৫৩৲ টাকা মূল্যে উক্ত যোত খরিদ করিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্তে তাহা জারি করিয়া ঐ সনের ২১শে আগষ্ট তারিখে বাঁশগাড়ীর দ্বারা দখল লইয়াছেন।

বাদী বাকীপড়া যোত নিলাম খরিদ করিয়া বাঁশগাড়ী পূর্ব্বক দখল লওয়ায় মোকাবিলা প্রতিবাদিনীর যোত স্বত্ব ধ্বংশ হইয়াছে এবং উহার সর্ব্বপ্রকার দায় রহিতে বাদী খাস দখলের অধিকারী হইয়াছে। উৎপন্ন ফসলের অৰ্দ্ধেক অংশ বাদীকে দিতে অঙ্গীকার করিয়া মূল প্রতিবাদীগণ বর্ত্তমান ১৩১৯ সনে তপশীলের লিখিত ভূমিতে ধান্য আবাদ করিয়াছিল। পরে উক্ত বিবাদীগণ সন ১৩১৯ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ তারিখে অন্যায় মতে নালিশী জমীর উৎপন্ন ধান্য ফসলের অৰ্দ্ধাংশ বাদীকে না দিয়া বাদীর স্বত্ব অস্বীকার করিয়া উৎপন্ন সমস্ত ধান্য খড় আত্মসাৎ করিয়াছে, ও নালিশী জমী হইতে বাদীর স্বত্ব অস্বীকারে বাদীকে বেদখল করিয়াছে এবং তৎপরে বাদীকে তপশীলের লিখিত ভূমির দখল ছাড়িয়া দেয় নাই ; উক্ত ভূমিতে বাদীর খরিদা জমাই স্বত্বের মূল্য ৫৩৲ টাকা ও ওয়াশীলাত বাবদ নিম্নের হিসাবমত ধান্য ও খড়ের মূল্য ৮৪৲ টাকা একুনে ১৩৭৲ টাকা দাবীতে বাদী ৩নং বিবাদিনীর মোকাবিলায় ও ১।২নং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে এই নালিশ করিতেছেন।

তপশীলের লিখিত সম্পত্তি অত্র আদালতের এলাকাধীন......... পরগণায়......মৌজায় থাকায় অত্র নালিশ হুজুরাদালতের বিচার্য্য হইতেছে।

অত্রাদালতের এলাকা ও, কোর্ট ফি নির্ণয় জন্য ১৩৭৲ টাকার দাবীতে এই নালিশ করা হইল।

৮। সন ১৩১৯ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ (স্বত্ব অস্বীকারের তারিখ) হইতে অত্র চৌকির এলাকাধীন........পরগণায়......মৌজায় নালিশের হেতু উদ্ভব হইয়াছে।

৭। বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক) তপশীলের লিখিত ১০/০ বিঘা ভূমিতে বাদীর নিলাম খরিদা যোত স্বত্ব সাবাস্ত করিবার আজ্ঞা হয়।

(খ) মোকাবিলা বিবাদিনীর মোকাবিলায় মূল বিবাদীগণের বিপক্ষে বাদীকে নালিশী সম্পত্তিতে খাসদখলের ডিক্রী দিবার আজ্ঞা হয়।

(গ) নিম্নের হিসাবমত বর্ত্তমান সালের ওয়াশীলাত বাবদ ধান্য ও খড়ের মূল্য ৮৪৲ টাকা মূল বিবাদীগণের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিবার আজ্ঞা হয়।

(ঘ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী আর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহা দিবার আজ্ঞা হয়, এবং বাদীর খাসদখল পাইতে বিলম্ব হইলে সন ১৩২০ সাল হইতে ওয়াশীলাতের পরিমাণ ডিক্রী জারিতে স্থির করিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) আদালত খরচা সুদ সহিত ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল হিসাব—

বর্ত্তমান সন ১৩১৯ সালের ধান্য ও খড়—

মূল্য—

তপশীল চৌহদ্দী—

সত্যপাঠ

Written Statement No. 20 for plaint No. 20.

২০নং আরজির বর্ণনা পত্র (২০নং)

মূল বিবাদীগণের পক্ষে বর্ণনা পত্র—

১। বিবাদীদ্বয়ের বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই, কারণাভাবে মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ যোগ্য।

২। নালিশী যোতে ৩নং মোকাবিলা বিবাদিনীর বা তাহার পূর্ব্বাধিকারী কোন ব্যক্তির কস্মিনকালে কোন সত্ব বা দখল ছিল না। বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তি দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল কিং ম্রামগ্রাম নিবাসী রাধাচরণ ঘোষের অধীনে বার্ষিক ৪।০ টাকা খাজনা আদায় দিয়া চাষ আবাদে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে।

৩। বিবাদীগণের সহিত......গ্রামের জমীদার শ্রী............র গত ১০ বৎসর যাবত মালি মোকর্দ্দমা চলিতেছে। উক্ত জমিদার ৩নং মোকাবিলা প্রতিবাদীকে নালিশী জমীর প্রজা উল্লেখে মিথ্যা নালিশ করিয়া এক তঞ্চকী খাজনার ডিক্রী হাসিল করিয়া পরে উক্ত তঞ্চকী ডিক্রী জারিতে গোপনে নালিশী সম্পত্তি নিলাম করাইলে তাহাতে বিবাদীগণের স্বত্বের কোনরূপ হানি হইতে পারে না. বাদী উক্ত তঞ্চকী নিলামে বিবাদী সম্পত্তি খরিদ করিয়া থাকিলে তদ্বারা নালিশী সম্পত্তিতে তাহার কোনরূপ স্বত্ব জন্মায় নাই। দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে দখলকার থাকায় তামাদি দোষে বাদীর অত্র মোকর্দ্দমা অচল। বিবাদী জমীতে বাদী বাঁশগাড়ী দারায় দখল লওয়ার উক্তি মিথ্যা।

৪। বিবাদীগণ বাদীকে ১৩.৯ সালে বা কখন নালিশী জমীর আবাদি ধান্য খড়ের অর্দ্ধাংশ বা কোন অংশ দিতে স্বীকার করেন নাই, বাদীর ঐ প্রকার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৫। বাদীর ওয়াশীলাতের দাবী অন্যায় ও অতিরিক্ত। বাদী কোন ওয়াশীলাত পাইতে পারেন না।

৬। উপরোক্ত অবস্থামতে বাদীর মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করতঃ এই প্রতিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

Plaint No. 21-- Suit for declaration and injunction restraining sale of property by Hindu widow.

(See I. L. R. 27 All. 406.)

২১নং আরজি—হিন্দু বিধবা সম্পত্তি বিক্রয় করিতে না পারে তাহা প্রচার ও নিষেধ আজ্ঞার জন্য নালিশ।

বাদী	বিবাদিনী
শ্রীরামচন্দ্র সর্দ্দার··	১। শ্রীমতী থাকমণি দাসী
	২। শ্রী············

মোকাবিলা বিবাদী

চিরকালীন নিষেধ আজ্ঞা প্রচারের প্রার্থনা বাবদ

দাবী····· টাকা—

উপরোক্ত বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে—

১। রাধাকৃষ্ণ সর্দ্দার দুই পুত্র দীননাথ ও হৃদয়নাথ সর্দ্দারকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া পরলোক গমন করে ও পরে দীননাথ কালাচাঁদ ও বাদী দুই পুত্র রাখিয়া ও হৃদয় আপন পত্নী শশীমুখী দাসীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কালাচাঁদের মৃত্যু হইয়াছে। হরি ও রাম তাহার দুই নাবালক পুত্র। শশীমুখী

দাসীর ৭।৮ বৎসর মৃত্যু হইয়াছে. তাহার মৃত্যু সময়ে পুত্র সম্ভাবিতা দুই কন্যা ১নং প্রতিবাদিনী ও মাখমবালা দাসী জীবিত থাকায় ঐ কন্যাদ্বয় পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির আইনানুসারে উত্তরাধিকারিণী হয়। মাখমবালার পুত্রকন্যা বিহীনে মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে ১নং বিবাদিনী পিতৃত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তি ওয়ারিষ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুলচিনামা আরজির শেষে দেওয়া হইল :

২। তপশীলের লিখিত নিষ্কর ও সকর সম্পত্তিতে উক্ত রাধাকৃষ্ণ সর্দ্দারের স্বত্ব দখল ছিল। উপরের বর্ণনানুসারে তপশীলের অর্দ্ধাংশ সম্পত্তি প্রতিবাদিনীর পিতা, রাধাকৃষ্ণের ওয়ারিষ সূত্রে প্রাপ্ত হওয়ায় প্রতিবাদিনী ক্রমশঃ উত্তরাধিকারিণী সূত্রে তাহাতে স্বত্ববতী ও দখলকারিণী হইয়াছে।

৩। উপরোক্ত সম্পত্তি প্রতিবাদিনীর পিতৃত্যক্ত ও উত্তরাধিকারিণী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বিধায় তাহাতে আইনানুসারে প্রতিবাদিনীর হিন্দু বিধবার আজীবন ভোগ দখলের স্বত্ব ভিন্ন, বিনা বৈধ কারণে তাহা কোন প্রকারে হস্তান্তর বা তাহার মূল্যের হ্রাস বা ক্ষতিজনক কোন প্রকার কার্য্য করিবার কোন স্বত্ব বা অধিকার নাই।

৪। বাদী উক্ত হৃদয় সর্দ্দারের সহোদর ভ্রাতার পুত্র বিধায় প্রতিবাদিনীর পিতৃত্যক্ত তপশীল লিখিত সম্পত্তির রকম অর্দ্ধাংশ সম্বন্ধে ভাবী উত্তরাধিকারী হইতেছেন।

৫। তপশীলের বর্ণিত প্রতিবাদিনীর পিতৃত্যক্ত অর্দ্ধাংশ সম্পত্তির আয় হইতে প্রতিবাদিনীর খোরপোষ আদি আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবার যথেষ্ট উপায় আছে।

৬। বাদীর শত্রুপক্ষ লোকের কুপরামর্শে তপশীলের সম্পত্তির অর্দ্ধাংশে বাদীর ভাবী উত্তরাধিকারী স্বত্বের বিঘ্ন ঘটাইবার দুরভিসন্ধিতে

প্রতিবাদিনী তপশীল লিখিত সম্পত্তির আপন অৰ্দ্ধাংশের দেয় খাজনাদি বাকী ফেলিয়া উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার মানসে এক কেতা বায়না পত্র ২নং বিবাদী বরাবর ·····তারিখে রেজেষ্টারী করিয়াছে ও উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্যোগ করিতেছে। প্রতি- বাদিনীর উক্ত অন্যায় কার্য্যে তপশীলের সম্পত্তির অৰ্দ্ধাংশে বাদীর ভাবী উত্তরাধিকারী স্বত্বের বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা ও সম্ভাবনা হইয়াছে।

তপশীলের সম্পত্তির প্রতিবাদিনীর পিতৃত্যক্ত অংশ হস্তান্তর বা কোন প্রকারে দায় সংযোগ করিবার বা তাহাতে বাদীর ভাবী উত্তরাধিকারী স্বত্বের বিঘ্নজনক কোন কার্য্য করিবার প্রতিবাদিনীর কোন স্বত্ব বা অধিকার নাই।

নালিশী সম্পত্তি অত্রাদালতের এলাকাধীন······পরগণায়·· ·· ··· গ্রামে থাকায় বিগত সন······সালের···তারিখ (বায়না পত্রের তারিখ) হইতে ক্রমশঃ অত্র নালিশের হেতু উদ্ভব হইয়াছে।

আদালতের এলাকা ও কোর্ট ফি নির্ণয়ার্থ নিম্নের জায়মত দাবীর পরিমাণ ৮১০৲ টাকা হইতেছে।

বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক) তপশীলের লিখিত সম্পত্তির প্রতিবাদিনীর পিতৃত্যক্ত অৰ্দ্ধাংশ কোন প্রকারে হস্তান্তর বা দায় সংযোগ বা বাদীর তাহাতে ভাবী উত্তরাধিকারী স্বত্বের ক্ষতিজনক কোন কার্য্য করিবার প্রতিবাদিনীর স্বত্ব না থাকা সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) প্রতিবাদিনী উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর বা কোন প্রকারে দায় সংযোগ বা তাহার ক্ষতিজনক কোন কার্য্য করিতে না

পারে তৎসম্বন্ধে বিবাদিনীর প্রতি চিরকালীন নিষেধ আজ্ঞা প্রচারের আজ্ঞা হয়।

(গ) মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালে ১নং বিবাদিনী উপরোক্ত মতে কোন কার্য্য করিতে না পারে তজ্জন্য নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিতে আজ্ঞা হয়। ১নং বিবাদিনী কর্ত্তৃক নালিশী সম্পত্তি সম্বন্ধে ২নং প্রতিবাদী বা অপর কাহারও বরাবর কোন হস্তান্তর করা প্রকাশ পাইলে উহা বাদীর বিরুদ্ধে বলবৎ নহে প্রচার করিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) মোকর্দ্দমার যাবতীয় খরচার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) মোকর্দ্দমার অবস্থানুসারে আইন ও ন্যায় বিচারে বাদী আর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

দাবীকৃত সম্পত্তির মূল্য	৮০০৲ টাকা
নিষেধ আজ্ঞার প্রতীকারের মূল্য	১০৲
	৮১০৲

প্রার্থিত প্রচার (declaration) জন্য ১০ টাকার কোর্ট ফি ও নিষেধ আজ্ঞার জন্য ৸০ আনার কোর্ট ফি একুনে ১০৸০ টাকার কোর্ট ফি দেওয়া গেল।

কুলচিনামা তপশীল (ক)
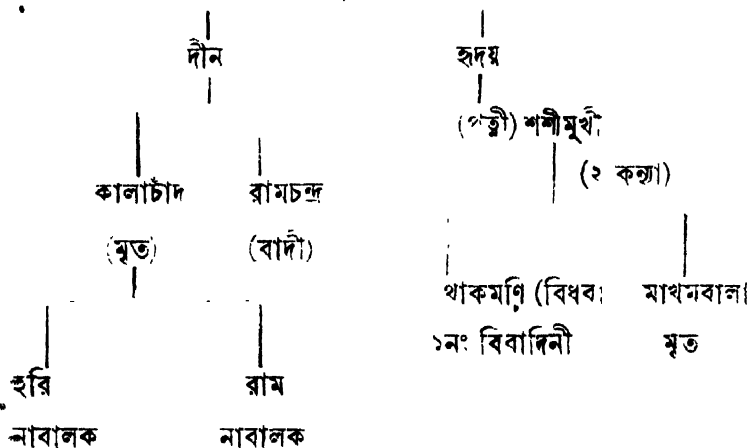
তপশীল (খ)

জমীর বিবরণ ও চৌহদ্দী

সত্যপাঠ

Written Statement No 21—for plaint No. 21.

২১নং আরজির বর্ণনা পত্র (২১নং)

বিবাদিনীর পক্ষে বর্ণনা পত্র—

বর্ত্তমান আকারে বাদীর নালিশ অচল।

বিবাদিনী নালিশী সম্পত্তিতে দখলকারিণী আছেন : বিবাদিনীর মাতা শশীমুখী দাসী প্রায় ১ বৎসর যাবৎ শয্যাগত থাকায় তাঁহার চিকিৎসার্থে প্রায় ৩০০৲ টাকা কর্জ্জ হয়. নালিশী সম্পত্তির জমীদার শ্রীযুক্ত.........., নালিশী জমীর ১৩১৫ সাল হইতে ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত খাজনা বাকী পড়ায় বিবাদিনীর নামে নালিশ করিয়া খাজনার ডিক্রী হাসিল করিয়াছেন। নালিশী সম্পত্তির আয় অতি সামান্য তাহা হইতে বিবাদিনীর ভরণ পোষণ ও জমীদারের খাজনাদি দিবার অথবা উক্ত খাজনার ডিক্রীর টাকা ও উপরোক্ত ঋণ পরিশোধ করিবার কোন উপায় না থাকায় বিবাদিনী নালিশী সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ বিক্রয় দ্বারা জমীদারের বাকী খাজনার ডিক্রীর দেনা ও শশীমুখী দাসীর চিকিৎসার বাবদ ঋণ পরিশোধ করিয়া বাকী অর্দ্ধেক সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টায় আরজির ৬ দফার কথিত বায়না নামা সম্পাদন করিয়াছেন।

নালিশী সম্পত্তির অন্ততঃ অর্দ্ধেক অংশ (অর্থাৎ মোট সম্পত্তির ১/৪ অংশ) বিক্রয় করিয়া উপরোক্ত ডিক্রী ও ঋণ পরিশোধ না করিলে দেনার দায়ে নালিশী সমস্ত সম্পত্তি (অর্থাৎ বিবাদীর অর্দ্ধেক অংশ) অল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়া যাইবে অতএব উক্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ বিক্রয় করা একান্ত আবশ্যক এবং তৎসম্বন্ধে বাদী কোন নিষেধ আজ্ঞা পাইতে পারেন না।

৪। বাদী উপরোক্ত ২ দফার কথিত দেনা ও ডিক্রীর বাঃ দেনা পরিশোধ করিলে বিবাদিনীর নালিশী সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করিবার আবশ্যক নাই।

৫। বাদীর মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া প্রতিবাদিনীকে মোকর্দ্দমার খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

Plaint No. 22—suit for ejecting an under raiyat.

২২নং আরজি—কোর্ফা প্রজা উচ্ছেদের নালিশ।

[১নং আরজির মত]

দাবী ৫৲ টাকা

কোর্ফা প্রজা উচ্ছেদ পূর্ব্বক খাস দখলের নালিশ।

উপরোক্ত বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে—

১। অত্রাদালতের এলাকাধীন জেলা……থানা………… অন্তর্গত কিং…………গ্রামে ব্রহ্মত্তরের মালিক শ্রীযুক্ত……………র অধীনে বাদীর পৈতৃক কায়েমী খেরাজী যে সমস্ত জমী জমা আছে তাহাতে বাদী উপরোক্ত মালিক সরকারে কর আদায় দিয়া যোত স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন।

২। উক্ত গ্রামে উক্ত জমার অন্তর্গত তপশীলের বর্ণিত ও চৌহদ্দীস্থিত ১ বন্দে কমবেশী ২৲ বিঘা কায়েমী খেরাজী জমী, সন ১৩১৩ সাল হইতে সন ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত এই ৫ সন মেয়াদে বার্ষিক ৫৲ টাকা খাজনা ধার্য্যে বাদী প্রতিবাদীকে কোর্ফা জমা বিলি করেন। প্রতিবাদী তদবধি বাদীকে খাজনা আদায় দিয়া উক্ত জমী জমায় কোর্ফা প্রজা স্বরূপে দখলকার থাকে।

৩। উক্ত জমী বাদীর নিজ খাস চাষের জন্য প্রয়োজন হওয়ায় উক্ত জমী হইতে বিবাদীকে উচ্ছেদ জন্য গত সন ১৩১৮ সালের ····· আশ্বিন তারিখে সন ১৩১৯ সালের ৩০ চৈত্র তারিখের পর উক্ত জমী ছাড়িয়া দিবার জন্য আদালত হইতে প্রতিবাদীর উপর খাজনা আইনের ৪৮ ধারা মতে এককেতা নোটীশ জারি করেন; কিন্তু প্রতিবাদী উক্ত নোটীশ জারি সত্ত্বেও নোটীশের মেয়াদ অন্তে উক্ত জমা বাদীকে ছাড়িয়া না দেওয়ায় অত্রাদালতের এলাকাধীন ·········গ্রামে উক্ত নোটীশের মেয়াদ গতে ১৩১৯ সালের ৩০ চৈত্র তারিখের পর তারিখ হইতে বাদীর অত্র নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

৪। আদালতের এলাকা নির্ণয় জন্য নালিশী সম্পত্তির মূল্য ১০০৲ ও কোর্ট ফি নির্ণয়ার্থ ৫৲ টাকা ১৩১৯ সালের বিবাদীর দেয় খাজনা) তায়দাদে অত্র নালিশ করিয়া বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক) বিরোধীয় সম্পত্তি হইতে প্রতিবাদীকে উচ্ছেদ পূর্ব্বক উক্ত সম্পত্তিতে বাদীকে খাস দখল দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

(খ) মোকদ্দমার খরচা প্রতিবাদীর প্রতিকূলে বাদীকে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আইন ও ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও বাদীকে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল চৌহদ্দী—

সত্যপাঠ

Written Statement No. 22—for plaint No. 22.

২২নং আবজির বর্ণনা পত্র (২২নং)

প্রতিবাদীর পক্ষের বর্ণনা পত্র—

১। বাদীর নালিশ অন্যায় ও অপ্রকৃত।

২। আরজির ১ দফার উক্তি প্রকৃত নহে। নালিশী জমীতে বাদীর মৌরসী মোকররি স্বত্ব আছে।

৩। বাদী আরজির ২ দফায় উল্লেখ করিয়াছেন যে উক্ত জমী প্রতিবাদী ১৩১৩ সাল হইতে ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত ৫ সন মেয়াদে বার্ষিক ৫ জমায় বাদীর নিকট হইতে কোর্ফা জমা লইযাছে, উহা সত্য নহে, এই বিবাদী, বাদীর পিতার আমল হইতে উপরোক্ত এক নির্দ্দিষ্ট খাজনায় দ্বাদশ বৎসরের বহু উর্দ্ধকাল নিজ চাষ আবাদ দ্বারা নালিশী জমীতে দখলকার আছে সুতরাং উহাতে বিবাদীর যোত স্বত্ব জন্মিয়াছে। বাদী নালিশী জমীর খাস দখল পাইতে পারেন না।

৪। বাদী আরজির ৩ দফায় যে উচ্ছেদের নোটীশ জারির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা এই প্রতিবাদী আদৌ অবগত নহে। এই বিবাদীর উপর আদালত হইতে কোন উচ্ছেদের নোটীশ জারি হয় নাই। বিবাদী ঐরূপ কোন নোটীশ পায় নাই, বাদী আরজি সহ যে নোটীশ দাখিল করিয়াছেন উহা আইনানুসারে প্রচুর নহে। বাদী উক্ত নোটীশ জারি প্রমাণ করিতে বাধ্য।

৫। উপরোক্ত অবস্থা মতে বাদীর মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া বিবাদীকে মোকর্দ্দমার খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

Plaint No 23. Suit for ejecting a tenant from homestead land.

২৩নং আরজি—বাস্তু জমী হইতে প্রজাকে উচ্ছেদের নালিশ।

[১নং আরজির মত]

উচ্ছেদ পূর্ব্বক খাস দখলের নালিশ।

দাবী ১২৲ টাকা।

উপরোক্ত বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে—

১। অত্রাদালতের এলাকাধীন জেলা·········থানা·········র অন্তর্গত ··· গ্রামে বাদীর পৈতৃক জমী জমাদিতে বাদী তাঁহার পিতার ওয়ারিষ সূত্রে দখলকার আছেন।

২। উক্ত গ্রামে আরজির তপশীলে বর্ণিত ১ বন্দ ১৶ বিঘা বাস্তু জমী বিবাদী বসবাসের জন্য সন······সালের ··· মাসে বার্ষিক ১২৲ টাকা খাজনা ধার্য্যে বাদীর নিকট বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া উক্ত জমীতে গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া বসবাস করে।

৩। উক্ত জমী বাদীর খাস দখলে আনিবার আবশ্যক হইলে গত ভাদ্র মাসের ১৫ই তারিখে বিবাদীকে গত ৩০শে চৈত্র তারিখের পর হইতে নালিশী সম্পত্তির দখল বাদীর অনুকূলে পরিত্যাগ করিবার জন্য ১ কেতা নোটীশ বাদী রেজেষ্ট্রী ডাক যোগে বিবাদীকে প্রেরণ করেন, বিবাদী তাহা গ্রহণ না করিয়া ফেরত দিয়াছে। উক্ত নোটীশ অত্র আরজির সহিত দাখিল হইল। পরে বাদী উক্ত মর্ম্মে অপর একখানি নোটীশ বিবাদীর উপর তাঁহার বাস্তু জমীতে জারি করিয়াছেন। উক্ত নোটীশের মেয়াদ অন্তে বিবাদী তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তির দখল পরিত্যাগ না করায় গত ৩০ চৈত্রের পর তারিখ হইতে হুজুরাদালতের এলাকাধীন······ গ্রামে অত্র নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

৮। আদালতের এলাকা নির্ণয় জন্য নালিশী সম্পত্তির মূল্য ১০০্ টাকা ও কোর্ট ফি নির্ণয় জন্য গত সালের বিবাদীর দেয় খাজনা ১৲ তায়দাদে অত্র নালিশ।

বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক) নালিশী ১/ বিঘা সম্পত্তি হইতে প্রতিবাদীকে উচ্ছেদ পূর্ব্বক উহাতে বাদীকে খাস দখল দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

(খ) মোকর্দ্দমার খরচার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) বাদী আইন ও ন্যায়মতে আর যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল চৌহদ্দী—

সত্যপাঠ

Written Statement No. 23 for plaint No. 23.

২৩নং আরজির বর্ণনা পত্র ২৩নং

জেলা··· চৌকি··· মুনসফী আদালত

১৯১২।১৩নং হকিয়ত মোকর্দ্দমা

বাদী বিবাদী

বিবাদীর বর্ণনা—

১। বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

২। বাদী বিবাদীর উপর কোন নোটীশ জারি করেন নাই। বিবাদী বাদীর ৩ দফার লিখিত কোন নোটীশ পায় নাই বা লইতে অস্বীকার করে নাই।

৩। বাদীর সহোদর ভ্রাতা শ্রী··· ·········বাদীর সহিত এজমালীতে আছেন। তাঁহার নালিশী সম্পত্তিতে ৷৹ আনা অংশ আছে; তাঁহাকে পক্ষভুক্ত না করায় বাদীর নালিশ অচল।

৪। বিবাদী সম্পত্তির মূল্য ১০০০৲ টাকার অধিক হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা হুজুরাদালতের বিচার্য্য নহে।

৫। বাদী বহু অর্থ ব্যয়ে নালিশী সম্পত্তিতে গৃহাদি প্রস্তুত করিয়াছেন। বাদী এজমালী সংসারের কর্ত্তা স্বরূপে যখন নালিশী সম্পত্তি বিবাদীকে বন্দোবস্ত করেন তখন এইরূপ সর্ত্ত ছিল যে বাদী ও তাঁহার ভ্রাতা নালিশী সম্পত্তি হইতে বিবাদীকে উচ্ছেদ করিলে তাঁহারা বিবাদীর প্রস্তুত গৃহাদির বাজার মূল্য বিবাদীকে দিবেন। যদি বাদী মোকদ্দমা ডিক্রী পান তাহা হইলে বাদী বিবাদীকে তাঁহার গৃহাদির মূল্য বাবদ ৭০০৲ টাকা দিলে, বিবাদী নালিশী জমী পরিত্যাগ করিবেন এই মর্ম্মে আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

Plaint No. 24—Partition suit.

২৪নং আরজি—পার্টিসানের মোকর্দ্দমা।

চৌকি আলীপুরের প্রথম মুন্‌সফী আদালত

বাদী	প্রতিবাদী
শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১। শ্রীভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	২। শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	১।২নং বিবাদীর পিতার নাম ৺কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
	৩। শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী জওজে ৺প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাবী চিহ্নিত বিভাগ পূর্ব্বক চিহ্নিত দখলের প্রার্থনায় নালিশ তায়দাদ...টাকা।

উপরোক্ত বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে—

১। (ক) ও (খ) তপশীলের বর্ণিত অত্র আদালতের এলাকাধীন থানা টালিগঞ্জের অন্তর্গত রমানাথপুর গ্রামে অবস্থিত সম্পত্তি এই মোকর্দ্দমার বিরোধীয় বিভাজ্য সম্পত্তি হইতেছে এবং উহা অত্র সহ দাখিলী নক্সায় বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

২। বিরোধীয় বিভাজ্য সম্পত্তি ও দাখিলী নক্সায় প্রদর্শিত চিহ্নিত জমী মায় ভদ্রাসন বাটী ইমারত প্রাচীরাদি বাদী ও প্রতিবাদীগণের পূর্ব্বাধিকারী ৺দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পতি ছিল।

৩। নিম্নের কুলচিনামা দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে যে উক্ত দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকালে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি তাঁহার চারি পুত্র কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় তুল্যাংশে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হয়েন।

৪। কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তিন পুত্র ১।২ নং বিবাদী ও রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উত্তরাধিকারী রাখিয়া লোকান্তরিত হন ও উক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার একমাত্র ওয়ারিষ বনিতা মনমোহিনী দেবীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

৫। নরহরি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার দুই পুত্র চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন ও উক্ত চন্দ্রনাথ অবিবাহিতাবস্থায় পরলোক গমন করেন ও উক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার একমাত্র ওয়ারিষ ভাগিনেয় ধীরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়কে রাখিয়া লোকান্তরিত হন।

৬। ৩নং প্রতিবাদিনী ৺প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র ওয়ারিষ

বনিতা হইতেছেন ও বাদী ৺জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র ওয়ারিষ পুত্র হইতেছেন।

৭। উপরোক্ত বর্ণনা মতে (ক) ও (খ) তপশীলের বর্ণিত বিভাজ্য সম্পত্তিতে ১।২নং বিবাদী ও মনমোহিনী দেবীর ¼ অংশ ধীরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ¼ অংশ ও বাদীর পিতা ৺জয়রাম বন্দ্যো-পাধ্যায় ও ৩নং বিবাদী প্রত্যেকের ¼ অংশ হইতেছে।

৮। পরে উক্ত ধীরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তাঁহার অংশ সঙ্গত ও বৈধ কারণে উক্ত জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত ১২৮০ সালের ১৫ই আশ্বিন তারিখে এককেতা রেজেষ্ট্রী কৃত কোবালার দ্বারা খরিদ করিয়া স্বত্ববান ও দখলকার হন।

৯। উক্ত ধীরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট খরিদ অন্তে বিগত ১২৯৮ সালের ২৭শে চৈত্র তারিখে এককেতা এগ্রিমেণ্ট পত্রের দ্বারা সমুদয় সরিকগণ কতিপয় সালিশ নিযুক্ত করিয়া ঐ সালিশানের দ্বারা পক্ষগণের এজমালী পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে কেবল মাত্র ভদ্রাসন বাটী মায় প্রাচীরাদি ও তত্তলস্থ জমী বিভাগ করিয়া লন এবং সালিশগণ বিগত ১২৯৮।১রা ভাদ্র তারিখে এককেতা রোয়দাদ বিধিমত সম্পাদন করেন।

১০। ভদ্রাসন জমী মায় তদুপরিস্থিত ইমারত বাটী যাহা সালিশগণ কর্ত্তৃক বিভাগ হয়, ঐ জমীর পরিমাণ ৸২৷৹ কাঠা হইতেছে এবং ঐ জমীর সর্ব্ব উত্তরাংশে কমবেশী।৩৸ কাঠা জমী মায় তদুপরিস্থিত ইমারত বাদীর পিতার অংশে ও ঐ জমীর মধ্যস্থলে /৪৷৵৹ কাঠা জমী মায় তদুপরিস্থিত ইমারতাদি ৩নং বিবাদীর অংশে ও ঐ জমীর সর্ব্ব দক্ষিণাংশে /৪৷৵৹ কাঠা জমী মায় তদুপরিস্থিত ইমারতাদির মধ্যে পশ্চিমাংশের একটী ঘর (যাহা ৩নং বিবাদীর

অংশে নির্দ্দিষ্ট হয়) বাদে অবশিষ্ট ইমারতাদি ১।২নং বিবাদী ও মনমোহিনী দেবীর অংশে নির্দ্দিষ্ট হয়।

১১। উক্ত ভদ্রাসন বাদে পক্ষগণের পৈতৃক এজমালী আর কোন সম্পত্তি অদ্যাবধি পার্টিসন বা চিহ্নিত বিভাগ হয় নাই। বিগত ১২৯৮।২৭ মাঘ তারিখের পার্টিসন রোয়দাদের পর বিগত ১৩০৯।১ চৈত্র তারিখে উক্ত মনমোহিনী দেবী উক্ত ভদ্রাসন জমী ও বাটীর নিজাংশ ও (ক) ও (খ) তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তির নিজাংশ বাদীর পিতাকে এককেতা রেজিষ্ট্রীকৃত কোবালা দ্বারা বিক্রয় করিয়া নিস্বত্ব হন।

১২। উপরোক্ত বর্ণনা মতে তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তিতে বাদীর পিতার ওয়ারিষ সূত্রে ¼ অংশ ও খরিদা সূত্রে ⅙ একুনে ৭/১২ অংশ বিধায় বাদীর এক্ষণে ৭/১২ অংশ হইতেছে ও ১।২নং বিবাদীর প্রত্যেকের ১/১২ অংশ ও ৩নং বিবাদীর ¼ অংশ হইতেছে।

১৩। (ক) তপশীলের জমীস্থিত পুষ্করিণীতে বাদীর পিতার যে অংশ ছিল ঐ অংশ ১নং বিবাদীর পুত্র গোপাল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বাদীর পিতার নিকট হইতে বিগত ১৩০৮।২রা কার্ত্তিক তারিখে এককেতা কবুলতি লিখিয়া দিয়া জমা বন্দোবস্ত করিয়া লন। উক্ত কবুলতিতে বাদীর পিতার ৭/১২ অংশ কবুলতি দাতা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন।

১৪। বিভাজ্য সম্পত্তিতে বাদীর ৭/১২ অংশ চিহ্নিত করিয়া দিবার জন্য বাদী তাঁহার উকিলের দ্বারা বিগত ১৯১১।৫ জানুয়ারী তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে বিবাদীগণের উপর এক নোটীশ দেন কিন্তু বিবাদীগণ তাহাতে কোনরূপ মনোযোগ না করায় বাদী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

১৫। অত্রাদালতের এলাকাধীন থানা টালিগঞ্জের অন্তর্গত রমানাথপুর গ্রামে বিগত ১৯।১।২৫ জানুয়ারি তারিখে অর্থাৎ কথিত নোটীশের মেয়াদ অন্তে এই নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

১৬। অত্র আদালতের এলাকা ও এই মোকর্দ্দমার কোর্ট ফি নিরূপণ-করণার্থ এই মোকর্দ্দমার তায়দাদ নিম্নের তপশীলের জায় মত .. ..টাকা অবধারিত হইল।

১৭। সে মতে বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক)—(ক) ও (খ) তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তিতে বাদীর যে ½ অংশ আছে ঐ অংশ চিহ্নিত বণ্টন পূর্ব্বক চিহ্নিত অংশে বাদীকে দখল দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ)—এই মোকদ্দমার সমুদয় খরচার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ)—আইন ও একুইটী মতে বাদী অন্য যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও বাদীকে দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল বিভাজ্য সম্পত্তির পরিচয় ও তাহার চৌহদ্দী

(ক) (খ)

(মন্তব্য—আরজির উল্লিখিত নক্সা আরজির সহিত দাখিল করিতে হইবে।)

তপশীল কুলচিনামা—(গ)

দ্বারকানাথ—

(ঘ)—নক্সা

তপশীল তায়দাদের নিমিত্ত দাবীর পরিচয়—

সত্যপাঠ

মন্তব্য—সম্পত্তি বাদীর দখলে থাকিলে আরজিতে ১০৲ টাকার কোর্ট ফি দিতে হয়।

Written Statement No. 24 for plaint No. 24.

২৪নং আরজির বর্ণনা পত্র (২৪নং)

চৌকি আলিপুরের প্রথম মুনসফী আদালত

১৯...সালের ......নং পার্টিসান মোকর্দ্দমা

উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় ১।২ নং বিবাদীর পক্ষে বর্ণনা পত্র—

বাদীর নালিশ অন্যায়, অকারণ ও অপ্রকৃত।

১। বিবাদীদ্বয় বর্ণনা পত্রে যাহা স্বীকার করেন না তাহার প্রমাণের ভার বাদীর উপর রাখেন।

২। নালিশী সম্পত্তির মূল্য ৫০০০৲ টাকার কম হইবে না সুতরাং উক্ত মোকর্দ্দমা অত্রাদালতের বিচার্য্য নহে।

৪। বাদী আরজীর ৯ দফায় উল্লেখ করিয়াছেন যে ১২২৮।২৭ চৈত্র তারিখে সমুদয় সরিকগণ এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিয়া সালিশ দ্বারা তাঁহাদের ভদ্রাসন বাটী ইমারতাদি বাঁটওয়ারা করিয়া লইয়াছিলেন, এই উক্তি সত্য বলিয়া প্রতিবাদীদ্বয় স্বীকার করেন না। উক্ত এগ্রিমেণ্ট বা বাঁটওয়ারার বিষয় বিবাদীদ্বয় কিছুমাত্র অবগত নহে।

৫। বাদী আরজির ৮ দফায় ধীরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অংশ খরিদ সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তিনি প্রমাণ করিতে বাধ্য।

৬। বাদী আরজির (ক) ও (খ) তপশীল সম্পত্তির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভিন্ন, বাদী ও বিবাদীগণের অন্যান্য এজমালী সম্পত্তি আছে উহা বাদী তপশীলে উল্লেখ করেন নাই একারণ স্থাবর সম্পত্তির আংশিক বিভাগ আইনানুসারে হইতে পারে না।

৭। আরজির ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১ দফার উক্তি বিবাদীদ্বয় স্বীকার করে না উহা বাদী প্রমাণ করিতে বাধ্য।

৮। বাদী আরজির ১৩ দফায় পুষ্করিণী জমির বিষয় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বিবাদীদ্বয় স্বীকার করেন না।

৯। বাদী আরজীতে যে কুলচিনামা দিয়াছেন উহা প্রকৃত নহে। বিবাদী সম্পত্তিতে বাদীর পিতার ওয়ারিস সূত্রে ১/৪ অংশ ছিল না। দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন যথা, কালীপদ, শ্যামাপদ, নরহরি, প্রাণকৃষ্ণ ও জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদী তাহা প্রকাশ করে নাই। বাদীর পিতার ওয়ারিস সূত্রে ১/৫ অংশ হইতেছে, এবং ১২নং বিবাদীর ওয়ারিষ সূত্রে প্রাপ্ত ১/৫ অংশ ও শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট তাঁহার ১/৫ অংশ উক্ত বিবাদীগণ খরিদ করায় ১২।১৩নং বিবাদীর ২/৫ অংশ হইতেছে।

১০। উপরোক্ত অবস্থামতে বাদীর মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া প্রতিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়। ইতি—

সত্যপাঠ

Plaiint No. 25—Suit for declaration of right of easement and for injunction.

২৫নং আরজি—ইজমেণ্ট স্বত্ব পচারের ও ইনজংসনের নালিশ।

[১নং আরজির মত]

বাদী	বিবাদী
শ্রী............	শ্রী... . ....

উপরোক্ত বাদী বর্ণনা করিতেছে যে—

১। হুজুরাদালতের এলাকাধীন জেলা......অন্তর্গত থানা......মৌজে ......গ্রামে অত্র আরজির (ক) তপশীল বর্ণিত বাদীর ৩/০ বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মত্তর সম্পত্তির মধ্যে (খ) তপশীল নক্সায় অঙ্কিত কখগঘ আন্দাজ ১/০ বিঘা জমী বাদীর ভদ্রাসন হইতেছে। উক্ত জমীতে বাদীর নিয়ত বসবাসের ইমারতাদি আছে ও বাদী উক্ত ইমারতাদি প্রায় ২০ বৎসরের উর্দ্ধকাল দখলকার আছেন। উক্ত ভদ্রাসনের চতুষ্পার্শে বাদীর জমী হইতেছে।

২। বাদী, চছ নক্সার চিহ্নিত সদর রাস্তা হইতে বাদীর কখগঘ বাড়ীতে, বিবাদীর জঝ চিহ্নিত বাগান জমীর উপর দিয়া ২০ হাত লম্বা ৭ হাত প্রস্থ, নক্সার টঠ রাস্তা, ব্যবহারে বাদীর পফ জমীর উপরিস্থিত ডঢ রাস্তা দিয়া ২০ বৎসরের উর্দ্ধকাল প্রকাশ্যরূপে ও নিজ স্বত্বে গমনাগমন করিয়া আসিতেছিলেন। উক্ত টঠ রাস্তা দিয়া গমনাগমনের জন্য বাদীর ইজমেণ্ট (easement) স্বত্ব জন্মিয়াছে।

বিবাদী গত ১৩১৮ সালের ১২ই ভাদ্র তারিখে আরজির নক্সায় **বভ** স্থানে প্রাচীর গাথিয়া উক্ত **টঠ** রাস্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছে তাহাতে সদর রাস্তা হইতে বাদীর বাড়ী গমনাগমনের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। বিবাদীর উক্তরূপে উক্ত রাস্তা বন্ধ করিবার কোন অধিকার নাই।

উপরোক্ত অবস্থাক্রমে হুজুরাদলতের এলাকাধীন.........গ্রামে উক্ত ১৩১৮ সালের ১২ ভাদ্র তারিখে অত্র নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

আদালতের এলাকা ও কোর্ট ফির জন্য বাদীর নালিশী ইজমেণ্ট (easement) স্বত্বের মূল্য ১০৲ টাকা ধার্য্য হইল।

বাদীর প্রার্থনা এই যে—

(ক) নালিশী ২০ হাত লম্বা ৩ হাত প্রস্থ **টঠ** রাস্তা দিয়া বাদীর যাতায়াতের ইজমেণ্ট (easement) স্বত্ব আছে ইহা প্রচার করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) বিবাদীর উপর **বভ** চিহ্নিত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া **টঠ** রাস্তা গমনোপযোগী করিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। বিবাদী উক্ত প্রাচীর ভগ্ন না করিলে বাদীর খরচে আদালত হইতে উক্ত প্রাচীর ভগ্ন পূর্ব্বক তাহার খরচা বিবাদীর নিকট আদায়ের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) বিবাদী ভবিষ্যতে উক্ত **টঠ** রাস্তা কোন প্রকারে আবদ্ধ করিতে না পারেন এই মর্ম্মে বিবাদীর উপর চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) মোকর্দ্দমার খরচা বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী আর যে-কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

(ক) তপশীল জমীর বিবরণ—

১। মোট ৩/০ বন্দের চৌহদ্দী

২। উহার মধ্যে বাদীর ১/০ ভদ্রাসনের চৌহদ্দী

(খ) তপশীল—(নক্সা)

হরপ্রসাদ বসুর জমী

সদর রাস্তা

সত্যপাঠ
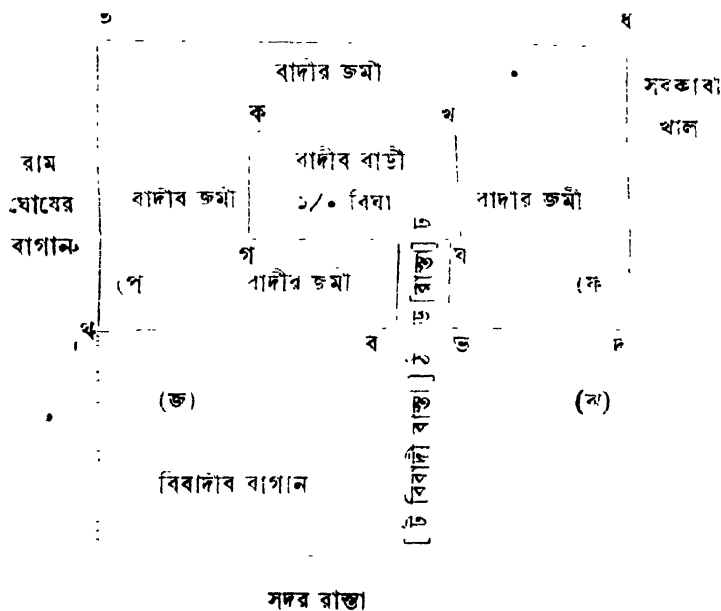
Written statement No. 25 for plaint No. 25.

২৫নং আরজির বর্ণনা পত্র (২৫নং)

বিবাদীর বর্ণনা—

বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

বাদী বিবাদীর **জব্দ** জমীর উপর দিয়া **টঠ** বা কোন রাস্তা ব্যবহারে কস্মিনকালে কখনও **চ ঐ** সদর রাস্তা হইতে বাদীর **কখগঘ** ভদ্রাসনে গমনাগমন করেন নাই। বাদীর প্রদর্শিত নক্সা প্রকৃত নহে। বাদী তাহার ভদ্রাসনের বাগানের উত্তর হরপ্রসাদ বসুর বাস্ত যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রকৃত নহে। হরপ্রসাদ বসুর বাস্তর দক্ষিণে বাদীর জমীর উত্তর দিয়া একটি সরু চলত পথ আছে ঐ পথ সরকারী বড় রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়াছে; বাদী উক্ত পথ দিয়া তাঁহার ভদ্রাসন হইতে বরাবর গমনাগমন করিয়া থাকেন। সরে জমিনের প্রকৃত অবস্থার নক্সা অত্র সহ দাখিল হইল।

বিবাদী তাহার **জব্দ** বাগানের উত্তর সীমানায় ১৩১০ সালে সরাসরী পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা প্রাচীর দিয়াছেন কেবল **বভ** চিহ্নিত স্থানে প্রাচীর দেন নাই। বাদী তাহার কথিত নালিশী রাস্তা দিয়া নালিশের দুই বৎসরের পূর্ব্বে বা কস্মিনকালে গমনাগমন না করায় বাদীর দাবী তামাদি দোষে অচল। বাদী অত্র মোকর্দ্দমায় তাঁহার প্রার্থিত কোনও প্রতীকার পাইতে পারেন না।

বাদী বিবাদীর মধ্যে গ্রাম্য দলাদলী লইয়া মনান্তর হওয়ায় বাদী বিবাদীকে অযথা কষ্ট দিবার মতলবে অত্র মিথ্যা মোকর্দ্দমা স্বজন করিয়াছেন।

৫। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে বাদীর মিথ্যা মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করতঃ বিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল (নক্সা)

সত্যপাঠ

Plaint No. 26.

Application for filing award in matter referred to arbitration without intervention of court. This will be registered as a *Suit* under Sch. II Rule 20 of the C. P. Code

২৬নং আরজি—এওয়ার্ড দাখিলের নালিশ।

জেলা ... ... আদালত

দরখাস্তকারী — প্রতিপক্ষ

শ্রী............ — ১। শ্রী............

২। মোকাবিলা প্রতিপক্ষ

শ্রী............

(সালিশ মহাশয়)

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে—

১। দরখাস্তকারী ও নং প্রতিপক্ষ সহোদর ভ্রাতা হইতেছেন। অত্র দরখাস্তের (ক) তপশীল বর্ণিত ৬ বন্দের কাত ১৫ বিঘা ৯ কাঠা জমীর দরখাস্তকারী ও প্রতিপক্ষের পৈতৃক সম্পত্তি উহা তাঁহারা এযাবৎকাল এজমালে দখলকার ছিলেন পরে এজমালী দখল অসুবিধা বিধায় উভয়ে অত্র সহ দাখিলী ১ কেতা রেজিষ্ট্রী সালিশীনামাদ্বারা..... সালে.........তারিখে ২নং মোকাবিলা প্রতিপক্ষকে হুজুরাদালতের এলাকাধীন (ক) তপশীল বর্ণিত

সম্পত্তি উভয় ভ্রাতার মধ্যে তুল্যাংশে বিভাগ করিবার নিমিত্ত সালিশ নিযুক্ত করেন।

৮। উক্ত সালিশ মহাশয় গত……তারিখে তাঁহার লিখিত রোয়দাদ (award) দস্তখত করিয়া দিয়াছেন। উক্ত রোয়দাদের সর্ত্তানুসারে বাদী নিম্নের (খ) তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ও ১নং প্রতিপক্ষ (গ) তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৯। দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে অত্র দরখাস্তের বিষয় ১নং ও ২নং প্রতিপক্ষকে অবগত করাইয়া অত্র সহ দাখিলী রোয়দাদের মর্ম্মানুসারে দরখাস্তকারী ও ১নং প্রতিপক্ষের মধ্যে দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের দ্বিতীয় সিডিউলের ২০ রুল অনুসারে অত্র দরখাস্ত আরজি গণ্যে রোয়দাদের লিখিত সম্পত্তিতে রোয়দাদের মর্ম্মানুসারে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ক) তপশীল

পক্ষগণের এজমালী সম্পত্তির বিবরণ।

(খ) তপশীল

রোয়দাদ অনুযায়ী দরখাস্তকারীর প্রাপ্য সম্পত্তি।

(গ) তপশীল

রোয়দাদ অনুযায়ী ১নং প্রতিপক্ষের প্রাপ্য সম্পত্তি।

অত্র দরখাস্তের লিখিত বিবরণ
আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য

[দস্তখত]

Note—এই দরখাস্ত আরজি স্বরূপে গণ্য হয়। ইহাতে ।৵৹ আনার কোর্ট ফি দিতে হয়; সম্পত্তির উপর রসুম লাগে না।

২৬নং বর্ণনা পত্র

[১নং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত]

১নং প্রতিপক্ষ আমি শ্রী............নিবেদন করিতেছি যে—

১। আমার ২নং প্রতিপক্ষ কৃত রোয়দাদের সর্ত্তানুসারে মোকর্দ্দমার ডিক্রী হইতে আপত্তি নাই।

২। আমি ও দরখাস্তকারী দাখিলা সালিশীনামা সম্পাদন করিয়াছি।

সত্যপাঠ

[দস্তখত]

[মন্তব্য—। এই দরখাস্তে ॥০ কোর্ট ফি দিতে হয়]

২নং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত

১। দরখাস্ত শ্রী............ আমার নিবেদন এই যে দরখাস্তকারী ও ১নং প্রতিপক্ষ তাহাদিগের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগের নিমিত্ত আমায় সালিশ নিযুক্ত করায় আমি নিরপেক্ষরূপে পক্ষগণের মধ্যে বিবাদী সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দরখাস্তকারীর দাখিলী রোয়দাদ সম্পাদন করিয়া দিয়াছি।

সত্যপাঠ

[দস্তখত]।

CHAPTER III.

তৃতীয় অধ্যায়।

দরখাস্ত

দেওয়ানী আদালতে নানাবিধ দরখাস্ত দাখিল হইয়া থাকে। প্রত্যেক দরখাস্তের উপরে আদালতের নাম পক্ষগণের নাম ও মোকদ্দমার সাল ও নম্বর লিখিয়া পরে দরখাস্ত আরম্ভ করিতে হয়। সাধারণতঃ পক্ষের উকীল বাবু দরখাস্তে দস্তখত করিয়া উহা দাখিল করেন। তবে যে দরখাস্তে পক্ষের দস্তখত ও সত্যপাঠ আবশ্যক হয় তাহা পক্ষকে স্বয়ং দস্তখত করিতে হয়। সাধারণতঃ আদালতে যে সকল দরখাস্ত দাখিল হয় তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে দরখাস্ত—
ডিক্রীর পূর্ব্বে

১। বাদীর কর্ম্মচারী দ্বারা আরজির সত্যপাঠ দস্তখত জন্য দরখাস্ত ;—(অর্ডার ৬ রুল ১৫)।

২। ডিক্রীর পূর্ব্বে বিবাদীকে গ্রেপ্তার অথবা তাহার সম্পত্তি ক্রোক জন্য দরখাস্ত ;—(অর্ডার ৩৮ রুল ৫)।

৩। সাক্ষী মান্য করিবার দরখাস্ত ;—(অর্ডার ১৬ রুল ১০)।

৩(ক) অনুপস্থিত সাক্ষীর বিরুদ্ধে পরওয়ানা জারি অথবা তাহাকে গ্রেপ্তার জন্য দরখাস্ত ;—(অর্ডার ১৬ রুল ১০)।

৪। নথি তলবের দরখাস্ত ;—(অর্ডার ১৩ রুল ১০)।

ডিক্রীর পর

৫। ডিক্রীদারকে টাকা দিলে তাহা আদালতে জানাইবার দরখাস্ত ; (অর্ডার ২১ রুল ২)।

৬। ডিক্রী জারির দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২১ রুল ১১)।

৭। অন্য আদালতের সাহায্যে ডিক্রী জারির দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২১ রুল ৬)।

৮। ক্রোকী সম্পত্তিতে ক্লেম দিবার দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২১ রুল ৫৮)।

৯। টাকা আমানত দ্বারা নিলাম রদের দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২১ রুল ৮৯)।

১০। তঞ্চকী নিলাম রদের দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২১ রুল ৯০)।

১১। ডিক্রীজারীতে পক্ষগণের মধ্যে বিরোধীয় বিষয় মীমাংসার দরখাস্ত ;—৪৭ ধারা।

১২। দেনদারের নিলামী সম্পত্তিতে স্বত্ব না থাকা প্রকাশ পাইলে খরিদ্দার কর্তৃক নিলাম রদের দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২১ রুল ৯১)।

১৩। কোন ব্যক্তি নিলাম খরিদ্দার কর্তৃক সম্পত্তি হইতে বেদখল হইলে তাহার ক্লেমের দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২১ রুল ১০১)।

১৪। ডিক্রীজারীতে সম্পত্তি দখলে প্রতিবন্ধক দিলে তাহার প্রতীকারের দরখাস্ত ; (অর্ডার ২১ রুল ৯৭)।

কোন পক্ষের মৃত্যুর পর

১৫। পক্ষের মৃত্যু হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির পক্ষ হইবার দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২২ রুল ২)।

মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লওয়া

১৬। মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইবার বা দাবীর কোন অংশ পরিত্যাগ করিবার দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২৩ রুল ১)।

সোলেনামা

১৭। মোকর্দ্দমা সোলে হইলে সোলেনামার দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২৩ রুল ৩)।

টাকা আমানত

১৮। ডিক্রীর পূর্ব্বে দাবীর টাকা আমানতের দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২৪ রুল ১)।

কমিশন

১৯। কমিশনে সাক্ষীর জবানবন্দী লইবার জন্য দরখাস্ত ,—(অর্ডার ২৬ রুল ১)।

২০। সরজমীনে তদন্তের দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২৬ রুল ৯)।

নাবালক সম্বন্ধীয়

২১। নাবালক বিবাদীর গার্জ্জেন নিযুক্তের দরখাস্ত ;—(অর্ডার ৩২ রুল ৩)।

২২। নাবালকের পক্ষে মোকদ্দমা সোলে করিবার জন্য আদালতের অনুমতি লইবার দরখাস্ত ;—(অর্ডার ৩২ রুল ৭)।

পাপর মোকর্দ্দমা

২৩। পাপরে মোকর্দ্দমা করিবার দরখাস্ত (আরজি) ;—(অর্ডার ৩৩ রুল ১)।

বন্ধক ডিক্রী

২৪। প্রিলিমিনারী বন্ধক-ডিক্রী এবসুলিউট করিবার দরখাস্ত ;—(অর্ডার ৩৪ রুল ৩)।

ইন্‌জংসন্

২৫। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা পাইবার জন্য দরখাস্ত ;—(অর্ডার ৩৯ রুল ১)।

রিসিভর

২৬। মোকর্দ্দমায় রিসিভর নিযুক্তের দরখাস্ত ;—(অর্ডার ৪০ রুল ১) ;

সালিশ

২৭। সালিশ মানিবার দরখাস্ত ;—(২ সিডিউল রুল ১) ;

মন্তব্য—আদালতের বাহিরে সালিশ দ্বারা মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইলে সালিশের রোয়দাদ দাখিল জন্য দরখাস্ত। উক্ত দরখাস্ত আরজি স্বরূপে গণ্য হয় ২৬নং আরজি দেখ।

ডিক্রীজারী রহিত

২৮। ডিক্রীজারী স্থগিত করিবার দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২১ রুল ২৬ ও অর্ডার ৪১ রুল ৭)।

সময় লওয়া

২৯। মোকর্দ্দমা মুলতুবি লইবার দরখাস্ত ;—(অর্ডার ১৭ রুল ১)।

রিভিউ (পুনর্বিচার)

৩০। রিভিউর দরখাস্ত (অর্ডার ৪৭ রুল ১)।

সংশোধন ইত্যাদি

৩১। আরজি সংশোধনের দরখাস্ত ;—(অর্ডার ৬ রুল ১৭)।

৩২। ডিক্রী সংশোধনের দরখাস্ত ;—(১৫২ ধারা)।

৩৩। আদালতের ন্যায় বিচারের ক্ষমতা ব্যবহারে হুকুম দিবার বা হুকুম সংশোধনের জন্য দরখাস্ত ;—(১৫১ ধারা)।

৩৪। ডিক্রী রদ বা তরমিম হইবার পর দেনদারের সম্পত্তি ফেরৎ পাইবার দরখাস্ত ;—(১৪৪ ধারা)।

একতরফা ডিক্রী ও হুকুম রদ

৩৫। একতরফা ডিক্রী রদের দরখাস্ত ;—(অর্ডার ৯ রুল ১৩)।

৩৬। বাদীর অনুপস্থিতে মোকর্দ্দমা খারিজ হইলে মোকর্দ্দমা পুনর্বিচারের দরখাস্ত ;— (অর্ডার ৯ রুল ৯)।

দলিল ফেরত

৩৭। দলিল ফেরতের দরখাস্ত ;—(অর্ডার ১৩ রুল ৭)।

বয়নামা জারি

৩৮। বয়নামা জারি করিয়া খরিদা সম্পত্তিতে দখল লইবার দরখাস্ত ;—(অর্ডার ২১ রুল ৯৫)।

No. 1—Application for verification of a plaint by plaintiff's agent (O. VI. R. 15.)

১নং—বাদীর কর্ম্মচারী দ্বারা আরজির সত্যপাঠ দস্তখতের জন্য দরখাস্ত—(অর্ডার ৬ রুল ১৫)

জেলা...... চৌকি......আদালত

বাকী খাজনার মোকর্দ্দমা

বাদী বিবাদী

দরখাস্ত শ্রী ....বাদী আমার নিবেদন এই যে আমি অদ্য তারিখে বিবাদী শ্রী ....র নামে...... টাকা দাবীতে যে খাজনার মোকর্দ্দমা রুজু করিতেছি উক্ত মোকর্দ্দমার নালিশী আরজির বিবরণ আমার নিযুক্ত গোমস্তা শ্রী........বিশেষরূপে অবগত আছে ও আরজির সত্যপাঠ দস্তখত করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি হইতেছে। তাহার দ্বারা আরজির সত্যপাঠ দস্তখত করাইয়া আরজি দাখিল হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, অতএব অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা এই যে উক্ত গোমস্তাকে

উপরোক্ত মোকর্দ্দমার আরজির সত্যপাঠ দস্তখত করিবার অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি তারিখ......

No. 2—Application for arrest or for attachment of defendant's property before Judgment.

(C. XXXVIII. R. 5)

২নং—মোকর্দ্দমা বিচারের পূর্ব্বে বিবাদীকে গ্রেপ্তার অথবা তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য দরখাস্ত—

(অর্ডার ৩৮ রুল ৫)

জেলা...... চৌকি......আদালত

সন......সালের......নং মোকদ্দমা

বাদী বিবাদী

শ্রী...... শ্রী......

দরখাস্ত শ্রী ....বাদী আমার নিবেদন এই যে আমি উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় বিবাদীর নামে ১ কেতা রেজেষ্ট্রী হ্যাণ্ডনোট বাবদ ৩০১৲ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছি। বিবাদী নালিশের বিষয় অবগত হইয়া তাহার একমাত্র সম্পত্তি, তপশীলের বর্ণিত ভদ্রাসন বাটী বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে. বিবাদীর উক্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইলে ও পরে অত্র মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে, বাদীর ডিক্রীর টাকা আদায়ের অন্য কোন উপায় থাকিবে না। অতএব এফিডেভিট যুক্ত অত্র দরখাস্ত দাখিল দ্বারা প্রার্থনা যে বিবাদী দাবী ও খরচার টাকার বাবদ কেন জামিন দিবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য বিবাদীর উপর নোটীশ

দিতে ও বিবাদী ইতি মধ্যে তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তর বা দায় সংযোগ করিতে না পারে তজ্জন্য বিবাদীর উক্ত সম্পত্তি অস্থায়ী (conditionally) ক্রোক করিতে আজ্ঞা হয় ও বিবাদী নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে জামিন না দিলে উক্ত ক্রোক, মোকর্দ্দমা বিচার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বাহাল রাখিতে আজ্ঞা হয় ইতি তারিখ......

তপশীল—

মন্তব্য। বিচারের পূর্ব্বে বিবাদীকে গ্রেপ্তার জন্য দরখাস্ত করিলে তাহাতে লিখিতে হইবে "যে বিবাদী হুজুরাদালতের এলাকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নের চেষ্টা করিতেছে ও হুজুরাদালতের এলাকায় বিবাদীর এমন সম্পত্তি নাই যাহা ক্রোক বিক্রয় দ্বারা বাদীর মোকর্দ্দমা ডিক্রী হইলে ডিক্রীর টাকা আদায় হইতে পারে। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে বিবাদীকে গ্রেপ্তার জন্য ওয়ারেণ্ট দিতে আজ্ঞা হয় অথবা বিবাদীর নিকট অত্র মোকদ্দমার দাবী ও খরচার পরিমাণ জামিন লইতে আজ্ঞা হয়।"

No. 3.—Application for summoning witnesses (O. VI. R. I.)

৩নং সাক্ষী মান্য করিবার দরখাস্ত (অর্ডার রুল ১)

জেলা...   চৌকি......আদালত

......সালের......নম্বর মোকর্দ্দমা

বাদী   প্রতিবাদী

শ্রী...... দিগের   শ্রী............

দরখাস্ত শ্রী............বাদীদিগের আমাদিগের দাবী প্রমাণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সাক্ষী মান্য করা আবশ্যক, অতএব প্রার্থনা এই

যে নিম্নলিখিত সাক্ষীগণের উপর সমন জারির বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ২৫।১২।১৯১২

	সাক্ষীর নাম	পেষা	সাকিন	থানা	খোরাকী
১।	শ্রী.........	চাষ	নিমতা	দমদমা	।৵৹
২।	শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ	মোক্তার	বিড়াতি	ঐ	১৲
৩।	শ্রী.........	ডাক্তার	.	...	১৲
৪।	শ্রী.........	গোমস্তা	...	...	।৵৹

৪নং সাক্ষী বিবাদী বরাবর বাদীর লিখিয়া দেওয়া—৩।৭।১২ তারিখের রেজিষ্টী পাট্টাসহ হাজির হইয়া সাক্ষী দিবে।

মন্তব্য। তলবানা দরখাস্তে মারিয়া দিবে। সাক্ষীর খরচা নাজীরের নিকট জমা দিয়া রসিদ আদালতে দাখিল করিবে। ১ খানি ছাপা সমনে সকল সাক্ষীর নাম, ধাম, থানা ও অপর সমনের প্রত্যেকটীতে একটী করিয়া সাক্ষীর নাম, ধাম ও থানা লিখিয়া আদালতে দাখিল করিবে। মূল সমন খানি, পিয়ন, জারির বিবরণ লিখিয়া ফেরত দিবে ও অন্য সমন সাক্ষীগণের উপর জারি হইবে। কোন গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে সাক্ষী মান্য করিতে হইলে ১ খানি সমন সাক্ষীর উপর জারি হইবে ও অপর একখানি, আদালত হইতে সাক্ষীর উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট পাঠান হইবে। ইহার জন্য অতিরিক্ত তলবানা লাগে না। কোন সাক্ষীর নিকট দলিল তলব করিলে দলিলের বিবরণ সমনে লিখিতে হইবে।

No. 3. (a)—Application for issue of Proclamation or warrant of arrest against absent witness.

O. XVI. R. 10.

৩নং (ক) অনুপস্থিত সাক্ষীর বিরুদ্ধে পরওয়ানা জারি অথবা তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য দরখাস্ত (অর্ডার ১৬ রুল ১০)

[২নং দরখাস্তর মত]

বাদী বিবাদী

দরখাস্ত শ্রী·········বাদী আমার নিবেদন এই যে তপশীল লিখিত সাক্ষীগণ সমন জারি সত্ত্বেও আদালতে হাজির হয় নাই উক্ত সাক্ষীগণ আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় সাক্ষী। অতএব প্রার্থনা যে তপশীল লিখিত সাক্ষীগণের নামে ইস্তাহার জারির আদেশ দিতে আজ্ঞা হয় ইতি তাং···

তপশীল

সাক্ষী

শ্রী············সাং·········থানা

শ্রী··········· সাং·········থানা

মন্তব্য :—সাক্ষীর উপর সমন জারি হইয়াছে তাহা প্রমাণ জন্য এফিডেভিট দাখিল করিতে হইবে। সাক্ষীর নামে ওয়ারেণ্ট প্রার্থনা করিলে নিম্নলিখিত মত দরখাস্ত হইবে :—

দরখাস্ত শ্রী··········বাদী আমার নিবেদন এই যে উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় আমার মানিত সাক্ষী শ্রী············সাকিম······রীতিমত সমন জারি সত্ত্বেও হুজুরে হাজির হয় নাই। উক্ত সাক্ষী আমার

মোকর্দ্দমার বিশেষ আবশ্যকীয় সাক্ষী, উহার দ্বারা আমার নালিশী বন্ধকী তমস্থক প্রমাণ হইবে। অতএব এফিডেভিট যুক্ত অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা যে উক্ত সাক্ষীকে ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত করিয়া আনিবার বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি তাং……

মন্তব্য ঃ—উক্ত মর্ম্মে এফিডেভিট দাখিল করিতে হইবে। ওয়ারেণ্ট ফিঃ দরখাস্তে মারিয়া দিতে হইবে।

No. 4.—Application for calling for record (O. XIII. R. 10.)

৪নং—নথী তলবের দরখাস্ত (অর্ডার ১৩,—রুল ১০)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী…………বাদী আমার নিবেদন এই যে উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় বিবাদী, নালিশী সম্পত্তিতে আমার ॥০ অংশ অস্বীকারে বর্ণনা দিয়াছে। বিবাদী হুজুরাদলতের ১৯০৯।১৩নং খাজনার মোকর্দ্দমার বর্ণনাপত্রে নালিশী সম্পত্তিতে আমার ॥০ অংশ থাকা স্বীকার করিয়াছে। উক্ত বর্ণনাপত্রের জাবেদা নকল অত্র সহ দাখিল হইল। উক্ত বর্ণনা-পত্রের আসল তলব করিয়া প্রমাণ করা আমার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, এমতে এফিডেভিট যুক্ত অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা যে উক্ত নম্বরের নথী তলবের আদেশ দিতে আজ্ঞা হয় ইতি—

হুজুরাদালতের ১৯০৯।১৩ নং খাজনা মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তির তারিখ ৭।১২।১৯১৩

মন্তব্য ঃ—দরখাস্তের সহিত দরখাস্তের মর্ম্মে এফিডেভিট করিয়া দাখিল করিতে হইবে।

No. 5.—Application for certifying payment to decree-holder out of Court. (O. XXI. R. 2.)

৫নং—ডিক্রীদারকে টাকা দিলে তাহা আদালতে জানাইবার দরখাস্ত (অর্ডার ২১ রুল—২)

[২নং দরখাস্তের মত]

১৯১২ সালের ১২নং খাজনা মোকদ্দমা।

ডিক্রীদার দেনদার

দরখাস্ত শ্রী........ দেনদার আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমায় আমি......তারিখে ডিক্রীদারকে......টাকা দিয়া ডিক্রী পরিশোধ করিয়াছি প্রার্থনা যে ডিক্রীদারের উপর নোটীশ দিয়া উক্ত নম্বর মোকদ্দমার ডিক্রী পরিশোধ করা হইয়াছে সাব্যস্তে রেজিষ্ট্রী বহিতে উক্ত মর্ম্মে মন্তব্য লিখিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ১৩।২।১৯১২

মন্তব্য :—এই দরখাস্ত টাকা দেওয়ার তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে আদালতে দাখিল করিতে হয়, নচেৎ দরখাস্ত তামাদী দোষে বারিত গণ্যে অগ্রাহ্য হয়।

No 6.—Application for execution of decree.
(O. XXI. R. 11.)

৬নং—ডিক্রীজারির দরখাস্ত—(অর্ডার ২১ রুল—১১)

[২নং দরখাস্তের মত]

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মোকদ্দমার সন্ ও নম্বর	উভয় পক্ষের নাম ধাম	ডিক্রীর নম্বর তারিখ	আপীল হইয়াছে কি না	কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না	ইতিপূর্ব্বে জারি হইয়াছে কি না	যে বাবদ ডিক্রী	খরচার পরিমাণ	যাহার প্রতিকূলে জারি হইবে	আদালত হইতে যে প্রকার সাহায্য প্রার্থনা
১৯১২।১২নং মান মোকদ্দমা	ডিক্রীদার— শ্রী—সাকিন...... দেনদার ১। শ্রী—সাকিন..... ,, ২। শ্রী—সাকিন......	৬।৬।১৯১২	না	না	না	টাকার বাবদ ডিক্রী	ডিক্রীর বাবদ পাওনা ২৩০।/০ সুদ ৪॥/০ জারির খরচা ১॥৫ মোট ১৩৬॥৵৫	১নং দেনদারের বিরুদ্ধে জারি হইবে	১নং দেনদারের তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তি ক্রোক নিলাম দ্বারা ডিক্রী-দারের প্রাপ্য টাকা আদায়ের প্রার্থনা।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয়—

অত্র দরখাস্তের লিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য জানিয়া অত্র সত্যপাঠে অদ্য কাছারীতে বসিয়া বেলা ৯টার সময় দস্তখত করিলাম ইতি তারিখ......

No. 7—Application for execution of decree by another Court. (O. XXI. R. 6.

৭নং—অন্য আদালতের সাহায্যে ডিক্রীজারির দরখাস্ত।
(অর্ডার ২১ রুল ৬)

[২নং দরখাস্তের মত]

৬নং দরখাস্তের মত লিখিয়া উক্ত দরখাস্তের ১০নং ঘরে নিম্নলিখিত মত লিখিবে—

"হুজুরাদালতের এলাকাধীন দেনদারের এমত সম্পত্তি নাই যাহা বিক্রয় দ্বারা ডিক্রীদারের প্রাপ্য টাকা আদায় হইতে পারে। উক্ত দেনদারের......জেলার......মুনসফী আদালতের এলাকায় তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তি আছে, উক্ত আদালতের সাহায্যে তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম দ্বারা ডিক্রীদারের প্রাপ্য টাকা আদায় জন্য ডিক্রীর প্রাপ্য টাকার বাবদ সার্টিফিকেট ও ডিক্রীর নকল উক্ত আদালতে প্রেরণ করিতে আজ্ঞা হয়।"

তপশীল :—

মন্তব্য—উক্ত মর্ম্মে অপর একখানি দরখাস্ত জারির দরখাস্তের সহিত দাখিল করিতে হইবে। পরে আদালত প্রার্থিত সার্টিফিকেট ও ডিক্রীর নকল জেলার জজ আদালত মারফৎ উক্ত আদালতে প্রেরণ করিবেন। এক জেলায় জারির আদালত হইলে জজ আদালত মারফৎ সার্টিফিকেট পাঠান হয় না।

No. 8—Petition of claim to attached property.

(Order XXI. Rule 58.)

৮নং—ক্রোকী সম্পত্তিতে ক্লেম্ দিবার দরখাস্ত

(অর্ডার ২১ রুল ৫৮)

[১নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্তকারী
শ্রী . .

প্রতিপক্ষ
১। শ্রী... ....ডিক্রীদার
২। শ্রী............ ..দেনদার

১। দরখাস্তকারী শ্রী. . ...আমার নিবেদন এই যে ১নং ডিক্রীদার প্রতিপক্ষ ২নং দেনদার প্রতিপক্ষের নামে হুজুরাদালতের ১৯১২।৩২নং মান মোকদ্দমার ডিক্রী ১৯১২।৭ নম্বরে জারি করিয়া দরখাস্তকারীর স্বত্বীয় ও দখলী নিম্নের চৌহদ্দীস্থিত ৩বন্দে...বিঘা জমী ক্রোক করিয়াছেন।

২। উক্ত সম্পত্তিতে দেনদারের কোন স্বত্ব বা দখল কস্মিন কালে ছিল না বা নাই। উক্ত সম্পত্তি দরখাস্তকারীর পৈতৃক ভোগ দখলী ব্রহ্মত্তর সম্পত্তি হইতেছে ও উহাতে দরখাস্তকারী দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল চাষ আবাদে দখলকার আছে।

এমতে প্রার্থনা যে প্রমাণাদি গ্রহণে তপশীলের লিখিত সম্পত্তি ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি দিতে আজ্ঞা হয় ইতি ২।৭।১৯১৩

তপশীল চৌহদ্দী—

সত্যপাঠ

মন্তব্য :—বন্ধক-ডিক্রী অথবা বাকী খাজনার ডিক্রীতে ক্লেম দেওয়া যায় না।

No. 9—Application to set aside sale on Deposit.

(O. XXI. R. 89)

৯নং—টাকা আমানত দ্বারা নিলাম রদের দরখাস্ত

(অর্ডার ২১ রুল ৮৯)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্তকারী	প্রতিপক্ষগণ
শ্রী............দেনদার	১। শ্রী............ডিক্রীদার
	২। শ্রী............নিলাম

১৯১৩।৩২নং জারি খরিদ্দার

দরখাস্ত শ্রী............দেনদার আমার নিবেদন এই যে ডিক্রীদার উপরোক্ত নম্বর জারিতে দরখাস্তকারীর......বিঘা সম্পত্তি গত—তারিখে নিলাম করাইয়াছেন ও ২নং প্রতিপক্ষ উক্ত সম্পত্তি......টাকায় নিলাম খরিদ করিয়াছেন, দরখাস্তকারী এক্ষণে ডিক্রীদারের পাওনা.....টাকা ও নিলাম খরিদ্দারের কমপেন্‌সেসন বাবদ শতকরা ৫৲ হিঃ......টাকা মোট......টাকা আদালতে জমা দিয়া অত্র দরখাস্ত দ্বারায় প্রার্থনা করেন যে নিলাম খরিদ্দারের উপর নোটীশ জারি করতঃ উক্ত নিলাম রদ ও রহিত করিতে আজ্ঞা হয়।

মন্তব্য :—ডিক্রীদার নিলাম খরিদার হইলে নোটীশ জারির আবশ্যক নাই।

No. 10—Application for setting aside sale. (O. XXI. R. 90)

১০নং—তঞ্চকী নিলাম রদের দরখাস্ত (অর্ডার ২১ রুল ৯০)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্তকারী

১। শ্রী...... ......

১। শ্রী............ · নিলাম খরিদ্দার

২। শ্রী........ .... · ডিক্রীদার } প্রতিপক্ষগণ

৩। শ্রী............... .....দেনদার

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর আবেদন এই যে—

১। উপরোক্ত ডিক্রী জারিতে গত ·· তারিখে যে নিলাম হইয়াছে উহা নিম্নলিখিত কারণে রহিত হইবার যোগ্য।

২। দরখাস্তকারী, নিলামে বিক্রীত সম্পত্তি · · সালের·· ···তারিখে ৩নং দেনদার প্রতিপক্ষের নিকট ১ কেতা রেজিষ্ট্রী কোবালা দ্বারা ···পণে খরিদ করিয়া তদবধি উহাতে চাষ আবাদে দখলকার আছেন।

৩। উক্ত জমীর মালিক ডিক্রীদারের সেরেস্তায়, দরখাস্তকারীর নাম জারি হয় নাই। কিন্তু উক্ত বাকী খাজনার ডিক্রী দ্বারা দরখাস্ত-কারী বাধ্য আছেন। নিলাম বাহাল থাকিলে দরখাস্তকারীর স্বত্ব ধ্বংশ হইবে।

৪। ডিক্রীদার সরজমীনে কোন ক্রোক বা নিলাম ইস্তাহার জারি করান নাই, বা কোন ঢোল সহরৎ দ্বারা নিলামের বিষয় রাষ্ট্র করেন নাই। তঞ্চকতা পূর্ব্বক সমস্ত পরওয়ানা (Process) গোপন করিয়াছেন এবং কেবল কাগজে জারির কার্য্য দেখাইয়াছেন।

৫। নিলাম সংক্রান্ত জমীর বর্ত্তমান উপযুক্ত মূল্য ২০০০৲ টাকা হইতেছে। ডিক্রীদার তালিকা ফর্দ্দে ও ইস্তাহারে উহার নাম-মাত্র মূল্য ৫০৲ বিন্যাস করায় খরিদ্দারগণ প্রতারিত হইয়াছেন।

৬। নিলাম সংক্রান্ত জমীর উপর রীতিমত ইস্তাহারাদি জারি হইলে ও উহার প্রকৃত মূল্য লিখিত হইলে বহুতর খরিদ্দার উপস্থিত হইত ও উচিত মূল্যে সম্পত্তি বিক্রয় হইত।

৭। ডিক্রীদারের উপরোক্ত অবৈধ কার্য্যের দ্বারা দরখাস্তকারীর বহু-মূল্যের সম্পত্তি অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে ও তজ্জন্য দরখাস্ত-কারী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

৮। প্রতিপক্ষগণ পরস্পর যোগ করিয়াছেন। পাছে দরখাস্তকারী জানিতে পারে এই জন্য তাঁহারা সমুদয় পরওয়ানাদি গোপন করিয়াছেন।

৯। ডিক্রীদার অন্যান্য প্রতিপক্ষগণের যোগে তঞ্চকমতে জারি সংক্রান্ত যাবতীয় পরওয়ানাদি গোপন করায় দরখাস্তকারী নিলামাদির বিষয় পূর্ব্বে ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন নাই। গত......তারিখে ....র নিকট নিলামের বিষয় অবগত হইয়া আদালতে তদন্তে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছেন, একারণ অত্র দরখাস্ত তামাদি হইতে রক্ষা হইয়াছে।

১০। দরখাস্তকারী এক্ষণে অবগত হইয়াছেন যে নিলামের সময় ডিক্রী-দার নিলাম খরিদ্দারের সহিত যোগে তঞ্চক মতে নিলাম সংক্রান্ত সম্পত্তি অতি অল্প মূল্যের ও অতি অল্প আয় বিশিষ্ট ও তৎসম্বন্ধে নানা গোলযোগ আছে প্রকাশে কয়েকজন উপস্থিত ক্রেতাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন।

১১। প্রার্থনা যে উপরোক্ত নিলাম রহিত পূর্ব্বক দরখাস্তকারীকে খরচাদি দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

No. 11—Application for determining question in execution procedings (Sec. 47)

১১নং ডিক্রীজারিতে পক্ষগণের মধ্যে বিরোধীয় বিষয় মীমাংসার দরখাস্ত (৪৭ ধারা)

[২নং দরখাস্তের মত]

ডিক্রীদার	দেনদার
শ্রী.........	শ্রী ....

দরখাস্ত শ্রী.........দেন্দার আমার নিবেদন এই যে ডিক্রীদারকে আমি......সালের......তারিখে ..টাকা আদায় দিয়াছি, ডিক্রীদার তঞ্চক মতে উক্ত টাকা ওয়াশীল না দিয়া গোপনে আমার নিম্ন তপশীলে বর্ণিত ২ বন্দে ৩ বিঘা কৃষি জমা ক্রোক করিয়াছে উক্ত জমীতে আমার যোত স্বত্ব আছে। উক্ত যোত স্বত্ব দেশ প্রচলিত প্রথা অনুসারে হস্তান্তর যোগ্য নহে, ডিক্রীদারের উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিবার কোন অধিকার নাই। এমতে প্রার্থনা হুজুর প্রমাণাদি গ্রহণে উক্ত সম্পত্তি ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি দিতে আজ্ঞা হয় ইতি—

তপশীল জমীর বিবরণ।

সত্যপাঠ

মন্তব্য :—ডিক্রীদার ও দেনদারের মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ই এই ধারা মতে বিচার হয়। জারিতে ওয়াশীলাত নির্ণয় এই ধারা মতে হইয়া থাকে।

No. 12—Application by auction purchaser to set aside sale on the ground of J. D. having no saleable interest in the property. (O. XXI. R. 91)

১২নং—নিলামী সম্পত্তিতে দেনদারের কোন স্বত্ব না থাকিলে খরিদদার কর্ত্তৃক নিলাম রদের দরখাস্ত।

(অর্ডার—২১ রুল ৯১)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্তকারী নিলাম খরিদ্দার—শ্রী............সাকিম............

নিবেদন এই যে উক্ত নম্বর ডিক্রীজারিতে ডিক্রীদার দেনদারের যে সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছেন দরখাস্তকারী......টাকা মূল্যে ......তারিখে তাহা খরিদ করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছেন যে উক্ত নিলামে বিক্রীত সম্পত্তিতে দেনদারের বিক্রয় যোগ্য কোন স্বত্ব ছিল না বা নাই সুতরাং এই দরখাস্তকারী নিলাম খরিদদারের, নিলামে খরিদ সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব উদ্ভব হয় নাই ও তাহাতে তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে এমতে অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা যে ডিক্রীদার ও দেনদারের উপর নোটীশ জারি করতঃ প্রমাণাদি গ্রহণে উক্ত নিলাম রদ ও রহিত করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি

No. 13—Petition of Claim after delivery of possession. (O. XXI. R. 101)

১৩নং—কোন ব্যক্তি নিলাম খরিদদার বা ডিক্রীদার কর্ত্তৃক সম্পত্তি হইতে বেদখল হইলে তাহার ক্লেমের দরখাস্ত।

(অর্ডার—২১ রুল—১০১)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্তকারী	প্রতিপক্ষগণ
শ্রী..........	১। শ্রী.........(ডিক্রীদার)
	২। শ্রী.........(নিলাম খরিদদার)
	৩। শ্রী ....(দেন্‌দার)

উক্ত দরখাস্তকারীর আবেদন এই যে—

১। ......সন্......নং মোকর্দ্দমায় ডিক্রীদার (বা নিলাম খরিদদার) নিম্নের চৌহদ্দীভুক্ত......বিঘা জমীতে দেনদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী-জারীতে (বায়নামা জারি করিয়া)...সন......তারিখে আদালত হইতে দখল লইয়া দরখাস্তকারীকে উক্ত জমী হইতে বেদখল করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কারণে দরখাস্তকারী উক্ত জমীতে পুনরায় দখল পাইতে স্বত্ববান্।

২। উক্ত জমী দেন্‌দার প্রতিপক্ষের স্বত্বীয় দখলী সম্পত্তি ছিল। দেন্‌দার প্রতিপক্ষ......সন......তারিখে উক্ত সম্পত্তি এঁককেতা রেজিষ্ট্রী কোবালার দ্বারা মঃ.....টাকা পণ গ্রহণে দরখাস্ত-কারীকে বিক্রয় করায় দরখাস্তকারী তদবধি উহাতে চাষ অবাদে নিজ স্বত্বে দখল করিয়া আসিতেছিলেন, ও দরখাস্তকারী তাঁহার খরিদের পর মালিকের রাজস্ব আদায় দিয়া দাখিলা পাইয়াছেন।

৩। দরখাস্তকারীর খরিদের পর অবধি ও প্রতিপক্ষের উল্লিখিত নিলামের বহুপূর্ব্ব হইতে উক্ত জমীতে দেনদারের কিছুমাত্র স্বত্ব বা দখল ছিল না। প্রতিপক্ষগণ দরখাস্তকারীর স্বত্ব ও দখলের বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকিয়া অন্যায় মতে দরখাস্তকারীকে বেদখল করিয়াছে।

৪। প্রার্থনা যে উক্ত জমীতে প্রতিপক্ষের খদল রহিত পূর্ব্বক দরখাস্তকারীকে পুনরায় দখলে স্থাপন করিবার এবং দরখাস্তকারীকে তাঁহার খরচা দেওয়াইবার আদেশ হয়।

তপশীল চৌহদ্দী

No. 14—Application for relief, after resistance to decree holder's possession of property.

(O. XXI. R. 97)

১৪নং—ডিক্রীজারীতে—সম্পত্তি দখলে প্রতিবন্ধক দিলে তাহার প্রতীকারের দরখাস্ত (অর্ডার—২১ রুল—৯৭)

(Application by decree holder.)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্তকারী — প্রতিপক্ষগণ

১। শ্রী......(ডিক্রীদার) — ১। শ্রী......(আপত্তিকারী)

২। শ্রী...... (দেনদার)

উক্ত দরখাস্তকারীর আবেদন এই যে—

১। দরখাস্তকারী অত্রাদালতের সন......সালের...নং মোকর্দ্দমায় দোতরফা বিচারে নিম্নের চৌহদ্দীভুক্ত জমীতে স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক দখলের ডিক্রী পাইয়াছেন।

২। দরখাস্তকারী উক্ত ডিক্রী......সন. ...নং জারি করিয়া উক্ত জমীতে দখলের প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

৩। উক্ত নম্বর জারিতে আদালত হইতে পিয়ন যাইয়া দরখাস্তকারীকে ডিক্রীভুক্ত সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইতে চেষ্টা করিলে প্রতিপক্ষ তাহাতে প্রতিবন্ধক দিয়াছে ও দরখাস্তকারীকে দখল লইতে দেয় নাই।

৪। উক্ত জমীতে প্রতিপক্ষের কোন স্বত্ব নাই ও প্রতিপক্ষ ইতিপূর্ব্বে উক্ত জমী কখন দখল করে নাই। প্রতিপক্ষ দেনদারের তরফে ও তাহার যোগে দরখাস্তকারীকে উক্ত জমীর দখল লইবার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে।

৫। প্রার্থনা যে প্রতিপক্ষের উপর নোটীশ জারি করিয়া উক্ত বিষয় তদন্ত পূর্ব্বক উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

No. 14 (a)—Another form.

১৪ (ক) নং—অন্য প্রকার

(Application by auction purchaser).

দরখাস্তকারী বনাম প্রতিপক্ষ

শ্রী......... শ্রী.........

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর আবেদন এই যে—

১। ......সন ......নং মোকর্দ্দমার ডিক্রীদার তাঁহার ডিক্রী......সন ......নম্বরে জারি করিয়া দেনদার...........র নিম্নের চৌহদ্দী ভুক্ত জমী নিলাম করাইলে দরখাস্তকারী তাহা নিলামে খরিদ করিয়া বয়নামা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২। দরখাস্তকারী উক্ত বয়নামার মূলে নিলাম খরিদা উক্ত জমী দখল পাইবার জন্য দরখাস্ত করিলে তাহা......সন......নং মোৎফরকা

মোকর্দ্দমা জমা লইয়া দরখাস্তকারীকে তাঁহার খরিদা সম্পত্তিতে দখল দিবার আদেশ হইয়াছিল।

৩। উক্ত আদেশানুসারে আদালত হইতে পিয়ন সরেজমীনে উপস্থিত হইয়া দরখাস্তকারীকে উক্ত জমীতে দখল দিতে যাইলে প্রতিপক্ষ তাহাতে অন্যায়মতে প্রতিবন্ধক দিয়াছে, ও দরখাস্তকারী উক্ত সম্পত্তিতে দখল পান নাই।

৪। উক্ত জমীতে প্রতিপক্ষের কোন স্বত্ব নাই ও প্রতিপক্ষ ইতিপূর্ব্বে কখনও উক্ত জমী দখল করে নাই। প্রতিপক্ষ অন্যায়মতে দরখাস্তকারীর দখলে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে।

৫। প্রার্থনা যে প্রতিপক্ষের উপর নোটীশ জারি পূর্ব্বক উক্ত বিষয় তদন্ত করিতে ও উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

No. 15.—Application by legal representative for Substitution after death of a party.

O. XXII. R. 2.

১৫নং—পক্ষের মৃত্যু হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির পক্ষ হইবার দরখাস্ত। (অর্ডার—২২ রুল—২)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী.. ....সাং... ..

নিবেদন এই যে উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমার বাদী..... তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন. আমি তাহার ওয়ারিষ ও ত্যক্ত সম্পত্তির দখলকার হইতেছি এমতে প্রার্থনা যে মৃত বাদীর স্থলে দরখাস্তকারীকে কায়েম মোকাম করতঃ মূল মোকর্দ্দমা চালাইবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

অত্র দরখাস্তের লিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য জানিয়া অত্র সত্যপাঠ আমি নিজ মোকাম ....বসিয়া অদ্য বেলা ১১টার সময় দস্তখত করিলাম ইতি ৩।৯। ১১২

No. 15 (a)—Another form.

১৫ (ক) নং—অন্য প্রকার

দরখাস্ত শ্রী........... বাদী

নিবেদন এই যে আমি উক্ত মোকর্দ্দমার প্রতিবাদী.........র নামে নালিশ করিয়াছিলাম উক্ত প্রতিবাদীর.........তারিখে মৃত্যু হইয়াছে ও তাঁহার ওয়ারিষ শ্রী... .....তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির দখলকার হইয়াছেন এমতে প্রার্থনা যে মৃত প্রতিবাদীর স্থানে তাঁহার ওয়ারিষ শ্রী.........কে কায়েম মোকাম করতঃ মোকর্দ্দমা চালাইবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

No. 16—Application for withdrawal of a suit or abandonment of a part of claim (order XXIII. R. 1.)

১৬নং—মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইবার বা দাবীর কোন অংশ পরিত্যাগ করিবার দরখাস্ত। (অর্ডার ২৩ রুল ১)

[১নং দরখাস্তের মত]

বাদী	প্রতিবাদী
শ্রী.........	শ্রী ......

দরখাস্ত

শ্রী...............বাদী আমার নিবেদন এই—অত্র মোকর্দ্দমার উকীল বাবুর মোহররের ভুল ক্রমে নালিশী জমীর পরিমাণ

লিখিত হয় নাই ও আরজিতে বাদীর বিরোধীয় জমীতে দখল পাইবার কোন প্রার্থনা করা হয় নাই এমতে প্রার্থনা হুজুর আমাকে পুনর্নালিশের অনুমতি দিয়া অত্র মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইবার বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

১৬ (ক)

দাবী পরিত্যাগের দরখাস্ত।

দরখাস্ত

শ্রী............বাদী আমার নিবেদন এই যে—নালিশী দাবার মধ্যে.........দাবী আমি অত্র মোকর্দ্দমায় পরিত্যাগ করিলাম। উক্ত মর্ম্মে আরজি সংশোধন করিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

No. 17—Application of Compromise (O. XXIII. R. 3.)

১৭নং—মোকর্দ্দমা সোলে হইলে সোলেনামার দরখাস্ত।

(অর্ডার—২৩ রুল—৩)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী...... ...বাদী ও শ্রী .... প্রতিবাদী আমাদিগের নিবেদন এই যে, অত্র মোকর্দ্দমা আমাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত সর্ত্তমতে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে সুতরাং উক্ত মোকর্দ্দমা আদালতের বিচার করিবার কোন আবশ্যক নাই এমতে প্রার্থনা যে উক্ত মোকর্দ্দমা নিম্নলিখিত সোলের মর্ম্মানুসারে ডিক্রী করিতে আজ্ঞা হয়।

সোলের সর্ত্ত

১। বাদী ২নং সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্ত মতে দখল পাইবেন ও তিনি ২নং বন্দের দাবী পরিত্যাগ করিলেন।

পক্ষগণ নিজ নিজ খরচা বহন করিবেন।

No. 18—Application by defendant to deposit money in satisfaction of claim before judgment.
(O. XXIV. R. 1.)

১৮নং—ডিক্রীর পূর্ব্বে বিবাদী কর্ত্তৃক দাবীর টাকা আদালতে আমানতের দরখাস্ত। (অর্ডার-২৪ রুল—১)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী.........প্রতিবাদী

নিবেদন এই যে উক্ত মোকর্দ্দমার বাদীর পাওনা টাকা প্রতিবাদী জমা দিতে প্রস্তুত আছেন সুতরাং অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা যে প্রতিবাদীর নিকট হইতে দাবীর টাকা জমা লইয়া বাদীর উপর নোটীশ জারি করতঃ প্রতিবাদীকে বাদীর দাবীর দায় হইতে অব্যাহতি দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি—

No. 19—Application for examination of a witness on Commission (O. XXVI. R. 9.)

১৯নং—কমিশনে সাক্ষীর জবানবন্দী লইবার দরখাস্ত।

(অর্ডার ২৬ রুল ৯)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী.........বাদী আমার নিবেদন এই যে—আমার মানীত সাক্ষী শ্রীমতী......সাং......পরদানসীন স্ত্রীলোক হইতেছেন, তিনি জন-

সাধারণের সমক্ষে বাহির হন না (অথবা শ্রী.........সাকিম......অদ্য ......দিন যাবৎ শয্যাগত রহিয়াছেন তাঁহার উত্থান শক্তি রহিত)। উক্ত সাক্ষী আমার মোকর্দ্দমার বিশেষ প্রয়োজনীয় সাক্ষী অতএব এফি-ডেভিট যুক্ত অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা যে হুজুর জনৈক কমিশনার দ্বারা উক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি

মন্তব্য :—দরখাস্তের সহিত এফিডেভিট দাখিল করিতে হইবে, এফিডেভিটের জন্য অন্য অধ্যায় দেখ। কমিশনার দ্বারা জমানবন্দী লইবার হুকুম হইলে কমিশনারের ফি (মুনসফী কোর্টে ৪৲ ও অন্য আদালতে ১০৲) ও কমিশনার বাবুর যাতায়াতের খরচা জমা দিতে হইবে।

No. 20—Application for issue of a Commission for local investigation. (O. XXVI. R. 9.)

২০নং—সরেজমীনে তদন্তের দরখাস্ত।

(অর্ডার ২৬ রুল ৯)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী..... ...বাদী

আমার নিবেদন এই যে—উক্ত মোকর্দ্দমায় বিবাদী নালিশীর সম্পত্তির পরিমাণ উহার প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অল্প উল্লেখে বর্ণনা দিয়াছেন বাস্তবিক উক্ত জমীর পরিমাণ...বিঘা হইবে। উক্তজমী যে বাদীর তাহা থাক-বাস্ত ম্যাপ ভামরান হইলে প্রকাশ পাইবে।

এমতে প্রার্থনা যে নালিশী সম্পত্তি মাপ করিয়া থাকবস্ত ম্যাপ ও চিটার সহিত তুলনা পূর্ব্বক নক্সা প্রস্তুতের জন্য ও নালিশী সম্পত্তি থাক-বস্ত ম্যাপ ও চিঠা অনুযায়ী বাদীর সম্পত্তি কিনা নির্দ্ধারণ জন্য আদালত হইতে জনৈক কমিশনার নিযুক্ত করিয়া উক্ত কমিশনারের দ্বারা সরেজমীন তদন্তের আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

No. 21—Application for appointment of a guardian of a minor defendant. (O. XXXII. R. 3.)

২১নং—নাবালক বিবাদীর গার্জ্জেন নিযুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ৩২ রুল ৩)

জেলা.........

২য় সবজজ আদালত।

বাদীগণ	বিবাদীগণ
শ্রী.........দিগর	১। শ্রী.........
	২। শ্রী.........
	৩। শ্রী.........

দরখাস্ত—

বাদীগণের নিবেদন এই যে অত্র মোকর্দ্দমায় ১।৩নং বিবাদীগণ নাবালক হইতেছে। উক্ত নাবালকগণ তাহাদিগের মাতা শ্রীমতী...... দাসীর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্বাবধানে আছে এবং উক্ত মাতা নাবালকগণের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন ও তাঁহার, উক্ত নাবালকগণের কোন সম্পত্তিতে বিরুদ্ধ স্বত্ব নাই এবং ঐ নাবালকগণের পক্ষে উক্ত মাতাই এক মাত্র গার্জ্জেন হইবার উপযুক্ত পাত্রী হইতেছেন, অতএব অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা এই যে অত্র মোকর্দ্দমায় উক্ত নাবালকগণের পক্ষে তাহাদিগের মাতা শ্রীমতী.........দাসীকে গার্জ্জেন নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দ্বারা নাবালকগণের পক্ষে অত্র মোকর্দ্দমা চালাইবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি তারিখ.........

মন্তব্য ঃ—দরখাস্তের মর্ম্মে এফিডেভিট করিয়া দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে।

No. 22—Application by a next friend or guardian of a minor party for permission to compromise case (O. XXXII. R. 97.)

২২নং—নাবালকের পক্ষে মোকর্দ্দমা সোলে করিবার জন্য আদালতের অনুমতি লইবার দরখাস্ত। (অর্ডার ৩২ রুল ৭)

দরখাস্ত শ্রীমতী.........নাবালক শ্রী.....র পক্ষে অলিমাতা গার্জ্জেন আমার নিবেদন এই যে উক্ত মোকর্দ্দমা.........নাবালকের হিতার্থে সোলে করা আবশ্যক। এমতে প্রার্থনা যে নাবালকের হিতার্থে উক্ত মোকদ্দমা নাবালকের পক্ষে অত্রসহ দাখিলী সোলেনামার সর্ত্তমতে আপোষে নিষ্পত্তি করিবার অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয়।

No. 23—Application by a pauper plaintiff for permission to sue as a pauper (O. XXIII. R. 1.)

২৩নং—পপারের মোকর্দ্দমা করিবার জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ২৩ রুল ১]

[যে কোন আরজির পর লিখিতে হইবে]

দরখাস্তকারী বাদীর এমন কোন সম্পত্তি নাই যদ্দারা বাদী এই নালিশের রসুম দিতে পারেন, তাঁহার যৎসামান্য যে সম্পত্তি আছে তাহার তালিকা ও মূল্যের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বাদী এই মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে বা ভাবী ডিক্রী সম্বন্ধীয় সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারও সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন নাই।

সম্পত্তির তালিকা ও মূল্য :—

সত্যপাঠ

No. 24—Application for making preliminary mortgage decree absolute. (O. XXXIV. R. 3.)

২৪নং—প্রিলিমিনারী বন্ধক ডিক্রী এবসোলিউট করিবার দরখাস্ত।

(অর্ডার ৩৪ রুল ৩)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী....... ডিক্রীদার আমার নিবেদন এই যে উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় বন্ধকী ডিক্রীর আদেশ অনুসারে প্রতিবাদী টাকা আদায় না দেওয়ায় উক্ত বন্ধকী ডিক্রী জারি করা আবশ্যক এমতে প্রার্থনা যে উক্ত বন্ধকী ডিক্রী এবসলিউট করতঃ উক্ত ডিক্রী জারি পূর্ব্বক বন্ধকী সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের দ্বারা ডিক্রীর টাকা আদায়ের আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

[মন্তব্য :—উক্ত মর্ম্মে এফিডেভিট দরখাস্তের সহিত দাখিল করিবে।]

No. 25—Application for issue of a temporary injunction. (O. XXXIX. R. 1.)

২৫নং—অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা পাইবার জন্য দরখাস্ত।

(অর্ডার ৩৯ রুল ১)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্তকারী শ্রী.........বাদীর নিবেদন এই যে বাদী হুজুরাদালতের উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় বিবাদীর নামে নালিশ করিয়া যাহাতে বিবাদী নালিশী সম্পত্তিতে কোন পুষ্করিণী খনন করিতে না পারেন তজ্জন্য নিষেধাজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতেছেন. উক্ত মোকর্দ্দমার নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীর কোন স্বত্ব নাই, বিবাদী, নালিশী সম্পত্তি, বেদখলের তারিখের পূর্ব্বে কখনও দখল করে নাই। বাদীর সহিত বিবাদীর মনান্তর

থাকায় গত···তারিখে বিবাদী বলপূর্ব্বক নালিশী সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া ২০।২৫ জন লোক দ্বারা পুষ্করিণী খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নালিশী পুষ্করিণীর পূর্ব্বধারে বাদীর দ্বিতল ইমারত রহিয়াছে, বিবাদী নালিশী সম্পত্তিতে গভীর পুষ্করিণী খনন করিলে বাদীর বহুমূল্যের ইমারত পড়িয়া যাইবার বা উহার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব অত্র এফিডেভিট যুক্ত দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা এই যে যাহাতে অত্র মোকর্দ্দমা বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদী পুষ্করিণী খনন করিতে না পারে তজ্জন্য তাহার উপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রচারের আদেশ দিতে আজ্ঞা হয় ইতি—

মন্তব্য। উক্ত মর্ম্মে এফিডেভিট করিয়া দরখাস্তের সহিত দাখিল করিবে। এফিডেভিটের জন্য অন্য অধ্যায় দেখ। মোকর্দ্দমার অবস্থা ক্রমে দরখাস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইবে। ইন্‌জংসনের বিশেষ আবশ্যকতা দরখাস্তে ও এফিডেভিটে বিশদভাবে লিখিতে হইবে।

No. 26—Application for appointment of a receiver.

(O. XL. R. 1.)

২৬নং—মোকর্দ্দমায় রিসিভার নিযুক্তের দরখাস্ত।

(অর্ডার ৪০ রুল ১)

[২নং দরখাস্তের মত]

সন······সালের······নং মোকর্দ্দমা

দরখাস্ত শ্রী·········বাদী আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় আমি বিবাদীর নামে স্বত্ব সাব্যস্ত মতে নালিশী সম্পত্তি বিভাগের জন্য (অথবা স্বত্ব সাব্যস্তমতে দখল জন্য) নালিশ করিয়াছি।

নালিশী সম্পত্তি বিবাদীর দখলে রহিয়াছে ও তিনি উক্ত সম্পত্তির প্রজাগণের নিকট খাজনা আদায় করিতেছেন, অত্র মোকর্দ্দমার বিচার শেষ হওয়া সময় সাপেক্ষ। বিবাদী নালিশী সম্পত্তির আয় হইতে অনেক টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে ও এখনও লইতেছে। বাদী মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিলে নালিশী সম্পত্তির উপস্বত্ব বাবদ তাঁহার, বিবাদীর নিকট প্রাপ্য টাকা আদায় করা দুরূহ হইবে। অতএব এফিডেভিট যুক্ত অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা যে নালিশী সম্পত্তির খাজনা আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য জনৈক রিসিভার নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি—

No. 27--Application for appointment of arbitrators for deciding case. (Sch. II. R. 1.)

২৭নং—সালিশ মান্যের দরখাস্ত। (২ সিডিউল রুল ১)

জেলা............আদালত

১৯১১।২৭নং হকিয়ত মোকদ্দমা

বাদীগণ	বিবাদীগণ
১। শ্রী	১। শ্রী........
২। শ্রী............	২। শ্রী............
৩। শ্রী............	

উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় বাদীগণ ও বিবাদীগণ আমাদিগের নিবেদন এই যে উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা বিচারের জন্য অদ্য দিন ধার্য্য আছে কিন্তু আমরা উক্ত মোকদ্দমা বিচার করিবার জন্য তপশীলের বর্ণিত ৩ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে সালিশ মান্য করিতেছি। উক্ত সালিশগণ আমাদিগের প্রমাণাদি গ্রহণ ও সরেজমীন পরিদর্শন পূর্ব্বক যে মর্ম্মে রোয়দাদ

দিবেন সেই মর্ম্মে অত্র মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইবে তাহাতে আমাদিগের মধ্যে কেহ কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিব না, যদি ৩ জন সালিশ একমত না হন তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যে কোন ২ জন যে মর্ম্মে রোয়দাদ দিবেন সেই মর্ম্মে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইবে ও তাহাতে আমরা সকলে বাধ্য হইব। অতএব প্রার্থনা তপশীলের লিখিত ব্যক্তিগণকে সালিশ নিযুক্ত করিয়া ১নং সালিশ মহাশয়ের নিকট নথী পাঠাইবার আদেশ দিয়া সালিশগণের রোয়দাদ দাখিল জন্য ১টী দিন ধার্য্য করিয়া মোকর্দ্দমা মুলতুবি করিবার আজ্ঞা হয়। ইতি তারিখ·····

তপশীল

সালিশগণের নাম

১। শ্রী······		পিতা···		জাতি···
	পেশা		সাকিম···	থানা··
······	ঐ		ঐ	
······	ঐ		ঐ	

No. 28—Application for stay of execution.

O. XXI. R. 26. and O. XLI. R. 5

২৮নং—ডিক্রীজারি স্থগিত করিবার দরখাস্ত।

(অর্ডার ২১ রুল ২৬ ও অর্ডার ৪১ রুল ৫)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী·········বিবাদী আমার নিবেদন এই যে হুজুরাদালতের ·· সালের·· ·নম্বর মনি মোকর্দ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে আমি ·····জজ আদালতে আপীল দায়ের করিব ও এখন পর্য্যন্ত আপীল দায়ের করিবার

মেয়াদ অতীত হয় নাই উক্ত আপীলে আমার জয় লাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। ডিক্রীদার ইতিমধ্যে আমার বসত বাটী ক্রোক করিয়া নিলাম করাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমত অবস্থায় প্রার্থনা আমার নিকট রীতিমত জামিন গ্রহণে উক্ত আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ডিক্রীজারি স্থগিত রাখিবার জন্য বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি—

মন্তব্য—উক্ত মর্ম্মে এফিডেভিট দাখিল করিবে। আপীল দাখিলের পর জারি স্থগিতের দরখাস্ত আপীল আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

No. 29—Application for adjournment of a case

(O. XVII. R. 1.)

২৯নং—মোকর্দ্দমা মুলতুবি লইবার দরখাস্ত।

(অর্ডার ১৭ রুল—১)

[২নং দরখাস্তের মত]

বাদী	বিবাদী
শ্রী......	শ্রী......

দরখাস্ত

বাদী শ্রী..... আমার নিবেদন এই যে উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় বিবাদী গত কল্য বর্ণনা পত্র দাখিল করিয়াছে। উক্ত বর্ণনা পত্রের নকল লইয়া সাক্ষী মান্য করিবার জন্য সময় আবশ্যক একারণ অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা যে অদ্য মোকর্দ্দমা মুলতুবি করিয়া ১৫ দিবসের সময় দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ৭ই জুন ১৯১২।

Another form.

দরখাস্ত

বিবাদী শ্রী····· আমার নিবেদন এই যে অদ্য আমার মানীত সাক্ষী শ্রী······জ্বর পীড়ায় শয্যাগত থাকায় আদালতে আসিতে পারে নাই। উক্ত সাক্ষী আমার বিশেষ আবশ্যকীয় সাক্ষী অতএব এফিডেভিট সহ অত্র দরখাস্ত দাখিল দ্বারা প্রার্থনা এই যে অধীনকে সাক্ষী উপস্থিত করিবার জন্য ১ মাসের সময় দিয়া মোকর্দ্দমা শুনানির জন্য অপর একটী দিন ধার্য্য করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ৭।১২।১৯১২

No. 30—Application for review of judgment.

(O. LXVII. R. 1.)

৩০নং—রিভিউর (পুনর্বিচারের) দরখাস্ত।

(অর্ডার ৪৭ রুল ১)

জেলা·· ··· ১ম সবজজ আদালত

বাদী দরখাস্তকারী বিবাদী প্রতিপক্ষ

শ্রী······ শ্রী······

Application for review.

বাদী দরখাস্তকারী হুজুরাদালতে······সালের······নং মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন ও উক্ত মোকর্দ্দমা······তারিখে হুজুরাদালতে ডিস্‌মিস্‌ হইয়াছে। উক্ত রায় ও ডিক্রী রহিত পূর্ব্বক মোকর্দ্দমা পুনর্বিচারের প্রার্থনায় দরখাস্তকারী নিম্নলিখিত হেতুবাদে অত্র Reviewর দরখাস্ত দাখিল করিতেছেন।

Grounds.

(ক) আদালত ভ্রমক্রমে মোকর্দ্দমা তামাদি দোষে বারিত সাব্যস্ত করিয়াছেন। হুজুরাদালত বিবাদীর ওয়াশীল যাহা খতের পৃষ্ঠে

লিখিত আছে তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন উক্ত ওয়াশীলের তারিখ হইতে তামাদির সময় গণনা করিলে মোকর্দ্দমা তামাদি দোষে বারিত হয় নাই।

(খ)……

(গ)……

উপরোক্ত কারণে দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে হুজুর…… তারিখের রায়, ডিক্রী রদ পূর্ব্বক মোকর্দ্দমা পুনঃর্বিচার করতঃ ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

[আপীলের মত উকীলের সার্টিফিকেট]

উকীলের দস্তখত

No. 31—Application for amendment of plaint.

(Order 6. R. 1.)

৩১নং— আরজি সংশোধনের দরখাস্ত। (অর্ডার ৬ রুল—১)

দরখাস্ত শ্রী……বাদী আমার নিবেদন এই যে আরজিতে ভুলক্রমে…… লিখিত হইয়াছে উহার স্থানে……লিখিয়া আরজি সংশোধনের আদেশ দিয়া অত্র দরখাস্ত আরজির একাংশ গণ্য করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি

No. 32—Application for amendment of decree.

(Sec. 152.)

৩২নং—ডিক্রী সংশোধনের দরখাস্ত। (১৫২ ধারা)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী…… ডিক্রীদার আমার নিবেদন এই যে—হুজুরাদালতের ১৯১২। ১৬নং মোকর্দ্দমা রায়ের মর্ম্ম অনুসারে ৫০৭৷৵৭৴ টাকার ডিক্রী

হইয়াছে কিন্তু ভুলক্রমে ডিক্রীতে ৪০৭।৵৭ টাকার ডিক্রী লেখা হইয়াছে। প্রার্থনা হুজুর রায়ের মর্ম্মানুসারে ডিক্রী সংশোধন করিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

No. 33—Application for exercise of inherent power of Court. (Sec. 151.)

৩৩নং—আদালতের ন্যায় বিচারের ক্ষমতা ব্যবহারে হুকুম দিবার জন্য দরখাস্ত। (১৫১ ধারা)

[১নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী..........বাদী আমার নিবেদন এই যে উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা ১৯১১ সালের ৩রা জুন তারিখে শুনানির জন্য ধার্য্য ছিল। কিন্তু আদালতের ভুল ক্রমে উক্ত মোকর্দ্দমা ২রা জুন তারিখে পেষ হইয়া খারিজ হইয়া গিয়াছে। এমতে প্রার্থনা দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ১৫১ ধারা মতে উক্ত খারিজের হুকুম রদ পূর্ব্বক মোকর্দ্দমা বিচার জন্য অপর একটি দিন ধার্য্য করিতে আজ্ঞা হয়।

No. 34—Application for restitution of property after a decree is varied or reversed in appeal. (Sec. 144.)

৩৪নং—ডিক্রী রদ বা তরমিম হইবার পর দেনদারের সম্পত্তি বা টাকা ফেরৎ পাইবার দরখাস্ত। (১৪৪ ধারা)

[১নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী.........দেনদার নিবেদন এই যে ডিক্রীদার হুজুরাদালতের ......সালের......নম্বর ডিক্রী জারি করিয়া দরখাস্তকারীর নিকট...টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে (বা দরখাস্তকারীর তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তিতে

দখল লইয়াছে) পরে হুজুরাদালতের উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমার রায় ও ডিক্রী ......সালের...নম্বর আপীলের রায়ের দ্বারা রদ হইয়া বাদী ডিক্রীদারের মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইয়াছে। এমতে প্রার্থনা হুজুর ডিক্রীদারের উপর নোটীশ জারি পূর্ব্বক ডিক্রীদারের প্রতি......টাকা (যে টাকা ডিক্রীদার আদায় করিয়া লইয়াছে) শতকরা ১২ টাকা হারে সুদসহ দরখাস্ত-কারীকে ফেরং দিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয় (অথবা ডিক্রীদার যে সম্পত্তিতে দখল লইয়াছে উক্ত সম্পত্তিতে দরখাস্তকারীকে পুনর্দখল দিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়)

সত্যপাঠ

মন্তব্য ঃ—আবশ্যক মতে টাকা আদায় জন্য ডিক্রীদারের সম্পত্তি ক্রোক বিক্রয় দ্বারা টাকা আদায় হইতে পারে। এরূপ স্থলে জারির দরখাস্তের ন্যায় দরখাস্ত পরে দাখিল করিতে হয়।

No. 35—Application for setting aside an exparte decree. (O. IX. R. 13.)

৩৫নং—একতরফা ডিক্রী রদের দরখাস্ত (অর্ডার ৯ রুল ১৩)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্তকারী	প্রতিপক্ষগণ
শ্রী.........	১। শ্রী.........বাদী ডিক্রীদার
	২। শ্রী.........অন্যান্য বিবাদীগণ

উক্ত দরখাস্তকারীর আবেদন এই যে--

১। বাদী প্রতিপক্ষ......সন......তারিখে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় একতরফা ডিক্রী হাসিল করিয়াছে, তাহা নিম্ন-লিখিত কারণে রহিত হইবার যোগ্য হইতেছে :—

২। বাদী প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর উপর আদৌ কোন সমন জারি করায় নাই তাহা গোপন করিয়াছে।

৩। দরখাস্তকারী উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয় ইতিপূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। বাদী গত......তারিখে শ্রী.........র নিকট প্রতিপক্ষের উক্ত তঞ্চকতার বিষয় অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছেন।

৪। দরখাস্তকারীর উপর সমন জারি হইলে বা দরখাস্তকারী উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয় জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই আদালতে উপস্থিত হইত ও বর্ণনা আদি দাখিল করিয়া মোকর্দ্দমা চালাইত। অধীন মোকর্দ্দমা চালাইলে বাদী প্রতিপক্ষ কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না জানিয়া সমন গোপন করিয়াছে।

৫। এমতে প্রার্থনা যে উক্ত একতরফা ডিক্রী রহিত করিয়া মূল মোকর্দ্দমা পুনর্ব্বিচার করিতে ও দরখাস্তকারীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

No. 35 (a)—Another form.

৩৫ (ক) নং—অন্য প্রকার

Application for setting aside an exparte rent decree.

একতরফা খাজনার ডিক্রী রদের নিমিত্ত ছানির দরখাস্ত।

In addition to other facts as in application No. 35 the application must state the injury sustained and also deposit the rent admitted to be due. (Sec. 153 A. B. T. Act.)

৫। ৩৫ নম্বরের মত ১।২।৩।৪

(ক) দরখাস্তকারী ও উক্ত প্রতিপক্ষের মধ্যে রাজা প্রজা সম্বন্ধ নাই। দরখাস্তকারীর মালিক শ্রী.........হইতেছে তাহাকে দরখাস্তকারী নালিশী জমীর বাবত বার্ষিক......টাকা খাজনা আদায় দিয়া থাকে।

অথবা

৩। (খ) কর সংক্রান্ত জমী মালের জমী নহে তাহা দরখাস্তকারীর নাখেরাজ জমী হইতেছে।

৬। উক্ত একতরফা ডিক্রী বলবৎ থাকিলে দরখাস্তকারীর সমূহ ক্ষতি হইবে।

৭। ৩৫নং দরখাস্তের ৫নং দফার মত।

No. 36.—Application for setting aside an order of dismissal. (O. IX. R. 9.)

৩৬নং—বাদীর অনুপস্থিতিতে মোকর্দ্দমা খারিজ হইলে মোকর্দ্দমা পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত। (অর্ডার ৯ রুল ৯)

দরখাস্ত শ্রী... ...বাদীর নিবেদন এই যে উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমার গত .. ...তারিখে দিন ধার্য্য ছিল কিন্তু উক্ত দিবসে বাদী......রোগে শয্যাগত থাকায় ধার্য্য দিনে আদালতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই ও বাদীর অনুপস্থিতিতে মোকর্দ্দমা ডিসমিস হইয়াছে ইহাতে বাদীর সমূহ ক্ষতি হইয়াছে এমতে প্রার্থনা যে হুজুর প্রমাণাদি গ্রহণে ছানি মঞ্জুর করতঃ মূল মোকর্দ্দমা পুনর্ব্বিচার করিতে আজ্ঞা হয়।

No. 37.—Application for returning documents. O. IX. R. 7.

৩৭নং—দলিল ফেরতের দরখাস্ত (অর্ডার ৯ রুল ৭)

দরখাস্ত শ্রী...... আমার নিবেদন এই যে আমি উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমার বাদী হইতেছি। উক্ত মোকর্দ্দমা......সন .....তারিখে নিষ্পত্তি হইয়া চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। আমি উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায়

তপশীলের বর্ণিত দলিল দাখিল করিয়াছিলাম। প্রার্থনা উক্ত দলিল আমাকে ফেরৎ দিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল দলিলের পরিচয়—

মন্তব্যঃ—এই দরখাস্তে কোর্ট ফি লাগে না। আপীল দায়ের থাকিলে সাধারণতঃ দলিল ফেরৎ পাওয়া যায় না। তবে স্থল বিশেষে আদালত দলিল ফেরৎ দিতে পারেন, ঐরূপ স্থলে দরখাস্তকারীকে দলিলের আবেদা নকল নথীর সহিত রাখিবার জন্য দাখিল করিতে হয়।

No. 38—Application by auction-purchaser for possession of land. (O. XXI. R. 95.)

৩৮নং বয়নামা জারির দরখাস্ত। (অর্ডার ২১ রুল ৯৫)

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্তকারী	প্রতিপক্ষ
শ্রী.........	১। শ্রী ....ডিক্রীদার
	২। শ্রী........দেনদার

দরখাস্তকারী শ্রী......আমার নিবেদন এই যে আমি হুজুরাদালতের ১৯১২।১৩০নং জারিতে অত্র সহ দাখিলী বয়নামা লিখিত সম্পত্তি...... তারিখে ৫০১৲ টাকা মূল্যে নিলাম খরিদ করিয়াছি। উক্ত নিলাম...... তারিখে মঞ্জুর হইয়া চূড়ান্ত হইয়াছে। অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা যে আমাকে বয়নামা লিখিত সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইতে আজ্ঞা হয় ইতি—

সত্যপাঠ

CHAPTER III.

তৃতীয় অধ্যায়।

১৮৮৫ সালের ৮ আইন (বঙ্গীয় খাজনা আইন) মতে দরখাস্ত।

১। কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রজার ফসলে দেয় খাজনার পরিবর্ত্তে টাকায় দেয় খাজনা ধার্য্যের জন্য দরখাস্ত—(৪০ ধারা)।

২। কোর্ফা প্রজার উপর দেওয়ানি আদালতের সাহায্যে উচ্ছেদের নোটীশ জারির দরখাস্ত—(৪৮ ধারা)।

৩। আদালতে খাজনা আমানতের দরখাস্ত —(৬১ ধারা)।

৪। জমা ইস্তফা দিবার দরখাস্ত—(৮৬ ধারা)।

৫। ফসল ডিস্ট্রেণ্ট দ্বারা খাজনা আদায়ের দরখাস্ত—(১২২ ধারা)।

৬। একতরফা ডিক্রী রদের দরখাস্ত—(১৫৩ (এ) ধারা)।

৭। প্রজার জমীতে স্বত্ব ও তাহার দেয় খাজনা নিরূপণের জন্য দরখাস্ত—(১৫৮ ধারা)।

৮। যোত বিক্রয় দ্বারা খাজনার ডিক্রীর টাকা আদায়ের দরখাস্ত—(১৬২ ধারা)।

৯। দেনদার কর্ত্তৃক নিলাম রদের দরখাস্ত (১৭৪ ধারা)।

১০। কালেক্টর সাহেবের নিকট নিলাম খরিদ্দার কর্ত্তৃক নিলামে বিক্রীত জমীর দায় (incumbrance) রহিত করিবার জন্য দরখাস্ত—(১৬৭ ধারা)।

No. 1—Application for commutation of rent :—(Sec. 40.)

১নং—ফসলে দেয় খাজনার পরিবর্ত্তে টাকায় দেয় খাজনা ধার্য্যের দরখাস্ত। (৪০ ধারা)

জেলা ২৪ পরগণা কলেক্টর সাহেব বাহাদুর বরাবরেষু—

(বঙ্গীয় খাজনা আইনের ৪০ ধারা মতে দরখাস্ত)

দরখাস্তকারী	প্রতিপক্ষ
শ্রী...... .. পিতা...	শ্রী.........পিতা... ..
ইত্যাদি	ইত্যাদি

দরখাস্ত শ্রী.........আমার নিবেদন এই যে আমি প্রতিপক্ষের অধীনে নিম্নের তপশীলের বর্ণিত ৭/০ বিঘা জমী দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাতস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা স্বরূপে দখলকার আছি ও আমি উক্ত প্রতিপক্ষ জমীদারকে উক্ত জমীর বাবদ বার্ষিক ৭/ মণ করিয়া ধান্য খাজনা স্বরূপ আদায় দিয়া থাকি। এক্ষণে উক্তরূপে খাজনা দেওয়া অসুবিধা বিধায় ধান্যের পরিবর্ত্তে......টাকায় খাজনা দিতে ইচ্ছা করি, এমতে প্রার্থনা—আমায় প্রতিপক্ষকে বার্ষিক কত টাকা খাজনা দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল চৌহদ্দী—

সত্যপাঠ

N. 2—Application for service of notice of ejectment upon under-raiyat :—(Sec. 49.)

২নং—কোর্ফা প্রজার উপর উচ্ছেদের নোটীশ জারির জন্য দরখাস্ত। (৪৯ ধারা)

জেলা...... চৌকি......

......আদালত

দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ

শ্রী...... শ্রী.........

দরখাস্তকারী শ্রী.........আমার নিবেদন এই যে প্রতিপক্ষ আমার অধীনে কোর্ফা প্রজা সূত্রে তপশীলের বর্ণিত ৮/০ বিঘা জমী বার্ষিক ৫৲ টাকা খাজনায় দখলকার আছে এক্ষণে উক্ত জমী আমার খাসে চাষের জন্য আবশ্যক হওয়ায় উক্ত প্রতিপক্ষ প্রজার উপর খাজনা আইনের ৪৯ ধারা মতে উচ্ছেদের নোটীশ জারি করা আবশ্যক অতএব প্রার্থনা অত্র সহ দাখিলী নোটীশ উক্ত প্রতিপক্ষের উপর জারি করিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

মন্তব্য :—এই নোটীশ জারির পর নালিশের জন্য। আরজি পূর্ব্বে দেখ। নোটিশের মুসাবিদা পরে দেওয়া হইয়াছে।

No. 3—Application for deposit of rent :—(Sec. 61.)

৩নং—আদালতে খাজনা আমানতের দরখাস্ত (৬১ ধারা)।

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী.........আমার নিবেদন এই যে আমি প্রতিপক্ষের অধীনে......টাকার একটি জমা রাখি, উক্ত জমার......টাকা খাজনা

বাকী আছে প্রতিপক্ষ খাজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আপোষে আমার নিকট খাজনা লইতে অস্বীকার করিয়াছেন এমতে প্রার্থনা খাজনা আইনের ৬১ ধারা মতে আমায় উক্ত বাকী খাজনা আদালতে জমা দিবার অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয় ও উক্ত আমানতের পর আমানতের নোটীশ প্রতিপক্ষের উপর জারি করিতে আজ্ঞা হয়।

No. 4—Application for surrender of holding :—(Sec. 86.)

৪নং—জমা ইস্তফা দিবার দরখাস্ত (৮৬ ধারা)।

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী.........আমার নিবেদন এই যে আমি প্রতিপক্ষের অধীনে তপশীলের বর্ণিত ৭।০ বিঘা জমীর কাত বার্ষিক......টাকা খাজনায় একটি জমা রাখি এক্ষণে আমি ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছি উক্ত জমার জমী চাষ করিবার আমার সঙ্গতি নাই তজ্জন্য আমি উক্ত জমা আগামী সন হইতে ইস্তফা দিতে ইচ্ছা করি এমতে প্রার্থনা, অত্র সহ দাখিলী নোটীশ প্রতিপক্ষের উপর জারি করিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি

তপশীল

সত্যপাঠ

মন্তব্য:—ইস্তফার নোটীশ এই দরখাস্তের মর্ম্মানুসারে লিখিবে। এই নোটীশ দেওয়ানী আদালত দিয়া জারি করা যায় অথবা ডাকযোগে বা অন্য প্রকারে জারি করিলেও চলে।

No. 5—Application for distraint of crops. (Sec. 121.)

৫নং—ডিস্‌ট্রেণ্ট দ্বারা খাজনা আদায়ের জন্য দরখাস্ত (১২১ ধারা)।

[২নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্তকারী — প্রতিপক্ষ

শ্রী......... — শ্রী......

(খাজনা আইনের ১২১ ধারা মতে ডিসট্রেণ্ট)।

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে—

১। স্থানীয় চৌকির এলাকাধীন......পরগণার অন্তর্গত......গ্রামের সামিল......মৌজে নিম্নের তপশীলে লিখিত জমী দরখাস্তকারী-গণের খরিদা নিষ্কর স্বত্বীয় জমী হইতেছে। দরখাস্তকারীগণ প্রজা প্রতিপক্ষের নিকট খাজনা আদায়ে উক্ত সম্পত্তি দখলকার আছে।

২। উক্ত......গ্রামে নিম্নের তপশীল লিখিত......বিঘা জমীর বার্ষিক..... টাকা জমায় প্রজা প্রতিপক্ষ শ্রী.........সন...... সালের......তারিখে দরখাস্তকারী বরাবর সন......সাল হইতে ......সাল পর্য্যন্ত...সন মেয়াদে একখণ্ড রেজিষ্ট্রী কবুলতী লিখিত পঠিত করিয়া দিয়া দখলকার আছে। উক্ত খাজনা কবুলতীর লিখিত কিস্তি অনুসারে আদায় হইয়া থাকে।

৩। সন......সালের......কিস্তি হইতে সন..... সালের......কিস্তি পর্য্যন্ত সময়ের বাকীর জন্য অত্র ডিসট্রেণ্টের দরখাস্ত করা হইতেছে।

৪। সন......সালের......কিস্তি হইতে সন......সালের......কিস্তি পর্য্যন্ত সময়ের বাবদ আসল খাজনা......টাকা ও সুদ......টাকা মোট......টাকা দরখাস্তকারীর পাওনা।

৫। নিম্নের তপশীল লিখিত জমীর হৈমন্তিক গাছ ধান্য প্রজা প্রতিপক্ষ কাটিয়া নিম্নের (ক) তপশীলের বর্ণিত খামার জমীর উপর গাদা জাত করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ধান্যের গাদা মজুত আছে।

৬। নিম্নের (ক) তপশীলের জমীর উপরিস্থিত হৈমন্তিক গাদা ধান্য ডিসট্রেণ্ট হইবে। উক্ত গাদা ধান্যের মূল্য......টাকা।

অতএব প্রার্থনা উক্ত হৈমন্তিক গাদা ধান্য ডিসট্রেণ্ট করিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল চৌহদ্দী

(ক) তপশীল চৌহদ্দী

সত্যপাঠ

মন্তব্য:—উপরোক্ত দরখাস্ত দাখিল করিবার ১ বৎসর পূর্ব্বের বাকী খাজনার বাবদ ডিসট্রেণ্ট করা যায়। ধান্য কাটা হইবার পূর্ব্বেও ডিসট্রেণ্ট করা যায় তাহা হইলে ধান্য কোন্ সময়ে কাটিবার উপযুক্ত হইবে লিখিতে হয়। এই দরখাস্তে দাবীর উপর কোর্ট ফি দিতে হয় না। ইহাতে দরখাস্তের কোর্ট ফি দিতে হয়।

No. 6—Application for setting aside an exparte decree (Sec. 153. A.)

৬নং—এক তরফা খাজনার ডিক্রী রদের দরখাস্ত।

(১৫৩ (এ) ধারা)

এই দরখাস্তের জন্য দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৩৫ (ক) নং দরখাস্ত দেখ।

No. 7—Application for determining incidents of tenancy. (Sec. 158.)

৭নং—জমীতে প্রজার কিরূপ স্বত্ব আছে তাহা প্রচার ও তাহার দেয় খাজনা ধার্য্যের দরখাস্ত। (১৫৮ ধারা)।

[১নং দরখাস্তের মত]

দরখাস্ত শ্রী........আমার নিবেদন এই যে আমি বিবাদীর অধীনে তপশীল বর্ণিত জমা যোতস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজাস্বত্ত্বে বহুকাল দখল করিয়া আসিতেছি ও উহাতে আমার যোতস্বত্ব আছে। উক্ত জমা বাবদ আমায় প্রতিপক্ষকে বার্ষিক......টাকা খাজনা দিতে হয়। প্রতিপক্ষ এক্ষণে আমায় উক্ত জমীর কোর্ফা প্রজা বলিতেছেন ও উক্ত জমীর খাজনা...... টাকা স্থলে.....টাকা হিসাবে দাবী করিতেছেন, এরূপ অবস্থায় আমার উক্ত জমাতে কিরূপ স্বত্ব আছে এবং উক্ত জমার পরিমাণ ও উক্ত জমীর বাবদ আমায় কত খাজনা দিতে হয় তাহা ধার্য্য হওয়া আবশুক, এমতে অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা বঙ্গীয় খাজনা আইনের ১৫৮ ধারা মতে প্রতিপক্ষের উপর নোটীশ দিয়া উপরোক্ত বিষয় বিচার করিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল

সত্যপাঠ

মন্তব্য :—এই দরখাস্তে ।।০ আনা কোর্ট ফি লাগে। আদালত হইতে কমিশনার নিযুক্ত হইলে তাহার খরচা জমা দিতে হয়।

No. 8—Application for realising dues under a rent decree by attachment and sale of holding. (Sec. 162.)

৮নং—যোত বিক্রয় দ্বারা খাজনা ডিক্রীর টাকা আদায়ের দরখাস্ত। (১৬২ ধারা)।

এই দরখাস্ত সাধারণ ডিক্রীজারির দরখাস্তের ন্যায় (পূর্ব্বে দেখ) করিতে হয় তবে তপশীলে যোতের বিবরণ ও দেয় খাজনা লিখিতে হয়। এই প্রকার জারিতে ক্রোক ও নিলাম ইস্তাহার একত্রে জারি হয়।

No. 9—Application for setting aside sale. (Sec. 174.)

৯নং—নিলাম রদের দরখাস্ত। (১৭৪ ধারা)।

এই দরখাস্ত দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে ৯নং দরখাস্তের ন্যায় হবে। ডিক্রীদারের প্রাপ্য টাকা ও যত টাকায় সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে তাহার উপর শতকরা ৫৲ হিসাবে টাকা নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে জমা দিতে হইবে।

No. 10—Application for annulling incumbrance. (Sec. 167.)

১০নং—নিলাম খরিদ্দার কর্ত্তৃক নিলামে বিক্রীত জমীর দায় রহিত করিবার দরখাস্ত। (১৬৭ ধারা)।

কোন ব্যক্তি ষোলআনা মালিকের খাজনার নিলামে কোন যোত খরিদ করিলে তিনি নিলামের তারিখ হইতে অথবা যে তারিখে তিনি উক্ত যোত সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রজার কৃত দায়ের (যথা বন্ধক) বিষয় জানিতে পারেন ঐ তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে দায় রহিত করিবার নোটীশ জারির জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন। উক্ত

দায় রহিত করিবার নোটীশ যে ব্যক্তি দায় দাবী করেন তাহার উপর জারি হইবে। দরখাস্ত নিম্নে দেওয়া গেল।

দরখাস্ত শ্রী.........আমার নিবেদন এই যে আমি......সাকিমের ......জমীদারগণের ষোল আনা, খাজনার (Rent decree) ডিক্রীতে ......তারিখে তপশীল বর্ণিত যোত নিলাম খরিদ করিয়াছি, এক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত যোতের পূর্ব্ব প্রজা শ্রী.........উক্ত যোত ......সাকিমের শ্রী.........র নিকট আবদ্ধ রাখিয়াছিল, উক্ত বন্ধক এখনও পরিশোধিত হয় নাই। এমতে প্রার্থনা খাজনা আইনের ১৬৭ ধারা মতে উক্ত বন্ধক দায় রহিত জন্য শ্রী.........র (বন্ধক-গৃহীতার) উপর নোটীশ জারি করিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। নোটীশ অত্র সহ দাখিল হইল। ইতি—

CHAPTER IV.

চতুর্থ অধ্যায়।

এফিডেভিট লিখিবার নিয়ম।

প্রত্যেক এফিডেভিটে আদালতের পরিচয় মোকর্দ্দমার সাল ও নম্বর ও পক্ষগণের নাম দেওয়া আবশ্যক। এফিডেভিটকারীর নাম, পিতার নাম, জাতি বয়স, পেশা ও বাসস্থান এফিডেভিটে লিখিতে হয়। এফিডেভিটের ভিন্ন ভিন্ন দফায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লিখিতে হয়; ও কোন্ কোন্ দফার বিবরণ এফিডেভিটকারী কিরূপে জানেন তাহাও লিখিতে হয়। যে যে দফা তিনি জ্ঞানমতে জানেন তাহা "জ্ঞানমতে সত্য" লিখিতে হয় ও যে যে দফা তিনি অনুসন্ধান ও বিশ্বাস মতে জানেন ও সত্য

বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা "অনুসন্ধান ও বিশ্বাস মতে সত্য" লিখিতে হয়। কোন বিষয় "বিশ্বাস মতে সত্য" লিখিতে হইলে কি কি কারণে তিনি উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা যথাসম্ভব লেখা আবশ্যক।

এফিডেভিট কিরূপে করিতে হয়।

যদি এফিডেভিটকারী লিখিতে ও পড়িতে পারেন তাহা হইলে তিনি এফিডেভিট নিজে পড়িয়া দস্তখত করেন। যদি এফিডেভিটকারী লেখাপড়া না জানেন তাহা হইলে—আদালতের সেরেস্তাদার যাঁহার নিকট এফিডেভিট করিতে হয় তিনি এফিডেভিটের মর্ম্ম এফিডেভিটকারীকে বুঝাইয়া দেন ও অন্য ব্যক্তি এফিডেভিটকারীর নাম লিখিয়া দিলে এফিডেভিটকারী তাহার চিহ্ন (যথা ×) দিয়া এফিডেভিটে দস্তখত করেন।

সনাক্ত।

যদি এফিডেভিটকারী এফিডেভিটের কমিশনার সেরেস্তাদারের পরিচিত ব্যক্তি না হন তাহা হইলে আদালতের কোন ব্যক্তিকে এফিডেভিটের সময় সেরেস্তাদারের নিকট এফিডেভিটকারীকে সনাক্ত করিতে হয়।

নিম্নে আদালতের অত্যাবশ্যকীয় ১৫ খানি এফিডেভিটের মুসাবিদা দেওয়া হইল। অবশ্য মোকর্দ্দমার অবস্থাক্রমে এফিডেভিটে যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা করিয়া লইতে হইবে।

No. 1—Affidavit for appointment of a guardian of a minor defendant.

১নং—নাবালক বিবাদীর গার্জ্জেন নিযুক্ত করিবার জন্য এফিডেভিট :

জেলা······ চৌকি······

সন ১৯১২।১৫নং খাজনা মোকর্দ্দমা

বাদী বিবাদী

শ্রী········· ১। শ্রী·········

২। শ্রী·········নাবালক

তৎপক্ষে আসন্ন বন্ধু অলিরক্ষক গার্জ্জেন

মাতা শ্রীমতী·········স্বামীর নাম······

সাকিম······ থানা······

জেলা······ পরগণা······

আমি শ্রী········· পিতার নাম·········

বয়স······ জাতি······

পেশা······ সাকিম······

পরগণা······ থানা······ জেলা·····

প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে—

১। আমি অত্র মোকর্দ্দমায় বাদীর কর্ম্মচারী হইতেছি ও আমি ২নং নাবালক বিবাদীকে ও তাহার অলিরক্ষক মাতা শ্রীমতী······কে জানি। ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।

২। ২নং বিবাদী শ্রী·········নাবালক, তাহার বয়স····· বৎসর। উক্ত নাবালক তাহার অলিমাতা শ্রীমতী·········এর তত্ত্বাবধানে আছে। ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।

৩। উক্ত অলিমাতা শ্রীমতী.........নাবালকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। শ্রীমতী.........র নাবালকের সম্পত্তি আদিতে কোন বিরুদ্ধ স্বত্ব নাই সুতরাং তিনি নাবালকের গার্জ্জেন নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত পাত্রী হইতেছেন। ইহা আমার অনুসন্ধান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

৪। উক্ত শ্রীমতী..... ভিন্ন নাবালকের আর কেহ নিকট আত্মীয় নাই। ইহা আমার জ্ঞান ও অনুসন্ধান মতে সত্য।

শ্রী .....

[দস্তখত]

চিনি

[সনাক্তকারীর দস্তখত]

মন্তব্য। যদি কোন দফা এফিডেভিটকারী নিজ জ্ঞানে সত্য বলিয়া না জানেন অথচ তিনি তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা হইলে তিনি উক্ত দফা "অনুসন্ধান ও বিশ্বাস মতে" সত্য লিখিবেন।

No. 2—Affidavit for proving service of summons on a party.

২নং—প্রতিবাদীর উপর সমন জারি প্রমাণের এফিডেভিট।

[১ নম্বরের মত]

প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে—

১। আমি ১৯১২ সালের ১২ই মার্চ্চ তারিখে বেলা ১২টার সময় হজুরাদালতের পদাতিক শ্রী.........সহিত গমন করিয়া ১।২।৩নং বিবাদীগণকে তাহাদের নিরত বসবাসের.........গ্রামের বাটীতে

সনাক্ত করি ও পদাতিক আমার সনাক্ত মতে উক্ত বিবাদীগণের উপর আমার সমক্ষে সমন জারি করিয়াছে ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য।

২। ১নং বিবাদী সমন ও আরজির নকল লইয়া আসল সমনের পৃষ্ঠে রসিদ লিখিয়া দিয়াছে। ২নং বিবাদী সমনের মর্ম্ম অবগত হইয়া সমন লইতে অস্বীকার করায় পদাতিক নকল আরজি ও সমন ২নং বিবাদীর বসতবাটীর পশ্চিম দ্বারি দরজায় লটকাইয়া দিয়াছে। ৩নং বিবাদী স্বহস্তে নকল আরজি ও সমন লইয়াছে কিন্তু কোন রসিদ দেয় নাই। পদাতিক রসিদ চাওয়ায় ৩নং বিবাদী বলিল যে সে লিখিতে জানে না কিরূপে রসিদ দিবে। ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য।

[১নং এফিডেভিটের মত]

No. 3—Affidavit for calling a record.

৩নং—নথী তলবের এফিডেভিট।

আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে—

১। বাদী ও বিবাদীর মধ্যে হুজুরাদালতের ১৯০১ সালের ১২নং হকিয়ত মোকর্দ্দমার বর্ণনা পত্রে বিবাদী, নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর ।৵০ অংশ স্বীকার করিয়াছে উক্ত বর্ণনা পত্রের জাবেদা নকল বাদী হুজুরাদালতে দাখিল করিয়াছে। ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য।

২। উক্ত বর্ণনা পত্র প্রমাণ হইলে বাদীর অত্র মোকর্দ্দমা প্রমাণ করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। নচেৎ বাদীর বিশেষ ক্ষতি হইবে। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

৩। ১নং দফার ১৯০১ সালের ১২নং হকিয়ত মোকর্দ্দমা হুজুরাদালতে ঐ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিষ্পত্তি হয় ও উক্ত মোকর্দ্দমার নথী জেলার রেকর্ড ঘরে পাঠান হইয়াছে। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

৪। আমি বাদীর গোমস্তা বিধায় অত্র মোকর্দ্দমার সবিশেষ বিবরণ অবগত আছি ও বাদীর পক্ষে অত্র মোকর্দ্দমা তদ্বির করিতেছি। হুজুরাদালতের ১৯০১।১২নং হকিয়ত মোকর্দ্দমার নথী বাদীর পক্ষে জেলা হইতে তলব হওয়া বিশেষ আবশ্যক। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

[১ নম্বরের মত]

No. 4—Affidavit for examination of a pardanashin lady on commission.

৪নং—পরদানশীন্ স্ত্রীলোকের কমিশনে জবানবন্দী লইবার জন্য এফিডেভিট।

[১ নম্বরের মত]

প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে---

১। আমি অত্র মোকর্দ্দমা বাদিনীর পক্ষে তদ্বিরাদি করিতেছি। আমি বাদিনীর জনৈক কর্ম্মচারী। ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য।

২। এই মোকর্দ্দমায় বাদিনীর জবানবন্দী হওয়া বিশেষ আবশ্যক। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

৩। বাদিনী পরদানশীন্ ভদ্র স্ত্রীলোক তিনি বাটীর বাহির হন না। তাঁহার কমিশনে জবানবন্দী হওয়া আবশ্যক। ইহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

[১ নম্বরের মত]

No. 5—Affidavit for taking time on the ground of illness of a witness.

৫নং—সাক্ষী পীড়িত থাকিলে মোকর্দ্দমা মুলতুবি লইবার জন্য এফিডেভিট।

[১ নম্বরের মত]

প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি—

১। আমি উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় বিবাদী হইতেছি। ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।

২। আমার আবশ্যকীয় সাক্ষী শ্রী............গত ধার্য্য তারিখে হুজুরাদালতে উপস্থিত ছিল। উক্ত সাক্ষী গত রবিবার হইতে জ্বর হইয়া শয্যাগত আছে। ইহা আমার.....মতে সত্য।

৩। উক্ত ২ দফার সাক্ষীর জবানবন্দী না হইলে বিবাদীর দাখিলী .....দলিল প্রমাণ হইবে না ও তাহাতে বিবাদীর মোকর্দ্দমার বিশেষ অনিষ্ট হইবে। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

৪। অদ্য মোকদ্দমা মুলতুবি রাখিয়া বিবাদীকে ১৫ দিনের সাবকাশ না দিলে বিবাদীর বিশেষ অনিষ্ট হইবে। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

[১ নম্বরের মত]

No. 6—Affidavit for taking warrant of arrest against a witness.

৬নং—অনুপস্থিত সাক্ষীর নামে ওয়ারেণ্ট লইবার জন্য এফিডেভিট।

[১ নম্বরের মত]

প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে—

১। আমি বাদীর কর্ম্মচারী ও অত্র মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় অবগত আছি। ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।

২। আমার সনাক্ত মতে গত......তারিখে পদাতিক শ্রী............ হরিগ্রাম সাকিমের শ্রী.........সাক্ষীর উপর সমন জারি করে। উক্ত সাক্ষী এককেতা সমন ও খোরাকী লইয়া সমনের পৃষ্ঠে রসিদ লিখিয়া দিয়াছে। ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।

৩। উক্ত সাক্ষী বাদীর বন্ধকী দলিলের সাক্ষী। উক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী না হইলে বাদীর মোকদ্দমা প্রমাণ হইবে না। উক্ত সাক্ষী অত্র মোকদ্দমায় বিশেষ আবশ্যকীয় সাক্ষী হইতেছে। ইহা আমার অনুসন্ধান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

৪। উক্ত সাক্ষীকে ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত করিয়া না আনিলে সে হুজুরাদালতে হাজির হইবে না। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

[১ নম্বরের মত]

No. 7—Affidavit of documents.

৭নং—দলিল সম্বন্ধীয় এফিডেভিট।

[১ নম্বরের মত]

প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে—

১। নালিশী সম্পত্তি সম্বন্ধে বিবাদীর হস্তে যে সকল দলিল আছে তাহা আমি বিবাদী নিম্নলিখিত (ক) তপশীলে যথাযথ বর্ণনা করিলাম; ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।

২। আমার গোমস্তা শ্রী..........গত ১৩১৭ সালের ১০ই মাঘ তারিখে আমার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে ও উক্ত গোমস্তা আমাকে......মহলের প্রজাগণের হিসাব, চেক মুড়ি, সেহা থোকা দেয় নাই আমি উক্ত গোমস্তার নামে হিসাব নিকাশ ও উক্ত কাগজাদি বাবদ হুজুরাদালতে ১৯১২।১৩ মার্চ্চ তারিখে হিসাব নিকাশ বাবদ মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছি ও উক্ত মোকদ্দমা এখনও দায়ের আছে। বাদী যে সমস্ত চেক মুড়ি থোকা সেহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমার হস্তে নাই উক্ত গোমস্তার নিকট আছে সুতরাং আমি উক্ত কাগজাদি দাখিল করিতে অক্ষম। ইহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

৩। ......সাকিমের শ্রী..............আমার বরাবর ১৩১৫ সালের ১২ ফাল্গুন যে কটকোবালা লিখিয়া দিয়াছিল তাহা পরিশোধিত হওয়ায় উক্ত বন্ধক দাতা তাহা ফেরৎ লইয়াছে ও উক্ত কট-কোবালা আমার হস্তে নাই ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য

তপশীল (ক)

বিবাদীর হস্তে ১নং দফার লিখিত দলিলের বিবরণ।

[১ নম্বরের মত]

No. 8—Affidavit answering interrogatories.

৮নং—ইনটারোগেটরির উত্তরের এফিডেভিট।

[১ নম্বরের মত]

প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি—

বাদী গত......তারিখে আমার (বিবাদীর) উপর যে interrogatories জারি করিয়াছেন নিম্নে তাহার যথাযথ উত্তর দিলাম। প্রকাশ থাকে যে এই সকল উত্তর অত্র মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য কোন মোকর্দ্দমায় প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইবে না।

Interrogatories (প্রশ্ন)	উত্তর
(ক) বাদীর পিতার তেজারতি কারবার ছিল কি না?	(ক) ছিল
(খ) বিবাদীর পিতা ১৩১২ সালে ১২ অগ্রহায়ণ তারিখে ৫০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণে বাদী বরাবর ১ খানি জায় বন্ধক তমসুক লিখিয়া দেন কি না?	(খ) বিবাদী বাদীর কথিত বন্ধক দলিলের বিষয় অবগত নহেন। বিবাদীর পিতা বিবাদীর জ্ঞাত সারে কোন বন্ধকী তমসুক সম্পাদন করেন নাই।
(গ) উক্ত বন্ধকী দলিলের ১নং বন্দের ঠিক পূর্ব্ব ধারে নালিশী ২নং সম্পত্তি কি না?	(গ) বাদীর দাখিলী বন্ধকী দলিলের নকল হইতে যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বোধ হয় যে ২নং নালিশী সম্পত্তি বাদীর কথিত বন্ধকী দলিলের লিখিত ১নং বন্দের পূর্ব্বে বটে।

(ঘ) উক্ত বন্ধকী দলিল বিবাদীর পিতা পরিশোধ করিয়া ১৩১৫ সালের ১২ মাঘ তারিখে বাদীর নিকট ফেরৎ লয়েন কি না ?	(ঘ) বিবাদী তাহা অবগত নহেন।
(ঙ) বিবাদীর হস্তে উক্ত বন্ধকী দলিল আছে কি না ?	(ঙ) বিবাদীর হস্তে বাদীর কথিত দলিল নাই।

৩। অত্র এফিডেভিটের (ক) (খ) (ঘ) (ঙ) প্রশ্নের উত্তর বিবাদী যাহা দিলেন তাহা তাঁহার জ্ঞান মতে, (গ) প্রশ্নের উত্তর তাঁহার অনুসন্ধান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

[১ নম্বরের মত]

No. 9—Affidavit for appointment of a receiver pending litigation.

৯নং—নালিশী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণাদি কারণ রিসিভার নিযুক্তের জন্য এফিডেভিট।

[১ নম্বরের মত]

প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রকাশ করিতেছি যে—

১। আমি অত্র মোকদ্দমার বাদী হইতেছি ও অত্র মোকদ্দমার অবস্থা সবিশেষ অবগত আছি। ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।

। নালিশী সম্পত্তি বিবাদীর দখলে রহিয়াছে ও তিনি নালিশী সম্পত্তির প্রজাগণের নিকট খাজনা আদায় করিতেছেন। ইহা আমার জ্ঞান ও অনুসন্ধান মতে সত্য।

। অত্র মোকদ্দমার বিচার শেষ হওয়া অনেক সময় সাপেক্ষ। বিবাদী নালিশী সম্পত্তি হইতে অনেক টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে ও এখনও খাজনা আদায় করিতেছে, নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীর কোন স্বত্ব নাই। আমার অত্র মোকর্দ্দমায় জয় লাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। বিবাদীর অবস্থা ভাল নহে, আমি অত্র মোকর্দ্দমা জয় লাভ করিলে, নালিশী জমীর খাজনাদি বাবদ বিবাদীর নিকট আমার প্রাপ্য টাকা আদায় হওয়া দুরূহ হইবে। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

। ১।২।৩ দফার উক্তি মতে অত্র মোকদ্দমার বিচার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত নালিশী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নালিশী সম্পত্তির প্রজা-গণের নিকট খাজনাদি আদায় জন্য জনৈক রিসিভার নিযুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

[১ নম্বরের মত]

No. 10—Affidavit for attachment of defendant's property before judgment.

১০নং—মোকর্দ্দমা বিচারের পূর্ব্বে বিবাদীর সম্পত্তি ক্রোক জন্য এফিডেভিট।

[১ নম্বরের মত]

প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে—

। আমি উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় বিবাদীর নামে ১ কেতা রেজেষ্ট্রী হ্যাণ্ডনোট বাবদ ৩০১৲ টাকা তায়দাদে হুজুরাদালতের ১৯১২।৩৫নং নালিশ করিয়াছি ও উক্ত মোকর্দ্দমা বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী

হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। ইহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

২। বিবাদীর তপশীল বর্ণিত ভদ্রাসন বাটী ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি নাই। ইহা আমার......মতে সত্য।

৩। বিবাদী উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমার বিষয় অবগত হইয়া আমায় প্রবঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছে। ইহা আমার......মতে সত্য।

৪। বিবাদী উক্ত ভদ্রাসন বিক্রয় করিলে, বাদীর অত্র মোকর্দ্দমা ডিক্রী হওয়া সত্ত্বেও বিবাদীর নিকট তাহার ডিক্রীর বাবদ প্রাপ্য টাকা আদায়ের আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহা আমার ......মতে সত্য।

৫। ১,২।৩ দফার অবস্থা ক্রমে তপশীলে বিবাদীর বর্ণিত সম্পত্তি অত্র মোকদ্দমা বিচার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ক্রোক করিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক অথবা বিবাদীর নিকট দাবী ও খরচার পরিমাণে রীতিমত জামিন লওয়া আবশ্যক। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

[১ নম্বরের মত]

No. 11—Affidavit for arrest of defendant before judgment.

১১নং—মোকর্দ্দমা বিচারের পূর্ব্বে বিবাদীকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য এফিডেভিট।

[১ নম্বরের মত]

প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে—

১। আমি উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমার বিবাদীর নামে......বাবদ...... টাকার দাবীতে হুজুরাদালতের ১৯১২।৩৫নং মোকর্দ্দমা দায়ের

করিয়াছি। উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা ডিক্রী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। ইহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

২। হুজুরাদালতের এলাকাধীন বিবাদীর কোন সম্পত্তি নাই। ইহা আমার ·· ··মতে সত্য।

৩। বিবাদী উক্ত নম্বর মোকদ্দমার সমন প্রাপ্ত হইয়া আমার প্রাপ্য টাকা প্রবঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে হুজুরাদালতের এলাকা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।

৪। বিবাদী হুজুরাদালতের এলাকা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে, বাদীর মোকর্দ্দমা ডিক্রী হওয়া সত্ত্বেও ডিক্রীর বাবদ পাপ্য টাকা আদায় হওয়া দুরূহ হইবে। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

৫। ১।১।৩।৪ দফার বিবরণ মতে উক্ত মোকদ্দমা বিচারের পূর্ব্বে বিবাদীকে গ্রেপ্তার করিয়া আনয়ন করা অথবা তাঁহার নিকট দাবী ও খরচার পরিমাণ জামিন লওয়া বিশেষ আবশ্যক। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

[১ নম্বরের মত]

No. 12—Affidavit for taking an order of Injunction.

১২নং—ইনজংসন লইবার জন্য এফিডেভিট।

[১ নম্বরের মত]

প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি—

১। যে আমি উপরোক্ত মোকর্দ্দমার বাদী হইতেছি ও বিবাদী যাহাতে নালিশী সম্পত্তিতে পুষ্করিণী খনন করিতে না পারে তজ্জন্য

বিবাদীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পাইবার জন্য নালিশ করিয়াছি ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।

২। উক্ত মোকদ্দমার নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীর কোন স্বত্ব নাই বা বিবাদী নালিশের পূর্ব্বে ১২ বৎসরের মধ্যে কখনও উক্ত সম্পত্তিতে দখলকার ছিল না। বাদী গত ১৫ই মাঘ তারিখে বলপূর্ব্বক বাদীর পৈতৃক দখলী নালিশী সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া ২০।২৫ জন লোক দ্বারা পুষ্করিণী খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি বারংবার নিষেধ করিলেও আমার কথায় কর্ণপাত করে নাই। ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য। •

৩। নালিশী সম্পত্তির পূর্ব্বধারে বাদীর দ্বিতল বাটী রহিয়াছে, বিবাদী নালিশী সম্পত্তিতে গভীর পুষ্করিণী খনন করিলে বাদীর বহুমূল্যের বসতবাটী পড়িয়া যাইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে ও তাহাতে বাদীর বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

৪। মোকদ্দমার বিচার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদী যাহাতে পুষ্করিণী খনন করিতে না পারে তজ্জন্য হুজুরাদালত হইতে বিবাদীর উপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রচার হওয়া একান্ত আবশ্যক, নচেৎ বাদীর বিশেষ অনিষ্ট হইবে। ইহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

[১নং এফিডেভিটের মত]

মন্তব্য—ইনজংসনের বিশেষ আবশ্যকতা এফিডেভিটে লিখিতে হইবে।

No. 13—Affidavit for making Preliminary mortgage decree absolute.

১৩নং—বন্ধক ডিক্রী এবসোলিউট করিবার জন্য এফিডেভিট।

[১ নম্বরের মত]

প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে—

১। আমি উপরোক্ত মোকর্দ্দমার জনৈক বাদী হইতেছি ও মোকর্দ্দমার সমস্ত অবস্থা অবগত আছি। ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।

২। বিবাদী উক্ত মোকদ্দমা Preliminary decree হইবার পর অদ্য পর্য্যন্ত ডিক্রীর বাবদ কোন টাকা আদায় দেয় নাই। তাহার নিকট মোট......টাকা পাওনা হইতেছে। ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।

৩। উপরোক্ত বন্ধক-ডিক্রী absolute করা একান্ত আবশ্যক, নচেৎ বিবাদীর নিকট বাদীগণের পাওনা টাকা আদায় হইবে না। ইহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

[১নং এফিডেভিটের মত]

No. 14—Affidavit for staying execution of decree.

১৪নং—ডিক্রী জারি স্থগিতের জন্য এফিডেভিট।

[১ নম্বরের মত]

প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রকাশ করিতেছি যে—

১। বাদী হুজুরাদালতের ১৯১১।৩২নং মনি মোকর্দ্দমায় আমার বিরুদ্ধে ২৭৩/৫ টাকার ডিক্রী পাইয়াছেন ও অমি উক্ত মোকর্দ্দমার রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে......জেলার ডিষ্ট্রীক্ট জজ

আদালতে আপীল দায়ের করিব। উক্ত আপীলে আমার জয় লাভের সম্ভাবনা আছে। ইহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

২। বাদী হুজুরাদালতের উক্ত ডিক্রী জারি করিয়া আমার ভদ্রাসন বাটী ক্রোক করিয়া ও উক্ত সম্পত্তি নিলাম করাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহা অমার জ্ঞান মতে সত্য।

৩। হুজুরাদালতের রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে আমার ভদ্রাসন বাটী বিক্রীত হইলে আমার সমূহ ক্ষতি হইবে। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

৪। ১।২।৩ দফার উক্তি মতে আমার নিকট জামিন গ্রহণে হুজুরাদালতের উক্ত ডিক্রী জারি স্থগিত রাখা বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। ইহা আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

[১ নম্বরের মত]

No. 15—Affidavit of property for Letters of Administration and Probate Cases.

১৫নং—১৮৮১ সালের ৫ আইন মতে প্রবেট বা লেটারস্ অফ এডমিনিস্ট্রেসন পাইবার জন্য এফিডেভিট।

জেলা হুগলী—ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত

আমি শ্রী............পিতা...............জাতি......পেশা......
বয়স......সাং.........

প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি যে—

১। আমি মৃত.........র উইলের জনৈক executor (বা নিকট ীয় হইতেছি) এবং উক্ত মৃত ব্যক্তি মৃত্যুকালে যে সমস্ত

সম্পত্তিতে ও পাওনা টাকায় দখলকার বা হকদার থাকিয়া গত হইয়াছেন এবং যাহা আমার হস্তে আসিয়াছে বা আসিবার সম্ভাবনা আছে তাহার প্রকৃত বিবরণ এই এফিডেভিটের (ক) তপশীলে বর্ণনা করিয়াছি। ইহা আমার......মতে সত্য।

২। আমি আরও প্রকাশ করিতেছি যে আমি আইনানুসারে যে সমস্ত সম্পত্তি বাবদ রসুম বাদ পাইতে পারি তাহার যথার্থ বিবরণ এই এফিডেভিটের (খ) তপশীলে বর্ণনা করিয়াছি ইহা আমার......মতে সত্য।

৩। আমি আরও কহিতেছি যে উপরোক্ত ত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য শেষোক্ত দফা বাদে, উক্ত মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ হইতে সকল প্রকার খাজনা সুদ লাভ ও বর্দ্ধিত মূল্য সমেত......টাকা হইবে ইহা আমার......মতে সত্য।।

তপশীল (ক)

তপশীল (খ)

[১ নম্বরের মত]

CHAPTER V.

পঞ্চম অধ্যায়।

District Court petitions, Land Acquisition claim, reference, and grounds of appeal.

জজ আদালতের দরখাস্ত, ল্যাণ্ড একুইজিসন্ ক্লেম, রেফারেন্স ও আপীলের আইন ও অজুহাত।

প্রোবেট ও লেটার্স অফ এডমিনিস্ট্রেসন।

(আইন)

কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে উইল সম্পাদন করিয়া গেলে তাঁহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উইলের নিযুক্তীয় একজিকিউটারকে মৃত ব্যক্তির উইলের প্রোবেট লইতে হয়, নচেৎ মৃত ব্যক্তির ষ্টেটের প্রাপ্য টাকা আদায় বা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় না।

প্রোবেটের দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিতে হয়।

(১) মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ।

(২) যে—দাখিলি উইল মৃত ব্যক্তির কৃত উইল।

(৩) যে—উইল আইনানুসারে সম্পাদিত হইয়াছিল।

(৪) যে—দরখাস্তকারী উইলের নিযুক্তীয় একজিকিউটার।

(৫) জজ আদালতে দরখাস্ত করিতে হইলে, মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর সময় উক্ত আদালতের এলাকাধীন কোন্ স্থানে বসবাস করিতেন ও তাঁহার উক্ত এলাকায় কি কি সম্পত্তি আছে।

(৬) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যাহা দরখাস্তকারীর হস্তে আসিতে পারে।

(৭) যে—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন প্রোবেট বা লেটার্স

অফ এডমিনিস্‌ট্রেসন সার্টিফিকেট লইবার জন্য অন্য দরখাস্ত কোন আদালতে পূর্ব্বে দাখিল হয় নাই।

মন্তব্য :—দরখাস্তের সহিত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সম্বন্ধে একখানি এফিডেভিট (১৭১ পৃষ্ঠা দেখ) করিয়া দাখিল করিতে হয় ও দরখাস্তের সময় প্রোবেট বাবৎ ফি (১০০০৲ টাকার কম মূল্যের সম্পত্তি হইলে কোন ফি লাগে না, তদূর্দ্ধে ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত শতকরা ২৲ হিসাবে ও ৫০,০০০৲ টাকার অধিক হইলে শতকরা ৩৲ হিঃ ফি) দাখিল করিতে হয়। পরে আদালত হইতে উক্ত টাকার একখানি ষ্ট্যাম্প খরিদ করিয়া উক্ত ষ্ট্যাম্পে লিখিয়া দরখাস্তকারীকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। লেটার্স অফ এডমিনিস্‌ট্রেসনের দরখাস্তেরও ঠিক এই নিয়ম। মৃত ব্যক্তি কোন উইল না করিয়া গেলে অথবা উইলে কোন এক্‌জিকিউটার নিযুক্ত না করিয়া গেলে প্রোবেটের দরখাস্ত না করিয়া লেটার্স অফ এডমিনিস্‌ট্রেসন পাইবার দরখাস্ত করিতে হয়। উভয় দরখাস্তে ॥০ আনার কোর্ট ফি লাগে ও নোটীশ জারির জন্য তলবানা লাগে। তলবানার জন্য অন্য অধ্যায় দেখ। লেটার্স অফ এডমিনিস্‌ট্রেসনের দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিতে হয় :—

(১) মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ;

(২) মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়গণের তালিকা ও বাসস্থান ;

(৩) দরখাস্তকারী কি কারণে সার্টিফিকেট পাইবার হকদার ;

(৪) প্রোবেটের দরখাস্তের (৫) (৬) (৭) দফা।

প্রোবেটের দরখাস্তে অথবা উইল দাখিল করিয়া লেটার্স অফ এডমিনিস্‌ট্রেসন পাইবার দরখাস্তে সাক্ষীকে ও দরখাস্তকারীকে কিরূপ সত্যপাঠ, দস্তখত করিতে হয় তাহা দরখাস্তর আদর্শ দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবেক। যে স্থানে উইল নাই অথচ লেটার্স অফ

এডমিনিস্‌ট্রেসনের জন্য দরখাস্ত হয় সে স্থানে সাক্ষীর দস্তখত লাগে না। দরখাস্ত দাখিলের পর আদালত হইতে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু স্থানে ও নিকট আত্মীয়গণের উপর নোটীশ জারি হয় ও পরে ধার্য্য দিনে প্রমাণ লইয়া উইল আইনানুসারে সম্পিত্তিতে প্রমাণ হইলে (আর যে স্থানে উইল নাই সে স্থানে দরখাস্তের লিখিত বিষয় প্রমাণ হইলে) আদালত দরখাস্তকারীকে সার্টিফিকেট পাইবার আদেশ দেন ও অবস্থা বিশেষে জামিন তলব করেন ও দরখাস্তকারী উপযুক্ত জামিন দিলে সার্টিফিকেট পান।

মন্তব্য :—সার্টিফিকেট পাইবার জন্য দরখাস্ত জজ আদালত অথবা ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালতে (সাধারণতঃ সবজজ আদালতে) দাখিল করিতে হয়। কেহ আপত্তি দাখিল করিলে, ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট সার্টিফিকেটের মোকদ্দমা বিচার করেন না ও মোকদ্দমা দোতরফা মতে বিচার জন্য জজ আদালতে প্রেরিত হয়।

দরখাস্তের আদর্শ।

No. 1—Application for Probate.

১নং—প্রোবেট পাইবার দরখাস্ত।

জেলা....... ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত।

মহামহিম শ্রীযুক্ত মুরশিদাবাদ জেলার ডিষ্ট্রীক্ট জজ বাহাদুর বরাবরেষু—

দরখাস্তকারী শ্রী....... পিতা.........

গ্রাম........ থানা........ জেলা.........

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে—

১। ......সাকিমের মৃত.........১৯১২ সালের......তারিখে হুজুরাদলতের এলাকাধীন.........গ্রামে পরলোকগমন করেন। মৃত

ব্যক্তির মৃত্যুর সময় হুজুরাদালতের এলাকাধীন তাঁহার যে যে সম্পত্তি থাকে তাহার বিবরণ অত্রসহ দাখিলী এফিডেভিটে দেওয়া গেল। অত্রসহ দাখিলী উইল মৃত ব্যক্তির শেষ উইল হইতেছে ও তাহা আইনানুসারে মৃত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল।

২। দরখাস্তকারী মৃত ব্যক্তির পুত্র ও মৃত ব্যক্তি উইল দ্বারা তাঁহাকে একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়াছেন।

৩। মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি যাহা দরখাস্তকারীর হস্তে আসিবার সম্ভাবনা আছে তাহার মূল্য......টাকা। উক্ত সম্পত্তির সবিশেষ বিবরণ ও মূল্য অত্রসহ দাখিলী এফিডেভিটের (ক) তপশীলে ও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে অন্য লোকের প্রাপ্য মৃত ব্যক্তির দেনার পরিমাণ......টাকা অত্রসহ দাখিলী এফিডেভিটের (খ) তপশীলে বিশেষরূপে দেওয়া হইল।

৪। দরখাস্তকারী যতদূর অবগত আছেন তাহাতে মৃত ব্যক্তির উইল বা ত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন আদালত হইতে Probate বা Letters of Administration পাইবার জন্য কোন দরখাস্ত করা হয় নাই।

৫। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে দরখাস্তকারীকে মৃত ব্যক্তির উইলের প্রোবেট (Probate) দিবার আজ্ঞা হয়।

আমি দরখাস্তকারী প্রচার করিতেছি যে অত্র দরখাস্তের সমস্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

[দরখাস্তকারীর দস্তখত]

আমি শ্রী.........প্রচার করিতেছি যে আমি অত্রসহ দাখিলী উইলের জনৈক সাক্ষী হইতেছি। আমি উক্ত উইল সম্পাদনের

সময় উপস্থিত ছিলাম ও মৃত ব্যক্তি আমার সমক্ষে সজ্ঞানে উক্ত উইলের মর্ম্ম অবগত হইয়া নিজহস্তে উক্ত উইল সম্পাদন করেন।

[সাক্ষীর দস্তখত

NO. 2—Application for Letters of Administration.

২নং—লেটারস্ অফ্ এডমিনিষ্ট্রেসন পাইবার দরখাস্ত।

জেলা......... ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত।

[Letters of Administration পাইবার দরখাস্ত]

মহামহিম........... ইত্যাদি......

দরখাস্তকারী শ্রী....... পিতা...... ইত্যাদি

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে—

১। ......সাকিমের মৃত শ্রী....... ১৯১১ সালের.........তারিখে হুজুরাদালতের এলাকাধীন......গ্রামে পরলোক গমন করেন। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় হুজুরাদালতের এলাকাধীন তাঁহার যে যে সম্পত্তি থাকে তাহার বিবরণ অত্রসহ দাখিলী এফিডেভিটে দেওয়া গেল।

২। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তাঁহার যে সকল নিকট আত্মীয় ছিল তাঁহাদের নাম ও বাসস্থান নিম্নে দেওয়া গেল :—

স্ত্রী—শ্রীমতী............... সাকিম......

কন্যা—শ্রীমতী...............সাকিম......

ভ্রাতা—শ্রী...................সাকিম......

পুত্র—শ্রী.....................দরখাস্তকারী......

৩। [১নং দরখাস্তের ৩ প্যারার অবিকল নকল কর]

৪। দরখাস্তকারী মৃত ব্যক্তির একমাত্র পুত্র বিধায় Letters of Administration পাইবার জন্য এই দরখাস্ত করিতেছেন।

৫। মৃত ব্যক্তি কোন উইল করিয়া যান নাই এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির Letters of Administration পাইবার জন্য অন্য কোন আদালতে কোন দরখাস্ত করা হয় নাই।

৬। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে দরখাস্তকারীকে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য Letters of Administration দিতে আজ্ঞা হয়।

আমি শ্রী........দরখাস্তকারী প্রচার করিতেছি যে আমার এই দরখাস্তের সমস্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

[দরখাস্তকারীর দস্তখত]

মন্তব্য:—যদি উইলের দ্বারা কোন একজিকিউটার নিযুক্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে, লেটার্স অফ এডমিনিসট্রেসন পাইবার দরখাস্ত করিতে হয় ও দরখাস্তে উইলের সাক্ষীর প্রোবেটের দরখাস্তের মত দস্তখত করা আবশ্যক।

ক্যাভিয়েট।

কোন ব্যক্তি যদি এরূপ আশঙ্কা করেন যে, অপর কেহ, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন জাল উইলের প্রোবেট অথবা মিথ্যা দাবীতে লেটার্স অফ এডমিনিসট্রেসনের দরখাস্ত করিবে তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বে জজ আদালতে ক্যাভিয়েটের দরখাস্ত দাখিল করিয়া রাখিতে পারেন। তাহা হইলে দরখাস্তকারীকে না জানাইয়া আদালত হইতে অন্য কাহাকেও কোন সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না। ক্যাভিয়েটের দরখাস্ত কি রূপে লিখিতে হয়, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

No. 2 (a) Application for filing caveat.

২ (ক) দরখাস্ত।

(ক্যাভিয়েটের দরখাস্ত।)

জেলা............ ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত।

মহামহিম শ্রীযুক্ত............জেলার জজসাহেব

বাহাদুর বরাবরেষু—

(১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৭৩ ধারা মতে Caveatএর দরখাস্ত)

দরখাস্তকারী শ্রী......পিতা......সাকিম...নিবেদন এই যে :—

১। ....সাকিমের মৃত......র সম্পত্তিতে দরখাস্তকারীর......স্বত্ব আছে।

২। দরখাস্তকারী অত্র Caveat (আপত্তি) দাখিল দ্বারা প্রার্থনা করেন যে—

মৃত.........ব্যক্তি যাঁহার নিবাস হুজুরাদালতের এলাকাধীন...... গ্রামে ছিল ও যিনি......সালের......তারিখে পরলোক গমন করেন তাঁহার সম্পত্তি সম্বন্ধে ১৮৮১ সালের ৫ আইন মতে কোন দরখাস্ত হইলে উক্ত দরখাস্তের নোটীশ দরখাস্তকারীকে দিয়া মোকর্দ্দমা বিচার করিতে আজ্ঞা হয়।

মন্তব্য :—এই দরখাস্তে ৫৲ টাকার কোর্ট ফি মারিয়া দিতে হইবে।

৭ আইন মতে সার্টিফিকেট।

যদি কোন মৃত ব্যক্তির ষ্টেটের পাওনা টাকা আদায় করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে সমুদয় সম্পত্তি বাবদ উক্ত ষ্টেটের লেটার্স অফ এডমিনিস্ট্রেসন না লইয়া কেবল পাওনা টাকার বাবদ সার্টিফিকেট লওয়া যায়। তাহাতে খরচার লাঘব হয় কারণ সার্টিফিকেটের জন্য কেবল পাওনা টাকার উপর শতকরা ২৲ হিসাবে ফি দিতে হয়। দরখাস্তে ॥০ আনার কোর্ট ফি

ও নোটীশ জন্য আলাহিদা তলবানা লাগে। যদি কতক পাওনার বাবদ সার্টিফিকেট লওয়া আবশ্যক হয় তাহা হইলে তাহাও লওয়া যায় ও পরে উক্ত সার্টিফিকেট অবশিষ্ট টাকার বাবদ বর্দ্ধিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে এরূপ স্থলে যে পরিমাণ টাকার জন্য সার্টিফিকেট বর্দ্ধিত করা হয় তাহার উপর শতকরা ৩ হিঃ রসুম দিতে হয়। টাকা আদায় বা টাকার উপর দেয় পাওনা সুদ আদায় বাবদ সার্টিফিকেট লইতে হইলে একই খরচা লাগে। নিম্নে সার্টিফিকেট পাইবার দরখাস্তের আদর্শ দেওয়া হইল তাহা দৃষ্টে দরখাস্তে কি কি লেখা আবশ্যক সহজেই বুঝা যাইবে। ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত টাকার বাবদ সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা কতিপয় মুনসেফ আদালতের উপর দেওয়া আছে। সুতরাং অল্প টাকার জন্য সার্টিফিকেট লইতে হইলে মুনসেফ আদালতে দরখাস্ত করিলে খরচার সাশ্রয় হইবে।

দরখাস্তের আদর্শ।

Application for certificate under Act VII. of 1889.

১৮৮৯ সালের ৭ আইন মতে সার্টিফিকেট পাইবার দরখাস্ত।

ডিষ্ট্রীক্ট জজ / মুনসেফ ....আদালত

জেলা............

দরখাস্তকারী শ্রী...... ..... পিতা শ্রী...........

সাকিম... . ...থানা.........জেলা.........

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে—

১। দরখাস্তকারী তাঁহার মৃত পিতা ৵......মহাশয়ের প্রাপ্য টাকা আদায় জন্য সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত অত্র দরখাস্ত করিতেছেন।

২। দরখাস্তকারীর পিতা ৵.........হুজুরাদালতের এলাকাধীন...... গ্রামে......সালে......তারিখে পরলোক গমন করেন।

৩। মৃত ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর সময় হুজুরাদালতের এলাকাধীন……… গ্রামে নিয়ত বসবাস করিতেন। হুজুরাদালতের এলাকাধীন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির তালিকা নিম্নে (ক) তপশীলে প্রদত্ত হইল।

৪। মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়গণের নাম ও বাসস্থান নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(ক) পিতা…………………… ……সাকিম……

(খ) বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী……………সাকিম……

(গ) ভ্রাতা শ্রী……………………সাকিম……

(ঘ) পুত্র শ্রী……………………সাকিম……

৫। দরখাস্তকারী মৃত ব্যক্তির একমাত্র পুত্র বিধায় সার্টিফিকেট পাইবার জন্য অত্র দরখাস্ত করিতেছেন।

৬। আইন মতে দরখাস্তকারীকে সার্টিফিকেট দিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই। মৃত ব্যক্তি কোন উইল করিয়া যান নাই ও তাঁহার সম্পত্তি সম্বন্ধে Letters of Administration পাইবার কোন দরখাস্ত হয় নাই।

৭। যে সমস্ত পাওনা টাকা ও কোম্পানির কাগজাদি সম্বন্ধে অত্র দরখাস্ত হইতেছে তাহার বিবরণ (খ) তপশীলে দেওয়া গেল।

৮। উপরোক্ত অবস্থা ক্রমে দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে (খ) তপশীলে বর্ণিত পাওনা টাকা ও কাগজাদি সম্বন্ধে দরখাস্তকারীকে মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য টাকা ও সুদ আদায় করিবার জন্য সার্টিফিকেট দিতে আজ্ঞা হয়।

আমি শ্রী………প্রকাশ করিতেছি যে অত্র দরখাস্তের লিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

[দরখাস্তকারীর দস্তখত]

(ক) তপশীল

হুজুরাদালতের এলাকাধীন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির তালিকা :—

(খ) তপশীল

মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য টাকার তালিকা :—

৮ আইন মতে নাবালকের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য সার্টিফিকেট।

কোন নাবালকের সম্পত্তি থাকিলে বা তাহার শরীর রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক হইলে নাবালকের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ১৮৯০ সালের ৮ আইন মতে ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত হইতে সার্টিফিকেট লওয়া যায়। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যদি নাবালক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির ষ্টেটের লেটার্স অফ এডমিনিসট্রেস্‌ন না লইয়া কেবল ৮ আইন মতে নাবালকের সম্পত্তি সম্বন্ধে গার্জ্জেন নিযুক্তের সার্টিফিকেট লইলেও চলে তবে উক্ত সার্টিফিকেট বলে মৃত ব্যক্তির ষ্টেটের পাওনা টাকা (যাহা নাবালক পাইয়াছে) আদায় করা চলিবে না তজ্জন্য নাবালকের নিযুক্তীয় গার্জ্জেনকে নাবালকের পক্ষে ৭ আইন মতে আর একখানি সার্টিফিকেট লইলেই হইবে। ৮ আইন মতে গার্জ্জেন নিযুক্তের দরখাস্ত জন্য প্রোবেট বা লেটার্স অফ এডমিনিস্‌ট্রেসন লইবার সার্টিফিকেটের, নিমিত্ত যেরূপ ফি দিতে হয় তাহা দিতে হয় না, এইজন্য ৮ আইন মতে সার্টিফিকেট খুব অল্প খরচায় পাওয়া যায়। দরখাস্ত দাখিল করিয়া নাবালক ও তাহার অন্যান্য আত্মীয়ের উপর নোটীশ জারি, এফিডেভিট দ্বারা, প্রমাণ হইলে ও আদালত দরখাস্তকারীকে

নাবালকের গার্জ্জেন নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিলে তাহাকে নাবালকের গার্জ্জেন নিযুক্ত কবিয়া থাকেন। গার্জ্জেনের নিকট জামিন তলব হইলে তাঁহাকে জামিন দিতে হয় ও পরে তিনি সার্টিফিকেট পাইয়া থাকেন।

৮ আইনের দরখাস্তে দরখাস্তকারীকে সত্যপাঠ দস্তখত করিতে হয় ও ২ জন সাক্ষীকেও সত্যপাঠ দস্তখত করিতে হয়। দরখাস্তের মুসাবিদা নিম্নে দেওয়া গেল। ইহা দৃষ্টে দরখাস্তে লিখিত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়-গুলি সহজেই বুঝা যাইবে। ৮ আইন মতে দরখাস্ত জজ আদালতে করিতে হয় অন্যত্র হয় না।

মুসাবিদা।

Application under Act VIII of 1890 for appointment of guardian of a minor.

১৮৯০ সালের ৮ আইন মতে নাবালকের গার্জ্জেন নিযুক্তের দরখাস্ত।

জেলা............ ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত।

মহামহিম......... জজ সাহেব

বাহাদুর বরাবরেষু—

(নাবালকের গার্জ্জেন নিযুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত)।

দরখাস্ত শ্রীমতী......... পিতা শ্রী............

গ্রাম............থানা............জেলা

দরখাস্তকারিণীর নিবেদন এই যে :—

১। দরখাস্তকারিণী তাঁহার নাবালক পুত্র শ্রীমান............র শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত গার্জ্জেন নিযুক্ত হইবার জন্য অত্র দরখাস্ত করিতেছেন।

২। আবশ্যকীয় বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

(ক) নাবালকের নাম শ্রী........

(খ) জাতি—হিন্দু

(গ) নাবালকের জন্ম তারিখ......১৩১২ সালের ৭ই মাঘ।

(ঘ) নাবালকের বাসস্থান.. ...হুজুরাদালতের এলাকাধীন . . গ্রাম

৩। নাবালকের সম্পত্তির তালিকা ও মূল্য নিম্নে (ক) তপশীলে দেওয়া গেল।

৪। নাবালকের নিকট আত্মীয়গণের নাম ও বাসস্থান নিম্নে দেওয়া হইল—

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—শ্রী.........সাকিম.........

খুল্লতাত—শ্রী.........সাকিম..... ...

৫। নাবালকের পিতা কোন উইল দ্বারা নাবালকের শরীর বা সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন গার্জ্জেন নিযুক্ত করেন্ নাই।

৬। নাবালকের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত অন্য কোন আদালতে গার্জ্জেন নিযুক্ত হইবার জন্য কোন দরখাস্ত করা হয় নাই।

৭। দরখাস্তকারিণী নাবালকের মাতা বিধায় উক্ত নাবালকের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত গার্জ্জেন নিযুক্ত হইবার জন্য অত্র দরখাস্ত করিতেছেন।

৮। নাবালকের শরীর ও সম্পত্তি রীতিমত রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত তাহার শরীর ও সম্পত্তি সম্বন্ধে গার্জ্জেন নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক।

৯। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে দরখাস্তকারিণী প্রার্থনা করেন যে তাঁহাকে নাবালকের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য গার্জ্জেন নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

আমি শ্রীমতী·········দরখাস্তকারিণী প্রকাশ করিতেছি যে আমি উক্ত নাবালকের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য অভিভাবিকা নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক আছি। অত্র দরখাস্তের লিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

[দরখাস্তকারিণীর দস্তখত]

আমি শ্রী·········সাকিম······ও আমি শ্রী········সাকিম ······প্রকাশ করিতেছি যে দরখাস্তকারিণী আমাদের সাক্ষাতে অত্র দরখাস্তে দস্তখত করিয়াছেন।

··············· }
··············· } সাক্ষী

(ক) তপশীল।

নাবালকের সম্পত্তির তালিকা ও মূল্য।

৩৫ আইন মতে ক্ষিপ্ত ব্যক্তির গার্জ্জেন নিযুক্তের জন্য সার্টিফিকেট।

কোন নাবালকের না হইয়া যদি ক্ষিপ্ত ব্যক্তির শরীর বা সম্পত্তির গার্জ্জেন নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয় তাহা হইলে ৮ আইন মতে না হইয়া ৩৫ আইন মতে জজ আদালতে দরখাস্ত করিতে হয়। ইহা প্রায়ই ৮ আইন মতে দরখাস্তের ন্যায়। ইহাতেও সার্টিফিকেট জন্য কোন ফি দিতে হয় না। আদর্শ দরখাস্ত নিম্নে দেওয়া হইল ইহা দৃষ্টে দরখাস্তে লিখিত বিষয় জানা যাইবে।

No. 5—Application under Act XXXV of 1855 for appointment of guardian of a lunatic.

৫নং—১৮৫৫ সালের ৩৫ আইন মতে ক্ষিপ্ত ব্যক্তির গার্জ্জেন নিযুক্তের দরখাস্ত।

জেলা······ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত।

মহামহিম জেলার শ্রীযুক্ত জজ সাহেব
বাহাদুর বরাবরেষু

(১৮৮৫ সালের ৩৫ আইন মতে ক্ষিপ্ত ব্যক্তির শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য গার্জ্জেন নিযুক্তের দরখাস্ত)

দরখাস্তকারিণী শ্রী············পিতা শ্রী········ ··
সাকিম······ থানা······ জেলা······

১। দরখাস্তকারিণীর স্বামী শ্রী·········বয়স ৩২ বৎসর জাতি···১৯০৯ সালের মার্চ্চ মাস হইতে বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়াছেন ও তিনি তাঁহার শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অনুপযুক্ত বিধায় দরখাস্তকারিণী তাঁহার স্বামীর শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত ১৮৫৫ সালের ৩৫ আইন মতে গার্জ্জেন নিযুক্ত হইবার জন্য অত্র দরখাস্ত করিতেছেন।

২। ক্ষিপ্ত ব্যক্তি তাঁহার নিয়ত বসবাসের স্থান হুজুরাদালতের এলাকাধীন·· ···গ্রামে দরখাস্তকারিণীর সহ বসবাস করিতেছেন

৩। ক্ষিপ্ত ব্যক্তির ভ্রাতা শ্রী·········সাকিম······ক্ষিপ্ত ব্যক্তি হইতে পৃথকান্ন বিধায় ক্ষিপ্তের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁহার শরীর রক্ষার জন্য কোন্ যত্ন করেন না। তদ্ভিন্ন ক্ষিপ্তের আর কোন নিকট আত্মীয় নাই।

৪। ক্ষিপ্ত ব্যক্তির সম্পত্তির বিবরণ ও মূল্যের তালিকা দরখাস্তকারিণী যতদূর অবগত হইয়াছেন তাহা নিম্নে তপশীলে প্রদত্ত হইল।

৫। উপরোক্ত অবস্থা ক্রমে দরখাস্তকারিণী প্রার্থনা করেন যে তাঁহার স্বামীর ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে প্রমাণাদি গ্রহণে তাঁহাকে ক্ষিপ্ত সাব্যস্তে দরখাস্তকারিণীকে তাঁহার স্বামী শ্রী.........র শরীর ও সম্পত্তি সম্বন্ধে গার্জ্জেন নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

দরখাস্তকারিণী আমি শ্রীমতী.........প্রকাশ করিতেছি যে আমি ক্ষিপ্তের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত গার্জ্জেন নিযুক্ত হইতে প্রস্তুত আছি। অত্র দরখাস্তের বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

[দস্তখত]

আমি শ্রী.........সাকিম......ও আমি শ্রী.........সাকিম...... প্রকাশ করিতেছি যে দরখাস্তকারিণী আমাদের সমক্ষে অত্র দরখাস্তে দস্তখত করিয়াছেন।

} সাক্ষী

INSOLVENCY.

ইনসলভেণ্ট হওয়া।

জজ আদালতে উপরোক্ত দরখাস্ত ব্যতীত ইনসলভেণ্ট হইবার দরখাস্ত দাখিল করা যায়। কোন ব্যক্তিকে ডিক্রী জারিতে ধৃত করিলে বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক হইলে উক্ত ব্যক্তি ইনসলভেণ্ট বা দেওলিয়া হইবার জন্য জজ আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন ও যদি তাঁহার দেনা পরিশোধ করিবার ক্ষমতা না থাকে ও তিনি যদি কোন পাওনাদারের

সহিত অন্যায় ব্যবহার না করিয়া থাকেন তাহা হইলে আদালত তাহাকে ইনসলভেণ্ট প্রচারে মুক্ত দেন। ইনসলভেণ্ট হইলে তাহাকে আর কোন ডিক্রীদার, ডিক্রী জারিতে গ্রেপ্তার করিতে পারে না। ইনসলভেণ্ট দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে আদালত হইতে রিসিভর নিযুক্ত হইয়া, রিসিভর ইনসলভেণ্টের পাওনা আদায় ও দেনা যথাসম্ভব পরিশোধ করেন ও যদি আদায় খরচা ও দেনা পরিশোধ অন্তে কোন টাকা উৎবৃত্ত হয় তাহা দরখাস্তকারীকে ফেরৎ দেন।

এই দরখাস্তে ॥০ আনার কোর্ট ফি দিয়া দাখিল করিতে হয়। ও পাওনাদারগণের উপর দরখাস্তের নোটীশ জারি করিতে ও সংবাদ পত্রে দরখাস্তের মর্ম্ম ছাপাইতে হয়। দরখাস্তকারী বিশেষ দরিদ্র হইলে জজ সাহেব নোটীশ জারির তলবানা মাপ করিয়া বিনা খরচায় নোটীশ জারির আদেশ দেন।

নিম্নে দরখাস্তের আদর্শ দেওয়া হইল। ইহা হইতে দরখাস্তে কি কি বিষয় লিখিতে হয় বুঝা যাইবে।

Insolvency Petition.

জেলা......ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত।

(ইনসলভেণ্ট লইবার দরখাস্ত)

দরখাস্তকারী শ্রী............পিতার নাম শ্রী............

জাতি...... পেশা...... সাকিম......

থানা...... জেলা......

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে—

১। দরখাস্তকারী হুজুরাদালতের এলাকাধীন......গ্রামে বাস করেন।

২। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অত্র জেলার তৃতীয় সবজজ্ আদালতের ১৯১০ সালের ৩১নং মোকর্দ্দমার ডিক্রী ১৯১১ সালের ৭০৫নং

ডিক্রী জারি হইয়া দরখাস্তকারীর সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে (অথবা উক্ত ডিক্রী জারিতে দরখাস্তকারী ধৃত হইয়া আদালতে অথবা......কারাগারে আবদ্ধ আছেন)।

৩। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অর্থ দাবীর পরিমাণ ও বিশেষ বিবরণ এবং তাঁহার পাওনাদারগণের নাম ও ধাম দরখাস্তকারী যতদূর অবগত আছেন অথবা জ্ঞাত হইয়াছেন তাহা নিম্নে (ক) তপশীলে দেওয়া হইল।

৪। দরখাস্তকারীর যাবতীয় সম্পত্তির পরিমাণ, রকম, বিবরণ, মূল্য অবস্থিতি (খ) তপশীলে যথাযথ লিখিত হইল এবং দরখাস্তকারী উক্ত সম্পত্তি অত্র আদালতের তত্ত্বাবধানে দিতে প্রস্তুত আছেন।

৫। দরখাস্তকারীর প্রার্থনা এই যে তাঁহাকে ইন্‌সলভেণ্ট প্রচারে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল (ক)

তপশীল (খ)

আমি শ্রী ....উক্ত দরখাস্তকারী প্রচার করিতেছি যে উপরোক্ত সমস্ত বিবরণ আমার জ্ঞান মতে সত্য।

দস্তখত।

Appeal.

আপীল।

আপীল সম্বন্ধে ১ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, নিম্নে কিরূপে আপীলের অজুহাত লিখিতে হয় দেওয়া গেল। আপীল নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে নকল পাইবার সময় বাদে ৩০ দিন মধ্যে জজ আদালতে দাখিল করিতে হয়।

Memorandum of Appeal.

আপীলের অজুহাত।

জেলা হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত

বাদী—আপীলাণ্ট   প্রতিবাদী—রেসপনডেণ্ট

শ্রী· ....   শ্রী............

অত্র জেলার......চৌকির ২য় মুন্সেফ আদালতের ১৯১২।৩৫নং খাজনার মোকর্দ্দমার রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত হেতু বাদে অত্র আপীল দায়ের করিতেছি।

আপীলের অজুহাত (Grounds)

১। নিম্ন আদালতের বাদীর সাক্ষী বিশ্বাস করা উচিত ছিল।

২। নিম্ন আদালতের বাদীর দাখিলী আদায়ী কাগজ অবিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। নিম্ন আদালতের উক্ত কাগজ বিশ্বাস করা উচিত ছিল।

৩। প্রতিবাদী বাদীর অধীনে নালিশী জমী ও জমা রাখেন ইহা নিম্ন আদালতের স্থির করা উচিত ছিল।

৪। নিম্ন আদালতের, বিবাদীর সাক্ষীর জবানবন্দী অবিশ্বাস করা উচিত ছিল।

মন্তব্য—যে উকীল মোকর্দ্দমার কাগজ দেখিয়াছেন তিনি আপীল করিবার সঙ্গত কারণ আছে ও তিনি আপীল শুনানীর সময় আপীলে সওয়াল জবাব করিবেন এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট লিখিয়া অজুহাতের নিম্নে দস্তখত করিবেন।

CHAPTER VI.

ষষ্ঠ অধ্যায়।

Land Acquisition.

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জমী গ্রহণ।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সরকারী কার্য্যের জন্য জমী গৃহীত হইলে যে বিষয় গভর্ণ গেজেটে ছাপাইয়া প্রচার করা হয় উক্ত জমীর নক্সা প্রস্তুত হইয়া ল্যাণ্ড একুইজিসন ডেপুটি কালেক্টর রায় বাহাদুরের আফিসে রাখা হয়। যে ব্যক্তির জমী গৃহীত হইতেছে তিনি সেই নক্সা দেখিতে পারেন। পরে উক্ত জমীর মূল্য ধার্য্য নিমিত্ত জমীর স্বত্বাধিকারীর উপর নোটীশ জারি হয়। নোটীশ জারির পর ধার্য্য দিনে জমীর স্বত্বাধিকারীকে (জমীদার, মধ্য স্বত্বাধিকারী, প্রজা ইত্যাদি) আফিসে উপস্থিত হইয়া অথবা এজেণ্ট দ্বারা জমীর মূল্য, পরিমাণ ও তাহাদের কিরূপ স্বত্ব ও তাহার কি মূল্য তৎসম্বন্ধে ক্লেমের বা দাবীর দরখাস্ত দাখিল করিতে হয়। আবশ্যক মতে ল্যাণ্ড একুইজিসন ডেপুটি কালেক্টর প্রমাণাদি গ্রহণ ও সরেজমিন তদন্ত করিয়া জমীর বাজার মূল্য ধার্য্য পূর্ব্বক তাহার উপর শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণসহ টাকা জমীদার, মধ্য স্বত্বাধিকারী ও প্রজার মধ্যে তাহাদের স্বত্বানুযায়ী আইন মতে বিভাগ করিয়া দেন। নিম্নে ল্যাণ্ড একুইজিসনে ক্লেমের দরখাস্তের মুসাবিদা দেওয়া হইল।

মন্তব্য :—দাবীদার জমী দখলের তারিখ হইতে টাকা এওয়ার্ডের তারিখ পর্য্যন্ত দাবীর ও ক্ষতিপূরণের টাকার উপর শতকরা ৬৲ হিসাবে সুদ পাইয়া থাকেন।

Petition of claim in Land Acquisition case.

ল্যাণ্ডএকুইজিসন (জমী গ্রহণের) মোকর্দ্দমায় দাবীর দরখাস্ত।

জেলা……ল্যাণ্ড একুইজিসন ডেপুটী কালেক্টর রায় বাহাদুর
বরাবরেষু।

(দাবীর দরখাস্ত)

জমী গ্রহণের উদ্দেশ্য (Project)……
মোকর্দ্দমার (Case) নম্বর……
প্লট (Plots) নম্বর…272, 389.

দরখাস্তকারী শ্রী……… …পিতা শ্রী… ………জাতি……
পেশা…… সাকিম… … থানা…… জেলা …

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে—

১। উক্ত নম্বর মোকদ্দমায় গৃহীত জমীর মধ্যে……নম্বর দাগের জমীতে দরখাস্তকারীর মৌরশি মোকরারি স্বত্ব হইতেছে। উক্ত জমীর বার্ষিক খাজনা প্রতি বিঘা…… হিঃ জমীদার……নিবাসী ………কে আদায় দিতে হয়।

২। উপরোক্ত জমীর পরিমাণ……বিঘা…কাঠা…ছটাক …স্কোয়ার ফুট উহার বাজার দর প্রতিবিঘা……টাকা। উক্ত মূল্যের মধ্যে উপরোক্ত জমীদার বাৎসরিক করের বিশগুণ টাকা পাইবার হকদার এবং বক্রী টাকা দরখাস্তকারী পাইতে স্বত্ববান।

৩। ……নম্বর দাগের উপর একটী পাকা ইমারত আছে এবং উহার মূল্য……টাকা। দরখাস্তকারী উক্ত ইমারতের ন্যায্য মূল্য…… টাকা পাইতে হকদার।

৪। প্রার্থনা উপরোক্ত হিসাবে মূল্যের টাকা ও শতকরা ১৫৲ হিঃ ক্ষতিপূরণ ও জমী দখলের তারিখ হইতে আইনানুসারে সুদ দরখাস্তকারীর নামে এওয়ার্ড করিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল হিসাব

......নং প্লটে—

......বন্দে......বিঘা...কাঠা...ছটাক

প্রতি বিঘা..... টাকা হিঃ

মোট টাকা..... ...

জমীদারের অংশ .... টাকা বাদে

দরখাস্তকারীর প্রাপ্য........... টাকা

ইমারতের মূল্য... . ...টাকা

মোট.............. টাকা

ক্ষতিপূরণ শতকরা ১৫৲ হিঃ...... সর্ব্বশুদ্ধ মোট......টাকা

মন্তব্য :—এই দরখাস্তে কোর্ট ফি লাগে না।

Reference to District Judge.

জজ আদালতে রেফারেন্স।

যদি কোন ব্যক্তি ডেপুটী কালেক্টর বাহাদুরের ধার্য্য মূল্য বা টাকা বিভাগ বা উভয় সম্বন্ধীয় এওয়ার্ডে সন্তুষ্ট না হন তাহা হইলে তিনি উক্ত বিষয় জজ সাহেব কর্ত্তৃক বিচার জন্য রেফারেন্স করিতে পারেন। রেফারেন্সের দরখাস্ত এওয়ার্ডের তারিখ বা যে স্থলে দাবীদারের অসাক্ষাতে এওয়ার্ড হইয়াছে সেই স্থলে এওয়ার্ডের নোটীশ প্রাপ্তির ৬ সপ্তাহ (৪২ দিন মধ্যে) ল্যাণ্ড একুইজিসন আফিসে দাখিল করিতে হয় ও নথী পাঠাইবার খরচ জমা দিতে হয়। রেফারেন্সের দরখাস্তে ॥০ আনার কোর্ট ফি

লাগে ও কি কি হেতুবাদে রেফারেন্স করা হইতেছে তাহা সবিশেষ লিখিতে হয়। নিম্নে রেফারেন্সের মুসাবিদা দেওয়া হইল। যদি ডেপুটী কালেক্টর রেফারেন্সের দরখাস্ত মত বিচার জন্য মোকর্দ্দমা জজ আদালতে না পাঠান তাহা হইলে হাইকোর্টে মোসন করিলে হাইকোর্ট হইতে রেফারেন্স জজ আদালতে পাঠাইবার জন্য ডেপুটী কালেক্টরের উপর হুকুম জারি হয়। (Vide 12 C. W. N. 241)

Petition of reference in Land Acquisition case.

ল্যাণ্ড একুইজিসান মোকর্দ্দমায় রেফারেন্স করিবার দরখাস্ত।

জেলা...... ল্যাণ্ড একুইজিসন ডেপুটী কালেক্টার

রায় বাহাদুর বরাবরেষু।

প্রজেক্ট—[এইখানে যে কারণে জমী গৃহীত হইয়াছে লিখিতে হয়]

কেস নম্বর......১৯০২।৩২নং

প্লট নম্বর.........

দরখাস্ত শ্রী.........আমি উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা...নম্বর দাগের জমীর ব্রহ্মত্তরদার হইতেছি। হুজুর উক্ত সম্পত্তির মূল্য প্রতি বিঘা ১২৫৲ টাকা হিসাবে......টাকা ধার্য্য করিয়াছেন, উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত বাজার মূল্য... টাকা হইবে। হুজুর, আমার প্রজা শ্রী.........কে মূল্যের টাকার মধ্যে ......টাকা দিয়াছেন উক্ত প্রজা জমীর মূল্যের কোন অংশ পাইতে পারে না। উক্ত প্রজা উক্ত জমী আমার অধীনে ১ বৎসর ভাগে চাষ করিয়াছিল। জমীর প্রকৃত মূল্য ধার্য্য ও কমপেনসেসন বাবদ সমস্ত টাকা আমি একাকী পাইবার হকদার সাব্যস্ত হইবার জন্য উক্ত বিষয় অত্র জেলার ল্যাণ্ড একুইজিসন জজ সাহেব বাহাদুরের নিকট বিচার জন্য ল্যাণ্ড একুইজিসন আইনের ১৮ ধারা মতে রেফারেন্স করিতে আজ্ঞা হয়।

CHAPTER VII.

সপ্তম অধ্যায়।

নোটীশ

বাস্তুজমীর প্রজা।

বাস্তুজমীর প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে হইলে তাহার উপর নোটীশ জারি করিতে হয়। বার্ষিক করদায়ী প্রজা হইলে ৬ মাসের নোটীশ দিতে হয় ও বৎসরের শেষে উক্ত প্রজা জমী পরিত্যাগ করে। মাসিক প্রজাকে ১৫ দিনের নোটীশ দিলেই চলে। কোন ব্যক্তি মাসিক হিসাবে বাড়ী ভাড়া লইলে তাহাকেও বাড়ী পরিত্যাগ করিবার জন্য ১৫ দিন পূর্ব্বে নোটীশ দিতে হয় ও প্রজা মাসের শেষে বাড়ী পরিত্যাগ করে।

কোর্ফা প্রজা।

কোর্ফা প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে হইলে যে বৎসর নোটীশ দেওয়া হয় প্রজা তাহার পর বৎসরের শেষ তারিখের পর জমী পরিত্যাগ করে। নোটীশ খাজনা আইনের ৪৯ ধারা মতে দেওয়ানী আদালত মারফৎ প্রজার উপর জারি হয়।

একের অধিক মালিক হইলে নোটীশের নিয়ম।

যদি জমীর মালিক একের অধিক হন তাহা হইলে সকলকে একত্রে প্রজার উপর উচ্ছেদের নোটীশ দিতে হয় নচেৎ প্রজাকে উচ্ছেদ করা যায় না।

No. 1—Bengali notice for ejecting an annual tenant of homestand land.

১নং—বাস্তুজমীর বার্ষিক প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার নোটীশ।

শ্রী.........

সাকিম......

তুমি আমার অধীনে ইচ্ছাধীন প্রজা স্বরূপ তপশীলে বর্ণিত ।০ কাঠা বাস্তুজমী বার্ষিক ৫৲ টাকা খাজনায় বসবাস দ্বারা দখলকার আছ। এক্ষণে উক্ত জমী আমার খাস দখলে আনিবার আবশ্যক হওয়ায় তোমায় নোটীশ দিতেছি যে তুমি উক্ত জমী আগামী চৈত্র মাসের শেষ তারিখ অন্তে পরিত্যাগ করিবে। উক্ত তারিখের পর তোমার সহিত উক্ত জমী সম্বন্ধে আমার রাজা প্রজা সম্বন্ধ থাকিবে না ও যদি তুমি উক্ত জমী পরিত্যাগ না কর তাহা হইলে তোমাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মাসিক...টাকা হিসাবে দিতে হইবে ও আমি আদালত সাহায্যে তোমায় উচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইব ও ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য টাকা আদালত সাহায্যে তোমার নিকট আদায় করিব। ইতি তাং.. ...আশ্বিন ১৩১৮ সাল।

তপশীল জমীর বিবরণ

[মালিকের দস্তখত]

No. 2—Bengali notice for ejecting a monthly tenant of homestand land.

২নং—বাস্তুজমীর মাসিক প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার নোটীশ

সাকিম......

তুমি তপশীলের বর্ণিত বাস্তুজমী আমার অধীনে মাসিক ১ টাকা খাজনায় বসবাস দ্বারা দখলকার আছ এক্ষণে উক্ত জমী আমার খাস

দখলে আনিবার আবশ্যক হওয়ায় তোমায় নোটীশ দিতেছি যে তুমি এই মাসের শেষ তারিখ অন্তে উক্ত জমী পরিত্যাগ করিবে নচেৎ আমি দেওয়ানী আদালতে তোমার নামে নালিশ করিয়া উক্ত জমীতে খাস দখল লইব। ইতি তারিখ ১৩ই মাঘ ১৩১৮ সাল।

তপশীল জমীর বিবরণ

শ্রী

[মালিকের দস্তখত]

মন্তব্য :—ইংরাজী মাস হিসাবে ভাড়া বন্দোবস্ত থাকিলে ইংরাজী মাসের শেষ তারিখের পর জমী পরিত্যাগ জন্য ১৫ দিন পূর্ব্বে নোটীশ দিতে হয়। ১।২নং নোটীশ রেজিষ্টারী ডাকযোগে দেওয়া যায় অথবা প্রজার উপর কোন ব্যক্তি দ্বারা জারি করিলেও চলে। নোটীশের মেয়াদ অন্তে প্রজা জমী পরিত্যাগ না করিলে নালিশের জন্য ২য় অধ্যায়ে ২৩নং আরজি দেখ।

No. 3—Notice for ejecting a tenant from a house.

৩নং—ভাড়াটিয়া বাটী হইতে প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার নোটীশ।

সাকিম.........

আপনি তপশীল বর্ণিত ভবানীপুর সাকিমের.........লেনের......নং বাটীতে মাসিক ৩০্ টাকা ভাড়ায় আমার প্রজা স্বরূপে বসবাস করিতেছেন। আপনি উক্ত বাটী এই মাসের শেষ তারিখের পর পরিত্যাগ করিবেন নচেৎ আপনাকে আদালত সাহায্যে উচ্ছেদ করা যাইবে ও নোটীশের মেয়াদ অন্তে আপনি যতদিন বাড়ী পরিত্যাগ না

করিবেন ততদিন প্রত্যহ......টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ আপনার নিকট আদালত সাহায্যে আদায় করা হইবে। ইতি ১২ জানুয়ারি ১৯১৩ সাল।

তপশীল

শ্রী.........

[মালিকের দস্তখত]

মন্তব্য :—এই নোটীশ ১।২ নম্বর নোটীশের মত জারি হয়।

No. 4—Notice for ejecting a Korfa Raiyat.

(Sec. 49 of the B. T. Act.)

৪নং—কোর্ফা প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার নোটীশ।

শ্রী............

সাকিম.........

আমি তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ব্রহ্মত্তরদার শ্রী.........র নিকট বন্দোবস্ত লইয়া......বৎসর চাষ আবাদে দখল করিবার পর উক্ত জমী তোমাকে কোর্ফা প্রজাবিলি করায় তুমি আমার কোর্ফা প্রজা স্বরূপে উক্ত সম্পত্তি চাষ আবাদে দখলকার আছ, এক্ষণে উক্ত জমী আমার খাস দখলে আনিবার আবশ্যক হওয়ায় তোমায় নোটীশ দিতেছি যে তুমি আগামী ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসের শেষ তারিখ অন্তে উক্ত জমীর দখল পরিত্যাগ করিয়া উক্ত জমী আমায় খাস দখলে ছাড়িয়া দিবে নচেৎ আদালত সাহায্যে তোমায় উচ্ছেদ করা যাইবে। ইতি ১০ আশ্বিন ১৩১৮ সাল।

শ্রী............

[মালিকের দস্তখত]

মন্তব্য :—উক্ত নোটীশ দেওয়ানী আদালত সাহায্যে প্রজার উপর জারি হইবে। নোটীশ জারির দরখাস্ত জন্য ৩য় অধ্যায় দেখ। নোটীশ অন্তে প্রজা জমী ছাড়িয়া না দিলে নালিশ জন্য ২য় অধ্যায়ে ২২নং আরজি দেখ।

CHAPTER VIII.

অষ্টম অধ্যায়।

আদালত খরচা।

আদালতে দেয় কোর্ট ফি খরচ।

কোর্ট ফি আইন (ক)।

আরজিতে দেয় কোর্ট ফি নির্ণয়ের নিয়ম—

১।	সাধারণ টাকার মোকর্দ্দমায়, ক্ষতিপূরণ বাবদ নালিশ; (বাৎসরিক বা মাসিক দেয়) ধার্য্য মাসহারার বাকী টাকা আদায়ের নালিশ।	দাবীর টাকার উপর রশুম লাগে।
২।	মাসহারা ধার্য্য করিবার জন্য নালিশ।	বাৎসরিক দেয় (দাবী) টাকার দশ গুণের উপর রশুম লাগে।
	অস্থাবর সম্পত্তির বাবদ নালিশ।	সম্পত্তির বাজার মূল্যের উপর রশুম লাগে।

৪। (ক) অস্থাবর সম্পত্তি যাহার বাজার মূল্য নিরূপণ হইতে পারে না (যথা কোন দলিল পাইবার নালিশ) তাহার বাবদ নালিশ।

(খ) কোন এজমালী সম্পত্তির অংশে স্বত্ব প্রচারের নালিশ।

(গ) কোন প্রকার প্রচার (declaration) বাবদ নালিশ ও যদি ঐ নালিশে প্রার্থিত প্রচার হইতে প্রাপ্য (consequential relief) জন্য প্রার্থনা আরজিতে লিখিত থাকে।

(ঘ) নিষেধাজ্ঞা পাইবার নালিশ।

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তি হইতে কোন প্রকার উপসত্ব পাইবার ও যাহার জন্য অন্য নিয়মে কোর্ট ফি দিবার বিধান নাই তজ্জন্য নালিশ।

(চ) হিসাব নিকাশের নালিশ।

(ছ) স্ত্রী দখলের নালিশ।

এই সমস্ত মোকদ্দমায় বাদী তাঁহার দাবীর যে মূল্য ধার্য্য করেন তাহার উপর বশুম লাগে।

৫। (ক) কালেক্টরী তৌজিভুক্ত কোন ষ্টেটের জন্য নালিশ।

(খ) কোন ষ্টেটের অংশ বাবদ নালিশ—যদি ঐ অংশ বাবদ পৃথক খাজনা দিবার জন্য কালেক্টরীতে পৃথক তৌজির হিসাব থাকে ও যদি দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি হইবার কোন নিয়ম না থাকে (অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রাজস্ব ধার্য্য থাকে)।

দেয় রাজস্বের ১০ গুণ টাকার উপর রশুম লাগে।

(গ) যদি (খ) দফার রাজস্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইয়া বৃদ্ধি হইবার নিয়ম থাকে (অর্থাৎ অস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকে)।	দেয় রাজস্বের ৫ গুণ টাকার উপর রশুম লাগে।
(ঘ) যদি (খ) দফার সম্পত্তি বাবদ কোন রাজস্ব দিতে না হয়।	সম্পত্তির বা উক্ত প্রকারের সম্পত্তির ১৫ বৎসরের প্রকৃত আয়ের উপর রশুম লাগে।
(ঙ). যদি ষ্টেটের অংশ কোন পৃথক তৌজিভুক্ত না হইয়া থাকে।	সম্পত্তির বাজার মূল্যের উপব রশুম লাগে।
৬। বাগান, সাধারণ জমী ও গৃহাদি বাবদ নালিশ।	ঐ ঐ
৭। কোন সম্পত্তি বাদীর প্রথমে খরিদ করিবার অধিকার প্রচারের নালিশ (Preemption suit)।	ঐ ঐ
৮। স্থাবর সম্পত্তি বাবদ ক্রোক রদের নালিশ।	
(ক) যদি সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা ডিক্রীকৃত যে টাকার জন্য ক্রোক হইয়াছিল তাহার পরিমাণ অনধিক হয় তাহা হইলে—	ডিক্রীর টাকার উপর রশুম লাগে।
(খ) অন্যত্র—	সম্পত্তির মূল্যের উপর রশুম লাগে।

এগ্রিমেণ্টের সর্ত্তমতে বিক্রয় কোবালা, বন্ধকী দলিল বা পাট্টা পাইবার নালিশ।	পণের টাকার উপর রশুম লাগে। পাট্টা পাইবার নালিশে পাট্টায় লিখিত পণ ও বাৎসরিক দেয় খাজনার উপর রশুম লাগে।
এওয়ার্ড অর্থাৎ সালিশের রোয়দাদের মর্ম্ম অনুসারে সম্পত্তি পাইবার নালিশ।	সম্পত্তির মূল্যের উপর রশুম লাগে
১১। (ক) বন্ধকদাতা কর্ত্তৃক বন্ধক উদ্ধারের নালিশ (খ) বন্ধকগ্রহীতা কর্ত্তৃক কট্-কোবালার সর্ত্তানুযায়ী বন্ধকী সম্পত্তি দখল পাই-বার প্রার্থনায় নালিশ	দলিলে লিখিত পণের টাকার উপর রশুম লাগে।

১২। কোন প্রজাকে উচ্ছেদের নালিশ।......নালিশের পূর্ব্ব বৎসরের প্রজার দেয় খাজনার উপর রশুম লাগে।

মন্তব্য—ওয়াশীলাত বাবদ নালিশে দাবীর টাকার অপেক্ষা অধিক টাকা বাদীর প্রাপ্য সাব্যস্ত হইলে, অতিরিক্ত টাকার উপর রশুম পরে দাখিল করিতে হয়। ল্যাণ্ডএকুইজিসন জজের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিতে হইলে দাবীদার যে টাকা দাবী করেন সেই টাকার ও আদালত হইতে যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে এই দুই টাকার বিয়োগ ফলের (টাকার) উপর রশুম দিতে হয়। সাধারণতঃ আপীলের অজুহাতে আরজির দেয় কোর্ট ফি দিতে হয়। তবে মোকর্দ্দমা তরমিম ডিক্রী হইলে যে পরিমাণ দাবীর বাবদ আপীল করা হয় সেই পরিমাণ দাবীর উপর হারাহারি কোর্ট ফি দিতে হয়।

কোর্ট ফি আইনের প্রথম সিডিউল।

দাবীর উপর কোর্ট ফি নির্ণয়ের নিয়ম।

দাবীর পরিমাণ	কোর্টফির মূল্য
দাবী ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত	।৵০ আনা।
দাবী ৫৲ টাকার অধিক হইলে ও ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে	প্রত্যেক ৫৲ টাকা বা তাহার কোন অংশে ।৵০ আনা।
দাবী ১০০৲ টাকার অধিক হইলে ও ১০০০৲ টাকার অনধিক হইলে	১০০৲ টাকার অধিক দাবীর উপর প্রত্যেক ১০৲ টাকা বা তাহার অংশে ৷৴০ আনা।
দাবী ১০০০৲ টাকার অধিক হইলে ও ৫০০০৲ টাকার অনধিক হইলে	১০০০৲ টাকার অধিক দাবীর উপর প্রত্যেক ১০০৲ টাকা বা তাহার অংশে ৫৲ টাকা।
দাবী ৫০০০৲ টাকার অধিক হইলে ও ১০০০০৲ টাকার অনধিক হইলে	৫০০০৲ টাকার অধিক দাবীর উপর প্রত্যেক ২৫০৲ টাকা বা তাহার কোন অংশে ১০ টাকা
দাবী ১০,০০০৲ টাকার অধিক হইলে ও ২০,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে	১০,০০০৲ টাকার অধিক দাবীর উপর প্রত্যেক ৫০০৲ টাকা বা তাহার অংশে ১৫৲ টাকা
দাবী ২০,০০০৲ টাকার অধিক হইলে ও ৩০,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে	২০,০০০৲ টাকার অধিক দাবীর উপর প্রত্যেক ১০০০৲ টাকা বা তাহার অংশে ২০৲ টাকা।

দাবীর পরিমাণ	কোর্টফির মূল্য
দাবী ৩০,০০০৲ টাকার অধিক হইলে ও ৫০,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে	৩০,০০০৲ টাকার অধিক দাবীর উপর প্রত্যেক ২০০০৲ টাকা বা তাহার অংশে ২০৲ টাকা
দাবী ৫০,০০০৲ টাকার অধিক হইলে	৫০,০০০৲ টাকার অধিক দাবীর উপর ৫০০০৲ টাকা বা তাহার অংশে ২৫৲ টাকা। তবে কোন আরজিতে ৩০০০৲ টাকার অধিক কোর্ট ফি লাগে না।
২। ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৯ ধারা মতে স্থাবর সম্পত্তিতে পুনর্দ্দখলের নালিশ।	সাধারণ আরজিতে দেয় কোর্ট-ফির অর্দ্ধেক লাগে।

রিভিউ বা পুনর্ব্বিচার

৩। রিভিউ বা পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত (ক) ডিক্রীর তারিখ হইতে (৯০) দিনের মধ্যে দাখিল হইবে)	ঐ ঐ
(খ) ৯০ দিনের পর দাখিল হইলে	আরজির ষ্ট্যাম্প
৪। আদালতে দাখিলী দলিলের নকল।	মূল দলিলে যে ষ্ট্যাম্প আছে তাহার পরিমাণ কোর্ট ফি তবে উহা ॥০ আনার অধিক হয় না।
৫। রায় ডিক্রী ভিন্ন অন্য কাগজাদির নকল।	ইহার জন্য পরে দেখ।

৬। উইলের প্রোবেট বা লেটারস্ অফ্ এডমিনিস্ট্রেসন লইতে হইলে-

(ক) ১০০০৲ টাকার অনধিক সম্পত্তির জন্য—	(কিছু লাগে না)
(খ) ১০০০৲ টাকার উপর সম্পত্তির জন্য।	শতকরা ২৲ হিসাবে, ১০,০০ টাকার অধিক হইলে শতকরা ২½ টাকা; ৫০,০০০৲ টাকার অধিক হইলে শতকরা ৩৲ টাকা।
১৮৮৯ সালের ৭ আইন মতে মৃত ব্যক্তির ষ্টেটের প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট	শতকরা ২৲ হিসাবে তবে সার্টিফিকেট লইবার পর অন্য পাওনা টাকার জন্য দরখাস্ত-কারীর সার্টিফিকেটে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে, শেষোক্ত টাকার উপর শতকরা ৩৲ হিসাবে কোর্ট ফি দিতে হয়। টাকা আদায়ের অথবা টাকার উপর প্রাপ্য স্থদ আদা-য়ের জন্য সার্টিফিকেট লইতে হইলে একই কোর্ট ফি লাগে।

আরজি ও আপীলের অজুহাতে সাধারণতঃ দেয় কোর্ট ফির তালিকা।

দাবী।		দেয় কোর্ট ফি।
	৫৲ টাকা পর্য্যন্ত	।৴০
৫৲ টাকা হইতে	১০৲ ,, ,,	৸০
১০৲ ,, ,,	১৫৲ ,, ,,	১৵০
১৫৲ ,, ,,	২০৲ ,, ,,	

দাবী।

২০৲	টাকা	হইতে	২৫৲	টাকা	পর্য্যন্ত	১৸৵০
২৫৲	”	”	৩০৲	”	”	২।০
৩০৲	”	”	৩৫৲	”	”	২৷৵০
৩৫৲	”	”	৪০৲	”	”	৩৲
৪০৲	”	”	৪৫৲	”	”	৩।৵০
৪৫৲	”	”	৫০৲	”	”	৩৸০
৫০৲	”	”	৫৫৲	”	”	৪৵০
৫৫৲	”	”	৬০৲	”	”	৪৷০
৬০৲	”	”	৬৫৲	”	”	৪৸৵০
৬৫৲	”	”	৭০৲	”	”	৫।০
৭০৲	”	”	৭৫৲	”	”	৫৷৵০
৭৫৲	”	”	৮০৲	”	”	৬৲
৮০৲	”	”	৮৫৲	”	”	৬।৵০
৮৫৲	”	”	৯০৲	”	”	৬৸০
৯০৲	”	”	৯৫৲	”	”	৭৵০
৯৫৲	”	”	১০০৲	”	”	৭৷০
১০০৲	”	”	১১০৲	”	”	৮।০
১১০৲	”	”	১২০৲	”	”	৯৲
১২০৲	”	”	১৩০৲	”	”	৯৸০
১৩০৲	”	”	১৪০৲	”	”	১০৷০
১৪০৲	”	”	১৫০৲	”	”	১১।০
১৫০৲	”	”	১৬০৲	”	”	১২৲
১৬০৲	”	”	১৭০৲	”	”	১২৸০

দাবী।		দেয় কোর্ট ফি।
১৭০৲ টাকা হইতে	১৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত	১৩॥০
১৮০৲ ” ”	১৯০৲ ” ”	১৪।০
১৯০৲ ” ”	২০০৲ ” ”	১৫৲
২০০৲ ” ”	২১০৲ ” ”	১৫৸০
২১০৲ ” ”	২২০৲ ” ”	১৬॥০
২২০৲ ” ”	২৩০৲ ” ”	১৭।০
২৩০৲ ” ”	২৪০৲ ” ”	১৮৲
২৪০৲ ” ”	২৫০৲ ” ”	১৮৸০
২৫০৲ ” ”	২৬০৲ ” ”	১৯॥০
২৬০৲ ” ”	২৭০৲ ” ”	২০।০
২৭০৲ ” ”	২৮০৲ ” ”	২১৲
২৮০৲ ” ”	২৯০৲ ” ”	২১৸০
২৯০৲ ” ”	৩০০৲ ” ”	২২॥০
৩০০৲ ” ”	৩১০৲ ” ”	২৩।০
৩১০৲ ” ”	৩২০৲ ” ”	২৪৲
৩২০৲ ” ”	৩৩০৲ ” ”	২৪৸০
৩৩০৲ ” ”	৩৪০৲ ” ”	২৫॥০
৩৪০৲ ” ”	৩৫০৲ ” ”	২৬।০
৫০৲ ” ”	৩৬০৲ ” ”	২৭৲
৩৬০৲ ” ”	৩৭০৲ ” ”	২৭৸০
৩৭০৲ ” ”	৩৮০৲ ” ”	২৮॥০
৩৮০৲ ” ”	৩৯০৲ ” ”	২৯।০
৩৯০৲ ” ”	৪০০৲ ” ”	৩০৲

দাবী।		দেয় কোর্ট ফি।
৪০০৲ টাকা হইতে	৪১০৲ টাকা পর্য্যন্ত	৩০৷৵০
৪১০৲ ,, ,,	৪২০৲ ,, ,,	৩১৷৷০
৪২০৲ ,, ,,	৪৩০৲ ,, ,,	৩২৷০
৪৩০৲ ,, ,,	৪৪০৲ ,, ,,	৩৩৲
৪৪০৲ ,, ,,	৪৫০৲ ,, ,,	৩৩৷৵০
৪৫০৲ ,, ,,	৪৬০৲ ,, ,,	৩৪৷৷০
৪৬০৲ ,, ,,	৪৭০৲ ,, ,,	৩৫৷০
৪৭০৲ ,, ,,	৪৮০৲ ,, ,,	৩৬৲
৪৮০৲ ,, ,,	৪৯০৲ ,, ,,	৩৬৷৵০
৪৯০৲ ,, ,,	৫০০৲ ,, ,,	৩৭৷৷০
৫০০৲ ,, ,,	৫১০৲ ,, ,,	৩৮৷০
৫১০৲ ,, ,,	৫২০৲ ,, ,,	৩৯৲
৫২০৲ ,, ,,	৫৩০৲ ,, ,,	৩৯৷৵০
৫৩০৲ ,, ,,	৫৪০৲ ,, ,,	৪০৷৷০
৫৪০৲ ,, ,,	৫৫০৲ ,, ,,	৪১৷০
৫৫০৲ ,, ,,	৫৬০৲ ,, ,,	৪২৲
৫৬০৲ ,, ,,	৫৭০৲ ,, ,,	৪২৷৵০
৫৭০৲ ,, ,,	৫৮০৲ ,, ,,	৪৩৷৷০
৫৮০৲ ,, ,,	৫৯০৲ ,, ,,	৪৪৷০
৫৯০৲ ,, ,,	৬০০৲ ,, ,,	৪৫৲
৬০০৲ ,, ,,	৬১০৲ ,, ,,	৪৫৷৵০
৬১০৲ ,, ,,	৬২০৲ ,, ,,	৪৬৷৷০
৬২০৲ ,, ,,	৬৩০৲ ,, ,,	৪৭৷০

দাবী।						দেয় কোর্ট ফি।
৬৩০৲	টাকা	হইতে	৬৪০৲	টাকা	পর্য্যন্ত	৪৮৲
৬৪০৲	,,	,,	৬৫০৲	,,	,,	৪৮৸৹
৬৫০৲	,,	,,	৬৬০৲	,,	,,	৪৯॥৹
৬৬০৲	,,	,,	৬৭০৲	,,	,,	৫০।৹
৬৭০৲	,,	,,	৬৮০৲	,,	,,	৫১৲
৬৮০৲	,,	,,	৬৯০৲	,,	,,	৫১৸৹
৬৯০৲	,,	,,	৭০০৲	,,	,,	৫২॥৹
৭০০৲	,,	,,	৭১০৲	,,	,,	৫৩।৹
৭১০৲	,,	,,	৭ ০৲	,,	,,	৫৪৲
৭২০৲	,,	,,	৭৩০৲	,,	,,	৫৪৸৹
৭৩০৲	,,	,,	৭৪০৲	,,	,,	৫৫॥৹
৭৪০৲	,,	,,	৭৫০৲	,,	,,	৫৬।৹
৭৫০৲	,,	,,	৭৬০৲	,,	,,	৫৭৲
৭৬০৲	,,	,,	৭৭০৲	,,	,,	৫৭৸৹
৭৭০৲	,,	,,	৭৮০৲	,,	,,	৫৮॥৹
৭৮০৲	,,	,,	৭৯০৲	,,	,,	৫৯।৹
৭৯০৲	,,	,,	৮০০৲	,,	,,	৬০৲
৮০০৲	,,	,,	৮১০৲	,,	,,	৬০৸৹
৮১০৲	,,	,,	৮২০৲	,,	,,	৬১॥৹
৮২০৲	,,	,,	৮৩০৲	,,	,,	৬২।৹
৮৩০৲	,,	,,	৮৪০৲	,,	,,	৬৩৲
৮৪০৲	,,	,,	৮৫০৲	,,	,,	৬৩৸৹
৮৫০৲	,,	,,	৮৬০৲	,,	,,	৬৪॥৹

দাবী।						দেয় কোর্ট ফি।
৮৬০৲	টাকা	হইতে	৮৭০৲	টাকা	পর্য্যন্ত	৬৫।০
৮৭০৲	"	"	৮৮০৲	"	"	৬৬
৮৮০৲	"	"	৮৯০৲	"	"	৬৬৸০
৮৯০৲	"	"	৯০০৲	"	"	৬৭৷০
৯০০৲	"	"	৯১০৲	"	"	৬৮।০
৯১০৲	"	"	৯২০৲	"	"	৬৯৲
৯২০৲	"	"	৯৩০৲	"	"	৬৯৸০
৯৩০৲	"	"	৯৪০৲	"	"	৭০৷০
৯৪০৲	"	"	৯৫০৲	"	"	৭১।০
৯৫০৲	"	"	৯৬০৲	"	"	৭২৲
৯৬০৲	"	"	৯৭০৲	"	"	৭২৸০
৯৭০৲	"	"	৯৮০৲	"	"	৭৩৷০
৯৮০৲	"	"	৯৯০৲	"	"	৭৪।০
৯৯০৲	"	"	১০০০৲	"	"	৭৫৲
১০০০৲	"	"	১১০০৲	"	"	৮০৲
১১০০৲	"	"	১২০০৲	"	"	৮৫৲
১২০০৲	"	"	১৩০০৲	"	"	৯০৲
১৩০০৲	"	"	১৪০০৲	"	"	৯৫৲
১৪০০৲	"	"	১৫০০৲	"	"	১০০৲
১৫০০৲	"	"	১৬০০৲	"	"	১০৫৲
১৬০০৲	"	"	১৭০০৲	"	"	১১০৲
১৭০০৲	"	"	১৮০০৲	"	"	১১৫৲
১৮০০৲	"	"	১৯০০৲	"	"	১২০৲
১৯০০৲	"	"	২০০০৲	"	"	১২৫৲

এইরূপে পূর্ব্ব নিয়মানুসারে মোকর্দ্দমার দেয় কোর্ট ফি নির্ণয় করা হয়। কোন মোকর্দ্দমায় ৩০০০৲ টাকার বেশী কোর্ট ফি লাগে না।

রায় ও ডিক্রীর নকলে দেয় কোর্ট ফি।

(A) (ডিক্রীর নকল)

(ক) ৫০৲ টাকার অনধিক দাবীর মোকর্দ্দমায়—	নকলের ফোলিও কাগজে ॥০ কোর্ট ফি লাগে।
(খ) ৫০৲ টাকার উর্দ্ধ হইলে—	নকলের ফোলিও কাগজে ১৲ টাকার কোর্ট ফি লাগে।
(গ) হাই কোর্টের ডিক্রীর নকলে—	৪৲ টাকার কোর্ট ফি লাগে।

(B) (রায়ের নকল)

(ক) ৫০৲ টাকার অনধিক দাবীর মোকর্দ্দমায়—	।০ কোর্ট ফি লাগে।
(খ) ৫০৲ টাকার অধিক দাবীর মোকর্দ্দমায়—	॥০ কোর্ট ফি লাগে।
(গ) হাইকোর্টের রায়ের নকলে—	১৲ টাকার কোর্ট ফি লাগে।

কোর্ট ফি আইনের ২য় সিডিউল।

দরখাস্ত আরজি ইত্যাদি।	দেয় কোর্ট ফি
১। দরখাস্ত	টাকা আনা

(ক)	৫০৲ টাকার অনধিক দাবীর মোকর্দ্দমায় দরখাস্ত দাখিল হইলে	...	...	৴৹
(খ)	নকল লইবার জন্য দরখাস্ত	...	...	৴৹
(গ)	অন্য দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে দাখিলী যাবতীয় দরখাস্ত	...	...	॥৹
(ঘ)	কমিশনার বা চিফ্ কমিশনারের নিকট দরখাস্ত		...	১৲
(ঙ)	হাইকোর্টের দরখাস্ত	...	..	২৲
২।	পাপরে নালিশ করিবার দরখাস্ত		..	॥৹
৩।	জজ আদালতে পাপরে আপীল দাখিলের দরখাস্ত		...	১৲
৪।	হাইকোর্টে পাপরে আপীলের দরখাস্ত		...	২৲
৫।	যোতস্বত্ব সাব্যস্তের দরখাস্ত	...	...	॥৹
৬।	জামিন নামা	...	...	॥৹
৭।	ওকালতনামা বা মোক্তারনামা		...	॥৹
	,, ,, কমিশনারের নিকট দাখিল হইলে	...	...	১
	ওকালতনামা বা মোক্তারনামা হাইকোর্টে দাখিল হইলে	...	...	২৲
৮।	মোৎফরাকা (miscellaneous) আপীল—			
	জজ আদালতে দাখিল হইলে	...	...	॥৹
	হাইকোর্ট, বোর্ড অফ রেভিনিউ বা কমিশনারের নিকট দাখিল হইলে	...	...	১৲

৯। নেটিভ খ্রীষ্টীয়ান কনভার্ট আইনানুসারে বিবাহ রদের নালিশের দরখাস্ত ... ... ৫৲

মন্তব্য। হিন্দু বা মুসলমান শাস্ত্রমতে স্ত্রীদখলের নালিশের আরজিতে পূর্ব্ব আইন মতে ৫৲ টাকার কোর্ট ফি লাগিত, এক্ষণে বাদী তাহার মোকর্দ্দমার যে দাবীর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহার উপর আরজিতে কোর্ট ফি দিতে হইবে।

১০(ক) কোন দেওয়ানী বা রেভিনিউ আদালতের হুকুম রদের বা পরিবর্ত্তনের জন্য নালিশ— (খ) কালেক্টারীর রেজেষ্টারীতে রেভিনিউ-দেয় কোন ষ্টেটের মালিকের নামের পরিবর্ত্তে অন্য মালিকের নাম রেজেষ্ট্রীর জন্য নালিশ— (গ) কোন বিশেষ প্রার্থনা না করিয়া কোন বিষয় প্রচারের নালিশ—(Declaratory suit) (ঘ) সালিশের রোয়দাদ রদের নালিশ— (ঙ) পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে তাহা রদের নালিশ— (চ) যে মোকদ্দমার দাবীর পরিমাণ নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে অথচ যাহার জন্য পূর্ব্বে কোন নিয়ম লেখা হয় নাই—	১০৲
১১। আদালতের সাহায্যে সালিশ মান্য দ্বারা বিচার জন্য দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২য় সিডিউলের ১৭ অর্ডার অনুসারে দরখাস্ত— ১২। পক্ষগণ কোন বিষয় সম্বন্ধে আদালতের মত জানিবার জন্য দরখাস্ত করিলে উক্ত দরখাস্তে—	১০৲

১৩। ভারতবর্ষীয় ডাইভোর্স আইন অনুসারে (৪৪ ধারা বাদ) নালিশ—	}	২০৲
১৪। পারসী বিবাহ ও বিবাহ রদের আইনানুসারে নালিশ—		

তলবানা। (খ)

আদালত হইতে পরওয়ানা জারির প্রার্থনা করিলে নিম্নলিখিত হারে তলবানা দিতে হয়। তলবানার পরিমাণ কোর্ট ফি কিনিয়া ডেমী কাগজে মারিয়া তলবানা আদালতে দাখিল করিতে হয়।

হাইকোর্টে আপীল বিভাগে মোকর্দ্দমার তলবানা।

	টাকা আনা
১। কোন পক্ষের উপর আপীলের নোটীশ জারি করিবার জন্য ৪ জন পর্য্যন্ত	৩৲
২। ৪ জনের অধিক হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জারির জন্য	॥০
৩। ওয়ারেণ্ট লইবার জন্য	৩৲
৪। অন্য প্রকার নোটীশাদি জারির জন্য ...	৩৲

অন্য আদালতের খরচা।

পরওয়ানাদির বিবরণ	(১) সবজজ ও রেভিনিউ আদালত দাবী ১০০০৲ অধিক হইলে	(২) মুনসেফ ও রেভিনিউ আদালত (৩) ভিন্ন	(৩) মুনসেফ বা রেভিনিউ আদালত, ছোট আদালত মনি ও খাজনার মোকদ্দমায় দাবী ৫০৲ র অধিক না হইলে
সমন বা নোটীশ।	টাকা আনা	টাকা আনা	টাকা আনা
১। পক্ষের উপর কোন প্রকার সমন বা নোটীশ জারি করিবার জন্য ৪ জন পর্য্যন্ত—	২৲	১৲	॥০
২। ৪ জনের অধিক হইলে অতিরিক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জারির জন্য—	॥০	।০	।০
৩। সাক্ষী বা অপর ব্যক্তির (পক্ষভিন্ন) উপর সমন বা নোটীশ জারির জন্য—	২৲ (৪ জন পর্য্যন্ত)	১৲ (৪ জন পর্য্যন্ত)	প্রতি সাক্ষীর জন্য ।০ আনা হিসাবে দেয়।

পরওয়ানাদির বিবরণ	(১) সবজজ ও রেভিনিউ আদালত দাবী ১০০০৲ অধিক হইলে		(২) মুনসেফ ও রেভিনিউ আদালত (৩) ভিন্ন		(৩) মুনসেফ বা রেভিনিউ আদালত, ছোট আদালত মনি ও খাজনার মোকর্দ্দমার দাবী ৫০৲ র অধিক না হইলে	
	টাকা	আনা	টাকা	আনা	টাকা	আনা
৪। ঐ ৪ জনের অধিক হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জারির জন্য—		॥०		।०		।०
ক্রোক।						
৫। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ানা বাহির জন্য—	২৲		১৲			।০
৬। ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর রক্ষণাবেক্ষণ জন্য প্রতি পিয়নের, প্রত্যেক দিনের খরচা—		।৶০		।০		।০
স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক।						
৭। ক্রোকী পরওয়ানা (যতগুলি আবশ্যক) বাহির জন্য-						

পরওয়ানাদির বিবরণ	(১) সবজজ ও রেভিনিউ আদালত দাবী ১০০০৲ অধিক হইলে		(২) মুনসেফ ও রেভিনিউ আদালত (৩) ভিন্ন		(৩) মুনসেফ বা রেভিনিউ আদালত, ছোট আদালত মনি ও খাজনার মোকদ্দমায় দাবী ৫০৲ র অধিক না হইলে	
নোটীশ।	টাকা	আনা	টাকা	আনা	টাকা	আনা
৮। জারিতে কোন নোটীশ জারির জন্য (যতগুলি আবশ্যক)—	২৲		১৲		১৲	
গ্রেপ্তার।						
৯। দেনদারকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত পরওয়ানা বাহির জন্য—	১০৲		৪৲		১৲	
নিলাম।						
১০। নিলাম ইস্তাহার বাহির জন্য— (ডিসট্রেণ্ট ফসলের উপর ইস্তাহারের ভিন্ন খরচা)	২৲		১৲		১৲	
১১(ক) সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় জন্য পাউণ্ডেজ খরচা ১০০৲ পর্য্যন্ত মুল্যে বিক্রয়						

পরওয়ানাদির বিবরণ	(১) সবজজ ও রেভিনিউ আদালত দাবী ১০০০৲ অধিক হইলে		(২) মুনসেফ ও রেভিনিউ আদালত (৩) ভিন্ন		(৩) মুনসেফ বা রেভিনিউ আদালত, ছোট আদালত মনি ও খাজনার মোকদ্দমায় দাবী ৫০৲ র অধিক না হইলে	
	টাকা	আনা	টাকা	আনা	টাকা	আনা
হইলে শতকরা—	২৲ শতকরা		২৲ শতকরা		২৲ শতকরা	
(খ) তদূর্দ্ধ শতকরা—	১৲ শতকরা		১৲ শতকরা		১৲ শতকরা	
(২) উপরোক্ত প্রকার ব্যতীত অন্য যে কোন প্রকার পরওয়ানা জারির জন্য—	২৲		১৲			৷৹

কমিশন খরচা। (গ)

(সাক্ষীর জবানবন্দী ও হিসাব নিকাশ লইবার কমিশন খরচা।)

উকীল কমিশনারের খরচা।	জজ ও সবজজ আদালত।	মুনসেফী আদালত।
১। সাক্ষী জবানবন্দীর জন্য সাক্ষী প্রতি	১০৲	৪৲
২। হিসাব নিকাশ লইবার জন্য প্রতিদিন	১০৲	৪৲

(সরেজমীন তদন্তের কমিশানের খরচা।)

	মুনসেফী আদালত (প্রতিদিন)	অন্য আদালত (প্রতিদিন)
১। সারভে পাশ উকীল ...	৮৲	১৬৲
২। এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার	২০	৩০৲
সব ইঞ্জিনিয়ার প্রতিদিন	১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা	১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা
৪। ওভারসিয়ার (গ্রাজুয়েট)	৫৲	৫৲
৫। ওভারসিয়ার (এপ্রেন্‌টিস)	২৲ হইতে ৪৲ টাকা	২৲ হইতে ৪৲ টাকা

মন্তব্য। কমিশনারগণ যাতায়াতের খরচা পাইয়া থাকেন। অবস্থাবিশেষে কার্য্য কঠিন হইলে, আদালত উপরোক্ত হার ব্যতীত উচ্চ হারে কমিশনারকে ফি দিতে পারেন। হাকিম স্বয়ং সরেজমীন তদন্ত করিলে তাহার যাতায়াতের খরচা জমা দিতে হয়।

সাক্ষীর খরচা। (ঘ)

তলবানা ভিন্ন নিম্নলিখিত হারে সাক্ষীর খরচা ও যাতায়াতের খরচা সাক্ষী মানিবার সময় আদালতে জমা দিতে হয়:—

সাক্ষীগণকে সাধারণতঃ ৩ শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়—

১। জন, মজুর ও দরিদ্র সাক্ষী।

২। চাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কর্ম্মকার, সূত্রধর ইত্যাদি সাক্ষী।

৩। অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থার সাক্ষী।

খোরাকী।

স্থান	১ম শ্রেণীর সাক্ষী। (প্রত্যেক দিন)	২য় শ্রেণীর সাক্ষী। (প্রত্যেক দিন)	৩য় শ্রেণীর সাক্ষী। (প্রত্যেক দিন)
১। ২৪ পরগণা, হাওড়া দার্জ্জিলিং জেলায় ...	।৶০	॥০	৫৲
২। বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি ও উড়িষ্যা বিভাগে ...	।০	॥০	৫৲
৩। অন্য স্থানে ...	৶০	।৶০	৫৲

মন্তব্য। উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি উচ্চ ব্যবসায়ী সাক্ষীর খরচা আদালত হইতে ধার্য্য করিয়া দেওয়া হয়।

যাতায়াতের খরচ।

১। সাক্ষী রাস্তায় যাতায়াত করিলে তাঁহার ন্যায্য খরচা দিতে হয়, তবে প্রতি মাইলে ।০ আনার অধিক দেওয়া হয় না।

২। সাক্ষী রেল বা ষ্টীমারে যাতায়াত করিলে ১ম বিভাগের সাক্ষী রেল বা ষ্টীমারে ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ও ৩য় বিভাগের সাক্ষী রেল বা ষ্টীমারে ২য় শ্রেণীর ভাড়া পান। তবে যেখানে রেল বা ষ্টীমারে ২য় শ্রেণী নাই সেই স্থানে ১ম শ্রেণীর ভাড়া পাইয়া থাকেন।

৩। সাক্ষী জলপথে নৌকায় যাতায়াত করিলে ন্যায্য নৌকা ভাড়া পাইয়া থাকেন তবে নৌকা ভাড়া কোন দিনের জন্য ২৲ টাকার অধিক দেওয়া হয় না।

মন্তব্য। সাক্ষীগণ উপরোক্ত খরচা ব্যতীত ফেরী ঘাটের ও টোলের খরচা পাইয়া থাকেন।

উকীলের ফি। (ঙ)

কোন ব্যক্তি তাঁহার উকীলের সহিত চুক্তিমতে উকিলকে ফি দেন তৎসম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। তবে উকীল ফি লইয়া কার্য্য না করিলে তিনি আইন অনুসারে ফির টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য। (Vide I. L. R. 4 Mad. 244)

আদালত হইতে যে পক্ষ মোকর্দ্দমা জয়লাভ করেন সেই পক্ষ অপর সাধারণতঃ পক্ষের নিকট ৫০০০ টাকা দাবী পর্য্যন্ত, দাবীর উপর শতকরা ৫৲ হিসাবে দাবী ৫০০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০ হাজার টাকার কম হইলে—৫০০০ টাকার উপর শতকরা ৫৲ হিঃ ও বাকী টাকার উপর শতকরা ২৲ হিসাবে, যদি দাবী ২০ হাজার অধিক হয় কিন্তু ৫০ হাজার টাকার কম হয় তাহা হইলে ২০ হাজার পর্য্যন্ত পূর্ব্ব নিয়মে ও বাকী টাকার উপর শতকরা ১৲ হিসাবে, দাবী ৫০ হাজার টাকার অধিক হইলে ৫০ হাজার পর্য্যন্ত পূর্ব্ব নিয়মে ও বাকী টাকার উপর শতকরা ৷৷০ আনা হিসাবে উকীল ফি পাইয়া থাকেন। তবে যতই দাবী হউক না কেন সবজজ আদালতে উকীল ফি ৩০০০৲ টাকার বেশী হয় না।

ডিক্রীজারি ও মোৎফরক্কা মোকর্দ্দমায় মোকর্দ্দমা বিশেষে মুনসেফ আদালতে ১৬৲ পর্য্যন্ত ও সবজজ আদালতে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত উকীল ফি নির্দ্ধারিত হয়। ও যে পক্ষ জয়লাভ করে সেই পক্ষ অন্য খরচা বাবদ উক্ত খরচা অপর পক্ষের নিকট পাইয়া থাকে। জজ আদালতে দোতরফা ৫।৭।৮।১৫ আইন প্রভৃতি মোকর্দ্দমায় মোৎফরক্কা মোকর্দ্দমা হিসাবে উকীল ফি নির্দ্ধারিত হয়।

আদালত হইতে নকল লইবার নিয়ম ও খরচা। (চ)

(১) নকল পাইবার নিয়ম।

আদালত হইতে নথীস্থ কাগজের নকল লইতে হইলে তজ্জন্য ছাপা ফরমে দরখাস্ত করিতে হয় দরখাস্তে, দরখাস্ত বাবদ ⁄০ আনার ও সাচিং

বাবদ (অর্থাৎ নথী খুঁজিবার জন্য) ।০ আনার ষ্ট্যাম্প মোট ।৴০ আনার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। পক্ষগণ মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে নথীস্থ প্রমাণে গ্রহীত দলিলের নকল পাইতে পারেন। অপর কোন ব্যক্তি পক্ষগণের দাখিলী দলিলের নকল পাইতে পারেন না, তবে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তির পর রায়, ডিক্রী, হুকুম, আরজি, বর্ণনাপত্র, এফিডেভিট, ও দরখাস্তের নকল পাইতে পারেন। নকলের দরখাস্ত দাখিল করিবার ২।৩ দিন মধ্যে দরখাস্তকারীকে, কয়খানি ফোলিও কাগজ ও কত মূল্যের কোর্ট ফি কত দিন মধ্যে দিতে হইবে তাহা বোর্ডে লিখিয়া জানান হয় ও দরখাস্তকারীকে উহা উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে দাখিল করিতে হয় নচেৎ দরখাস্ত নামঞ্জুর করা হয়। দেয় ফোলিও ও কোর্ট ফি দাখিল হইবার পর ৫।৭ দিন মধ্যে নকল প্রস্তুত করিয়া দরখাস্তকারীকে দেওয়া হয়। কোন ফোলিও, নকলে ব্যবহার না হইলে তাহা দরখাস্তকারীকে ফেরৎ দেওয়া হয়।

(২) নকলের খরচা।

সাধারণ নকল লইতে হইলে কেবল ফোলিও লাগে তবে, সই মোহরের জাবেদা নকল (certified copy) লইতে হইলে ফোলিও সহিত কোর্ট ফি দিতে হয় ও ঐ কোর্ট ফি নকলের ফোলিও কাগজে মারিয়া, নকল দেওয়া হয়। ৵০ আনা মূল্যের প্রত্যেক ফোলিও কাগজে ইংরাজি ১৫০ কথা ও বাঙ্গলা ও ৩০০ কথা নকল করা হয়। টাইপে ছাপা ইংরাজি নকল হইলে ৵০ আনা মূল্যের ফোলিও কাগজে যদি ১৫০ কথার বেশী নকল করা হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত প্রতি ১৫০ কথা ব্যবদ ৵০ আনা হিসাবে কোর্ট ফি লওয়া হয় ও দেয় ফোলিও কাগজের মূল্য বাবদ উক্ত মূল্যের কোর্ট ফি, যে ফোলিও

কাগজে ১৫০ কথার অতিরিক্ত নকল হয় তাহাতে মাবিয়া দেওয়া হয় সুতরাং ইহাতে খরচ বেশী পড়ে না। ডিক্রী বা ডিক্রীর ন্যায় কার্য্যকরী হুকুমের জাবেদা নকলের জন্য নিম্নলিখিত হারে কোর্ট ফি দিতে হয়।

মোকদ্দমার বিবরণ		ডিক্রীর নকলে দেয় কোর্ট ফি
১। মোকদ্দমার দাবী ৫০৲ টাকার অনধিক হইলে	...	৷৹ আনা।
মোকদ্দমার দাবী ৫০৲ টাকার অধিক হইলে	...	১৲ টাকা
হাইকোর্টের যে কোন ডিক্রীর নকল জন্য ...	...	৪৲ টাকা

রায়ের জাবেদা নকলের জন্য কোর্ট ফি খরচা নিম্নে দেওয়া গেল—

মোকদ্দমার বিবরণ।	রায়ের নকলে দেয় কোর্ট ফি।
২। দাবী ৫০৲ টাকার অনধিক হইলে	।৹ আনা।
,, ৫০৲ ,, অধিক হইলে	৷৹ আনা।
হাইকোর্টে যে কোন রায়ের নকল	১৲ টাকা।

প্রমাণে গ্রহীত দলিলের জাবেদা নকল জন্য দেয় কোর্ট ফি—

দলিলের বিবরণ।		দেয় কোর্ট ফি।
৩। দলিলে ৷৹ আনার অনধিক ষ্ট্যাম্প লাগিয়া থাকিলে	...	দলিলের দেয় ষ্ট্যাম্পের মূল্যের কোর্ট ফি।
অন্যত্র ...	...	৷৹ আনা।

৪। ১।২।৩ দফা ব্যতীত অন্য যাবতীয় নকল জন্য যথা দরখাস্ত এফিডেভিট, অর্ডারশিট্, সাক্ষীর জবানবন্দী, কমিশনারকে রিপোর্ট ইত্যাদি বাবদ জাবেদা নকলের জন্য ৩৬০ কথা বা তাহার অংশ

বাবদ ॥০ আনা হিসাবে কোর্ট ফি লাগে। কোর্ট ফি খরচা, দেয় ফোলিও খরচা ভিন্ন অতিরিক্ত খরচ।

CHAPTER IX.

নবম অধ্যায়।

বঙ্গীয় খাজনা আইন।

(The Bengal Tenancy Act.)

বঙ্গীয় খাজনা আইনানুসারে প্রজা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত - যথা (১) মধ্য স্বত্বাধিকারী (পত্তনীদার, মৌরশি-মোকররদার, গাঁতিদার, চকদার প্রভৃতি) (২) রায়ত (৩) কোর্ফা রায়ত।

রায়ত শ্রেণীস্থ প্রজাগণকে আবার তিন ভাগে বিভাগ করা হয়—যথা (১) মোকররী রায়ত (২) দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত (৩) দখলী স্বত্ববিহীন রায়ত।

নিম্নের তালিকা দৃষ্টে উক্ত বিষয় সহজেই বোধগম্য হইবে।

বঙ্গীয় খাজনা আইন মতে প্রজাগণের শ্রেণী বিভাগ।
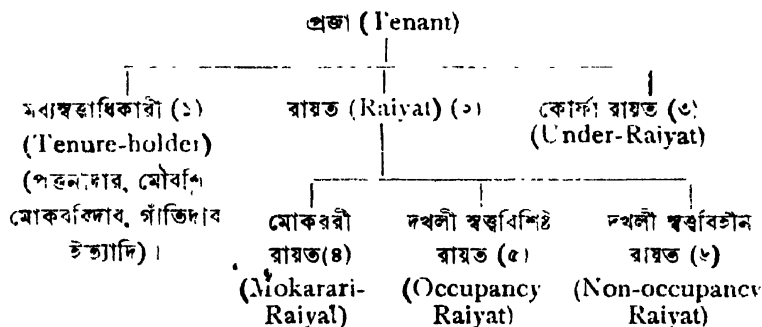
প্রজা—কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির অধীনে কোন জমী রাখিলেই তাহাকে প্রজা বলা যায়। টাকায়, কিম্বা ফসলে, কিম্বা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা (চাকরাণ), জমীদারের খাজনা দিবার চুক্তি থাকিতে পারে।

জমীদার—যে ব্যক্তি কোন মহাল বা মহালের আংশিক মালিক হন তাহাকে জমীদার বলা যায়। কোন কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত সকল ভূমিকে মহাল বলে।

মধ্য-স্বত্বাধিকারী প্রজা—জমীদারের অধীনে পত্তনীদার, সেপত্তনীদার, দরপত্তনীদার, হাওলাদার, গাঁতিদার ও ইজারাদার প্রভৃতি যাঁহারা নিজে জমী চাষ আবাদ না করিয়া জমী প্রজাবিলি দ্বারা দখল করেন তাঁহাদিগকে মধ্য-স্বত্বাধিকারী প্রজা বলে। যদি মধ্য-স্বত্বাধিকারী প্রজা জমীদারের সহিত বন্দোবস্ত মতে চিরস্থায়ী প্রজা হয় তাহা হইলে তাহাকে কায়েমী মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা কহে।

রায়ত—যে ব্যক্তি স্বয়ং কিম্বা তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তি বা পারিশ্রমিক দিয়া লোক বন্দোবস্তে জমী খাসে চাষ আবাদ করিবার জন্য বন্দোবস্ত লয় তাহাকে রায়ত বলে।

কোর্ফা রায়ত—রায়তের অধীনস্থ প্রজাকে কোর্ফা রায়ত বলে।

মোকররী রায়ত—যে রায়তের জমীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব আছে অর্থাৎ যাহাকে বন্দোবস্তের সর্ত্তমতে উচ্ছেদ করা যায় না তাহাকে মোকররী রায়ত বলে। মোকররী রায়তের দেয় ধার্য্য খাজনা বৃদ্ধি করা যায় না।

দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত—কোন রায়ত একক্রমে কোন জমী রায়ত স্বরূপে ১২ বৎসরের অধিক কাল দখল করিলে তাহাকে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা বলে।

যদি কোন প্রজা কোন গ্রামে রায়ত স্বরূপে এক বা ভিন্ন ভিন্ন জমা ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল দখল করে তাহা হইলে তাহাকে স্থিতিবান

রায়ত Settled Raiyat) বলে। স্থিতিবান রায়ত, রায়ত স্বরূপ কোন জমী ১ দিন দখল করিলেই উক্ত জমীতে তাহার দখলী স্বত্ব জন্মে। দখলী স্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তর যোগ্য নহে তবে যদি দেশাচার থাকে তাহা হইলে দখলী স্বত্ব হস্তান্তর হইতে পারে।

দখলী স্বত্ববিহীন রায়ত—যদি কোন রায়তের জমীতে দখলী স্বত্ব উদ্ভব না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে দখলী স্বত্ববিহীন রায়ত কহে।

উপরোক্ত নিয়মে সাধারণতঃ প্রজার স্বত্ব নিরূপিত হয় তবে দেশাচার অনুসারেও প্রজার স্বত্ব নির্ণয় হইয়া থাকে।

প্রজাকে উচ্ছেদ।

জমী পত্তন সময়ের বন্দোবস্তে প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার সর্ত্ত থাকিলে, ও প্রজা উক্ত সর্ত্তের লিখিত চুক্তি ভঙ্গ করিলে প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে। দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে উচ্ছেদ করা যায় না তবে যে উদ্দেশ্যে জমী বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার বিপরীত ব্যবহারে, যদি প্রজা জমীর রূপান্তর করে তাহা হইলে আদালতে নালিশ করিয়া ডিক্রী করতঃ সেই ডিক্রীজারি দ্বারা দখলী স্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে উচ্ছেদ করা যায়, অন্য প্রকারে উচ্ছেদ করা যায় না। কোর্ফা প্রজাকে নোটীশ দিয়া উচ্ছেদ করা যায়। নোটীশ জন্য অন্য অধ্যায় দেখ। যে বৎসর নোটীশ দেওয়া হয় তাহার পর বৎসরের শেষ তারিখের পর আবশ্যকমতে নালিশ করিয়া কোর্ফা প্রজাকে উচ্ছেদ করা যায়। খাজনা বাকী পড়িলে খাজনার নালিশের আরজিতে ডিক্রীর টাকা ডিক্রীর পর ১৫ দিবসের মধ্যে আদায় না দিলে উচ্ছেদ করিবার প্রার্থনা করা যায় ও ডিক্রীর মর্ম্মমতে ধার্য্য সময়ের মধ্যে কোর্ফা প্রজা ডিক্রীর টাকা আদায় না দিলে আদালত সাহায্যে ডিক্রীজারি দ্বারা উক্ত কোর্ফা

প্রজাকে উচ্ছেদ পূর্ব্বক জমীতে খাস দখল লওয়া যায়। নিম্নলিখিত কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে দখলী স্বত্ত্ববিহীন রায়তকে উচ্ছেদ করা যায় না :—

(১) খাজনা বাকী ফেলিলে ;

(২) ভুমির অযথা ব্যবহার ও কবুলতীর সর্ত্তভঙ্গ করিলে ;

(৩) পাট্টার লিখিত মেয়াদ শেষ হইলে ;

(৪) আদালত হইতে ধার্য্য ন্যায্য দেয় কর দিতে অস্বীকার করিলে।

খাজনা।

চুক্তিস্থলে প্রজা চুক্তিমতে খাজনা দিতে বাধ্য। চুক্তিমতে কোন খাজনা ধার্য্য না থাকিলে সমশ্রেণীর প্রজা সমশ্রেণীর জমীর বাবদ যে খাজনা দেয় প্রজাকে সেই হারে খাজনা দিতে হয়। কোন প্রজা ২০ বৎসর ১ হারে খাজনা দিলে সেই হারে খাজনার অধিক খাজনা দিতে প্রজা বাধ্য নহে—আইনানুসারে এইরূপ অনুমান করা যায়, তবে জমীদার প্রমাণ দ্বারা এই অনুমান যে ঠিক নহে তাহা দেখাইতে পারেন। রায়ত, রেজেষ্টারী পাট্টা কবুলতী দ্বারা কোর্ফা প্রজা বিলি করিলে, রায়তের দেয় খাজনার উপর টাকায় ॥৹ হিসাবে লাভ লইয়া ও কোন রেজেষ্টারী পাট্টায় কবুলতী দ্বারা বিলি না করিলে, টাকায় ।৹ হিসাবে লাভ লইয়া, জমা ধার্য্যে কোর্ফা প্রজা বিলি করিতে পারে। রেজেষ্টারী পাট্টা কবুলতী দ্বারা ৯ বৎসর পর্য্যন্ত কোর্ফা বিলি করা যায়। রায়ত উপরোক্ত নিয়মের অধিক খাজনা কোফা প্রজার নিকট আইনানুসারে লইতে পারে না।

দখলী স্বত্ত্ববিশিষ্ট প্রজা ফসলে দেয় খাজনার পরিবর্ত্তে টাকায় দেয় খাজনা ধার্য্য করিবার জন্য কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিয়া টাকায় দেয় খাজনা ধার্য্য করিয়া লইতে পারে। দরখাস্ত জন্য পূর্ব্বে দেখ।

খাজনা বৃদ্ধি ও হ্রাস।

চুক্তি অনুসারে সকল প্রজারই চুক্তির সর্ত্তমত খাজনা বৃদ্ধি করা যায়; তবে রায়ত, তাহার প্রজার (কোর্ফা রায়তের) নিকট চুক্তি থাকিলেও উপরোক্ত লিখিত হারের অধিক খাজনা পাইতে পারে না। চুক্তি ভিন্ন নিম্নলিখিত কারণেও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজনা বৃদ্ধি করা যায়—

(১) সমশ্রেণীর প্রজার সমশ্রেণীর জমীর বাবদ দেয় খাজনা অপেক্ষা রায়ত কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত কম হারে খাজনা দিলে ;

(২) প্রধান খাদ্য শস্যের মূলের বৃদ্ধি হইলে ;

(৩) ভূম্যাধিকারীর ব্যয়ে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইলে ;

(৪) কোন নদীর স্রোতের গতি পরিবর্ত্তনে জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইলে।

একবার খাজনা বৃদ্ধি হইলে ১৫ বৎসরের মধ্যে পুনরায় খাজনা বৃদ্ধি করা যায় না। সাধারণতঃ আদালত হইতে বা আপোষে টাকায় ৵০ আনার বেশী খাজনা বৃদ্ধি হয় না। জরিপে জমী বৃদ্ধি হইলে ভূম্যধিকারী অতিরিক্ত জমীর বাবদ খাজনা বৃদ্ধি পাইতে পারেন ও যদি জমীর পরিমাণের হ্রাস হয় তাহা হইলে প্রজা হারাহারি খাজনা মুসমা পাইতে পারিবে। প্রজার দোষ ব্যতীত জমীর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইলে অথবা প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য হ্রাস হইলে দখলী স্বত্ত্ববিশিষ্ট প্রজা খাজনা কমি পাইবার জন্য উপযুক্ত আদালতে নালিশ করিতে পারে।

আদালতে খাজনা আমানত।

জমীদার খাজনা লইতে বা খাজনা লইয়া দাখিলা দিতে অস্বীকার করিলে, বা জমীদারের বহু সরিক থাকিলে ও সরিকগণের পক্ষ হইতে

খাজনা লইয়া দাখিলা দিবার উপযুক্ত কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে বা প্রজার নিকট দুই বা ততোধিক মালিক খাজনা পাইবার দাবী করিলে, দখলী স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা খাজনা ও সুদ ৬১ ধারামতে আদালতে আমানত করিতে পারে। খাজনা আমানতের দরখাস্তের জন্য পূর্ব্বে ১৪৯ পৃষ্ঠা দেখ। খাজনা আমানত করিতে নিম্নলিখিত হারে কোর্ট ফি লাগে।

২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ।০, ২৫৲ টাকার উপর প্রত্যেক ২৫৲ টাকা বা তাহার অংশের বাবদ ।০, যথা—

২৫৲ হইতে ৫০৲ পর্য্যন্ত	৷।০
৫০৲ ,, ৭৫৲ ,,	৸০
৭৫৲ ,, ১০০৲ ,,	১৲

এই হারে রসুম লাগে, তবে যত টাকাই হউক ৫৲ টাকার অধিক রসুম দিতে হয় না। খাজনা আমানতের নোটীশ আদালত হইতে ভূম্যধিকারীর উপর জারি হয়। আমানতের তারিখ হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে জমীদার আদালত হইতে টাকা না লইলে প্রজা উক্ত খাজনা আদালত হইতে ফেরত পাইতে পারে।

খাজনার সুদ।

মধ্য স্বত্বাধিকারী ও মৌরশি মোকররী প্রজার নিকট পাট্টা ও কবুলতীর সর্ত্তমতে জমীদার সুদ পাইতে পারেন। ভূম্যধিকারী, দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ও দখলী স্বত্ববিহীন রায়ত, কোর্ফা রায়ত ইত্যাদির নিকট বাকী খাজনার উপর শতকরা বার্ষিক ১২½ টাকা হারে সুদ পাইতে পারেন। চুক্তি থাকিলেও উক্ত হারের অধিক সুদ পাওয়া যায় না। নালিশ করিলে ভূম্যধিকারী সুদের পরিবর্ত্তে বাকী খাজনার উপর শতকরা ২৫৲ হারে পর্য্যন্ত ড্যামেজ পাইতে পারেন।

আবওয়াব মাথট ইত্যাদি।

ধায্য কর অপেক্ষা আবওয়াব মাথট ইত্যাদি নাম দিয়া জমীদার অন্য প্রকারে কোন টাকা প্রজার নিকট পাইতে পারেন না। যদি জমীদার বেআইনী মতে উক্ত টাকা আদায় করেন তাহা হইলে প্রজা ছয় মাসের মধ্যে জমীদারের নামে উক্ত বাবদ টাকার বাবদ নালিশ করিয়া উক্ত টাকা ও সাধারণতঃ ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারেন, তবে ১০০৲ টাকার বেশী জমীদার আদায় করিয়া থাকিলে প্রজা আদায়ী টাকার দ্বিগুণ টাকার দাবী করিতে পারে।

ইস্তফা (৮৬ ধারা।)

রেজেষ্টারীযুক্ত দলিল (পাট্টা ও কবুলতী) দ্বারা প্রজা বন্দোবস্ত হইলে, প্রজা কবুলতীর মেয়াদের মধ্যে জমী ইস্তফা (পরিত্যাগ) করিতে পারে না। অন্যত্র রায়ত পৌষ মাসের মধ্যে জমী পরিত্যাগের জন্য ভূম্যধিকারীর উপর নোটীশ দিয়া চৈত্র মাস অন্তে জমী পরিত্যাগ করিতে পারে। এই নোটীশ আদালত সাহায্যে বা ডাকযোগে ও অন্য প্রকারে জারি করা যায়। আংশিক জমা ইস্তফা চলে না। প্রজা খাজনা দিবার কোন বন্দোবস্ত না করিয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চাষ আবাদ বন্ধ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিলে, ভূম্যধিকারী কালেক্টারীতে নোটীশ দিয়া যোতের জমী খাস দখলে লইতে বা অন্য প্রজা পত্তন করিতে পারেন।

বাকী খাজনার নালিশ ও ডিসট্রেণ্ট।

বাকী খাজনার নালিশের আরজির জন্য ১৬ ও ২১ পৃষ্ঠা দেখ। ১ বৎসরের দেয় খাজনা বাকী পড়িলে নালিশ না করিয়া প্রজার ফসল

ডিসট্রেণ্ট দ্বারা উক্ত বাকী খাজনা আদায় করা যায়। দরখাস্তের জন্য ১৫১ ও ১৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

যোত নিলাম।

বাকী খাজনার ডিক্রীতে প্রজার যোত নিলাম হইতে পারে। এই নিলাম হইবার জন্য ক্রোকী পরওয়ানা ও ইস্তাহার এককালীন যোতের উপর জারি হয়। নিলামের তারিখের ৩০ দিন মধ্যে প্রজা ডিক্রীর টাকা ও যে টাকায় যোত বিক্রয় হইয়াছে তাহার উপর শতকরা ৫৲ হিসাবে টাকা আদালতে আমানত করিলে নিলাম রদ হয়। দরখাস্তের জন্য ১৫৪ পৃষ্ঠা দেখ। উপরোক্ত নিলামে যোত বিক্রয় হইলে খরিদদার কালেক্টার সাহেবের নিকট খাজনা আইনের ১৬৭ ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া প্রজার কৃত দায় রহিত করিতে পারেন। দরখাস্তের জন্য ১৫৭।১৫৫ পৃষ্ঠা দেখ।

আংশিক বিক্রয়।

ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি ক্রমে না হইলে মধ্য স্বত্বের বা যোত স্বত্বের আংশিক হস্তান্তর বা বিভাগ বা খাজনা বণ্টন সিদ্ধ হয় না। জমীদার ঐরূপ হস্তান্তর বিভাগ বা বণ্টন স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন।

ফসলী খাজনা।

যদি ভূম্যধিকারী বা তাহার কোন কর্ম্মচারী প্রজার উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বা মূল্য নির্ণয় জন্য উপস্থিত না হন অথবা প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে অনৈক্য বা বিবাদ হয় তাহা হইলে যে কোন পক্ষ কালেক্টার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টারের নিকট দরখাস্ত করিলে আদালত হইতে উপযুক্ত কর্ম্মচারী আসিয়া উক্ত বিষয় ধার্য্য করিয়া দিয়া রিপোর্ট দেন। উক্ত রিপোর্টে কোন পক্ষ

আপত্তি করিলে তাহা মীমাংসা করিয়া কালেক্টার বা ডেপুটি কালেক্টার উপযুক্ত হুকুম দেন।

বঙ্গীয় খাজনা আইনমতে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় নজীর।

(খাজনা আমানত)

বাস্তু জমীর প্রজা যদি গ্রামের রায়ত হয় তাহা হইলে ৬১ ধারা মতে বাস্তু জমীর খাজনা আমানত করিতে পারে (9 C. W. N. 416)।

(সুদ)

যদি আইন মতে প্রজা খাজনা দিতে চাহে (tender করে) ও জমীদার বা তাঁহার কর্ম্মচারী দাখিলা দিয়া খাজনা লইতে অস্বীকার করে তাহা হইলে জমীদার নালিশ দ্বারা সুদ পাইতে পারেন না (I. L. R. 34 Cal. page 34 F. B.)।

(নিলাম রদ)

কোর্ফা প্রজার আদালতে টাকা আমানত দ্বারা নিলাম রদ করিবার অধিকার নাই (I. L. R. 29 Cal. 450)।

(দায় রহিত)

নিলাম খরিদ্দার যোতের উপর পূর্ব্ব প্রজাকৃত দায় ১৬১ ধারা মতে নোটীশ জারির দ্বারা রহিত করিতে পারেন (I. L. R. 22 Cal. 364)।

নোটীশ জারি করিলেই দায় রহিত হয়, নালিশ করিবার আবশ্যক নাই (I. L. R. 25 Cal. 551) একের অধিক যোত এক নিলামে বিক্রীত হইলে উপরি উক্ত নিয়মে দায় রহিত করা চলে না (I. L. R. 34 Cal. page 298.)।

বেদখল।

জমীদার দ্বারা প্রজা যোত বা তাহার কোন অংশ হইতে বেদখল হইলে প্রজা যতদিন বেদখল থাকে ততদিন তাহাকে খাজনার দায়ীক হইতে হয় না (I. L. R. 28 Cal. page 188)।

সেহা, কড়চা, ইত্যাদি।

জমীদারী সেরেস্তার কাগজাদি অন্য নথীস্থ প্রমাণকে বলবান করে। যে স্থানে কাগজাদির লেখক জীবিত নাই সেই স্থলে তাহার লিখিত কাগজের উপর নির্ভর করিয়াই মোকদ্দমা ডিক্রী হইতে পারে (16 C. L. J. page 24)।

জমীদারের স্বত্ব অস্বীকার।

প্রজা জমীদার কর্ত্তৃক জমীতে দখল পাইলে পরে জমীতে জমীদারের স্বত্ব অস্বীকার করিতে পারে না (21 W. R. 153.)।

তবে জমীদারের স্বত্ব পরে ধ্বংশ হইয়াছে ইহা প্রজা দেখাইতে পারে (21 W. R. page 5.)।

থাকবস্ত ম্যাপ।

ইহা আদালতে উৎকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপে গণ্য হয় ও অনেক মোকর্দ্দমাতে এই ম্যাপ ভামরান হইলে তাহার ফলানুসারে মোকদ্দমা বিচার হয় (7 C. W. N. 849.)

দেয় খাজনা আদালতে জমা দেওয়া।

বাকী খাজনার মোকর্দ্দমায়, প্রজা তাহার নিকট বাদী জমীদারের যে টাকা প্রাপ্য স্বীকার করে তাহা পূর্ব্বে আমানত করিতে হয় নচেৎ

প্রজার পক্ষে প্রমাণ গৃহীত হয় না। যে স্থলে প্রজা খাজনার পরিমাণ বিরোধ করে, সে স্থলে বাকী খাজনা বিচারের পূর্ব্বে, আমানত করিবার আবশ্যক হয় না (I. L. R. 30 Cal. 947.)।

মোকর্দ্দমা তুলিয়া লওয়া।

যে স্থলে জমীদার কতক প্রমাণ দিবার পর বুঝিতে পারেন যে উপস্থিত প্রমাণ দ্বারা মোকর্দ্দমা ডিক্রী হইবে না ও মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইবার দরখাস্ত করেন সেস্থলে আদালত মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইতে অনুমতি দেন না (11 C. L. J. 45.)।

সেস রিটার্ণ।

সেস রিটার্ণে লিখিত হার ভিন্ন উর্দ্ধহারে জমীদার খাজনার মোকর্দ্দমায় ডিক্রী পাইতে পারেন না [Sections 19, 20 of the Cess. Act. (Act IX of 1880 B. C.)].

মৃত প্রজার ওয়ারিষ।

মৃত প্রজার সমস্ত ওয়ারিষগণকে খাজনার মোকর্দ্দমায় প্রতিবাদী না করিলে মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হয় (15 C. W. N. 191.)।

জমীদারের বেনামদার।

জমীদারের বেনামদার নিজ নামে প্রজার বিরুদ্ধে খাজনার মোকর্দ্দমা করিবার অধিকার নাই (I. L. R. 25 Cal. 91.)।

কবুলতি।

কবুলতির স্বত্বের, বিরুদ্ধে খাজানার হার (কম বা বেশী) প্রমাণ জন্য মৌখিক সাক্ষ্য আইনমতে দেওয়া যায় না (6 C. W. N. 242)।

খাজনা অনাদায়।

জমীদার যতকালই খাজনা আদায় না পান তাহাতে তাহার স্বত্বের হানি হয় না—তবে মোকর্দ্দমায় দেখাইতে হইবে যে এককালে তিনি বিবাদীর (প্রজার) নিকট খাজনা আদায় করিয়াছিলেন (6 C. L. J. 72)।

একতরফা ডিক্রী।

পূর্ব্বে এক তরফা মোকর্দ্দমার ডিক্রী থাকিলেও পরবর্ত্তী মোকর্দ্দমায় খাজনার হার সম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়া যায় অর্থাৎ একতরফা ডিক্রী লিখিত হার অপেক্ষা কমহারে প্রজা খাজনা দিয়া থাকে তাহা প্রজা প্রমাণ করিতে পারে (I. L. R. 16 Cal. 300)।

দ্বিতীয় ভাগ।

CHAPTER I.

প্রথম অধ্যায়।

নানাবিধ দলিল লিখিবার নিয়ম, মুসাবিদা ও ষ্ট্যাম্প ও রেজেষ্ট্রী খরচা।

দলিল লিখিবার রীতি।

পক্ষগণের পরিচয়—প্রত্যেক দলিলে পক্ষগণের পরিচয় অর্থাৎ নাম, পিতার নাম. জাতি, পেশা, বাসস্থানের বিবরণ অর্থাৎ গ্রামের নাম, থানা, সবরেজেষ্ট্রী এবং জেলা লিখিতে হয়।

ভাষা—দলিলের ভাষা সরল হওয়া আবশ্যক নতুবা ভবিষ্যতে পক্ষগণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে গোলযোগ হইয়া মালী মোকর্দ্দমা হইতে পারে।

লিখিবার নিয়ম—যে ষ্ট্যাম্পে দলিল লিখিতে হয় তাহার উপরে অন্ততঃ ২ ইঞ্চি স্থান ফাঁক রাখিতে হয় ঐ স্থানে সবরেজিষ্ট্রার দলিল রেজিষ্টরীর বিষয় লিখিয়া থাকেন।

কোবালা—প্রত্যেক কোবালায় যে সম্পত্তি বিক্রয় হইতেছে তাহার বিশদ বিবরণ অর্থাৎ উক্ত সম্পত্তি কোন স্থানে অবস্থিত উহার পরিমাণ কত, কোন চৌহদ্দীর অন্তর্গত, জমী মাল, কি ব্রহ্মত্তর, মাল হইলে কোন জমীদারকে উক্ত জমী বাবদ কত টাকা খাজনা দিতে হয় তাহা পরিষ্কার

করিয়া লিখিতে হইবে। কত টাকায় বিক্রয় হইল ও ঐ টাকা কিরূপে দেওয়া হইল তাহাও পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে বিক্রেতা কি কারণে সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছেন তাহাও লিখিলে ভাল হয়। কোন কোন দলিলে "গ্রহীতা" ও "দাতা" উপরে লিখিয়া দলিল লেখা হয় আর কোন কোন দলিলে গ্রহীতার বিবরণ—"মহামহিম শ্রী···ইত্যাদি" উপরে লিখিয়া পরে দলিল লেখা হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারে দলিল লিখন আজকাল অধিকতর প্রচলিত তবে দ্বিতীয় প্রকারে লিখনও স্থানে স্থানে দেখা যায়। দলিল কোন্ প্রকার হইবে তাহা পক্ষগণের ইচ্ছাসাপেক্ষ। যদি কোন দলিলে কেহ লেখেন যে আমি শ্রী·········পিতা····· সাকিম·····আপনি শ্রী········ পিতা·· · ·সাকিম ·· ···অপনাকে তপশীল বর্ণিত বন্দে···বিঘা বাস্ত জমী অদ্য তারিখে··· টাকা পন লইয়া বিক্রয় করিলাম" তাহা হইলেও উক্ত সংক্ষিপ্ত দলিল আদালতে অন্য প্রকার বৃহৎ দলিলের ন্যায় সমান কার্য্যকরী হইবে। তবে প্রথা অনুযায়ী দলিল একটু বড় করিয়া লিখিলেই পক্ষগণের সন্তোষ-জনক হয় ও পক্ষগণের মনোগত অপরাপর আবশ্যকীয় বিষয়ও দলিলে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

বন্ধক দলিল। এই দলিল সাধারণতঃ তিন প্রকার—

১। **জায় বন্ধক**—ইংরাজীতে ইহাকে Simple mortgage bond বলে। ইহা দ্বারা নিরূপিত হারে সুদ দিবার অঙ্গীকারে সম্পত্তি বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করা হয় ও সুদ ও আসল পরিশোধ করিবার জন্য একটি সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে ও ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে সুদ সমেত আসল টাকা না পাইলে বন্ধক গ্রহীতা ঐ খতের উপর নালিশ করিয়া বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা টাকা আদায় করিতে পারেন।

২। **সুদ বন্ধক বা দখল বন্ধক** (usufructuary mortgage

bond)—এই দলিল প্রথম প্রকার দলিলের ন্যায় তবে এই প্রকার দলিলে সাধারণতঃ বন্ধক গ্রহীতা সুদ বা আসলের টাকা আদায় জন্য বন্ধকী সম্পত্তিতে দখল পান। যদি তিনি কোন কারণে দখল না পান বা দখল পাইয়া পরে বেদখল হন তাহা হইলে পনের টাকার উপর উক্ত অবস্থায় বন্ধক গ্রহীতা কি হারে সুদ পাইবেন তাহাও লিখিতে হয়।

৩। **কটকোবালা** (mortgage bond by conditional sale)—ইহা এক প্রকার বন্ধক দলিল তবে প্রভেদ এই যে বন্ধক গ্রহীতার প্রাপ্য টাকা ওয়াদা মধ্যে পরিশোধ না হইলে তিনি নালিশ করিয়া বন্ধকী সম্পত্তিতে দখল লইতে পারেন। ১ম ও ২য় প্রকার বন্ধক অনুসারে সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা বন্ধক গ্রহীতার প্রাপ্য টাকা আদায় হয় তবে ২য় প্রকার বন্ধকে বন্ধক গ্রহীতা ইচ্ছা করিলে বন্ধকী সম্পত্তিতে দখল পাইতে পারেন ও যতদিন সম্পত্তির আয় হইতে তাঁহার প্রাপ্য টাকা আদায় না হয় ততদিন তিনি সম্পত্তি দখলে রাখিতে পারেন।

মন্তব্য। প্রত্যেক প্রকার বন্ধক দলিলে অন্ততঃ ২জন সাক্ষীর সমক্ষে বন্ধক দাতার দস্তখত করা একান্ত আবশ্যক নচেৎ উহা বন্ধক দলিল স্বরূপ আদালতে গ্রাহ্য হইবে না। প্রত্যেক বন্ধকী দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে।

দানপত্র—ইহা সাধারণ কোবালার ন্যায় তবে ইহাতে পনের টাকার উল্লেখ থাকে না। সম্পত্তির মালিক কি কারণে দান করিতেছেন তাহা লেখা বিশেষ আবশ্যক। এই দলিলেও ২ জন সাক্ষীর সমক্ষে মালিককে দস্তখত করিতে হয়। ঐ দলিল রেজেষ্ট্রী করা আবশ্যক।

উইল—উইল কর্ত্তা উইলে তাঁহার মনোগত ভাব স্পষ্টাক্ষরে

লিখিবেন। উইল লিখিবার বিশেষ কোন নিয়ম নাই। তবে ভাষা সরল হওয়া আবশ্যক। উইল সাদা কাগজে লিখিতে হয় কোন ষ্ট্যাম্প লাগে না। উইল রেজিষ্ট্রী করা না করা উইল কর্ত্তার ইচ্ছাধীন তবে উইল রেজিষ্ট্রী না হইলে প্রবেট লইবার সময় বিশেষ গোলযোগ হওয়া সম্ভব। যদি কোন ব্যক্তি উইল জাল বলিয়া আপত্তি করেন তাহা হইলে উইল প্রকৃত হইলেও উহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং যদিও আইন-মতে উইল রেজিষ্ট্রী না করিলেও চলে তবে ভবিষ্যতে যথা সম্ভব গোলযোগ নিবারণার্থ উইল রেজিষ্ট্রী করাই যুক্তিসঙ্গত।

উইলের সাক্ষী— উইল কর্ত্তা উইলে ২ জন সাক্ষীর সমক্ষে দস্তখত করিলেই ভাল হয় নচেৎ উইল কর্ত্তা অন্ততঃ ২ জন সাক্ষীর সমক্ষে উইল নিজে বুঝিয়া দস্তখত করিয়াছেন ইহা স্বীকার করিলে ও ঐ ২ জন সাক্ষী উইলে দস্তখত করিলেই চলিতে পারে।

টাকার খত—এই খতে পক্ষগণের পরিচয়, কত টাকার বাবদ দলিল ও কি হারে সুদ দিতে হইবে ও কোন সময় মধ্যে টাকা পরিশোধ হইবে তাহা লিখিতে হয়। এই দলিল রেজিষ্ট্রী না হইলেও চলে তবে রেজিষ্ট্রী-বিহীন খত আদালতে বিবাদী প্রায়ই অস্বীকার করে ও তখন উহা প্রমাণ করা কঠিন হয়। সুতরাং খত রেজিষ্ট্রী করিয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়।

পাট্টা ও কবুলতী—জমীদার প্রজাকে পাট্টা দেন ও প্রজা উক্ত পাট্টার মর্ম্ম অনুসারে জমীদারকে কবুলতী দিয়া থাকেন। এই দুই প্রকার দলিলে জমীর বিবরণ, ধার্য্য খাজনার পরিমাণ, যে সময়ের জন্য বন্দোবস্ত হইতেছে তাহা ও মৌরশি মোকররি দলিল হইলে পনের টাকার পরিমাণ উল্লেখ করিতে হয়। এক বৎসরের অধিক সময়ের জন্য পাট্টা ও কবুলতী হইলে উহা রেজিষ্ট্রী করিতে হয়।

এগ্রিমেণ্ট—এই দলিলে পক্ষগণের মনোগত অভিপ্রায় বিশদরূপে লিখিতে হয়।

নানা প্রকার দলিল কিরূপ ভাবে লিখিতে হ তাহার মুসাবিদা পরে দেওয়া হইয়াছে। দলিলের ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ের আইন, রেজিষ্টারী খরচার বিষয় এই পুস্তকের অন্য স্থানে দেওয়া হইয়াছে তাহা দৃষ্টে কোন্ দলিলে কত ষ্ট্যাম্প লাগিবে তাহা ঠিক করিয়া উক্ত ষ্ট্যাম্প খরিদ পূর্ব্বক তাহাতে পরিষ্কার ভাবে দলিল লিখিতে হইবে। দস্তখতের তারিখ হইতে ৪ মাস মধ্যে ঐ দলিল রেজিষ্ট্রী হওয়া আবশ্যক। যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণে রেজিষ্ট্রী আফিসে উপস্থিত হইতে অক্ষম হন তাহা হইলে রেজিষ্ট্রারের ফি ও যাতায়াতের খরচা জমা দিলে তিনি বাটীতে আসিয়া দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া লইয়া যাইবেন।

No. 1 Conveyan[illegible]

১নং—বিক্রয় কোবালা

ক্রেতা—	বিক্রেতা—
শ্রী............পিতা.........	শ্রী... পিতা.........
জাতি......পেশা......	জাতি পেশা ..
সাং......পরগণা......	সাং.. . পরগণা
থানা...... সবরেজিষ্ট্রী......	থানা সবরেজিষ্ট্রী......
জেলা	জেলা.... .

বিক্রয় কোবালা।

কস্য নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমীর বিক্রয় কোবালা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে লিখিতং শ্রী............বিক্রেতা। জেলা [illegible] অন্তর্গত মণ্ডলঘাট

পরগণায় নিম্নের তপশীলে বর্ণিত ২ বন্দে ১০ বিঘা ব্রহ্মত্তরী জমী আমার পৈতৃক সম্পত্তি হইতেছে উহা আমার ৺পিতাঠাকুর মহাশয় খাসে ভোগ দখল করিয়া......সালে পরলোক গমন করিলে আমি উক্ত সম্পত্তি তাঁহার ওয়ারিষ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া চাষ আবাদ দ্বারা দখলকার আছি। এক্ষণে আমি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। হুগলীর সবজজ আদালতে ১৯.....সালের ১২নং মোকর্দ্দমার বাদী শ্রী ....আমার বিরুদ্ধে ১২০০৲ টাকার ডিক্রী পাইয়াছেন উক্ত ডিক্রী পরিশোধ করিবার আমার উপায় না থাকায় আমি তপশীলে বর্ণিত ২ বন্দে ১০ বিঘা জমী ১৫০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে উদ্যত হওয়ায় ও মহাশয় উক্ত টাকায় উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে প্রস্তুত থাকায় এ মহাশয় উক্ত ১৫০০৲ টাকা নিম্ন জায় মত অদ্য আমাকে প্রদান করায় আমি নিঃস্বত্ব হইয়া উক্ত সম্পত্তি আপনাকে অত্র কোবালা দ্বারা বিক্রয় করিলাম, ইহাতে আমি কিম্বা আমার কোন উত্তরাধিকারী কোন আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না। মহাশয় অদ্য হইতে তপশীলে লিখিত সম্পত্তি মায় তত্ত্বপরিস্থিত আওলাতাদিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে ভোগ দখল করিবেন। যদি কোবালার লিখিত সম্পত্তিতে আমার স্বত্ব না থাকা প্রকাশ পায়, অথবা যদি আমি উক্ত সম্পত্তি পূর্ব্বে হস্তান্তর বা বন্ধক দিয়া থাকি এরূপ প্রকাশ পায় তাহা হইলে আমি আইন মতে আমলে আসিব ও কোবালায় পনের টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিব। অত্র বিক্রীত সম্পত্তির মূল দলিল আপনাকে দিলাম। এতদার্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছায় অত্র কোবালার লিখিত বেবাক টাকা বুঝিয়া পাইয়া অত্র কোবালা সম্পাদন করিয়া দিলাম ইতি তারিখ.........।

তপশীল জমীর বিবরণ।

সাক্ষী— লেখক—

শ্রী............ শ্রী............

শ্রী............

শ্রী............

টাকার জায়

১০ কেতা ১০০ টাকার নোট		১০০০৲
নগদ	... ...	৫০০৲
		১৫০০৲

No. 2—Short will.

২নং—উইল পত্র।

কস্য উইল পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে লিখিতং শ্রী.........পিতা...... .. জাতি......পেশা......সাকিম......থানা......সবরেজিষ্ট্রী......জেলা... .. আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ও গত ২ বৎসর যাবৎ নানা রোগাক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছি। আমার জীবনের আশা বড়ই অল্প। একারণে আমার সম্পত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উইল করিতেছি। আমার ২টী পুত্র, ১টী কন্যা ও স্ত্রী জীবিত। আমার কন্যা শ্রীমতী............দেবীর আমি বহু ব্যয়ে বিবাহ দিয়াছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে এক্ষণে বিধবা হইয়া আমার গৃহে বসবাস করিতেছে, তাহার স্বামীর যৎসামান্য সম্পত্তি আছে তাহাতে তাহার ভরণপোষণ হওয়া অসম্ভব সুতরাং আমি তাহাকে কিছু সম্পত্তি দিতে ইচ্ছা করি। আমার জীবনান্তে আমার ১ম পুত্র শ্রীমান...... .....আমার উক্ত সম্পত্তির ।৵০ রকম অংশ পাইবেক ও ২য় পুত্র শ্রীমান.........আমার উক্ত সম্পত্তির রকম ।৵০ আনা অংশ পাইবেক। আমার স্ত্রী শ্রীমতী...........আমার সম্পত্তির ৵০ আনা

অংশ ও আমার বিধবা কন্যা শ্রীমতী............আমার সম্পত্তির বক্রী ৵০ অংশ পাইবেক। আমার স্ত্রী ও কন্যাকে যে ।০ আনা অংশ দিলাম তাহা তাঁহারা আবশ্যক মতে দান বিক্রয় করিতে পারিবেন তাহাতে আমার পুত্রদ্বয় কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিবে না, করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে।

আমি আমার স্ত্রী শ্রীমতী............কে আমার উইলের প্রোবেট লইবার জন্য একজিকিউট্রিক্স নিযুক্ত করিলাম। তিনি অত্র উইলের প্রোবেট লইয়া আমার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও আমার পাওনা টাকাদি আদায় করিবেন ও আমার পুত্র কন্যার মধ্যে যখন যে তাহার প্রাপ্য অংশ আলাহিদা করিয়া দিতে বলিবেক তখন তাহাকে তাহার অংশ মত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবেন।

এতদর্থে অন্যের বিনানুরোধে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে উইলের মর্ম্ম সবিশেষ অবগত হইয়া অত্র উইল দস্তখত করিলাম।

উইল কর্ত্তা অত্র উইলের মর্ম্ম
অবগত হইয়া স্ব ইচ্ছায় আমাদিগের   [উইল কর্ত্তার দস্তখত]
সমক্ষে দস্তখত করিলেন।

শ্রী............

শ্রী... ....

শ্রী............

সাক্ষীগণ।

মন্তব্য :—উইলে কোন ষ্ট্যাম্প লাগে না। সাদা কাগজে লিখিলেই চলে।

No. 3—Deed of gift.

৩ নং—দান পত্র।

গ্রহীতা........	দাতা ...
শ্রীগোপাল চন্দ্র ঘোষ পিতা ৺পরাণ চন্দ্র ঘোষ জাতি গোপ পেশা জমী জমার উপস্বত্বভোগী সাং শ্যামপুর থানা নৈহাটী সবরেজিষ্ট্রী ধানপুর জেলা বর্দ্ধমান	শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ পিতা ৺হরিচরণ ঘোষ জাতি গোপ পেশা চাকরি সাং শ্যামপুর থানা নৈহাটী সবরেজিষ্ট্রী ধানপুর জেলা বর্দ্ধমান

কস্য দান পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা হুগলির অন্তর্গত থানা রামকৃষ্ণপুর সবরেজিষ্ট্রী চণ্ডীতলার অধীন মৌজে কৃষ্ণপুর গ্রামে তপশীলে বর্ণিত ও চৌহদ্দীস্থিত ১ বন্দে কমবেশী ২৸১ বিঘা সতের কাঠা নিষ্কর ব্রহ্মত্তর ভদ্রাসন জমীতে আমরা উভয়ে অংশ মত পৃথকভাবে বসবাস করিয়া স্বত্ববান ও দখলকার আছি। এক্ষণে তোমার পরিবারবর্গ অধিক হওয়ায় ও তোমার অংশের ১৩॥০ কাঠা জমীর উপরিস্থিত গৃহাদিতে সংকুলান না হওয়ায় ও তুমি আমার জ্ঞাতি ভ্রাতষ্পুত্র বিধায়, তোমার উপর স্নেহপরবশ হইয়া তোমার বসবাসের সুবিধার জন্য আমি আমার অংশের ১৩৸০ কাঠা জমী হইতে অত্র দলিলের সহ দিয়ত নক্সা মোতাবেক কমবেশী ।০ কাঠা জমী অদ্য তারিখে নিঃস্বত্ব হইয়া তোমাকে দান করিলাম। উক্ত জমীতে আমার যে কিছু স্বত্ব স্বামীত্ব হক হকিয়াত ছিল তাহা অদ্য হইতে তোমাকে বর্ত্তিল। তুমি উক্ত জমী আপন ভদ্রাসনের সামিল করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ ক্রমে নিষ্করে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাক। কস্মিন কালে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিশান কি স্থলাভিষিক্ত কেহ উক্ত জমী সম্বন্ধে

কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিবে না, করিলেও তাহা আদালতে অগ্রাহ্য হইবেক এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুস্থ শরীরে অন্যের বিনানুরোধে অত্র দান পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৮ সাল তারিখ ৫ই মাঘ।

(১) তপশীল চৌহদ্দী—

কিং কৃষ্ণপুর	উঃ	পূঃ	দঃ	পঃ
১ বন্দে ২৮১	তোমার	তোমার	আমার	আমার
মধ্যে উত্তর	ভদ্রাসন	ভদ্রাসন	ভদ্রাসন	ভদ্রাসন
পার্শে নক্সায়	জমী	জমী	জমী	জমী
হরিদ্রাবর্ণে প্রদর্শিত।০				

(২) নক্সা

লেখক

শ্রী.

No. 4—Partition Deed.

৪নং—স্থাবর সম্পত্তির বণ্টননামা।

প্রথম পক্ষ	দ্বিতীয় পক্ষ	তৃতীয় পক্ষ
শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ	শ্রীনফর চন্দ্র ঘোষ	শ্রীহরিচরণ ঘোষ
পিতা ইত্যাদি	পিতা ইত্যাদি	পিতা ইত্যাদি

কস্য পার্টিসন বা বণ্টন নামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত পরগণা কলিকাতা থানা বরাহনগর সবরেজিষ্ট্রী কাশীপুরের অধীন কিং বাসুদেবপুর গ্রামে আমাদিগের পৈতৃক নিম্নলিখিত চৌহদ্দীস্থিত যে

সমস্ত জমী জমাদি আছে তাহা আমরা ৺পিতা ঠাকুর মহাশয়ের ওয়ারিষ স্বত্রে প্রাপ্ত হইয়া একান্নবর্ত্তী থাকিয়া এজমালে তুল্যাংশে স্বত্ববান ও দখলকার আছি. এক্ষণে নানা কারণে আমাদিগের তিন সহোদরের মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় আমরা পৃথকান্ন হইয়াছি সুতরাং সমস্ত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লওয়া আবশ্যক হইয়াছে নচেৎ সম্পত্তি দখলের পরস্পরের অসুবিধা হইতেছে এজন্য আমরা তিন ভ্রাতায় আপোষে অত্র মতে পার্টিসন করিয়া লইলাম যে (ক) (খ) (গ) তপশীলের বর্ণিত মোট সম্পত্তির মধ্যে আমি রামচন্দ্র ঘোষ প্রথম পক্ষ (ক) তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তি ও দ্বিতীয় পক্ষ আমি শ্রীনফর চন্দ্র ঘোষ (খ) তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তি ও তৃতীয় পক্ষ আমি শ্রীহরিচরণ ঘোষ (গ) তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তি লইলাম এবং (ক) (খ) (গ) তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির মালিকের প্রাপ্য বাকী খাজনা বাবদ পক্ষগণ নিজ নিজ সম্পত্তির জন্য দায়ী রহিলাম আমাদিগের এজমালী দেনা যাহা (ঘ) তপশীলে বর্ণিত হইল উক্ত দেনার টাকার মধ্যে প্রথম পক্ষ আমি শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ ১।২।৩ দফা দেনার দ্বিতীয় পক্ষ আমি শ্রীনফর চন্দ্র ঘোষ ৪।৫।৬ দফা দেনার ও তৃতীয় পক্ষ আমি শ্রীহরিচরণ ঘোষ ৭।৮।৯ দফা দেনার টাকার দায়ী রহিলাম। তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তির প্রজাগণের নিকট প্রাপ্য বকেয়া খাজনা আদায় হইলে আমরা তাহা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইব। অত্র পার্টিসন দলিলের লিখিত সর্ত্তে আমরা তিন জনে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে বাধ্য হইব ও হইবে যদি আমরা কিম্বা আমাদিগের ওয়ারিশান মধ্যে কেহ অত্র দলিলের লিখিত কোন সর্ত্ত সম্বন্ধে কোন আপত্তি ভবিষ্যতে উত্থাপন করি কিম্বা করে তাহা সর্ব্বতোভাবে সকল আদালতে অগ্রাহ্য হইবে এতদর্থে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সুস্থ শরীরে অন্যের বিনানুরোধে অত্র বণ্টন নামায় দস্তখত করিলাম। ইতি—

তপশীল (ক) তপশীল (খ) তপশীল (গ)

তশীল (ঘ) (দেনার বিবরণ)

তপশীল	তপশীল	তপশীল
।২।৩ দফা।	৪।৫।৬ দফা	৭।৮।৯ দফা।

ইসাদী লেখক

শ্রী .... শ্রী............

শ্রী... ....

No. 5—Simple mortgage bond

৫নং—জায় বন্ধকী খত।

মহামহিম শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় পিতা ৺হরকুমার মুখোপাধ্যায় জাতি ব্রাহ্মণ পেশা জমীদারী সাং পানিহাটী থানা ও সবরেজিষ্ট্রী খড়দহ জেলা ২৪ পং সবডিঃ বারাকপুর।

লিখিতং শ্রীগোপাল মণ্ডল পিতা ৺মাধব মণ্ডল জাতি সৎগোপ পেশা চাকরি সাং ঘোলা থানা খড়দহ জেলা ২৪ পং কস্য পৈতৃক নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমী বন্ধকী কৰ্জ্জখত পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। পং কলিকাতা থানা বরাহ-নগর সবরেজিষ্ট্রী কাশীপুরের অধীন কিং পালপাড়া গ্রামে ১ বন্দে কমবেশী ১০৴ বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মত্তর বাগান জমী মায় তদুপরিস্থিত আওলাতাদি যাহাতে আমি আমার পিতার ওয়ারিষ সূত্রে ষোল আনা রকমে স্বত্ববান ও দখলকার আছি এক্ষণে আমার প্রয়োজন বশতঃ উক্ত সম্পত্তি অপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া অদ্য তারিখে ২০০৲ টাকা কৰ্জ্জ করিলাম। এই টাকার সুদ মাসিক শতকরা ১॥০ হিসাবে দিব। সন ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যে সুদ আসল বেবাক টাকা পরিশোধ করিব। প্রকাশ থাকে যে উক্ত সম্পত্তি আমি কাহাকেও বিক্রয় করি নাই বা বন্ধক দিই নাই বা

অন্যরূপে দায় সংযোগ করি নাই। যদি ওয়াদা মধ্যে আমি আপনার বেবাক টাকা পরিশোধ করিতে না পারি তাহা হইলে আপনি আদালত সাহায্যে আপনার প্রাপ্য টাকা, বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন ও যদি তাহাতে আপনার সমূহ টাকা আদায় না হয় তাহা হইলে আপনি আমার অপরাপর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা বক্রী টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। অত্রদর্থে খতের লিখিত সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুস্থ শরীরে অত্র জমী বন্ধকী খত পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন......তারিখ......

তপশীল চৌহদ্দী—

পালপাড়া	উত্তর	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম
গ্রামে ১ বন্দে	হরি চট্টোর	কানাই বন্দ্যোর	তারক ঘোষের	সবকাবা
কমবেশী—১০/	বাগান	বাটী	বাগান	রাস্তা

ইসাদী—

লেখক

সাং......　　সাং......　　সাং

No. 6—Usufructuary mortgage bond.

৬নং—সুদ বন্ধকী খত।

গ্রহীতা	দাতা
শ্রীধরণীধর রায় পিতা ৺প্রাণধন রায় জাতি ব্রাহ্মণ পেশা চাকরি সাং মদন পুর থানা গোপালপুর সবরেজিষ্ট্রী দমদমা জেলা ২৪ পং	শ্রীগোপাল চন্দ্র ঘোষ পিতা ৺শ্রীচরণ ঘোষ জাতি গোপ পেশা চাষ সাং মদনপুর থানা গোপাল-পুর সবরেজিষ্ট্রী দমদমা জেলা ২৪ পং

কস্য স্থদ বন্ধকী কর্জ্জ খত পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে।—জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত থানা ও সবরেজিষ্ট্রী দমদমার এলাকাধীন মৌজে কোদালে গ্রামে ১ বন্দে কমবেশী ৩/ বিঘা খরিদা নিষ্কর ব্রহ্মত্তর শালী জমী যাহাতে আমি চাষ আবাদ দ্বারা দখলকার আছি এক্ষণে আমার কন্যার বিবাহের জন্য টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন হওয়ায় উক্ত জমী আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া অদ্য তারিখে মঃ ৩০০. টাকা কর্জ্জ করিলাম। এই টাকার স্থদ মাসিক শতকরা ১. টাকা হিঃ মোট মাসিক ৩. টাকা দিব। ওয়াদা সন ১৩২০ সালের মাঘ মাস মধ্যে স্থদ আসল সমস্ত টাকা পরিশোধ করিব উক্ত জমী অদ্য হইতে আপনাকে দখল দিলাম ও উক্ত জমী হইতে যে উপস্বত্ব হইবে তাহা অত্র খতের মেয়াদ পর্য্যন্ত আপনাকে অত্র খতের লিখিত আসল টাকার ও স্থদের বাবদ বরাত দিলাম। আপনি প্রতি সন উক্ত জমীর উপস্বত্ব গ্রহণ করিয়া আপনার প্রাপ্য স্থদের টাকার ও তৎবাদে আসল টাকায় মিনাহ দিবেন এবং উহা অত্র খতের পৃষ্ঠে ওয়াশীল দিবেন। আমি ওয়াদা মধ্যে আপনার প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে ওয়াদা অন্তে বন্ধকী সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে যতদিন আপনার টাকা পরিশোধ না হয় ততকাল বন্ধকী সম্পত্তি আপনার দখলে থাকিবে। উক্ত জমীর খরিদা কোবালা ১ খণ্ড মহাশয়কে দিলাম। আপনার প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিয়া অত্র খত ও উক্ত দলিল ফেরত লইব। যতদিন আপনার প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে না পারিব ততদিন উক্ত জমী কাহাকেও স্থদ বন্ধক দিতে পারিব না যদি দিই তাহা আদালতে অগ্রাহ্য হইবে। অত্র সম্পত্তি সম্পূর্ণ দায় রহিত অবস্থায় আপনার নিকট বন্ধক রাখিলাম। যদি কোন প্রকার দায় সংযুক্ত থাকা ভবিষ্যতে প্রকাশ পায় তাহা হইলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইব। এতদর্থে খতের লিখিত সমস্ত টাকা

বুঝিয়া পাইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুস্থ শরীরে অত্র সুদবন্ধকী খত লিখিয়া দিলাম ইতি সন......তারিখ......

তপশীল চৌহদ্দী—

কোদালে গ্রামে	উত্তর	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম
১ বন্দে	নগেন্দ্র ঘোষের	নবীন ঘোষের	চলত	সরকারী
আন্দাজ ৩/০	জমী	জমী	রাস্তা	খাল

ইসাদী—

লেখক

শ্রী........	শ্রী.......	শ্রী.........	শ্রী.........	শ্রী.........
সাং ·····	সাং······	সাং · ··	সাং······	সাং······

No. 7—Mortgage by conditional sale.

৭নং—বন্ধকী কট-কোবালা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা ৺নেপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাতি ব্রাহ্মণ পেশা ব্যবসা সাং কালীবাটী থানা ও সবরেজিষ্ট্রী নরসিংহপুর জেলা হুগলী—

মহাশয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীকৈলাশচন্দ্র মণ্ডল পিতা ৺দীননাথমণ্ডল জাতি সৎগোপ পেশা চাষ ইত্যাদি সাং মদনপুর থানা গুপিগঞ্জ সবরেজিষ্ট্রী কাশীপুর জেলা বর্দ্ধমান কস্য কট কোবালা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত পরগণা কলিকাতা থানা গুপিগঞ্জ সবরেজিষ্ট্রী কাশীপুরের অধীন ১৫৭নং তৌজির জমীদার লস্করপুর থানার অধীন বাঁকিপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের জমীদারীর অন্তর্গত মৌজে লক্ষণ বাড়িয়া গ্রামে নিম্নলিখিত চৌহদ্দীস্থিত ১ বন্দে কমবেশী ৫/ বিঘা কায়েমি

খেরাজি জমী যাহার খাজনা বার্ষিক ৫৷৶০ টাকা উপরোক্ত জমীদার মহাশয়ের সরকারে আদায় দিয়া চাষ আবাদ দ্বারা আমি স্বত্ববান ও দখলকার আছি এক্ষণে আমার পিতৃশ্রাদ্ধ জন্য টাকার অত্যন্ত আবশ্যক হওয়ায় উক্ত জমী মহাশয়ের নিকট অত্র কট-কোবালা দ্বারা বন্ধক রাখিয়া ৫০০৲ টাকা কর্জ্জ করিলাম। যদি আমি অদ্য হইতে ৩ বৎসর মধ্যে পনের টাকা শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হিসাবে সুদ সহ এককালীন পরিশোধ করিতে পারি তাহা হইলে এই কোবালা ফেরত পাইব যদি মেয়াদ মধ্যে সুদ সমেত বেবাক টাকা পরিশোধ করিতে না পারি তবে মেয়াদ গতে আপনি আইন মত নালিশ করিয়া আদালতের সাহায্যে আমার বন্ধক উদ্ধারের স্বত্ব রহিত করিয়া উক্ত সম্পত্তি দখল লইবেন ও আমার নাম খারিজে উপরোক্ত জমীদার মহাশয়ের সরকারে সন সন ধার্য্য খাজনা আদায় দিয়া নিজ নামে দাখিলা লইয়া পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিষান ক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে পারিবেন। তাহাতে আমি কি আমার ওয়ারিষান কিম্বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ কেহ কোন ওজর আপত্তি কিম্বা দাবী দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিবে না করিলেও তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর ও আদালতে অগ্রাহ্য হইবে এতদর্থে পনের টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছায় অত্র কট কোবালা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১৩১৮ তারিখ ২১ চৈত্র—

তপশীল চৌহদ্দী—

লক্ষণবাড়িয়া গ্রামে	উত্তর	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম
১ বন্দে কমবেশী ৫/০	কৃষ্ণ ঘোষের জমী	শিব নাথ রায়ের বাগান	গলি পথ	সরকারী রাস্তা

ইসাদী—

লেখক

....	শ্রী............	শ্রী...........	শ্রী.........
সাং......	সাং......	সাং......	সাং.....

No. 8—Maurasi Mokarari kabuliat (permanent lease).

৮নং—মৌরশি মোকররি কবুলতী।

কবুলতী দাতা	কবুলতী গ্রহীতা
শ্রী.........পিতা......	শ্রী.........পিতা......
জাতি......পেশা......	জাতি......পেশা......
সাকিম......থানা......	সাকিম......থানা......
জেলা......	জেলা......

মৌরশি মোকররি কবুলতী

কস্য মৌরশি মোকররি কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা হুগলা ......পরগণা......কালেক্টরীর ৭১২নং তৌজি ভুক্ত মহাশয়ের জমীদারীর অন্তর্গতঃ নিম্নের তপশীলে বর্ণিত দাসপুর গ্রামে ৩ বন্দে ৫৴০ বিঘা বাস্তুজমী আপনার খাস দখলে আছে উক্ত জমী আমি ১০০০৲ টাকা সেলামী প্রদানে বার্ষিক ৫৲ টাকা খাজনা ধার্য্যে বসতবাটী ও বাগানাদি প্রস্তুত জন্য মহাশয়ের নিকট মৌরশি মোকররি বিলি লইবার প্রার্থনা করায় মহাশয় আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া আমার নিকট অদ্য তারিখে ১০০০৲ টাকা সেলামী গ্রহণে বার্ষিক ৫৲ টাকা খাজনা ধার্য্যে মৌরশি মোকররি পাট্টা দিতেছেন, আমিও উক্ত পাট্টার অনুরূপ অত্র কবুলতী দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে ধার্য্য খাজনা নিম্নের কিস্তি মোতাবেক আপনার সেরেস্তায় আদায় দিয়া প্রচলিত চেক দাখিলা লইব, কিস্তি

খেলাপ করিলে প্রতি টাকায় ৵১০ পয়সা হিসাবে প্রতি মাসে কিস্তি খেলাপী সুদ দিব। ধার্য্য খাজনা ব্যতীত রোড বা পবলিক ওয়ার্কস্ সেস যাহা ধার্য্য আছে বা হইবে তাহা খাজনা সহ আদায় দিব। জমীর ধার্য্য খাজনা কস্মিনকালে কোন কারণে কমবেশী হইবেনা। আমি উক্ত জমীতে ইমারতাদি প্রস্তুত, পুষ্করিণী খনন করিতে পারিব ও জমীর উপরিস্থিত বৃক্ষাদি আবশ্যকমতে ছেদন করিতে পারিব। আমি জমীতে বৃক্ষাদি রোপন বাগ বাগিচা প্রস্তুত করিতে পারিব তাহাতে আপনি কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিবেন না। আমি পুত্র পৌত্রাদি, ওয়ারিষান ও স্থলাভিষিক্তব্যক্তিগণ ক্রমে ধার্য্য খাজনা মহাশয়ের সেরেস্তায় আদায় দিয়া উক্ত জমী ভোগদখল করিতে পারিব ও পারিবে। আবশ্যকমতে উক্ত জমী বা তাহার কোন অংশের আমার মৌরশি স্বত্ব দান বিক্রয় করিতে পারিব ও আংশিক বিক্রয় হইলে হারাহারি খাজনা মুসমা পাইব ও আপনি খরিদদারের নিকট বক্রী খাজনা পাইবেন। জমীতে যদি কোন কয়লার খনি বা কোন মূল্যবান দ্রব্য আবিষ্কৃত হয় তাহা আপনি অর্দ্ধেক ও আমি অর্দ্ধেক পাইব। জমী বা তাহার কোন অংশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে আপনি হারাহারি প্রাপ্য খাজনার ২০ গুণ টাকা লইতে পারিবেন ও আমি মূল্যের বক্রী সমস্ত টাকা পাইব ও আমি গ্রহীত জমীর হারাহারি খাজনা মুসমা পাইব। এতদর্থে নিম্ন জায় মত ১০০০৲ টাকা মহাশয়কে সেলামী দিয়া পাট্টা গ্রহণে স্ব ইচ্ছায় অত্র কবুলতী লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ....

খাজনা আদায়ের কিস্তির জায়—

মাহা আষাঢ়	১।০
,, আশ্বিন	১।০
,, পৌষ	১।০
,, চৈত্র	১।০
	৫৲

সেলামী—

টাকার জায়—

১০০৲ টাকার নোট

৫ কেতা ৫০

৫৲ টাকার নোট

৮০ কেতা ৪০০৲

নগদ ১০০৲

মোট ১০

তপশীল জমির বিবরণ

লেখক

শ্রী.. .. ..

সাক্ষী

শ্রী ....

শ্রী.. ......

শ্রী.........

মন্তব্য ঃ—মৌরশি পাট্টা কবুলতীতে বকেয়া খাজনার উপর চুক্তি-হারে সুদ দিবার সর্ত্ত থাকে কিন্তু চাষের জমীর মেয়াদী সাধারণ কবুলতীতে আইনানুসারে (অর্থাৎ শতকরা ১২½) হারে সুদ দিবার চুক্তি করিতে হয়। বেশী হারে সুদ দিবার চুক্তি থাকিলেও উক্ত হারে সুদ আইনানুসারে প্রজার নিকট আদায় হয় না।

No. 9—Maurasi Mokarari patta—creating permanent lease.

৯নং—মৌরশি মোকররি পাট্টা।

পাট্টা দাতা।	পাট্টা গ্রহীতা
শ্রী.........পিতা	শ্রী.........পিতা......
জাতি......পেশা......	জাতি......পেশা......
সাকিম......থানা......	সাকিম......থানা......

মৌরশি মোকররি পাট্টা।

কস্য মৌরশি মোকররি পাট্টা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে।—জেলা হুগলি ......পরগণা........কালেক্টরী ৭১২নং তৌজিভুক্ত আমার জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত নিম্নের তপশীলে বর্ণিত দাসপুর গ্রামে ৩ বন্দে ৫৴০ বিঘা বাস্তু-জমী আমার খাসদখলে আছে উক্ত জমা আপনি ১০০০৲ সেলামী প্রদানে বার্ষিক ৫৲ টাকা খাজনা ধার্য্যে বসতবাটী প্রস্তুত জন্য আমার নিকট মৌরশি মোকররি বিলি লইবার প্রার্থনা করায় আমি আপনাকে প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া আপনার নিকট অদ্য তারিখে ১০০০৲ সেলামী গ্রহণে বার্ষিক ৫৲ টাকা খাজনা ধার্য্যে মৌরশি মোকররি কবুলতী গ্রহণে উক্ত কবুলতীর অনুযায়ী অত্র পাট্টা দিতেছি। আপনি ধার্য্য খাজনা নিম্নের কিস্তি মোতাবেক আমার সেরেস্তায় আদায় দিয়া প্রচলিত চেক্ দাখিলা লইবেন। কিস্তী খেলাপ করিলে প্রতি টাকায় ৫১০ পয়সা হিসাবে প্রতি মাসে কিস্তি খেলাপী সুদ দিবেন। রোড বা পাবলিক ওয়ার্কস্ সেস যাহা ধার্য্য আছে বা ভবিষ্যতে যাহা ধার্য্য হইবে তাহা খাজনা সহ আদায় দিবেন। জমীর ধার্য্য খাজনা কস্মিন কালে কোন কারণে কম বেশী হইবে না। আপনি উক্ত জমীতে পুষ্করিণী খনন বা ইষ্টকাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন, জমীর উপরিস্থিত বৃক্ষাদি আবশ্যকমতে ছেদন করিতে পারিবেন। আপনি জমীতে বৃক্ষাদি রোপন বাগ বাগিচা প্রস্তুত করিতে পারিবেন তাহাতে আমি কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিব না। আপনি ও আপনার পুত্র পৌত্রাদি, ওয়ারিষান, ও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ ধার্য্য খাজনা আমার সেরেস্তায় আদায় দিয়া উক্ত জমী ভোগ দখল করিতে পারিবেন, ও আবশ্যক মতে উক্ত জমী বা তাহার কোন অংশের

আপনার মৌরশি স্বত্ত্ব দান বিক্রয় করিতে পারিবেন ও আংশিকরূপে বিক্রয় হইলে হারাহারি খাজনা মুসমা পাইবেন ও আমি খরিদদারের নিকট বক্রী খাজনা পাইব। জমীতে যদি কয়লার খনি বা অন্য কোন মূল্যবান বস্তু আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলে আমি তাহার অর্দ্ধেক ও আপনি অর্দ্ধেক পাইবেন। জমী বা তাহার কোন অংশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রহীত হইলে আমি হারাহারি খাজনার ২০ গুণ টাকা জমীর মূল্য হইতে লইব ও আপনি মূল্যের বক্রী সমস্ত টাকা পাইবেন ও আপনি গ্রহীত জমীর হারাহারি খাজনা মুসমা পাইবেন এতদর্থে নিম্নজায় মত সেলামী টাকা বুঝিয়া পাইয়া কবুলতী গ্রহণে স্বেচ্ছায় অত্র পাট্টা লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ......

খাজনা আদায় কিস্তির জায়

মাহা	আষাঢ়	১।০
,,	আশ্বিন	১।০
,,	পৌষ	১।০
,,	চৈত্র	১।০
		৫৲

সেলামীর টাকার জায়......

১০০ টাকার নোট
৫ কেতা ৫০০৲
৫ টাকার নোট
৮০ কেতা ৪০০৲
নগদ ১০০৲
মোট ১০০০৲

তপশীল জমীর বিবরণ

সাক্ষী

শ্রী............

শ্রী ....

শ্রী...........

লেখক

শ্রী.........

No. 10—Kubuliat for a limited period.

১০নং—মেয়াদী কুবুলতী।

[ষ্ট্যাম্প]

কবুলতী গ্রহীতা	কবুলতী দাতা
শ্রীযুক্ত বাবু......	শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ
পিতা...... ...	পিতা ৺নবকুমার ঘোষ
জাতি......পেশা	জাতি গোপ পেশা চাষ
সাকিম......থানা......	সাকিম......থানা......
সবরেজিষ্ট্রী... . জেলা......	জেলা......

কস্য মেয়াদী কবুলতী পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। জেলা......পরগণা...... ৩০২ নং তৌজিভুক্ত......গ্রামে জমী জমাদি মহাশয় ১৮৯০ সালের ২রা মার্চ তারিখে জেলা হুগলীর সবজজ আদালতে প্রকাশ্য নিলামে খরিদ পূর্ব্বক দখলকার আছেন। উক্ত জমী জমার মধ্যে মহেশপুর গ্রামে তপশীলের লিখিত চৌহদ্দীস্থিত ৩ বন্দে ১১৷৷৹ বিঘা জমী বার্ষিক ২৫৲ টাকা জমা ধার্য্যে আমি ৭ বৎসর মেয়াদে বিলি লইতে প্রার্থনা করায় মহাশয় আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া আমায় উক্ত খাজনায় উক্ত জমী বিলি করিয়া পাট্টা দিয়াছেন। আমিও উক্ত জমীর বাবদ মহাশয়ের সেরেস্তার প্রথা অনুসারে অত্র কবুলতী লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত ধার্য্যকৃত মালগুজারি খাজনা নিম্নের কিস্তি মোতাবেক মহাশয়ের মালের সেরেস্তায় আদায় দিয়া প্রচলিত চেক দাখিলা লইব। কিস্তি খেলাপ করিলে বাকী খাজনার উপর বার্ষিক শতকরা ১২½ টাকা হারে সুদ দিব। ধার্য্য খাজনা ব্যতীত বর্ত্তমান রোড ও পবলিক ওয়ার্কসসেস যাহা ধার্য্য আছে বা ভবিষ্যতে ধার্য্য হইবে তাহা আপনার সরকারে ধার্য্য খাজনা সহ আদায় দিব। জমা হাজা শুখা পতিত থাকা ইত্যাদি

কোন কারণে খাজনার টাকা বা তাহার কোন অংশ মিনাহ পাইব না। উক্ত জমীতে পুষ্করিণী খনন বা ইট প্রস্তুতাদি করিয়া জমীর রূপান্তর করিতে পারিব না। জমীর সীমা সহরাদ্দ বজায় রাখিব ও কবুলতীর মেয়াদ অন্তে উক্ত জমী মহাশয়ের খাস দখলে ছাড়িয়া দিব। জমী মেয়াদ মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রহীত হইলে তাহার মূল্যের টাকা মহাশয় পাইবেন আমি কেবল গ্রহীত জমীর হারাহারি খাজনা মিনাহ পাইব। এতদর্থে সুস্থ শরীরে অন্যের বিনা অনুরোধে অত্র কবুলতী লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ—

খাজনা আদায়ের কিস্তির জায়

মাহ আষাঢ়·········৬।০

,, আশ্বিন··· ·····৬।০

,, পৌষ ···········৬।০

,, চৈত্র···········৬।০

২৫৲

তপশীল জমীর চৌহদ্দী

জেলা·········পরগণা······থানা ·····রামপুর গ্রামে

শালীজমি	উত্তর	দক্ষিণ	পূর্ব্ব	পশ্চিম
১। ৩⁄ এক	সরকারী বাঁধ বন্দ	রাস্তা	মহাশয়ের জমী	রাম ঘোষের বাস্তু বাটী
২। উক্ত গ্রামে ৷ বন্দ শালী জমী				
৭⁄	···	···	···	···

৩। উক্ত গ্রামে ১ বন্দ শালী

জমী ২৷৷৴ ... .

সাক্ষী লেখক

শ্রী... .... শ্রী ......

No. 11—Patta for a limited period—counter-part of No. 10.

১১নং—মেয়াদী পাট্টা।

পাট্টা দাতা পাট্টা গহীতা

শ্রী.........পিতা...... শ্রী.........পিতা......

জাতি......পেশা...... জাতি......পেশা......

সাং......থানা...... সাং......থানা......

জেলা...... জেলা......

কস্য মেয়াদী পাট্টা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে......জেলা......পরগণা ৩০২নং তৌজীভুক্ত বাসুদেবপুর গ্রামে জমীজমাদি আমি ১৮৯০ সালে ২রা মার্চ্চ তারিখে জেঃ হুগলীর ১ম সবজজ্ আদালতে প্রকাশ্য নিলামে খরিদ পূর্ব্বক দখলকার আছি। উক্ত জমীজমা মধ্যে মহেশপুর গ্রামে তপশীল লিখিত চৌহদ্দীস্থিত তিন বন্দে ১২৷৷৴ বিঘা জমী বার্ষিক ২৫৲ জমা ধার্য্যে তুমি ৭ বৎসর মেয়াদে বিলি লইতে প্রার্থনা করায় আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া উক্ত জমী তোমার উক্ত খাজনায় বিলি করিয়াছি ও তুমি রীতিমত কবুলতী লিখিয়া দিয়াছ। তুমি উক্ত জমীর বাবদ আমার সেরেস্তার প্রথানুসারে উক্ত ধার্য্য মালগুজারি

চেক্ দাখিলা লইবে। কিস্তি খেলাপ করিলে বাকী খাজনার উপর শতকরা ১২৷৷০ টাকা হিসাবে আইনমত সুদ দিবে। ধার্য্য খাজনা ব্যতীত বর্ত্তমান রোড ও পাবলিক ওয়ার্কসসেস্ যাহা ধার্য্য আছে বা ভবিষ্যতে ধার্য্য হইবে তাহাও আমার সরকারে আদায় দিবে। জমী হাজা, শুখা, পতিত থাকা ইত্যাদি কোন কারণে খাজনার টাকা বা তাহার কোন অংশ মিনাহ পাইবে না। উক্ত জমীতে পুষ্করিণী খনন বা ইষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া জমীর রূপান্তর করিতে পারিবে না। উক্ত জমীস্থ কোন বৃক্ষাদি ছেদন করিতে পারিবে না। জমীর সীমা সহরাদ্দ বজায় রাখিবে ও কবুলতীর মেয়াদ অন্তে জমী আমার খাস দখলে ছাড়িয়া দিবে। জমী মেয়াদ মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে আমি মূল্যের টাকা সমস্ত পাইব, তুমি কেবল গৃহীত জমীর হারাহারি খাজনা মিনাহ পাইবে। এতদর্থে আমি তোমায় অত্র পাট্টা লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ……

খাজনা আদায়ের কিস্তির জায়……

জমীর চৌহদ্দী

সাক্ষী

শ্রী…………

শ্রী…………

লেখক

শ্রী…………

No. 12—Simple money bond.

১২নং—কর্জ্জ টাকার বাবদ সাধারণ খত।

মহামহিম শ্রীযুক্ত………… পিতা…………

জাতি… .. পেশা…… সাকিম……

জেলা…… সবরেজিষ্ট্রী……

[ষ্ট্যাম্প]

বরাবরেষু

লিখিতং শ্রী………পিতা……জাতি……পেশা……সাকিম……

পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমার কন্যার শুভ বিবাহের খরচ কারণ আমার টাকার আবশ্যক হওয়ায় আমি আপনার নিকট অদ্য তারিখে মবলগে ৫০৲ টাকা কর্জ্জ লইলাম উক্ত টাকার সুদ মাসিক প্রতি টাকায় ।১০ হিসাবে দিব ও আগামী......সনের......মাসের মধ্যে আমি আসল ও সুদের বেবাক টাকা পরিশোধ করিব। যখন যে টাকা আদায় দিব তাহা এই তমসুকের পৃষ্ঠে ওয়াশীল দিয়া লইব। অত্র খতের পৃষ্ঠের লিখিত টাকা ভিন্ন অন্য টাকার বাবদ কখন কোন ওয়াশীলের আপত্তি করিতে পারিব না। আর প্রকাশ থাকে যে সুদের টাকা মাস মাস আদায় না দিলে উক্ত টাকা পরবর্ত্তী মাসে আসলে গণ্য হইয়া উহার উপর খতের লিখিত হারে সুদ চলিবে। যদি আমি খতের টাকা ও সুদের টাকা আদায় না দিই তাহা হইলে আপনি আমার নামে নালিশ করিয়া আমার স্বনাম বেনাম স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বিক্রয় দ্বারা আপনার প্রাপ্য টাকা ও আদালত খরচা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে আমি কি আমার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিমধ্যে কেহ কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না। এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছায় অত্র খতের লিখিত টাকা বুঝিয়া পাইয়া অত্র খত দস্তখত করিয়া দিলাম ইতি তারিখ..... সাল......

সাক্ষী	লেখক
শ্রী............	শ্রী............
শ্রী............	
শ্রী............	
শ্রী............	

No. 13—Hand note.

১৩নং—হ্যাণ্ড নোট।

চাহিবা মাত্র আমি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ভেড়ামারা থানার অধীন কালিবাটী সাকিমের ৺গোকুল চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত তিনকড়ি সিংহ মহাশয়কে মঃ......টাকা অদ্য হইতে আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত শতকরা বার্ষিক......টাকা হারে সুদসহ দিবার অঙ্গীকার করিতেছি। ঐ টাকা তপশীলের জায় মত নোট ও নগদে উক্ত সিংহ মহাশয়ের নিকট বুঝিয়া পাইলাম ইতি সন......তারিখ......

টাকার জায়

দস্তখত

সাং.........

মন্তব্য :—কুড়ি টাকার অনধিক টাকার জন্য হইলেও হ্যাণ্ড নোটে এক আনার ষ্ট্যাম্প লাগে; অর্থাৎ সকল হ্যাণ্ডনোটেই এক আনা ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

No. 14—Agreement for referring a dispute to arbitration

১৪নং—সালিশ মানিবার এগ্রিমেণ্ট।

মহামহিম শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পিতা শ্রীযুক্ত গোকুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জাতি ব্রাহ্মণ পেশা চাকরি সাং......১২নং ....ঘোষের ষ্ট্রীট, কালীঘাট জেলা ২৪ পরগণা।

লিখিতং শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল পিতা ৺ভবতারণ মণ্ডল ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল পিতা ৺কেদার নাথ মণ্ডল উভয়ের জাতি সৎগোপ পেশা চাকরি সাং পাঠানপুর থানা ও সবরেজিষ্ট্রী দমদমা জেলা ২৪ পং। কস্য একরার

নামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা ২৪ পঃ অন্তর্গত পরগণা কলিকাতা থানা ও সবরেজিষ্ট্রী দমদমার এলাকাধীন কিং পাঠানপুর গ্রামে নিম্নলিখিত চৌহদ্দীস্থিত ১ বন্দে কমবেশী ৭৷৷০ বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মত্তর বাগান জমী যাহার ⅔ অংশ কমবেশী ৫৵০ বিঘা জমী মায় তদুপরিস্থিত আওলতাদি আমি শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল গত সন ১৩১৫ সালের ৭ই ভাদ্র তারিখে ..... সাকিমের শ্রী.........র নিকট ও বক্রী ⅓ অংশ ২৷৷০ বিঘা জমী মায় তদুপরিস্থিত আওলতাদি আমি শ্রীপ্রাণকৃষ্ট মণ্ডল সন ১৩১৫ সালের আশ্বিন মাসে...সাকিমের শ্রী......র নিকট খরিদ করিয়া উভয়ে এজমালে স্বত্ববান ও দখলকার আছি। উক্ত সম্পত্তি এজমালে থাকায় আমরা উহাতে কোনরূপ পাকা ইমারতাদি প্রস্তুত করিতে পারিতেছি না, তজ্জন্য উক্ত সম্পত্তি আমার আপোষে বিভাগ করিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় আপনাকে সালিশ মান্য করিয়া অত্র এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে আপনি উক্ত সম্পত্তি জরিপ করিয়া জমীর পরিমাণ মূল্য ও আওলতাদির মূল্য ধার্য্য করতঃ আমাদিগের উপরোক্ত অংশানুসারে যেরূপ বিভাগ করিয়া নক্সা ও রোয়দাদ প্রস্তুত করিয়া দিবেন তাহাতে আমরা উভয়ে বাধ্য হইব। আপনার কৃত নক্সা ও রোয়দাদ সম্বন্ধে আমরা কিম্বা আম্মাদিগের ওয়ারিষান কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ কেহ কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিব না ও পারিবে না করিলেও তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর এবং আদালতে অগ্রাহ্য হইবে, এতদর্থে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সুস্থ শরীরে অত্র একরারনামা লিখিয়া দিলাম ইতি সন......তারিখ......

তপশীল চৌহদ্দী

	উত্তর	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম
কিং পাঠানপুর গ্রামে ১বন্দে কমবেশী ৭৷৷০	ভাগাড় রাস্তা	সরকারী রাস্তা	খাস খামার পতিত জমী	নেলুয়ার বিল

ইসাদী—

লেখক		সাক্ষী	
....	শ্রী............	শ্রী............	শ্রী.... ....
সাং......	সাং......	সাং......	সাং......

No. 15—Agreement.

১৫নং—জমী বিক্রেয় সম্বন্ধীয় একরার পত্র

মহামহিম শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র স্থর পিতা
৺হলধর স্থর জাতি তিলি পেশা চাকরি
সাং চন্দন নগর থানা ও সবরেজিষ্ট্রী
ফরাসডাঙ্গা জেলা খুলনা—

মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীঅমর নাথ স্থর পিতা ৺ভগবান চন্দ্র স্থর জাতি গোপ পেশা চাকরি সাং মহেশতলা থানা ভাঙ্গড় সবরেজিষ্ট্রী বাদড়া জেলা ২৪ পরগণা কস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত পং কলিকাতা থানা ও সবরেজিষ্ট্রী দমদমার এলাকাধীন কিং কৈখালি গ্রামে নিম্নলিখিত চৌহদ্দীস্থিত ১ বন্দে কমবেশী ৫৷৷০ সাড়ে পাঁচ বিঘা নিস্কর মহাত্রান বাস্তু জমীতে আপনার ভদ্রাসন হইতেছে এবং উহাতে আপনি পুরুষানুক্রমে বসবাস দ্বারা স্বত্ববান ও দখলকার আছেন। আমি আপনার জ্ঞাতি ভ্রাতস্পুত্র, এতাবৎকাল আপনার অন্নে প্রতিপালিত। আমার বসবাসের জন্য আপনি অনুগ্রহ করিয়া উপরোক্ত জমীর মধ্যে তপশীলের চৌহদ্দীস্থিত ৷৷০ দশ কাঠা জমী সন ১৩১৫ সালের বৈশাখ মাসে আমাকে দান করিয়া এককেতা দানপত্র রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছেন

কিন্তু যদি ভবিষ্যতে ঐ জমী আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারিগণ কেহ অপর কাহাকেও বিক্রয় করি কিম্বা করে তাহা হইলে আপনার বসবাসের অসুবিধা হইবে তজ্জন্য আপনি সর্ব্বদা আশঙ্কা করেন অতএব আমি অত্র একরারনামা লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে যদি আমি কিম্বা আমার ওয়ারিষান কেহ ভবিষ্যতে উক্ত জমী বিক্রয় করি কিম্বা করে তাহা হইলে সময়ের উচিত মূল্যে আপনাকে বিক্রয় করিব অপর কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিব না, যদি উক্ত জমী আপনি উচিত মূল্যে ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাহাকেও বিক্রয় করি কিম্বা করে তাহা সর্ব্বতোভাবে অসিদ্ধ ও আদালতে অগ্রাহ্য হইবে এতদর্থে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সুস্থ শরীরে অত্র একরার পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন……সাল তাং……….

তপশীল চৌহদ্দী

মোঃ কৈথালি গ্রামে

	উত্তর	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম
১ বন্দে কমবেশী ৫॥০ বিঘার মধ্যে পূর্ব্ব উত্তর কোণে আন্দাজ ॥০ কাঠা	রাস্তা	গলিপথ	আপনার জমী	আপনার জমা

ইসাদী—

লেখক

শ্রী……… শ্রী………… শ্রী…………

সাং…… সাং…… সাং……

No. 16—Agreement.

১৬নং—বাড়ী ভাড়ার এগ্রিমেণ্ট।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা ৺মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় জাতি ব্রাহ্মণ পেশা জমীদারী সাং খড়দহ থানা ও সবরেজিষ্ট্রী খড়দহ জেলা ২৪ পরগণা

মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকানাইলাল ঘোষ পিতা ৺ধর্ম্মদাস ঘোষ জাতি গোপ পেশা চাকরি সাং ঘোলা থানা ও সবরেজিষ্ট্রী খড়দহ জেলা ২৪ পরগণা কস্য বাটী ভাড়ার এগ্রিমেণ্ট পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা ২৪ পং থানা ও সবরেজিষ্ট্রী বারাকপুরের অধীন কিং চন্দন পুকুর গ্রামে নিম্নলিখিত চৌহদ্দীস্থিত ১ বন্দে কমবেশী ১৵০ বিঘা জমীর উপর আপনার যে একটী একতালা ইমারত বাটী আছে ঐ বাটী মাসিক ৪০৲ টাকা ভাড়া বন্দোবস্তে ৩ সন মেয়াদে আমি ভাড়া লইবার প্রার্থনা করায় আপনি আমার প্রার্থনা মতে ইস্তক বর্ত্তমান সন ১৩১৯ সাল মাহা জ্যৈষ্ঠ নাগাদ সন ১৩১২ সাল মাহা বৈশাখ এই ৩ সন মেয়াদে আমাকে উক্ত বাটী ভাড়া দিলেন। আমিও আপন ইচ্ছায় উক্ত বাটী ভাড়া লইয়া অত্র এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে উপরোক্ত ভাড়ার টাকা মাস মাস আদায় দিয়া মেয়াদ কালতক উক্ত বাটী দখল করিব মেয়াদ মধ্যে বাটী ছাড়িয়া দিতে পারিব না। যদি মেয়াদ মধ্যে বাটী ছাড়িয়া দিই তাহা হইলে মেয়াদকালের সমস্ত ভাড়া খাজনা আদায় দিয়া বাটী ছাড়িয়া দিব, যদি অত্র এগ্রিমেণ্টের লিখিত কোন সর্ত্তের অন্যথা করি তাহা হইলে মাফিক আইন আমলে আসিব, ভাড়ার টাকা যখন যাহা দিব তাহার বাবদ আপনার সেরেস্তার প্রচলিত রসিদ লইব বিনা রসিদে টাকা আদায়ের

মুসমা পাইব না, ভাড়ার টাকা আদায় দিতে ক্রটী করিলে পাওনা ভাড়ার টাকার উপর মাসিক শতকরা ২৲ হিসাবে সুদ দিব। এতদর্থে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সুস্থ শরীরে অত্র এগ্রিমেণ্ট পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ···

তপশীল চৌহদ্দী—

কিং চন্দন পুকুর গ্রামে

১ বন্দে বাস্তু জমী	উত্তর	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম
কমবেশী ১/০ বিঘা	গলিপথ	রাস্তা	রাস্তা	ভাগাড় পথ।

ও তদুপরস্থিত একতালা ইমারত।

ইসাদী—

লেখক	সাক্ষী		
শ্রী············	শ্রী··· ·········	শ্রী··· ········	শ্রী·········
সাং······	সাং·····	সাং······	সাং·····

মন্তব্য :—জমীদার ও এই মর্ম্মে অপর একখানি এগ্রিমেণ্ট দিবেন; পূর্ব্বের পাট্টা কবুলতী দৃষ্টে এই দলিল দেখিয়া জমীদারের দেয় এগ্রিমেণ্ট সহজেই মুসাবিদা করা যাইবে।

No. 17—General power of Attorney.

১৭নং—খাস মোক্তার নামা।

লিখিতং শ্রীজীবন কৃষ্ণ ঘোষ পিতা ৺পরাণ চন্দ্র ঘোষ জাতি গোপ পেশা জমীদারী সাং আরিয়াদহ থানা খড়দহ সবরেজিষ্ট্রী বারাকপুর জেলা ২৪ পরগণা কলিকাতা কস্য আম মোক্তার নামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা ২৪ পরগণা আলিপুর কালেক্টারির ১৭৪২নং তৌজির অন্তর্গত মৌজে ব্রাহ্মণবাড়ি ও শয়রহ গ্রামে আমার যে খরিদা জমীদারী আছে ঐ জমীদারী সংক্রান্ত নানাপ্রকার মামলা মোকর্দ্দমা যাহা অন্য লোকে

আমার নামে উপস্থিত করিয়াছে বা ভবিষ্যতে করিবে ও যাহা আমি অন্য ব্যক্তির নামে বর্ত্তমানে দায়ের করিয়াছি বা ভবিষ্যতে করিব. ঐ সকল মোকর্দ্দমার তদ্বিরাদি করণ জন্য ও ঐ তালুকের গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব ইত্যাদি কালেক্টারিতে দাখিল করনার্থ জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত হরিরামপুর পরগণার অধীন থানা ও সবরেজিষ্ট্রী গোপাল নগরের এলাকাধীন নৈহাটী সাকিমের ৺গুরুপদ বসুর পুত্র শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসুকে আম মোক্তার নিযুক্ত করিলাম। মোক্তার মজগুর মহামান্য হাইকোর্টের অরিজিনাল ও আপীল বিভাগে ও উক্ত জেলা ২৪ পরগণার জজ আদালতে ও সবজজ ও মুনসফি আদালতে এবং কালেক্টারি ও আসিষ্টাণ্ট কালেক্টারি ও ডেপুটী কালেক্টারি ও সবডেপুটী কালেক্টারি এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ও জয়েণ্ট ও অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কাছারিতে, ল্যাণ্ড একুইজিসন আফিসে ও পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আফিসে ও মফঃস্বল পুলিশ থানা ইত্যাদিতে একং আবগারিতে পরমিট এবং নিমক ও শরভেয়ার আফিস ও ডিষ্ট্রীক্ট ও লোক্যাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি ও পথকর সংক্রান্ত আফিস ইত্যাদিতে ও রেজিষ্ট্রী ও সবরেজিষ্ট্রী আফিসাদিতে প্রয়োজন মতে উপস্থিত থাকিয়া যে কোন মোকর্দ্দমা আদিতে আমার নাম বকলম দস্তখতে আমার পক্ষ হইতে যে কোন কাগজাদি দাখিল ও সওয়াল জবাব ও এজাহার এবং এফিডেভিট আদি করিতে পারিবেন এবং কোন পাওনা টাকা বা দলিলাদি রসিদ দিয়া আদালত বা আফিস হইতে লইতে পারিবেন এবং আমার দেয় যে কোন টাকা আদালতাদিতে দাখিল করিবেন ও আবশ্যক মতে যে কোন মোকর্দ্দমায় উকীল, মোক্তার কৌন্সলি আদি নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং উপরোক্ত আদালতাদি ও আফিসাদিতে উপস্থিত হইয়া আমার হিতার্থে যে কোন কার্য্য করিবেন, তাহা সকলই আমার স্বীয় কৃত কার্য্যের

ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর হইবেক এতদর্থে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সুস্থ শরীরে অত্র আম মোক্তার নামা লিখিয়া দিলাম ইতি সন......তারিখ......

ইসাদি—

No. 18—Vakalatnama.

১৮নং—ওকালত নামা।

জেলা.........   চৌকি.........

আদালত

সন......সালের......নং......মোকর্দ্দমা

লিখিতং শ্রী...........সাং......থানা......জেলা......কস্য ওকালত নামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে হুজুর আদালতের......নং মোকর্দ্দমায় আমার পক্ষে নিম্নলিখিত উকীল মহাশয়গণকে নিযুক্ত করিলাম উক্ত উকীল মহাশয়গণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি হুজুরে হাজির হইয়া আমার পক্ষে আরজি আপীল ও বর্ণনা পত্রাদি দাখিল, সওয়াল জবাব লিখিত পঠিত দাখিল দস্তখত, দরখাস্ত, সোলেনামা, আদি যাবতীয় দরখাস্ত আদি দাখিল করিবেন ও দাখিলি দলিলাদি ফেরৎ লইবেন, ডিক্রীজারি, মোজাহেমি ও মোৎফরাক্কা মোকর্দ্দমা চালাইবেন, চেক বা পেমেণ্ট অর্ডার নিজ নামে গ্রহণ করিবেন, আবশ্যক মতে সালিশ নিযুক্ত করিবেন, মোকর্দ্দমা ছানি করিলে তাহাতে হাজির হইয়া আমার পক্ষে আবশ্যকীয় কার্য্যাদি করিতে পারিবেন ও আমার হিতার্থে যে কোন কার্য্য করিবেন তাহা আমার স্বীয় কৃতকার্য্যের ন্যায় গণ্য হইবে। এতদর্থে অত্র ওকালত নামা লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ১৫।৯।১৯১২

উকীলগণের নাম—

শ্রীযুক্ত বাবু......

,, ,,

,, ,,

,, ,,

No. 19—Kabuliat from a Gomasta.

১৯নং—তহশীলদারের কবুলতী।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু পরমেশ্বর মুখোপাধ্যায় পিতা ৺বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় জাতি ব্রাহ্মণ পেশা জমীদারী সাং শান্তিপুর পং কলিকাতা থানা ও সবরেজিষ্ট্রী রাজারহাট জেলা ২৪ পরগণা।

লিখিতং শ্রীবিনোদ বিহারী দত্ত পিতা ৺রঘুনাথ দত্ত জাতি কায়স্থ পেশা চাকরি সাং বিষ্ণুপুর থানা ও সবরেজিষ্ট্রী রাজারহাট জেলা ২৪ পং। কস্য তহশীলদারী কার্য্যের কবুলতী পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের জমীদারী জেলা ২৪ পরগণা আলিপুরের কালেক্টারির ১৭২৬নং তৌজি অন্তর্গত মৌজে আমতলা ও শয়রহ মৌজার আদায় তহশীল জন্য আমার প্রার্থনা মতে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে আমাকে তহশীলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম করিতে স্বীকার করিয়া এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে মৌজাহায়ের সদর কাছারি মোঃ আমতলা কাছারি বাটীতে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া প্রজাগণের নিকট কর আদায় করিব। প্রজাগণের নিকট হইতে যখন যে টাকা খাজনা আদায় করিব তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ তাহার চেক দাখিলা দিব। আপনার সেরেস্তার প্রচলিত চেক দাখিলা না দিয়া কোন প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিব

না, প্রত্যেক মাহার আদায়ী টাকার সেহার নকল ও জমা খরচ তৎপর মাহার ১৫ তারিখের মধ্যে মহাশয়ের সদর সেরেস্তায় দাখিল করিব। খাস খামার প্রভৃতি জমী যাহাতে জমা বিলি হয় তাহার চেষ্টা করিব। সন আখেরিতে আপনার সদর সেরেস্তায় উপস্থিত হইয়া আদায়ী টাকার হিসাব নিকাশ ও লওয়াজিমা কাগজাৎ সন সন সদর সেরেস্তায় দাখিল করিব প্রত্যেক মাহার আদায়ী টাকা মাসের শেষ তারিখে আপনার সদর কাছারিতে চালানাদি সহ দাখিল করিব ও তাহার রসিদ লইব। বিনা রসিদে কোন টাকা আদায়ের মুসমা পাইব না। আমার জিম্মার মৌজা-হায়ের মধ্যে কোন বদমাইস লোককে স্থান দিব না এবং কোন অসৎ কার্য্য হইলে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত আদালতে এত্তেলা করিব। গ্রামের খাস জমীর সীমা সরাহর্দ্দ সাবেক মত বজায় রাখিব ও কোন প্রজার কবুলতীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে সদর কাছারিতে হাজির করিয়া নূতন পাট্টা ও কবুলতী আদান প্রদান করাইয়া দিব। এতদর্থে স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক স্থির চিত্তে অত্র কবুলতী লিখিয়া দিলাম ইতি সন···তারিখ······

ইসাদী—

লেখক সাক্ষী

শ্রী········· শ্রী········· শ্রী·········

সাং······ সাং······ সাং······

No. 20—Security Bond.

২০নং—সাধারণ জামিন নামা

শ্রীযুক্ত……

জেলা হুগলীর ২য় সবজজ রায় বাহাদুর বরাবরেষু

১৯১২।১৩৫নং মোকর্দ্দমা

বাদী	প্রতিবাদী
শ্রী…………	শ্রী…………

কস্য জামিন নামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে হুজুর হইতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমার……তারিখে……(বাদী বা বিবাদীর) র নিকট……(যে জন্য জামিন তলব হইয়াছে লিখিতে হইবে) জন্য ৫০০৲ টাকার জামিন তলব হইয়াছে। আমি উক্ত……র পক্ষে উক্ত ৫০০৲ টাকার জন্য জামিন হইতে প্রস্তুত আছি ও অত্র জামিন নামা সম্পাদন করিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে যদি……(এখানে বাদী বা বিবাদী কিরূপ না করিলে জামিনদার দায়ী হইবে লিখিতে হইবে) না করে তাহা হইলে আমি আমার ওয়ারিষ, স্থলাভিষিক্তগণকে উক্ত ৫০০৲ টাকা বা তাহার মধ্যে যত টাকা বাবদ আদালত হইতে…(বাদী বা বিবাদী) দায়ী সাব্যস্ত হইবে উক্ত টাকা অত্র আদালতে দাখিল করিব। এতদর্থে অত্র জামিন নামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি…

মন্তব্য—নাবালক বাদীর পক্ষে আদালত হইতে টাকা লইতে হইলে, ডিক্রী জারি স্থগিত রাখিবার দরখাস্ত করিলে, ডিক্রীর পূর্ব্বে বিবাদীর সম্পত্তি ক্রোক করিবার দরখাস্ত করা হইলে সাধারণতঃ আদালত হইতে জামিন তলব হয়। জামিন নামা আদালতে দাখিল হইবার পর জামিন-দার জামিন হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি কিনা তৎসম্বন্ধে আদালত হইতে তদন্ত হইয়া জামিন নামা গ্রাহ্য করা হয়।

No. 21—Power of attorney to register a document.

২১নং—দলিল রেজেষ্টারী করিবার জন্য আমমোক্তার নামা।

লিখিতং শ্রী............পিতা ৺............সাং......পরগণে.........
থানা......জেলা......কস্য দলিল রেজেষ্টরী করিবার আমমোক্তার নামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি গত......তারিখে......তপশীলে বর্ণিত......মৌজে......গ্রামে ৩ বন্দে ৭ বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মত্তর সম্পত্তি......সাকিমের শ্রী...... ......কে ১২০০৲ টাকা পণে বিক্রয় করিয়া পণের বেবাক টাকা বুঝিয়া পাইয়া এককেতা দলিল রীতিমত দস্তখত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু আমার শরীর অসুস্থতাপ্রযুক্ত আমি উহা রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়া আসিতে পারি নাই, আমি এক্ষণে চিকিৎসার্থ......স্থানে আসিয়াছি ও আমি দেশে শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক উক্ত দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দেওয়া বিশেষ অসুবিধা বিধায় অত্র আমমোক্তার নামা দ্বারা......সাকিমের শ্রী............এর পুত্র শ্রী............কে আমার পক্ষে উক্ত দলিল......রেজেষ্টরী আফিসে দাখিল পূর্ব্বক উক্ত দলিলে আমার দস্তখত স্বীকার করিয়া রীতিমত রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য আমমোক্তার নিযুক্ত করিলাম। উক্ত আমমোক্তার মজকুর উক্ত দলিল......তারিখের মধ্যে উক্ত রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল পূর্ব্বক রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবেন ও তাহা আমার স্বীয় কৃত কার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর হইবে ও আমি আমার ওয়ারিষান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে তাহাতে বাধ্য হইব। এতদর্থে স্বইচ্ছায় অত্র মোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৯ সাল ১২ই বৈশাখ।

তপশীল জমীর বিবরণ ও চৌহদ্দী

লেখক	ইসাদি	
শ্রী............	শ্রী............	শ্রী............

মন্তব্য—এই দলিলে ॥০ আনার ষ্ট্যাম্প লাগে।

No. 22—Authority to adopt.

২২নং —পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি পত্র।

শ্রীমতী সৌদামিনী দাসী স্বামী শ্রীকালীপদ বসু সাং কামারহাটি থানা বরাহনগর জেলা ২৪ পরগণা।

লিখিতং শ্রীকালীপদ বসু পিতার নাম ৺রামপদ বসু জাতি কায়স্থ সাং কামারহাটি থানা বরাহনগর জেলা ২৪ পরগণা। কস্য পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—অদ্য প্রায় ৪ মাস যাবৎ আমি ....পীড়ায় পীড়িত। উক্ত পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে এবং আমার জীবনের আশা অতি অল্প আছে। আমার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি আছে কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী পুত্র কন্যা কেহই নাই তুমিই একমাত্র ভাবী উত্তরাধিকারিণী আছ। সেমতে তোমাকে অত্র অনুমতি দিতেছি যে আমার অবর্ত্তমানে, তুমি আমার জ্ঞাতিকুলের মধ্যে কিম্বা অন্য কোন সদ্বংশজ একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া যত্নের সহিত তাহাকে প্রতিপালন করিবে। যদি তোমার জীবদ্দশায় উক্ত পোষ্যপুত্র কোন পুত্র না রাখিয়া পরলোক গমন করে তাহা হইলে তুমি অন্য আর একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। যাবৎ তোমার গ্রহীত পোষ্যপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় তাবৎ তুমি তাহার গার্জ্জেন স্বরূপে আমার উক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে কিন্তু বিষয়ের ক্ষতিজনক কোন কার্য্য করিতে পারিবে না। আর তোমার জীবদ্দশাকাল পর্য্যন্ত আমার ষ্টেট হইতে তোমার ব্যয় ও ধর্ম্ম-কার্য্য করিবার জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে মাসহারা টাকা পাইবে। এই নিয়মে স্থিরচিত্তে অত্র অনুমতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৭ সাল তারিখ ৭ই অগ্রহায়ণ।

লেখক　　　　　ইসাদি

মন্তব্য—এই দলিলে ১০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প লাগে।

No. 23—Order authorising tenant to take possession of leased property before execution of patta and kabuliat.

২৩নং—আমল নামা।

শ্রী............　　পিতা ....　　সাং......

কল্যাণবরেষু।

লিখিতং শ্রী......... ..পিতা............সাং......পেশা জমীদারী। শুভ আমলনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—তুমি.........জেলার......নং তৌজিভুক্ত......গ্রামে নিম্ন তপশীলে বর্ণিত আমার ষ্টেটভুক্ত ঃ বন্দে ৫ বিঘা খাস খামার জমী বার্ষিক ২০৲ টাকা খাজনায় ৫ বৎসরের জন্য বিলি লইতে প্রার্থনা করায় আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া উক্ত জমী তোমায়......সাল হইতে......সাল পর্য্যন্ত উক্ত খাজনায় বিলি করিয়াছি ও তুমি আমায় ১ মাসের মধ্যে উক্ত জমীর বাবদ রেজিষ্ট্রী কবুলতি দিতে স্বীকার করিয়াছ ও আমিও ১ মাস মধ্যে উক্ত মম্মে তোমায় পাট্টা দিতে স্বীকৃত আছি, কিন্তু এক্ষণে আবাদের সময় উপস্থিত হওয়ায় তোমায় অত্র আমলনামা দ্বারা হুকুম দিতেছি যে তুমি অদ্য হইতে তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার প্রজা স্বরূপে দখল লইয়া চাষাবাদ করিতে পারিবে ও ১ মাসের মধ্যে রীতিমত কবুলতী দিয়া পাট্টা লইবে নচেৎ আমি তোমায় ১ বৎসর অন্তে উচ্ছেদ করিতে পারিব। এতদর্থে সুস্থশরীরে স্বইচ্ছায় তোমায় অত্র আমলনামা দিলাম। ইতি, তারিখ......

তপশীল জমীর বিবরণ ও চৌহদ্দী

লেখক ইসাদী

শ্রী............ শ্রী............ শ্রী.........

মন্তব্য —এই দলিলে ষ্ট্যাম্প লাগে না। তবে যদি আমলনামা লেখা ঠিক না হয় অর্থাৎ দলিল পাট্টার মত হইয়া যায় তাহা হইলে ষ্ট্যাম্প লাগে ও দলিল রেজিষ্ট্রী করা আবশ্যক হয়, এক বৎসরের কম সময়ের জন্য হইলে, ও বার্ষিক খাজনা ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে পাট্টা, কবুলতি রেজিষ্ট্রী করিতে হয় না।

No. 24—Instalment bond for arrears of rent.

২৪নং—বাকী খাজনার বাবদ কিস্তিবন্দী তমস্সুক।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু...........পিতা শ্রী.........জাতি.........
পেশা......সাং......পং......থানা......থানা......জেলা......।

লিখিতং শ্রী...............পিতা............জাতি......পেশা......
সাং......জেলা......কস্য কিস্তিবন্দী খত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমি মহাশয়ের অধীনে ১২ বিঘা জমীর কাত ৪২৷৷৶৮ গণ্ডার একটি যোত জমা রাখি উক্ত জমার বাবদ......সাল হইতে......পর্য্যন্ত আপনার প্রাপ্য খাজনার টাকা ও স্থদের মধ্যে ওয়াশীল বাবদ আমার নিকট আপনার ১২০৲ টাকা বাকী আছে। এক্ষণে আমার এমন সঙ্গতি নাই যে আমি উক্ত টাকা এককালীন পরিশোধ করি, তজ্জন্য উক্ত টাকার বাবদ অত্র কিস্তিবন্দী খত লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে মাস মাস কিস্তির লিখিত টাকা মহাশয়ের সেরেস্তায় আদায় দিব যদি না দিই তাহা হইলে কিস্তি খেলাপী জন্য খেলাপী কিস্তির বাবদ প্রাপ্য টাকার উপর পরবর্ত্তী মাস হইতে প্রতি টাকায় মাসিক ৴১০ হারে স্থদ দিব। যে কোন দুই

কিস্তি খেলাপ হইলে আপনি নালিশ দ্বারা আসলের বাবদ প্রাপ্য সমস্ত টাকা ও সুদ আমার নিকট আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। আমি যখন যে টাকা আদায় দিব তাহা এই খতের পৃষ্ঠে ওয়াশীল দিয়া দিব নচেৎ উক্ত টাকার বাবদ মুসমা পাইব না। এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বইচ্ছায় অত্র তমস্থক লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ১৩১৭।১২ ভাদ্র

কিস্তির জায়—				ইসাদি
১৩১৭ সাল		আশ্বিন	১০৲	লেখক শ্রী............
”	”	কার্ত্তিক	১০৲	শ্রী............
”	”	অগ্রহায়ণ	১০৲	শ্রী............
”	”	পৌষ	৫০৲	শ্রী............
”	”	মাঘ	২০৲	
”	”	ফাল্গুন	১০৲	
”	”	চৈত্র	১০৲	
		মোট	১২০৲	

No. 25—Agreement to sell property.

২৫ নং—বায়না পত্র।

এগ্রিমেণ্ট দাতা।	এগ্রিমেণ্ট গ্রহীতা।
শ্রী............পিতা............	শ্রী............পিতা............
জাতি.........পেশা............	জাতি.........জেলা.........
সাং.........পরগণা.........	সাং.........পরগণা......
জেলা.........	জেলা.........

কস্য বায়না পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমি শ্রী.........(বায়না পত্র দাতা) তপশীলে বর্ণিত......বিঘা মৌরশি মকররী জমী যাহার বাবদ

... ..সাকিমের শ্রী........কে আমায় বার্ষিক...টাকা খাজনা দিতে হয় ও যাহা আমি আমার পিতার ওয়ারিষ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া এযাবৎ দখলকার আছি উক্ত সম্পত্তি মহাশয় আমার নিকট ১২০০৲ টাকা মূল্যে খরিদ করিতে প্রস্তুত আছেন ও আমি আমার ঋণ পরিশোধের জন্য উক্ত মূল্যে উক্ত সম্পত্তি আপনাকে বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়া উক্ত টাকার মধ্যে অদ্য তারিখে ৫০০৲ টাকা বায়না পাইয়া অত্র বায়না পত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি অদ্য হইতে ৩ মাসের মধ্যে আপনার নিকট পণের বাকী টাকা বুঝিয়া লইয়া বিক্রয় কোবালা সম্পাদন করিয়া দিব যদি আপনি বক্রী টাকা দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও আমি উক্ত সময় মধ্যে আপনাকে বিক্রয় কোবালা লিখিয়া না দিই বা রেজেষ্টরী করিয়া না দিই তাহা হইলে আপনি আদালত সাহায্যে আমার নামে নালিশ করিয়া দলিল সম্পাদন ও রেজেষ্টরী করিয়া লইতে পারিবেন. আর যদি আমি বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও আপনি বক্রীপণের টাকা না দেন তাহা হইলে আপনি বায়নার বাবদ যে ৫০০৲ টাকা আমায় অদ্য তারিখে দিলেন তাহা আর ফেরৎ পাইবেন না। এতদর্থে সুস্থশরীরে অন্যের বিনানুরোধে অত্র বায়না পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি তারিখ... ...

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ ও চৌহদ্দী

টাকার জায়

লেখক — ইসাদি

শ্রী... ...... শ্রী.......... শ্রী.........

মন্তব্য—এই দলিলে ।৵০ আনার ষ্ট্যাম্প লাগে।

CHAPTER II.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ষ্ট্যাম্প আইন।

নিম্নে আবশ্যকীয় দলিল গুলিতে কিরূপ ষ্ট্যাম্প লাগিবে তাহা দেওয়া গেল। ষ্ট্যাম্পের উপর ২ ইঞ্চি ফাঁক রাখিয়া দলিল লিখিতে হয় ঐ স্থানে সবরেজিষ্টার দলিল রেজিষ্ট্রীর সময় লাল কালীতে লিখিয়া থাকেন। কেবল এক প্রকারের দলিল সাধারণতঃ একখানি ষ্ট্যাম্পে লেখা হয়। যদি নানাবিষয়ের দলিল একত্রে লেখা আবশ্যক হয় তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বাবদ ষ্ট্যাম্প হিসাব করিয়া সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্প কিনিয়া তাহাতে দলিল লিখিতে হয়। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে দলিল লেখা না হইলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হয় না ও আদালতে তাহা ইম্ পাউণ্ড (impound) করিয়া জরিমানা আদায় করা হয় ও পরে ঐ দলিল প্রমাণে গ্রহীত হয়।

দলিলের বিবরণ।		দেয় ষ্ট্যাম্পের মূল্য।	
		টাকা	আনা
১। ২০৲ টাকার অধিক প্রাপ্তি স্বীকার—	...		⁄০

মন্তব্য—হ্যাণ্ডনোট ২০ টাকার অনধিক টাকার জন্য হইলে ও তাহাতে ⁄০ আনার ষ্ট্যাম্প লাগে।

২। এডমিনিস্ট্রেসন (administration bond)—			
বণ্ড—১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত		...	খতের ন্যায় ষ্ট্যাম্প
তদূর্দ্ধে—	...	...	৫৲ টাকা
৩। এগ্রিমেণ্ট (সাধারণ)—		...	৷৹

৪। সালীশীর রোয়দাদ—

(ক) সম্পত্তির মূল্য ১০০৲ পর্য্যন্ত হইলে ... খতের ন্যায়

(খ) তদূর্দ্ধে— ... ... ৫৲ টাকা

৫। কর্জ্জ খত।

১০৲ টাকা পর্য্যন্ত	...	...	...	৵০
১০৲ টাকার উপর ৫০৲ পর্য্যন্ত		...	...	।০
৫০৲	,, ১০০৲ ,,	...	...	॥০
১০০৲	,, ২০০৲ ,,	...	...	১৲
২০০৲	,, ৩০০৲ ,,	...	...	১॥০
৩০০৲	,, ৪০০৲ ,,	...	...	২৲
৪০০৲	,, ৫০০৲ ,,	...	...	২॥০
৫০০৲	,, ৬০০৲ ,,	...	...	৩৲
৬০০৲	,, ৭০০৲ ,,	...	...	৩॥০
৭০০৲	,, ৮০০৲ ,,	...	...	৪৲
৮০০৲	,, ৯০০৲ ,,	...	...	৪॥০
৯০০৲	,, ১০০০৲ ,,	...	...	৫৲
তদূর্দ্ধে প্রত্যেক ৫০০৲ বা তাহার অংশের উপর				২॥০

৬। কোন দলিল রদ জন্য দলিল হইলে— ... ... ৫৲

৭। নিলামে খরিদা সম্পত্তির বয়নামা—

১০৲ টাকা পর্য্যন্ত টাকায় নিলাম হইলে	...	৵০
১১৲ ,, হইতে ২৫৲ ,,	...	।০
তদূর্দ্ধে—		কোবালার ষ্ট্যাম্প

৮। মীমাংসা পত্র (Composition deed)— ... ১০৲

৯। বিক্রয় কোবালা—

দলিলের পণ								
			৫০৲ টাকার অনধিক হইলে				...	॥॰
৫০৲	উর্দ্ধ	ও	১০০৲	,,	,,	,,	...	১৲
১০০৲	,,	,,	২০০৲	,,	,,	,,	...	২৲
২০০৲	,,	,,	৩০০৲	,,	,,	,,	...	৩৲
৩০০৲	,,	,,	৪০০৲	,,	,,	,,	...	৪৲
৪০০৲	,,	,,	৫০০৲	,,	,,	,,	...	৫৲
৫০০৲	,,	,,	৬০০৲	,,	,,	,,	...	৬৲
৬০০৲	,,	,,	৭০০৲	,,	,,	,,	...	৭৲
৭০০৲	,,	,,	৮০০৲	,,	,,	,,	...	৮৲
৮০০৲	,,	,,	৯০০৲	,,	,,	,,	...	৯৲
৯০০৲	,,	,,	১০০০৲	,,	,,	,,	...	১০৲

তদূর্দ্ধে প্রতি ৫০০৲ টাকা বা তাহার অংশের উপর ... ৫৲

১০। রেজিষ্ট্রী আফিস হইতে জাবেদা নকল লইবার ষ্ট্যাম্পের খরচা—

(ক) মূল দলিলে ষ্ট্যাম্প না লাগিয়া থাকিলে ... ... ॥॰

(খ) ,, ,, ষ্ট্যাম্প লাগিয়া থাকিলে ... ... ১৲

১১। কোন দলিলের সর্ত্তমতে অন্য দলিল
(যথা পাট্টা হইলে কবুলতী) অথবা
কোন দলিলের অবিকল নকল অপর
একখানি দলিল হইলে

(ক) যদি মূল দলিলে ১৲ টাকার অনধিক
ষ্ট্যাম্প লাগিয়া থাকে তাহা হইলে অপর
দলিল খানিতে ... ... মূল দলিলের ষ্ট্যাম্প।

(খ) অন্য স্থলে ... ... ১৲ টাকা

	দলিল	ষ্ট্যাম্প
১২।	ডিবেনচার (Debenture) পত্র—	খতের ন্যায়
১৩।	বিবাহ রদ পত্র (ফারখত)—	... ... ১৲
১৪।	স্থাবর সম্পত্তির এওয়াজ নামা (Exchange deed)—	দলিলে লিখিত সম্পত্তির মধ্যে যে সম্পত্তির মূল্য অধিক তাহার উপর বিক্রয় কোবালার ষ্ট্যাম্প।
১৫।	দান পত্র—	সম্পত্তির মূল্যের উপর বিক্রয় কোবালার ষ্ট্যাম্প।
১৬।	(১) পাট্টা (বিনা পণ সেলামী লইয়া)	
(ক)	১ বৎসরের অনধিক সময়ের জন্য হইলে	খাজনার টাকার উপর খতের ষ্ট্যাম্প।
(খ)	১ বৎসর হইতে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত মেয়াদে পাট্টা হইলে—	গড়ে (average) বাৎসরিক দেয় খাজনার উপর খতের ষ্ট্যাম্প।

মন্তব্য—৩ বৎসরের দেয় খাজনাকে তিন দিয়া ভাগ করিলে গড়ে বৎসরের দেয় খাজনা বাহির হইবে।

	দলিল	ষ্ট্যাম্প
(গ)	৩ বৎসরের অধিক সময়ের জন্য—	গড়ে (average) বাৎসরিক দেয় খাজনার উপর বিক্রয় কোবালার ষ্ট্যাম্প।
(ঘ)	কোন অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পাট্টা হইলে—	১০ বৎসরের দেয় খাজনাকে ১০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের টাকার উপর বিক্রয় কোবালার ষ্ট্যাম্প।

(ঙ) (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাট্টা (মৌরশি মোকররি পাট্টা) হইলে—	৫০ বৎসরের দেয় মোট খাজনাকে ৫ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের টাকার উপর বিক্রয় কোবালার ষ্ট্যাম্প।
(২) যদি সেলামী হইয়া চিরস্থায়ী পাট্টা হয় ও কোন খাজনা ধার্য্য না থাকে তাহা হইলে—	পাট্টার লিখিত দেয় সেলামীর টাকার উপর বিক্রয় কোবালার ষ্ট্যাম্প।
১৭। পাট্টা (পণ সেলামী লইয়া হইলে)—	বিনা পণে হইলে যত ষ্ট্যাম্প লাগিত তাহার উপর সেলামীর টাকার উপর বিক্রয় কোবালার যে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

মন্তব্য। পাট্টা সম্বন্ধে পূর্ব্বে এগ্রিমেণ্ট হইয়া এগ্রিমেণ্টে পাট্টার দেয় ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়া থাকিলে ও পরে রীতিমত ষ্ট্যাম্পে পাট্টা হইলে—॥০ আনার ষ্ট্যাম্পে পাট্টা হইয়া থাকে।

কোন চাষী প্রজাকে বিনা সেলামীতে ১০০৲ টাকার কম খাজনায় ১ বৎসরের জন্য জমীর পাট্টা দেওয়া হইলে পাট্টায় ষ্ট্যাম্প লাগে না।

কবুলতীর জন্য ১১নং দেখ। পাট্টায় ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইলে ১৲ টাকা ষ্ট্যাম্পে কবুলতী হইয়া থাকে তবে পাট্টায় ১৲ কম ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইলে পাট্টার দেয় ষ্ট্যাম্পে কবুলতী হয়।

১৮। বন্ধকী খত (দলিল)।

(ক) যদি দলিলে লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধক গ্রহীতার দখলে থাকিবার সর্ত্ত থাকে অথবা বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতাকে বন্ধকী সম্পত্তির খাজনা আদায়ের আমমোক্তারনামা দেন তাহা হইলে।	দলিলে লিখিত টাকার উপর বিক্রয় কোবালার ষ্ট্যাম্প।

(খ) যদি সম্পত্তি দখলের কোন সর্ত্ত না থাকে।	দলিলে লিখিত টাকার উপর খতের দেয় ষ্ট্যাম্প।

মন্তব্য। বন্ধকী টাকা আদায়ের জন্য রীতিমত বন্ধকী দলিল হইয়া জামিন স্বরূপ অপর একখানি দলিল হইলে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ২য় দলিলে ৷৹ আনার ষ্ট্যাম্প ও তদূর্দ্ধে প্রতি ১০০০৲ টাকা বা তাহার অংশে ৷৷৹ ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। যদি এক সম্পত্তি ২য় বার বন্ধক দেওয়া হয় ও যদি সম্পত্তি বন্ধক গ্রহীতার দখলে থাকে তাহা হইলে (ক) অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

১৯। বাটওয়ারানামা।— (Partition Deed.)	যদি কোন অংশ পৃথক হয় তাহা হইলে যে অংশ পৃথক হয় তাহার মূল্যের উপর খতের দেয় ষ্ট্যাম্প। সমুদয় সম্পত্তি দলিলে পক্ষগণের মধ্যে বিভাগ হইলে সমস্ত সম্পত্তির মূল্যের টাকার উপর খতের দেয় ষ্ট্যাম্প।

মন্তব্য। বাটওয়ারা সম্বন্ধে পূর্ব্বে এগ্রিমেণ্ট হইয়া থাকিলে এগ্রিমেণ্টের ষ্ট্যাম্প বাদ দিয়া বাটওয়ারানামার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। রীতিমত ষ্ট্যাম্পে (অর্থাৎ বাটওয়ারানামায় দেয় ষ্ট্যাম্পে) লিখিত সালিসের রোয়দাদের মর্ম্মানুসারে বাটওয়ারানামা হইলে ৷৷৹ ষ্ট্যাম্প লাগে।

২০। যৌথ কারবার করিবার জন্য অংশনামা (Partnership) দলিল। মূলধন ৫০০৲ টাকার অনধিক হইলে	... ... ২৷৷৹ ষ্ট্যাম্প
তদূর্দ্ধে— ...	... ১০৲ টাকা ষ্ট্যাম্প।

যৌথ কারবার ভঙ্গনামা ... ৫৲ টাকা ষ্ট্যাম্প।

২১। আমমোক্তারনামা।—

(ক) কোন দলিল রেজিষ্ট্রী করিবার নিমিত্ত ক্ষমতা পত্র ... ৷৹ আনা

(খ) কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য চালাইবার জন্য ক্ষমতা পত্র। .. ১৲ টাকা „

(গ) ১ ব্যক্তি হইতে ৫ ব্যক্তি পর্য্যন্ত একত্রে বা পৃথক রূপে নানাকার্য্য চালাইবার বা করিবার জন্য সাধারণ আমমোক্তারনামা ... ৫৲ „ „

(ঘ) ৫ জনের অধিক ১০ জন পর্য্যন্ত। ... ... ১০৲ „ „

(ঙ) তদ্ভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি বাবদ ... ১৲ „ „

মন্তব্য। যদি কোন সম্পত্তি বা টাকার বিনিময়ে আমমোক্তার নিযুক্ত হয় ও আমমোক্তারকে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা হইলে যে সম্পত্তি বা টাকার বিনিময়ে আমমোক্তারনামা দেওয়া হয় তাহার উপর বিক্রয় দলিলের ষ্ট্যাম্প আমমোক্তারনামায় লাগে।

২২। বন্ধক পরিশোধ হইলে বন্ধকী সম্পত্তি খালাস পত্র।—

(ক) ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত টাকার বন্ধকী দলিল হইলে ... বিক্রয় কোবালার ষ্ট্যাম্প।

(খ) তদ্ভিন্ন স্থলে ... ১০৲ টাকা ষ্ট্যাম্প।

২৩। নাদাবী বা ফারখত পত্র (Release)।—

(ক) ১০০০৲ টাকার অনধিক মূল্যের সম্পত্তির বাবদ হইলে ... খতের ন্যায় ষ্ট্যাম্প।

(খ) তদূৰ্দ্ধে ... ৫৲ টাকা ষ্ট্যাম্প।

২৪। সাধারণ জামিননামা বা জামিন স্বরূপে বন্ধক দলিল।

(ক) ১০০০৲ টাকার অনধিক টাকার নিমিত্ত হইলে } ... খতের ন্যায় ষ্ট্যাম্প।

(খ) তদূৰ্দ্ধ টাকার নিমিত্ত হইলে ... ৫৲ টাকা

কৰ্ম্মচারীগণের কবুলতীতে সাধারণ জামিননামার ন্যায় ষ্ট্যাম্প লাগে।

২৫। ইস্তফা পত্র।—

যদি পাট্টায় ৫৲ টাকার অনধিক ষ্ট্যাম্প লাগিয়া থাকে তাহা হইলে } ... পাট্টার ষ্ট্যাম্প।

অন্যত্র ... ... ৫৲ টাকা।

২৬ স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে ট্রাষ্ট পত্র(Trust deed)— } খতের ন্যায় ষ্ট্যাম্প তবে ১৫৲ টাকার অধিক নহে।

ঐ রদ করিবার দলিল ... } খতের ন্যায় ষ্ট্যাম্প তবে ১০৲ টাকার অধিক নহে।

২৭। হেবানামা— ... } সম্পত্তির মূল্যের উপর কোবালার ষ্ট্যাম্প।

২৮। পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি পত্র— ... ... ১০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প।

কাহাকে দলিলের ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

(১) খত, বন্ধকী খত, বন্ধক খালাস খত, জামিন নামা, দলিলে দলিলদাতাকে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

(২) বিক্রয় কোবালা ও নিলামী সম্পত্তির বয়নামা সম্বন্ধে ক্রেতাকে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

(৩) পাট্টা বা পাট্টার চুক্তি পত্রের ষ্ট্যাম্প পাট্টা গ্রহীতাকে এবং কবুলতির ষ্ট্যাম্প পাট্টা দাতাকে দিতে হয়।

(৪) পার্টিশান দলিলে সরিকগণ অংশ মত ষ্ট্যাম্প দিয়া থাকে।

বাতিল ষ্ট্যাম্প।

কোন ষ্ট্যাম্প কোন কারণে বাতিল হইলে ৬ মাসের মধ্যে কালেক্টরিতে দরখাস্ত করিলে টাকায় ৵০ আনা হিসাবে বাদ দিয়া ষ্ট্যাম্পের মূল্য ফেরং পাওয়া যায়।

CHAPTER III.

তৃতীয় অধ্যায়।

রেজিষ্ট্রী আইন।

দলিল দস্তখতের তারিখের ৪ মাস মধ্যে দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে হয়। টাকার খত, এগ্রিমেণ্ট উইল রেজিষ্ট্রী না করিলেও চলে তবে রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়। ১০০৲ টাকার অল্প মূল্যের স্থাবর সম্পত্তির কোবালা রেজিষ্ট্রী না করিলেও চলে। তবে যদি যোত স্বত্ব বা প্রজার অন্য কোন প্রকার স্বত্ব হস্তান্তর করা হয় তাহা হইলে বঙ্গীয় খাজনা আইন অনুসারে সম্পত্তির মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলেও দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে হয়।

বিলম্বে রেজিষ্ট্রী।

কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ৪ মাসের মধ্যে দলিল রেজিষ্ট্রী না হইয়া থাকিলে ও সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে পারিলে ৪ মাসের পর আর

৪ মাসের মধ্যে (দেয় রেজিষ্ট্রী খরচের ১০ গুণের অধিক নহে) জরিমানা লইয়া দলিল রেজিষ্ট্রী হইতে পারে। তবে উইল সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে, উইল যখন ইচ্ছা রেজিষ্ট্রী করা যায়।

রেজিষ্ট্রীর স্থান।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে দলিল।—যে সবরেজেষ্ট্রী আফিসের এলাকায় সম্পত্তি অবস্থিত সেই আফিসে রেজিষ্ট্রী করিতে হয়। যদি সম্পত্তি একাধিক আফিসের এলাকায় থাকে তাহা হইলে ঐ সকল আফিসের মধ্যে যে কোন আফিসে দলিল রেজিষ্ট্রী হইতে পারে। জেলার রেজিষ্ট্রী আফিসে সেই জেলার অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে যে কোন দলিল রেজিষ্ট্রী হইতে পারে।

অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় দলিল পক্ষগণের সুবিধামত যে কোন আফিসে রেজিষ্ট্রী হইতে পারে। উইলকর্ত্তা যে কোন আফিসে তাঁহার উইল রেজিষ্ট্রী করিতে পারেন।

দলিল রেজিষ্ট্রী করিবার খরচা।

দান পত্র, বিক্রয় কোবালা, পার্টিশান দলিল, বন্ধকী খত, পাট্টা, তমস্থক, হ্যাণ্ডনোট প্রভৃতি রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে নিম্নলিখিত হারে রেজিষ্ট্রী করিবার ফি লাগে।

একশত টাকা পর্য্যন্তের জন্য দলিল হইলে	...	৸৹ আনা
১০০৲ টাকার উপর ২৫০৲ টাকার দলিল হইলে	..	১৲
২৫০৲ ,, ,, ৫০০৲ ,, ,, ,,	...	১৷৹
৫০০৲ ,, ,, ১০০০৲ ,, ,, ,,	...	২৲

এক হাজার টাকার উপরের দলিলে প্রত্যেক ১০০০৲ বা তাহার অংশ বাবদ অতিরিক্ত ১৲ টাকা লাগে।

মন্তব্য—তমস্সুকে, বন্ধকী খতে ও কোবালায়, দলিলের লিখিত টাকার উপর রসুম লাগে। পাট্টা, কবুলতি একত্রে রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য দাখিল করিলে এক ফিতেই দুই দলিল রেজিষ্ট্রী হয়। পাট্টা স্থলে পাট্টার লিখিত পণ ও বাৎসরিক দেয় খাজনা একত্রে লইয়া উক্ত টাকার উপর ফি দিতে হয়।

১। নিম্নলিখিত দলিলগুলি রেজিষ্ট্রী করিবার খরচা।

১।	উইল খোলা অবস্থায় রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে ...	৪৲ টাকা
২।	উইল খামের মধ্যে রাখিয়া শীল মোহর করিয়া রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে	২৲ টাকা
৩।	২ দফার উইল আফিসে গচ্ছিত রাখিবার ফি ...	২৲ টাকা
৪।	২ দফার উইল খুলিবার ফি	২৲
৫।	ডিক্রীর নকল রেজিষ্ট্রী করিলে	১৲
৬।	আমমোক্তারনামা (সাধারণ)	২৲
	,, ,, (কোন এক বিষয়ের জন্য) ...	১৲

মন্তব্য—জেলার রেজিষ্ট্রী আফিসে দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে দলিল সাধারণ রেজিষ্ট্রী করিবার খরচার পরিমাণ অতিরিক্ত ফি দিতে হয়। ঐ অতিরিক্ত ফি ৫৲ টাকার উর্দ্ধ হয় না। কলিকাতার রেজিষ্ট্রী আফিসে দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে যদি কলিকাতার এলাকায় দলিলের লিখিত কোন স্থাবর সম্পত্তি না থাকে তাহা হইলে সাধারণ ফি ব্যতীত অতিরিক্ত ১০৲ টাকা ফি দিতে হয়।

বিলম্বে রেজিষ্ট্রীর খরচা।

৪ মাসের পর ৭ দিন মধ্যে রেজিষ্ট্রী করিলে দেয় খরচার ২ গুণ।

" " ১ মাস মধ্যে " ... ৪ গুণ।

" " ৪ মাস " " " ... ১০ গুণ।

দলিল বৃহৎ হইলে অতিরিক্ত খরচা।

৩০০ কথার পৃষ্ঠার ২ পৃষ্ঠার অধিক হইলে অতিরিক্ত ৩০০ কথার প্রত্যেক পৃষ্ঠার জন্য রেজিষ্ট্রী খরচা ব্যতীত ।০ হিসাবে নকল খরচা রেজিষ্ট্রীর সময় দিতে হয়।

বাটীতে দলিল রেজিষ্ট্রীর খরচা।

যদি বিশেষ অসুস্থতা প্রযুক্ত বা অন্য কোন বিশেষ কারণ বশতঃ দলিলকর্ত্তা রেজিষ্ট্রী আফিসে যাইতে না পারেন তাহা হইলে দরখাস্ত করিলে ও সন্তোষজনক কারণ দর্শাইলে সবরেজেষ্টর দলিলকর্ত্তার বাটীতে গিয়া দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া থাকেন। তজ্জন্য ৫৲ টাকা কমিশান ফি দিতে হয়। তবে দলিল কর্ত্তার শরীর বিশেষ অসুস্থ না থাকিলে ১০৲ টাকা কমিশন ফি লাগে। রেজিষ্ট্রী আফিস হইতে ১ মাইলের অধিক দূর যাইতে হইলে সবরেজেষ্টরের বারবরদারির খরচা, প্রতি মাইলে ।০ হিসাবে অতিরিক্ত দিতে হয়।

রেজিষ্ট্রী বহি অনুসন্ধান করিবার খরচা।

১ বৎসরের বহির বাবদ ... ... ১৲

তৎপরে প্রত্যেক বৎসরের বহি বাবদ ... ।০

দলিল নকলের খরচা।

নকলের জন্য দেয় ষ্ট্যাম্প ব্যতীত (ইহার জন্য পূর্ব্ব অধ্যায়ে ষ্ট্যাম্প আইন দেখ) ইংরাজি দলিলের ১০০ কথা প্রতি ৵০, ও বাঙ্গালা দলিলের ১০০ কথা প্রতি ✓০ হিসাবে খরচ লাগে।

দলিল ফেরৎ লইবার নিয়ম।

রেজিষ্ট্রী তারিখ হইতে ২ মাসের মধ্যে আফিস হইতে দলিল ফেরৎ লইতে হয়, নচেৎ প্রতিমাসে।০ হিসাবে জরিমানা লাগে। উইল ভিন্ন অপর দলিল, ২ বৎসর মধ্যে ফেরৎ না লইলে দলিল নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

তৃতীয় ভাগ।
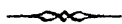
CHAPTER I.

প্রথম অধ্যায়।

হিন্দু আইন।

(দায়ভাগ)

হিন্দু আইন সম্বন্ধীয় কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে দেওয়া হইল। হিন্দু আইন দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা দুই ভাগে বিভক্ত। বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন অন্যত্র মিতাক্ষরা আইন প্রচলিত।

উত্তরাধিকারী।

বাঙ্গালাদেশের হিন্দুগণ সাধারণতঃ দায়ভাগ শাস্ত্রমতে উত্তরাধিকারী হইয়া সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। নিম্নে উত্তরাধিকারীর শ্রেণী বিভাগ দেওয়া হইল। উচ্চ শ্রেণীর উত্তরাধিকারী বর্ত্তমানে নিম্ন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী সম্পত্তি পাইতে পারেন না। এক শ্রেণীর যাবতীয় ব্যক্তিই একত্রে সম্পত্তি পাইবার অধিকারী। অবশ্য যে স্থানে সম্পত্তির মালিক উইল দ্বারা উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন সেইস্থানে উইল অনুসারেই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়।

সাধারণ মৃতপুরুষের উত্তরাধিকারীগণের শ্রেণী বিভাগ।

শ্রেণী—১. (ক) পুত্র; (খ) পৌত্র যাহার পিতা জীবিত নাই—(তাঁহার পিতা জীবিত থাকিলে যে অংশ পাইতেন সেই অংশ)

(গ) প্রপৌত্র যাঁহার পিতা ও পিতামহ জীবিত নাই, (তাঁহার পিতা জীবিত থাকিলে যে অংশ পাইতেন সেই অংশ) .—১নং (ক) অবর্ত্তমানে—

২। (ক) পৌত্র (খ) প্রপৌত্র—যাহার পিতা জীবিত নাই—(তাহার পিতা জীবিত থাকিলে যে অংশ পাইতেন সেই অংশ) :—২নং (ক) অবর্ত্তমানে—

৩। প্রপৌত্র .—৩নং অবর্ত্তমানে--

৪। বিধবা স্ত্রী। ৪নং অবর্ত্তমানে—

৫। অবিবাহিতা কন্যা। ৫নং অবর্ত্তমানে- -

৬। বিবাহিতা কন্যা পুত্রবতী অথবা পুত্র সম্ভাবিতা . ৬নং অবর্ত্তমানে---

৭। দৌহিত্র। ৭নং অবর্ত্তমানে—

৮। পিতা। ৮নং অবর্ত্তমানে—

৯। মাতা। ৯নং অবর্ত্তমানে—

১০। ভ্রাতা। ১০নং অবর্ত্তমানে—

১১। ভ্রাতার পুত্র। ১১নং অবর্ত্তমানে—

১২। ভ্রাতার পৌত্র। ১২নং অবর্ত্তমানে—

১৩। ভগিনীর পুত্র। ১৩নং অবর্ত্তমানে—

১৪। পিতামহ। ১৪নং অবর্ত্তমানে—

১৫। পিতামহী। ১৫নং অবর্ত্তমানে—

১৬। পিতৃব্য (পিতার ভ্রাতা)। ১৬নং অবর্ত্তমানে—

১৭। পিতৃব্য পুত্র। ১৭নং অবর্ত্তমানে—

১৮। পিতৃব্য পৌত্র (১৭নং এর পুত্র)। ১৮নং অবর্ত্তমানে—

১৯। পিতামহের দৌহিত্র। ১৯নং অবর্ত্তমানে—

২০। বৃদ্ধ পিতামহ (পিতামহের পিতা)। ২০নং অবর্ত্তমানে—

২১। বৃদ্ধা পিতামহী। ২১নং অবর্ত্তমানে—

২২। বৃদ্ধ পিতামহের ভ্রাতা। ২২নং অবর্ত্তমানে—

২৩। বৃদ্ধ পিতামহের ভ্রাতার পুত্র। ২৩নং অবর্ত্তমানে—

২৪। বৃদ্ধ পিতামহের ভ্রাতার পৌত্র। ২৪নং অবর্ত্তমানে—

২৫। বৃদ্ধ পিতামহের দৌহিত্র। ২৫নং অবর্ত্তমানে—

২৬ মাতামহ। ২৬নং অবর্ত্তমানে—

২৭ মাতুল। ২৭নং অবর্ত্তমানে—

২৮ মাতুলের পুত্র। ২৮নং অবর্ত্তমানে—

২৯ মাতুলের পৌত্র। ২৯নং অবর্ত্তমানে—

৩০ মাসীর পুত্র। ৩০নং অবর্ত্তমানে—

মন্তব্য—ইহার পর যথাক্রমে (৩১) সাকুল্য (৩২) সমানোদক (৩৩) অবশিষ্ট বন্ধু (৩৪) গুরু (৩৫) ছাত্র (৩৬) সমধ্যায়ী বালক (৩৭) গ্রামবাসী সগোত্র (৩৮) গ্রামবাসী সমান প্রবর (৩৯) গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ (৪০) কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে রাজা সম্পত্তি পান। তবে রাজার ব্রাহ্মণের বিষয় পাইবার বিধি নাই।

স্ত্রীধন।

দায়ভাগ মতে স্ত্রীধন দুই প্রকার:—(১) যৌতুক (২) অযৌতুক। স্ত্রীলোক বিবাহের সময় যৌতুক স্বরূপ যে কোন ব্যক্তির নিকট যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হন তাহাকে যৌতুক স্ত্রীধন বলে। বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে স্বামীর বা অন্য কাহারও নিকট দান বা উইল সূত্রে স্ত্রীলোক যাহা প্রাপ্ত হন বা নিজের সম্পত্তির আয় হইতে যাহা অর্জ্জন করেন তাহাকে অযৌতুক স্ত্রীধন কহে।

যৌতুক স্ত্রীধন সম্বন্ধে উত্তরাধিকারীগণের ক্রমিক নাম।

শ্রেণী—১। অবিবাহিতা কন্যা (অবর্ত্তমানে)

২। বাগদত্তা অবিবাহিতা কন্যা—যাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে—(অবর্ত্তমানে)

৩। বিবাহিতা কন্যা যাহার পুত্র হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে—(উহার অবর্ত্তমানে)

৪। বন্ধ্যা বা বিধবা কন্যা—(অবর্ত্তমানে)

৫। পুত্র বা দত্তক পুত্র (অবর্ত্তমানে)

৬। দৌহিত্র—(অবর্ত্তমানে)

৭। পৌত্র—(অবর্ত্তমানে)

৮। প্রপৌত্র—(অবর্ত্তমানে)

৯। স্বামী—(অবর্ত্তমানে)

১০। ভ্রাতা—(অবর্ত্তমানে)

১১। মাতা—(অবর্ত্তমানে)

১২। পিতা—(অবর্ত্তমানে)

১৩। সপত্নী পুত্র ও পৌত্র

অযৌতুক স্ত্রীধন সম্বন্ধে উত্তরাধিকারীগণের নামের তালিকা।

শ্রেণী—১। পুত্র ও অবিবাহিত কন্যা—(অবর্ত্তমানে)

২। পুত্র আছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে এমন বিবাহিতা কন্যা—(অবর্ত্তমানে)

৩। পৌত্র—(অবর্ত্তমানে)

৪। দৌহিত্র—(অবর্ত্তমানে)

৫। প্রপৌত্র—(অবর্ত্তমানে)

৬। সপত্নীর পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র—(অবর্ত্তমানে)

৭। বন্ধ্যা বা বিধবা কন্যা। ইহার অবর্ত্তমানে—

৮। ভ্রাতা—(অবর্ত্তমানে)

৯। মাতা—(,,)

১০। পিতা—(,,)

১১। স্বামী—(,,)

হিন্দু বিধবা উত্তরাধিকারিণী সূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সম্পত্তিতে কিরূপ স্বত্ত্ব উদ্ভব হয়

হিন্দু বিধবা স্বামীর সম্পত্তি উত্তরাধিকারিণী সূত্রে প্রাপ্ত হইলে

(১) সম্পত্তি নষ্ট বা বিক্রয় করিতে পারেন না, তবে স্বামীর ঋণ পরিশোধ, শ্রাদ্ধ, গয়ায় পিণ্ডদান, কন্যার বিবাহ ও নিজের ভরণপোষণের জন্য সম্পত্তি বিক্রয় ভিন্ন অন্য কোন উপায় না থাকিলে (অর্থাৎ Legal necessity থাকিলে) স্বামীর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন।

(২) স্বামীর সম্পত্তির আয় যথেচ্ছা খরচ করিতে পারেন তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার নাই।

(৩) এরূপ কার্য্য করিবার অধিকার নাই যদ্দারা সম্পত্তি নষ্ট হইতে বা উহার মূল্য হ্রাস হইতে পারে।

(৪) জমি প্রজা বিলি করিলে সাধারণতঃ বিধবার জীবনান্তে জমিতে প্রজার স্বত্ত্ব লোপ পায়।

হিন্দু বিধবার জীবনান্তে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

হিন্দু বিধবার জীবনান্তে তাঁহার স্বামীর উত্তরাধিকারীই বিষয় পাইয়া থাকেন অর্থাৎ বিধবার মৃত্যুকালে যদি তাহার স্বামীর মৃত্যু ঘটিত তাহা হইলে হিন্দু আইনানুসারে সেই সময়ে যিনি স্বামীর উত্তরাধিকারী হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি তিনি বিধবার মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিক হইবেন।

হিন্দু বিধবা অযথা কারণে সম্পত্তি বিক্রয় করিলে বা বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে ভাবী উত্তরাধিকারীর কি করা কর্ত্তব্য।

ভাবী উত্তরাধিকারী মোকদ্দমা দায়ের করিয়া (আরজির জন্য পূর্ব্বে দেখ) যাহাতে বিধবা, সম্পত্তি বিক্রয় করিতে না পারেন তাহা প্রচারে ইংজানসানের ডিক্রী পাইতে পারেন। বিধবা অনুপযুক্ত কারণে সম্পত্তি বিক্রয় করিলে তাহাতে ভাবী উত্তরাধিকারী বাধ্য নহেন। তিনি বিধবার জীবনান্তে ১২ বৎসর মধ্যে নালিশ দ্বারা উক্ত সম্পত্তি ক্রেতার নিকট হইতে ফেরৎ লইতে পারেন।

দুশ্চরিত্রা হিন্দু বিধবার স্বামীর বিষয় পাইবার অধিকারিণী হইবার কিরূপ অধিকার।

যে বিধবার চরিত্র মন্দ অর্থাৎ যিনি অসতী (unchaste) তিনি স্বামীর বিষয় উত্তরাধিকারিণী সূত্রে পাইতে পারেন না। তবে যদি স্বামীর মৃত্যু পর্য্যন্ত বিধবার চরিত্র ভাল থাকে তাহা হইলে তিনি বিষয় পান। পরে বিধবার চরিত্র মন্দ হইলেও স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব লোপ হয় না। তবে যদি বিধবা হিন্দু-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক

অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় বিবাহ করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রথম স্বামীর ত্যক্ত বিষয়ে বিধবার স্বত্ব লোপ হয়।

এজমালী একান্নভুক্ত হিন্দু সংসারের সম্পত্তি।

যে সংসারে একত্রে বাস, ভোজন, পূজা ও একত্রে আয় ব্যয়াদি হয় তাহাকে এজমালী একান্নভুক্ত হিন্দু সংসার বলে। এরূপ সংসারের সম্পত্তি এজমালী সম্পত্তি বলিয়া সাধারণতঃ গণ্য হয়। কোন এজমালী সাধারণ সম্পত্তি একান্নভুক্ত কোন এক ব্যক্তির নামে থাকিলেও উক্ত সম্পত্তি এজমালী বলিয়া ধরা হয়। তবে যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে এজমালী সংসারভুক্ত কোন এক ব্যক্তি তাঁহার নিজ উপার্জ্জিত অর্থে বা নিজ পরিশ্রমে উক্ত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন ও তিনি উক্ত সম্পত্তি তাঁহার নিজস্ব রূপে (অর্থাৎ এজমালী নহে এরূপ ভাবে) ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি যাঁহার নামে আছে কেবল তিনিই পাইতে পারেন। উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত এজমালী সম্পত্তির আয় হইতে বা বিক্রয় দ্বারা যে সম্পত্তি অর্জ্জিত হয় তাহাও এজমালী সম্পত্তি।

দায়ভাগ শাস্ত্রমতে হিন্দুর সম্পত্তি দান বিক্রয়ের কিরূপ অধিকার।

দায়ভাগ শাস্ত্রমতে হিন্দু তাঁহার পৈত্রিক বা স্বোপার্জ্জিত যে কোন সম্পত্তি যদৃচ্ছা দান বিক্রয় বা উইল করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার পুত্রের বা অন্য কাহারও কোন আপত্তি করিবার অধিকার নাই।

পৌষ্যপুত্র বা দত্তক পুত্র।

কোন ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র না থাকিলে তিনি পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন। অবিবাহিত ব্যক্তি ও ১৫ বৎসরের অধিক

বয়স্ক বালক (যাহার জ্ঞান হইয়াছে), এরূপ ব্যক্তি কোন উপযুক্ত বালককে পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার প্রতিবন্ধক নাই। যাঁহার পুত্র তিনি দান করা ও যিনি গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে পুত্রটিকে গ্রহণ করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে পৌষ্যপুত্র গ্রহণের সময় হোম করিতে হয়। হিন্দু বিধবা স্বামীর অনুমতি থাকিলে পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন। একজন পৌষ্যপুত্র জীবিত থাকিতে অপর পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করা যায় না। স্বামী উইলদ্বারা অথবা রেজিষ্ট্রী অনুমতি পত্রদ্বারা স্ত্রীকে পৌষ্য-পুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতি দিতে পারেন। বালককে তাহার পিতা মাতা পৌষ্যপুত্ররূপে দান করিতে পারেন। পিতার অসম্মতিতে মাতার পুত্রকে পৌষ্যপুত্ররূপে দান করিবার ক্ষমতা নাই। ব্রাহ্মণে তাঁহার কন্যার পুত্র, ভগিনীর পুত্র বা ভ্রাতাকে পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না। স্বগোত্র বা ভিন্নগোত্র সজাতীয় পুত্রকে পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে হয়। পৌষ্যপুত্র গ্রহণের পর ঔরষজাত পুত্র না জন্মিলে উক্ত পুত্র সর্ব্বতোভাবে পুত্রের ন্যায় পৌষ্য পিতার বিষয়ের অধিকারী হয়। আইনের চক্ষে ঔরষজাত পুত্রে ও পৌষ্যপুত্রে কোন প্রভেদ নাই।

মন্তব্য। স্বামী অনুমতিপত্রে যদি কোন এক নির্দ্দিষ্ট বালককে পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার আদেশ দেন তাহা হইলে স্ত্রী স্বামীর জীবনান্তে অন্য বালককে পৌষ্যপুত্র স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। কোন ক্ষিপ্ত ব্যক্তি পৌষ্যপুত্র লইতে পারেন না, কারণ তাঁহার সজ্ঞানে পৌষ্য-পুত্র লইবার ক্ষমতা নাই। অবিবাহিত ব্যক্তি পৌষ্যপুত্র লইতে আইনে প্রতিবন্ধক নাই। ১০৲ টাকার ষ্টাম্পে পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতিপত্র লিখিয়া রেজিষ্ট্রী করিতে হয়। মুসাবিদা জন্য পূর্ব্বে দেখ। মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের মতে কোন ব্যক্তির একটী মাত্র পুত্র থাকিলে উক্ত পুত্র অপরকে পৌষ্যপুত্র স্বরূপে দান করা যায় না।

পৌষ্যপুত্রের পৌষ্য পিতার ভিন্ন, উক্ত বংশের অপর কাহারও সম্পত্তি পাইবার কি অধিকার।

পৌষ্যপুত্র তাহার পৌষ্য পিতার বংশের অন্যান্য ব্যক্তির বিষয়ও আইনানুসারে উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইতে পারেন, তবে উক্ত পুত্র তাহার জন্মদাতা পিতার বা তাঁহার বংশের কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইতে পারে না।

পৌষ্যপুত্র গ্রহণের পর পৌষ্য পিতার পুত্র জন্মিলে সম্পত্তির কে কিরূপ অংশ পায়।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যদি পৌষ্যপুত্র গ্রহণের পর পৌষ্য পিতার পুত্র জন্মে তাহা হইলে পৌষ্যপুত্র পৌষ্য পিতার মৃত্যুর পর বিষয়ের তিন ভাগের এক ভাগ পাইয়া থাকে। অন্য জাতির মধ্যে ঐরূপ স্থানে পৌষ্যপুত্র ঔরষজাত পুত্রের সহিত সমান অংশে বিষয় প্রাপ্ত হয়।

বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার।

বিবাহের পর স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে স্বামীর কর্ত্তৃত্বাধীনে আসেন ও স্বামীই তাঁহার স্ত্রীর নাবালিকা অবস্থার গার্জ্জেন হন। স্ত্রী বিবাহের পর স্বামীর গৃহে বসবাস করিতে বাধ্য। তবে যদি স্বামী চরিত্রবিহীন হন অথবা স্ত্রীকে অযথা পীড়ন করেন তাহা হইলে স্ত্রী তাঁহার স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে বা অন্য স্থানে বসবাস করিতে পারেন ও এরূপ স্থলে তিনি স্বামীর নিকট স্বামীর মর্য্যাদা ও অবস্থানুযায়ী মাসহারা পাইতে পারেন। স্বামীও বিবাহের পর স্ত্রীর সহিত বসবাস করিতে ও তাঁহার ভরণপোষণ করিতে বাধ্য, নচেৎ স্ত্রী আইনানুসারে প্রতীকার পাইতে

পারেন। অযথা কারণে স্ত্রী অন্যত্র বসবাস করিয়া স্বামীর নিকট ভরণপোষণ বাবদ দাবী করিতে পারেন না।

কন্যা সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সম্পত্তিতে কিরূপ অধিকার।

হিন্দু বিধবার স্বামীর বিষয়ে যেরূপ অধিকার হিন্দু কন্যারও তাঁহার পিতৃত্যক্ত বিষয়ে তদনুরূপ অধিকার। কন্যা উপযুক্ত কারণ ব্যতীত তাঁহার পিতার ত্যক্ত সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারেন না। কন্যার পুত্র থাকিলে উক্ত পুত্র উক্ত সম্পত্তি তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর মাতামহের উত্তরাধিকারী স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

ভগ্নী ভ্রাতার বিষয় পাইতে পাবে কিনা?

ভগিনী ভ্রাতার বিষয় উত্তরাধিকারিণী সূত্রে পাইবার হিন্দু আইনে কোন বিধান নাই। সুতরাং ভগিনী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহার মৃত ভ্রাতার সম্পত্তি তাহার সুদূর উত্তরাধিকারী পাইয়া থাকেন।

এজমালী সংসারে কর্ত্তার ক্ষমতা।

হিন্দু সংসারে কর্ত্তা সংসারভুক্ত সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সংসারের উন্নতিকল্পে তিনি যদি ঋণ করেন তাহা হইলে উক্ত ঋণ জন্য এজমালী সংসারভুক্ত সকলেই দায়ীক ও উক্ত ঋণ এজমালী সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা পরিশোধ হইতে পারে। যদি কর্ত্তা কোন ব্যবসা জন্য ঋণ করেন তাহা হইলে অপরাপর অংশীদারগণের সম্মতি লইয়া করা উচিৎ, নচেৎ উক্ত ঋণ পরিশোধ জন্য কর্ত্তাকে একাকীই দায়ীক হইতে হয়। কর্ত্তা যদি তাহার নিজের অর্থ, এজমালী সংসারের ভরণপোষণ অথবা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ বা ঋণশোধ জন্য ব্যয়

করেন তাহা তিনি উক্ত সংসার হইতে পাইতে পারেন। অপরাপর অংশীদারগণ এজমালী সংসারের কর্ত্তার নিকট এজমালী সম্পত্তির আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ লইতে পারেন। কর্ত্তা সংসারের ন্যায্য খরচে অর্থ ব্যয় করিলে তাঁহাকে দায়ী হইতে হয় না।

ভরণপোষণের অধিকার।

হিন্দু সংসারের এজমালী অংশীদারগণের পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, স্ত্রী, বৃদ্ধ পিতা, মাতা, বিমাতা, অবিবাহিত ভগিনী ও মৃত অংশীদারগণের বিধবা স্ত্রী এজমালী সংসার হইতে ভরণপোষণ পাইয়া থাকেন। যদি কোন অংশীদারের এজমালী সংসার হইতে পৃথক হইবার পর মৃত্যু হয় ও উক্ত অংশীদারের কোন সম্পত্তি এজমালী সংসারের তত্ত্বাবধানে না থাকে তাহা হইলে উক্ত মৃত পৃথকান্নভুক্ত অংশীদারের বিধবা স্ত্রী এজমালী সংসার হইতে ভরণপোষণ পাইতে পারেন না। হিন্দু বিধবা স্বামীর সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ বাবদ ন্যায্য খরচাদি পাইতে স্বত্বরতী। তিনি ইচ্ছা করিলে স্বামীর গৃহে অথবা অন্যত্র বসবাস করিতে পারেন। হিন্দু বিধবা অসচ্চরিত্রা হইলে খোরপোষ পান না। যদি হিন্দু বিধবার স্বামীর অপর উত্তরাধিকারী, তাঁহার স্বামীর সম্পত্তি হস্তান্তর করেন ও যিনি সম্পত্তি গ্রহণ করেন তিনি বিধবা জীবিত থাকা জানিয়াও সম্পত্তি ক্রয় করেন, তাহা হইলে উক্ত ক্রেতাকে উক্ত সম্পত্তি হইতে উক্ত বিধবার খোরপোষ দিতে হয়। হিন্দু বিধবা আবশ্যক মতে আদালত সাহায্যে তাঁহার প্রাপ্য খোরপোষ বাবদ টাকার পরিমাণ ধার্য্য করাইয়া লইতে পারেন। পিতা বর্ত্তমানে বিবাহিত পুত্রের মৃত্যু হইলে পিতা তাঁহার বিধবা পুত্র বধূকে আইনানুসারে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য নহেন তবে তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে ইহা করিয়া থাকেন।

পার্টিশন্ বা বিভাগ।

এজমালী হিন্দু সংসার ভুক্ত যে কোন অংশীদার তাহার অংশ চিহ্নিত বিভাগমতে পৃথক দখল পাইবার জন্য আদালতে নালিশ করিতে পারেন। তজ্জন্য তাঁহাকে পার্টিশনের নালিশ করিতে হয়। ঐ নালিশের আরজিতে ১০৲ টাকার রসুম লাগে ও প্রথম ডিক্রীর পর কমিশনের দ্বারা বিভাগ করিবার খরচা জমা দিতে হয়। যদি অংশীদার বাদী সম্পত্তিতে বা তাহার কোন অংশে দখলকার না থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার সম্পত্তির মূল্যের উপর পুরা রসুম দিয়া নালিশ করিতে হয় ও তিনি তাহার অংশে ও স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারিলে আদালত হইতে স্বত্ব সাব্যস্তমতে চিহ্নিত বণ্টন দ্বারা দখল পাইয়া থাকেন। পার্টিশনের মোকদ্দমায় এজমালী যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাবদ দাবী করিতে হয়, নচেৎ মোকদ্দমা চলে না। কমিশানের রিপোর্ট দাখিলের পর শেষ ডিক্রীর হুকুম হইলে পক্ষগণকে নিজ নিজ অংশ বাবদ সম্পত্তির মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প খরিদ করিয়া আদালতে দাখিল করিতে হয়, ও উক্ত ষ্ট্যাম্পে ডিক্রী লিখিত হয় (ষ্ট্যাম্প ও ষ্ট্যাম্প আইন ২য় ভাগ "পার্টিশন" দেখ)। হিন্দু বিধবা যাহার একটী পুত্র আছে, তিনি পার্টিশন করিতে বা সম্পত্তিতে কোন অংশ পাইতে পারেন না, তিনি সম্পত্তি হইতে কেবল খোরপোষ মাত্র পাইয়া থাকেন। যে হিন্দু বিধবার একের অধিক পুত্র আছে, তিনি পুত্রগণের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ সময়ে পুত্রের সমান অংশ পাইয়া থাকেন, পৃথক ভরণপোষণ পান না। তবে তিনি তাঁহার অংশ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত হস্তান্তর করিতে পারেন না। বিমাতা তাঁহার সপত্নী পুত্রগণের মধ্যে সম্পত্তি পার্টিশান্ হইলে কোন অংশ পান না, কেবল ন্যায্য ভরণপোষণ পাইতে পারেন।

উইল।

হিন্দুশাস্ত্রমতে শাসিত ব্যক্তি উইল দ্বারা তাঁহার সম্পত্তির যদৃচ্ছা উত্তরাধিকারী মনোনীত বা সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। উইল করিবার নিয়ম দ্বিতীয় ভাগে দেওয়া হইয়াছে ও উক্ত উইলের প্রোবেট লইতে কিরূপ খরচা হয় ও কিরূপ দরখাস্ত করিতে হয় তাহা প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে।

মিতাক্ষরা শাস্ত্রমতে উত্তরাধিকারীগণের শ্রেণীবিভাগ।

শ্রেণী ১। দায়ভাগের মত

২। ঐ।

৩। ঐ।

৪। ঐ।

৫। ঐ।

৬। বিবাহিতা সম্পত্তিহীনা কন্যা।

৭। ,, অবস্থাপন্না কন্যা।

৮। দৌহিত্র।

৯। মাতা।

১০। পিতা

১১। ভ্রাতা

১২। ভ্রাতার পুত্র

১৩। পিতামহী।

১৪। পিতামহ।

১৫। পিতৃব্য।

১৬। পিতৃব্য পুত্র।

১৭। বৃদ্ধ পিতামহী।

১৮। বৃদ্ধ পিতামহ।

১৯। বৃদ্ধ পিতামহের ভ্রাতা।

২০। বৃদ্ধ পিতামহের পুত্র।

২১। এইরূপে পিতামহের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ পুরুষ ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারী।

২২। অবশিষ্ট সপিণ্ড।

২৩। সমানোদক।

২৪। বন্ধু।

২৫। গুরু।

২৬। ছাত্র।

২৭। সমধ্যায়ী বালক।

২৮। রাজা—তবে ব্রাহ্মণের সম্পত্তি সম্বন্ধে নহে।

CHAPTER II.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তামাদী আইন।

(১৯০৮ সালের ৯ আইন)

তামাদী কালের পর মোকর্দ্দমা রুজু হইলে আদালত তামাদী দোষে বারিত বিধায় মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন। (৩ ধারা)

নিম্নে তামাদী আইন সম্বন্ধীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ও নক্সাব দেওয়া হইল।

১। বন্ধকী বা জায় বন্ধক বা অন্য খতের সাধারণ তামাদীর সময় অতীত হইলেও, ওয়াশীলের তারিখ (সুদ আদায় স্থলে উক্ত তারিখ, কিন্তু আসল আদায় স্থলে আসল টাকা দেনদার নিজ হস্তে ওয়াশীল দিবার তারিখ) হইতে নূতন তামাদীর সময় গণিত হয়। (১৯ ধারা)

২। কোন নাবালক সাবালক হইবার পর, তামাদী সময় মধ্যে (সাধারণ তামাদী সময় অতীত হইয়া যাইলেও) দাবীর বাবৎ মোকর্দ্দমা রুজু করিতে পারেন। তবে সাবালক হইবার পর ৩ বৎসরের মধ্যে মোকর্দ্দমা রুজু হওয়া আবশ্যক নচেৎ মোকর্দ্দমা চলে না। (৬।৮ ধারা)

৩। ক্ষিপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধেও নাবালকের নিয়ম। ক্ষিপ্ততা আরোগ্য হইবার পর হইতে তামাদী সময় মধ্যে (৩ বৎসরের অনধিক) ক্ষিপ্ত ব্যক্তি ও তাঁহার দাবীর বাবদ মোকর্দ্দমা রুজু করিতে পারেন। (৬।৮ ধারা)

মোকর্দ্দমা রুজুর পর অন্য তারিখে কোন ব্যক্তিকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিলে উক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে উক্ত তারিখে মোকর্দ্দমা রুজু গণ্য হয় (২২ ধারা)

আদালতে—বিবাদী, তামাদীর আপত্তি বর্ণনাপত্রে উত্থাপন না করিলেও, কিন্তু পরে প্রমাণে মোকর্দ্দমা তামাদী দোষে বারিত দেখাইতে পারিলে মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হয়। (I. L. R. 14 Cal. 592)

আপীল বা পুনর্ব্বিচার (Review) দরখাস্ত করিতে হইলে সাধারণ তামাদী সময় ব্যতীত নকল লইবার সময় আলাহিদা পাওয়া যায়। (১২ ধারা)

এজমালী সম্পত্তির কোন অংশ দখলে থাকিলে অন্য এজমালী সম্পত্তি বাবদ দাবী তামাদী হয় না। তবে কোন সরিক নিজ স্বত্ব প্রচারে প্রকাশ্য ভাবে বাদীর স্বত্ব অস্বীকার করিয়া কোন সম্পত্তি দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল দখল করিলে, উক্ত সম্পত্তিতে তাহার উত্তম স্বত্ব উদ্ভব হয় ও দাবীদার বাদীর (সরিকের,) স্বত্ব লোপ পায়। (7 C. W. N. 774)

২০ বৎসরের অধিক প্রকাশ্যভাবে অন্যের বিনানুমতিতে কেহ অপর ব্যক্তির জমীর উপর দিয়া রাস্তা ব্যবহার করিলে বা জল নির্গম করিলে বা কোন জল ব্যবহার করিলে বা আলোক উপভোগ বা বায়ু সেবন করিলে উক্তরূপে উক্ত বিষয় ব্যবহার করিবার তাহার ইজমেণ্ট Easement right স্বত্ব জন্মায়। (২৬ ধারা)

তামাদী আইনের প্রথম সিডিউলের অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

(সুবিধার জন্য সিডিউলের লিখিত নম্বর পার্শ্বে দেওয়া হইল।)

(মোকর্দ্দমা দাখিল)।

নালিশের বিবরণ।	দাবী তামাদী হইবার সময়।	কোন সময় হইতে তামাদীর কাল আরম্ভ হয়।
৯ ধারা মতে স্থাবর সম্পত্তি পুনর্দ্দখলের নালিশ। (৩নং)	৬ মাস।	বেদখলের তারিখ।
প্রিএমসনের (Preemption) অর্থাৎ সম্পত্তি খরিদের প্রথম অধিকার প্রচারে সম্পত্তি খরিদ করিবার নালিশ। (১০নং)	১ বৎসর।	অপর খরিদ্দার সম্পত্তি দখল লইবার তারিখ অথবা উক্ত খরিদ্দারের কোবালা রেজেষ্ট্রীর তারিখ।
ক্লেম নামঞ্জুরের পর হকিয়তের নালিশ (১১এ নং)	১ বৎসর।	ক্লেম নামঞ্জুরের তারিখ।
মিথ্যা ফৌজদারী মোকর্দ্দমা বাবদ ক্ষতি পূরণের নালিশ। (২৩নং)	১ বৎসর।	বাদী ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় খালাস পাইবার তারিখ।
মিথ্যা অপবাদ প্রচার জন্য ক্ষতিপূরণের নালিশ। (২৪নং)	১ বৎসর।	অপবাদ প্রচারের তারিখ।

নালিশের বিবরণ।	দাবী তামাদী হইবার সময়।	কোন সময় হইতে তামাদীর কাল আরম্ভ হয়।
আদালতের সাহায্যে অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায় মতে ক্রোক হইলে ক্ষতিপূরণ বাবদ নালিশ। (২৯নং)	১ বৎসর।	ক্রোকের তারিখ।
ইজমেণ্ট স্বত্ব প্রচারের নালিশ। (২৬ ধারা)	[illegible] বৎসর।	রাস্তা অথবা আলোক বা জলপথ বন্ধ করিবার তারিখ।
অন্যায় মতে স্থাবর সম্পত্তিতে প্রবেশ (trespass) জন্য ক্ষতি পূরণের নালিশ। (৩৯নং)	৩ বৎসর।	প্রবেশের (trespass) তারিখ।
পুস্তক নকল করিয়া কপিরাইট (copyright) নষ্ট করার জন্য ক্ষতিপূরণের নালিশ। (৪০নং)	৩ বৎসর।	নকলের তারিখ।
বেআইনী ইনজংসন জন্য ক্ষতি-পূরণের নালিশ। (৪১নং)	৩ বৎসর।	ইনজংসন রহিত হওয়ার তারিখ।
নাবালক সাবালক হইয়া গার্জ্জেন কৃত সম্পত্তি বিক্রয় রদ করিবার নালিশ। (৪৪নং)	৩ বৎসর।	সাবালক হইবার তারিখ।
মাল খরিদের জন্য টাকা দাদন দিলে উক্ত টাকা ফেরতের নালিশ। ([illegible])	৩ বৎসর।	যেদিন মাল দিবার চুক্তি থাকে।

নালিশের বিবরণ।	দাবী তামাদী হইবার সময়।	কোন সময় হইতে তামাদীর কাল আরম্ভ হয়
বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের জন্য সাধারণ নালিশ। (৫২নং)	৩ বৎসর।	বিক্রয়ের তারিখ।
সাধারণতঃ কোন কার্য্য বাবদ মজুরির নালিশ। (৫৬নং)	৩ বৎসর।	কার্য্য করিবার তারিখ
হাওলাত দেওয়া টাকা আদায়ের নালিশ। (৫৭নং)	৩ বৎসর।	টাকা ধার দেওয়ার তারিখ।
চাহিবা মাত্র দিবার অঙ্গীকারে টাকা ধার দিলে ঐ টাকা আদায়ের নালিশ। (৫৯নং)	৩ বৎসর।	টাকা ধার লওয়ার তারিখ
হাওলাত দেওয়া টাকার উপর প্রাপ্য সুদের জন্য নালিশ। (৬৩ নং)	৩ বৎসর।	যে তারিখে সুদ বাকী হয়।
চাহিবা মাত্র দিবার কড়ারে গচ্ছিত টাকা আদায়ের নালিশ। (৬০ নং)	৩ বৎসর।	টাকা চাহিবার তারিখ।
হিসাব অন্তে পাওনা টাকা ঠিক হইলে ঐ টাকা আদায়ের জন্য নালিশ। (৬৪নং)	৩ বৎসর।	যে তারিখে হিসাব করিয়া দেনদার হিসাব দস্তখত করিয়া দেয়।

নালিশের বিবরণ।	দাবী তামাদী হইবার সময়।	কোন সময় হইতে তামাদীর কাল আরম্ভ হয়।
যে খতে টাকা আদায় দিবার ওয়াদা নির্দ্দিষ্ট থাকে ঐ খতের উপর নালিশ। (৬৬নং)	৩ বৎসর।	খতের লিখিত ওয়াদার তারিখ।
যে খতে কোন ওয়াদা নাই ঐ খতের বাবদ পাওনা টাকা আদায়ের নালিশ। (৬৭নং)	৩ বৎসর।	খত সম্পাদন করিয়া দিবার তারিখ।
কিস্তিবন্দী হ্যাণ্ডনোট বা খতের কিস্তির বাবদ পাওনা টাকার জন্য নালিশ। (৭৪নং)	৩ বৎসর।	যে যে তারিখে কিস্তিবন্দী বাবদ টাকা পাওনা হয়।
ঐ—তবে যে স্থলে এক কিস্তি খেলাপ হইলে সমস্ত টাকা পাওনা হইবার সর্ত্ত থাকে। (৭৫নং)	৩ বৎসর।	সাধারণতঃ প্রথম কিস্তি খেলাপের তারিখ।
জামিনদার কোন ব্যক্তি কাহার জামিন স্বরূপে টাকা দিলে ঐ টাকা আদায়ের নালিশ। (৮১নং)	৩ বৎসর।	যে তারিখে জামিনদার টাকা দেয়।
সাধারণ লাইফ ইনসিওরেন্স বাবদ পাওনা টাকার জন্য নালিশ। (৮৬নং)	৩ বৎসর।	যে তারিখে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর প্রমাণ দাখিল হয়।

নালিশের বিবরণ।	দাবী তামাদী হইবার সময়।	কোন সময় হইতে তামাদীর কাল আরম্ভ হয়
সাধারণ দলিল রদের নালিশ। (৯১নং)	৩ বৎসর।	যে তারিখে বাদী দলিল রহিত হইবার উপযুক্ত কারণ জানিতে পাবে।
কোন দলিল জাল সাব্যস্তের জন্য নালিশ। (৯২নং)	৩ বৎসব	যে তারিখে বাদী জালের বিষয় অবগত হন।
ক্ষিপ্ত অবস্থায় সম্পত্তি বিক্রয় করিলে উক্ত সম্পত্তি ফেরত পাইবার নালিশ। (৯৪নং)	৩ বৎসর।	যখন বাদী আরোগ্য হইয়া বিক্রয়ের বিষয় অবগত হন।
তঞ্চকতা জন্য ডিক্রী রদের নালিশ বা তঞ্চকতা বাবদ অন্য প্রার্থনা। (৯৫নং)	৩ বৎসব।	বাদী যে তারিখে তঞ্চকতাব বিষয় অবগত হন।
ভ্রম বাবদ কার্য্য সংশোধনের নালিশ। (৯৬নং)	৩ বৎসর।	যে তারিখে বাদী ভ্রম বুঝিতে পারেন।
সাধারণ কনট্রিবিউশান বাবদ নালিশ। (৯৯নং)	৩ বৎসর।	যে তারিখে বাদী টাকা দেয়।
মাওয়াজাল যৌতুক (দেল-মোহর) বাবদ মুসলমান স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক পাওনা টাকা আদায়ের নালিশ (Suit for Exigible Dower)। (১০৩ নং)	৩ বৎসর।	মৃত্যু বা অন্য কারণে বিবাহ ভঙ্গের তারিখ বা টাকা তাগাদা করিলে টাকা দিতে অস্বীকারের তারিখ।

নালিশের বিবরণ।	দাবী তামাদী হইবার সময়।	কোন সময় হইতে তামাদীর কাল আরম্ভ হয়।
বিবাহের পরে দেয় দেল মোহরের টাকার জন্ম মুসলমান স্ত্রীলোকের নালিশ (Suit for deferred Dower)। (১০৪ নং)	৩ বৎসর।	যে তারিখে মৃত্যু বা অন্য কারণে বিবাহ ভঙ্গ হয়।
বন্ধ কারবারের হিসাব নিকাশ বাবদ নালিশ। (১০৬ নং)	৩ বৎসর	কারবার বন্ধ হওয়ার তারিখ।
এজমালী সংসারের কর্ত্তা এজমালী সংসারের জন্য টাকা দিলে উক্ত টাকা বাবদ কনট্রিবিউশনের (হারাহারি আদায়ের) নালিশ। (১০৭ নং)	৩ বৎসর।	টাকা দিবার তারিখ।
স্থাবর সম্পত্তির ওয়াশীলাতের বাবদ নালিশ। (১০৯ নং)	৩ বৎসর।	যে তারিখে বিবাদী সম্পত্তির উপস্বত্ব লয়।
বাকী খাজনার নালিশ। (১১০ নং)	৩ বৎসর।	খাজনা বাকী পড়িবার তারিখ
চুক্তিমতে কার্য্য করাইবার জন্য নালিশ। (১১৩ নং)	৩ বৎসর।	যে তারিখে চুক্তি অনুসারে কার্য্য করিবার বিষয় ধার্য্য থাকে অথবা অথবা যখন বিবাদী চুক্তি মত কার্য্য করিতে অস্বীকার করে ও বাদী তাহা অবগত হন।

নালিশের বিবরণ	দাবী তামাদী হইবার সময়।	কোন সময় হইতে তামাদীর কাল আরম্ভ হয়।
চুক্তি রদের নালিশ। (১১৪ নং)	৩ বৎসর।	যখন চুক্তি রদ হইবার উপযুক্ত কারণ বাদী অবগত হন।
সাধারণতঃ রেজেষ্ট্রী কনট্রাক্ট (চুক্তি) ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণের নালিশ। (১১৬ নং)	৬ বৎসর।	চুক্তি ভঙ্গের তারিখ।
পোষ্যপুত্র গ্রহণ, বে আইনী ও অসিদ্ধ বা কখনও হয় নাই প্রচারের নালিশ। (১১৮ নং)	৬ বৎসর।	যখন বাদী কথিত পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিষয় অবগত হন।
পোষ্যপুত্র গ্রহণ আইন সঙ্গত সিদ্ধ ও বলবৎ প্রচারের নালিশ। (১১৯ নং)	৬ বৎসর	পোষ্যপুত্রের স্বত্ব অস্বীকার বা তাহার ক্ষমতা সম্বন্ধে অস্বীকারের তারিখ।
কোন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক সম্পত্তি বিক্রীত হইলে ভাবী উত্তরাধিকারী কর্ত্তৃক উক্ত বিক্রয় অসিদ্ধ প্রচারের নালিশ। (১২৫ নং)	১২ বৎসর।	বিক্রয়ের তারিখ।
কোন অংশীদার এজমালী সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলে তাহার অংশ পাইবার নালিশ। (১২৭ নং)	১২ বৎসর।	বঞ্চনার বিষয় বাদী অবগত হওয়ার তারিখ।
উইল অনুযায়ী প্রাপ্য টাকা বা সম্পত্তির জন্য নালিশ। (১২৩নং)	১২ বৎসর।	যখন উইল অনুযায়ী উক্ত টাকা বা বিষয় পাওনা হয়।

নালিশের বিবরণ।	দাবী তামাদী হইবার সময়।	কোন সময় হইতে তামাদীর কাল আরম্ভ হয়।
হিন্দু বাদী কর্ত্তৃক বাকী খোরপোষের বাবদ পাওনা টাকা আদায়ের নালিশ। (১২৮ নং)	১২ বৎসর।	যখন টাকা পাওনা হয়।
হিন্দু কর্ত্তৃক খোরপোষ পাইবার অধিকার প্রচারের নালিশ। (১২৯ নং)	১২ বৎসর।	যখন বাদীর খোরপোষ পাইবার স্বত্ব বিবাদী অস্বীকার করে।
স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক বা দায়ীক (চার্জ charge) থাকিলে—পাওনা টাকা আদায়ের সাধারণ নালিশ। (১৩২ নং)	১২ বৎসর।	যখন টাকা পাওনা হয়। (বন্ধকী খতের উপর নালিশে ওয়াদার তারিখ)।
বন্ধক গ্রহীতা কর্ত্তৃক স্থাবর বন্ধকী সম্পত্তি দখলের নালিশ। (১৩৫ নং)	বৎসর	বন্ধকদাতার দখলের স্বত্ব রহিত হইবার তারিখ।
স্থাবর সম্পত্তি খরিদদারের সম্পত্তি পাইবার নালিশ। (যে স্থলে বিক্রেতা বা দেনদার বিক্রয়ের সময় সম্পত্তির দখলকার ছিল না।) (১৩৬ ও ১৩৭ নং)	১২ বৎসর	যে তারিখে বিক্রেতার বা দেনদারের প্রথমে দখল লইবার অধিকার ছিল।
সাধারণতঃ স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব প্রচারে দখল পাইবার নালিশ। (১৪২ ও ১৪৪ নং)	১২ বৎসর।	সম্পত্তি হইতে বাদীর বা তাহার পূর্ব্বাধিকারীর বেদখল হইবার অথবা উহাদের সম্পত্তিতে প্রথম স্বত্ব উদ্ভবের তারিখ।

নালিশের বিবরণ।	দাবী তামাদি হইবার সময়।	কোন সময় হইতে তামাদির কাল আরম্ভ হয়
প্রজার নিকট হইতে জমী দখল লইবার জন্য জমীদার কর্ত্তৃক নালিশ। (১৩৯ নং)	১২ বৎসর।	যখন জমী সম্বন্ধে বাদীর সহিত বিবাদীর প্রজা মনিব সম্বন্ধ শেষ হয়।
সাধারণ বন্ধক উদ্ধারের নালিশ। (১৪৮ নং)	৬০ বৎসর।	বন্ধক উদ্ধারের স্বত্ব উদ্ভব হইবার তারিখ হইতে।
গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাদী স্বরূপে কোন নালিশ। (১৪৯ নং)	৬০ বৎসর।	সাধারণ তামাদী সময় যে দিন হইতে আরম্ভ হয়

(আপীল দাখিল)

আপীলের বিবরণ।	তামাদীর সময়।	কোন সময় হইতে তামাদীর কাল আরম্ভ হয়।
ফাঁসীর হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল। (১৫০ নং)	৭ দিন।	হুকুমের তারিখ।
দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে নিম্ন আদালতের রায় ডিক্রী বা হুকুমের বিরুদ্ধে জজ আদালতে আপীল। (১৫২ নং)	৩০ দিন।	রায়ের বা হুকুমের তারিখ (রায়, ডিক্রী বা হুকুমের নকল লইবার তারিখ বাদে ৩০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে হয়)।
ফৌজদারী আদালতের দণ্ডের বিরুদ্ধে জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে আপীল। (১৫৪ নং)	৩০ দিন।	দণ্ডের তারিখ।
ফৌজদারী (সেসন) আদালতের সাধারণ দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল (ফাঁসীর হুকুম বাদ)। (১৫৫ নং)	৬০ দিন।	দণ্ডের তারিখ।
জজ বা সবজজ আদালতের সাধারণ রায়ের বা হুকুমের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল। (১৫৬ নং)	৯০ দিন।	ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ।

(দরখাস্ত দাখিল)

দরখাস্তের বিবরণ	তামাদীর সময়	কোন সময় হইতে তামাদীর কাল আরম্ভ হয়।
দেওয়ানী কার্য্য বিধি অনুসারে সালিশের রোয়দার (award) বদের জন্য দরখাস্ত। (১২৮ নং)	১০ দিন।	আদালতে সালিস কর্ত্তৃক রোয়দাদ দাখিলের তারিখ।
মফঃস্বল ছোট আদালতের রায়ের বা হুকুমের পর মোকর্দ্দমা পুনর্বিচারের (review) জন্য দরখাস্ত। (১৬১ নং)	১৫ দিন।	রায় বা হুকুম দিবার তারিখ।
বাদীর অনুপস্থিতিতে মোকর্দ্দমা খারিজ হইলে মোকর্দ্দমা পুনর্বিচারের জন্য দরখাস্ত। (১৬৩ নং)	৩০ দিন	মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবার তারিখ।
একতরফা ডিক্রী রহিতে মোকর্দ্দমা পুনর্বিচারের জন্য দরখাস্ত। (১৬৪ নং)	৩০ দিন	ডিক্রীর তারিখ বা সমন জারি না হইয়া থাকিলে দরখাস্তকারী জারী বা অন্য কারণে ডিক্রীর বিষয় জানিতে পারিবার তারিখ।
সাধারণ নিলাম রদের দরখাস্ত। (১৬৬ নং)	৩০ দিন	ডিক্রী জারিতে নিলামের তারিখ।

দরখাস্তের বিবরণ।	তামাদীর সময়	কোন সময় হইতে তামাদীর কাল আরম্ভ হয়।
নিলাম খরিদদার আদালত সাহায্যে সম্পত্তিতে দখল লইলে যদি তৃতীয় ব্যক্তি বেদখল হয়, তাহা হইলে তৃতীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক উক্ত সম্পত্তিতে দখল পাইবার জন্য দরখাস্ত। (১৬৫ নং)	৩০ দিন।	বেদখলের তারিখ।
ডিক্রীদার বা নিলাম খরিদদার ডিক্রীকৃত বা নিলাম খরিদা সম্পত্তি আদালত সাহায্যে দখল লইতে যাইলে যদি কেহ প্রতিবন্ধক দেয় তাহা হইলে সেই বিষয় প্রতীকার জন্য দরখাস্ত। (১৬৭ নং)	৩০ দিন।	প্রতিবন্ধকের তারিখ
আপীলাণ্টের অনুপস্থিতিতে আপীল খারিজ হইলে আপীল পুনর্বিচারের জন্য দরখাস্ত। (১৬৮ নং)	৩০ দিন।	খারিজের তারিখ
একতরফা আপীল নিষ্পত্তি হইলে আপীল ও পুনর্বিচারের জন্য দরখাস্ত। (১৬৯ নং)	৩০ দিন।	আপীলের ডিক্রীর তারিখ।
পাপর স্বরূপে কোন ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিবার দরখাস্ত। (১৭০নং)	৩০ দিন।	ডিক্রীর তারিখ।

দরখাস্তের বিবরণ।	তামাদীর সময়।	কোন সময় হইতে তামাদীর কাল আরম্ভ হয়।
ছোট আদালত ভিন্ন অন্য আদালয় ডিক্রী বা হুকুমের রিভিউ করিবার দরখাস্ত। (১৭৩ নং)	৯০ দিন।	ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ।
আদালতের বাহিরে দেনদার ডিক্রীদারকে কোন টাকা দিলে বা মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করিলে আদালতে তাহা জানাইয়া ডিক্রীদারের উপর নোটীশ দিবার দরখাস্ত। (১৭৪নং)	দিন।	টাকা দিবার বা মীমাংসার তারিখ।
ডিক্রী বা হুকুম জারির দরখাস্ত। (সাধারণ) (১৮২ নং)	(১) ৩ বৎসর। (২) ডিক্রী বা হুকুম রেজেষ্ট্রী হইলে ৬ বৎসর।	১। ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ। ২। ডিক্রী সংশোধন হইলে সংশোধনের তারিখ। ৩। আপীল হইলে শেষ আপীলের ডিক্রীর তারিখ। ৪। রিভিউ হইলে রিভিউ নিষ্পত্তির তারিখ। ৫। (খাজনার ডিক্রী ভিন্ন অন্য জারিতে) শেষ জারির জন্য কোন কার্য্য (Step in aid of execution) করিবার তারিখ। ৬। যেখানে ডিক্রীতে কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে

দরখাস্তের বিবরণ	তামাদীর সময়।	কোন সময় হইতে তামাদীর কাল আরম্ভ হয়।
		কোন টাকা দিবার হুকুম থাকে তাহা হইলে সেই তারিখ। ৭। দেওয়ানী কার্য্য বিধি অনুসারে ডিক্রী জারি না হইবার কারণ দর্শাইবার নোটীশ জারি হইলে ঐ নোটীশ জারির তারিখ।
বিলাতে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিবার অনুমতি পাইবার জন্য দরখাস্ত। (১৭৯ নং)	৬ মাস।	ডিক্রীর তারিখ।
মোকর্দ্দমায় বা আপীলে মৃত পক্ষের স্থলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে কায়েম মোকাম করিবার দরখাস্ত। (১৭৬ নং)	৬ মাস।	পক্ষের মৃত্যুর তারিখ।
আদালতের বাহিরে বা আদালতের অনুমতি অনুসারে সালিশ মান্য করিয়া সালিশের রোয়দাদ অনুসারে ডিক্রী করিবার জন্য দরখাস্ত। (১৭৮ নং)	৬ মাস	রোয়দাদের তারিখ

পরিশিষ্ট।

উকীল ও মোক্তারের মোহরের সম্বন্ধে হাইকোর্টের আদেশ ও আদালত হইতে নকল লইবার নিয়ম।

১। কোন উকীল এককালীন ২ জন মোহরের ও কোন মোক্তার এককালীন ১ জনের অধিক মোহরের নাম রেজিষ্ট্রী করিতে পারিবেন না।

২। ডিসট্রিক্ট জজ রেজেষ্টারীভুক্ত মোহরের একটি তালিকা রাখিবেন ও উক্ত মোহরেরদের প্রত্যেককে একখানি করিয়া কার্ড দিবেন। উক্ত কার্ড যাহার নামে দেওয়া হইবে সে ভিন্ন অন্য মোহরের ব্যবহার করিতে পারিবে না। উক্ত কার্ড বৎসরান্তে ফেরৎ দিলে নূতন বৎসরের জন্য উহা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইবে।

৩। রেজেষ্টারীভুক্ত মোহরেরগণ আদালতে এবং তৎসংক্রান্ত আফিসে কার্য্য করিতে পারিবে তবে নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত যথেচ্ছা আফিসের কার্য্য করিতে পারিবে না (বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ১২৫৯ নং হুকুম যাহা ১৯০১ সালের ৭ই এপ্রেল কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হইয়াছে তাহা দেখ)।

৪। যে উকীলের মোহরের, তাঁহার নাম ও যে তারিখে উক্ত মোহরের রেজেষ্টারীভুক্ত হইয়াছে তাহা উক্ত কার্ডে লিখিত থাকে। কার্ডের তালিকা জজ সাহেব ডিসট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও সবডিভিসানাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ও আবশ্যক হইলে চৌকি ও সবডিভিজনের মুনসেফী আদালতে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

৫। কোন মোহরের রেজেষ্ট্রী ভুক্ত না হইলে উকীলের বা মোক্তারের মোহরের স্বরূপে কোন আদালতে বা আফিসে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৬। উপযুক্ত কারণে জজ সাহেব উকীল কিম্বা মোক্তারের মোহরের নাম রেজেষ্ট্রী বহি হইতে কাটিয়া দিতে পারেন। ডিসট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মোক্তারের মোহরের নাম কাটিবার হুকুম দিতে পারেন। আবশ্যকমতে কোন মোহরের নাম কাটিবার পূর্বে তাহার নিকট কৈফিয়ৎ লওয়া হইতে পারে। ডিসট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কোন মোহরের নাম কাটিবার হুকুম দিলে তাহা জজ সাহেবকে ও জজ সাহেব ঐরূপ কোন হুকুম দিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অবগত করিবেন ও রেজেষ্ট্রী বহিতে উক্ত আদেশ অনুসারে মন্তব্য লেখা হইবে।

কোন রেজেষ্ট্রীভুক্ত মোহরের নাম কাটিয়া দিবার হুকুমের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপীল বা মোশন [illegible] না।

৭। যে মোহরের নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে কোন আদালতে উকীল বা মোক্তারের মোহরের স্বরূপ আর রেজেষ্ট্রী-ভুক্ত করা হইবে না।

৮। উকীল বা মোক্তারগণকে তাহাদের মোহরেরগণের নাম রেজেষ্ট্রী ভুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে হয়।

৯। উক্ত দরখাস্ত করিবার সময় উকীল বা মোক্তার, যে ব্যক্তির নাম মোহরের স্বরূপে নাম রেজেষ্ট্রী করিবার দরখাস্ত করা হইতেছে উক্ত মোহরের রেজেষ্ট্রীভুক্ত মোহরের হইবার উপযুক্ত ও তিনি উক্ত মোহরের বিরুদ্ধে কিছু জানে না ও উহাকে কেবল তাঁহার নিজের আদালত সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিতে

ইচ্ছা করেন এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট দিবেন। কোন উকীল বা মোক্তারের রেজেষ্ট্রীভুক্ত মোহরের কোন আদালতে বা আদালত সংক্রান্ত আফিসে অন্য কোন উকীল বা মোহরের কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না।

উকীল বা মোক্তারের কোন রেজেষ্ট্রী ভুক্ত মোহরের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে বা কার্য্য হইতে বরখাস্ত হইলে বা তাহার মৃত্যু হইলে, উক্ত উকীল বা মোক্তার উক্ত মোহরের পরিবর্ত্তে অন্য মোহরের নাম রেজেষ্ট্রীভুক্ত করিয়া লইতে পারেন ও তাঁহাকে নূতন মোহরের জন্য ৯ নং নিয়মানুসারে দরখাস্ত করিতে ও সার্টিফিকেট দিতে হয়।

শ্রীরঞ্জীত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং বনহুগলী পোঃ আলমবাজার
জেলা ২৪ পরগণা

সমাপ্ত

ভূমিকা।

ডিক্রীজারি সংক্রান্ত অধিকাংশ বিষয়ে উকীলের সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। অথচ এই আইন সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত না থাকিলে ডিক্রীজারির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। বঙ্গ ভাষায় যে সকল আইন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটীতেই ডিক্রীজারির সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। এই অভাব দূরীকরণার্থে বর্ত্তমান পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। যাঁহারা পুরাতন দেও-য়ানী কার্য্যবিধিতে অভ্যস্ত তাঁহাদের সুবিধার জন্য ১৯০৮ সালের দেও-য়ানী কার্য্যবিধির ডিক্রীজারির প্রত্যেক ধারা এবং নিয়মের শেষভাগে পুরাতন দেওয়ানী কার্য্যবিধির ধারা দেওয়া হইয়াছে। আবশ্যক স্থলে বন্ধনীর [ ] ভিতর টীকা প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে যাঁহাদের জন্য এই পুস্তক প্রকাশিত হইল তাঁহারা ইহার দ্বারা উপকৃত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

হাওড়া।
আষাঢ়, ১৩১৯।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সোম।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

ক	...	ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টস্, কলিকাতা সিরি
ব	...	,, ,, ,, বম্বে ,,
মা	...	,, ,, ,, মান্দ্রাজ ,,
এ	...	,, ,, ,, এলাহাবাদ ,,
উ রি	...	উইক্‌লি রিপোর্টার।
মু ই আ	...	মুর্‌স্ ইণ্ডিয়ান আপীল।
ক উ নো	...	কলিকাতা উইক্‌লি নোট্‌স্।
ক ল জা	...	কলিকাতা ল জার্নাল্।

সূচীপত্র।

১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন।

জারি—সাধারণ। ধারা।

কোন্ কোন্ আদালত ডিক্রীজারি করিতে পারেন।

জারির দরখাস্ত।

দেওয়ানী আইন।

ডিক্রীজারি সংক্রান্ত।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন (১৯০৮ সালের ৫আইন)।

জারি

সাধারণ।

ধারা।

৩৬। ডিক্রীজারি সংক্রান্ত এই আইনে যে সকল বিধি আছে তাহা, যতদূর সম্ভব হইতে পারে, অর্ডার জারিতেও প্রযোজ্য হইবে।

——নূতন।

[জারি দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা ডিক্রীজারি এবং অর্ডারজারি। আদালতের কতকগুলি আদেশ (অর্ডার) ডিক্রীজারির ন্যায় জারি হইতে পারে, যেমন, মুলতুবি খরচা দিবার আদেশ, উকীল খরচা দিবার আদেশ ইত্যাদি।]

৩৭। ডিক্রীজারি সংক্রান্ত বিষয়ে "যে আদালত ডিক্রী দিয়াছে" কিম্বা ঐ প্রকারের কোন কথা বলিলে, সে স্থলে অন্য কোন বিরুদ্ধ অর্থ না বুঝাইলে, নিম্নলিখিতরূপ অর্থ বুঝাইতে পারে,

(ক) যে স্থলে আপীল আদালতের বিচারে ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে, সেস্থলে যথায় মকদ্দমা প্রথম রুজু হইয়াছিল, সেই আদালত বুঝাইবে।

(খ) যেস্থলে সর্ব্বপ্রথম রুজুর আদালত উঠিয়া গিয়াছে, কিম্বা উক্ত আদালতের ডিক্রীজারি করিবার ক্ষমতা রহিত করা হইয়াছে, সেস্থলে ডিক্রীজারির দরখাস্ত করিবার সময়ে উক্ত ডিক্রী সংক্রান্ত মকদ্দমা যে আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতা হইয়াছে, সেই আদালত বুঝাইবে। —৬৪৯ ধারা।

কোন্ কোন্ আদালত ডিক্রীজারি করিতে পারেন।

৩৮। যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন, কিম্বা যে আদালতে জারির জন্য ডিক্রী পাঠান হইয়াছে, সেই আদালত ডিক্রী জারি করিতে পারেন। —২২৩ ধারা, ১ম দফা।

৩৯। (১) যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন, ডিক্রীদার দরখাস্ত করিলে, সেই আদালত নিম্নলিখিত স্থলে অন্য আদালতে জারির জন্য ডিক্রী পাঠাইতে পারেন,—

(ক) যাহার প্রতিকূলে ডিক্রী হইয়াছে সে যদি ঐ প্রকার আদালতের (অর্থাৎ যে আদালতে ডিক্রী পাঠান হইতেছে সেই আদালতের) স্থানীয় এলাখার মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক বাস করে, কিম্বা কারবার আদি চালায়, কিম্বা লাভের জন্য নিজে কার্য্য করে।

(খ) যাহার প্রতিকূলে ডিক্রী হইয়াছে, তাহার, যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন সেই আদালতের অধীনে, ডিক্রী শুধিবার মত প্রচুর সম্পত্তি না থাকিলে এবং ঐ প্রকার আদালতের (অর্থাৎ যে আদালতে ডিক্রী জারির জন্য পাঠান হইবে) স্থানীয় এলাখার অধীনে ঐ প্রকার সম্পত্তি থাকিলে, কিম্বা

(গ) যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন, সেই আদালতের এলাখার বহির্ভাগস্থিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় কিম্বা হস্তান্তরিত করিবার জন্য ডিক্রীর দ্বারা আদেশ দেওয়া হইলে, কিম্বা

(ঘ) যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন, সেই আদালত যদি অন্য কোন কারণে বিবেচনা করেন যে, অন্য আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারি হওয়া উচিত। এরূপ স্থলে আদালত উক্ত কারণটী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(২) যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন, সেই আদালত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া (অর্থাৎ ডিক্রীদারের বিনা দরখাস্তেও) উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন নিম্ন আদালতে ডিক্রী জারির জন্য পাঠাইতে পারেন।

—২২৩ ধারা, ২ এবং ৩ দফা।

৪০। যেখানে ডিক্রী অন্য প্রদেশে জারির জন্য পাঠান হয়, সেস্থলে ঐ প্রদেশে যে প্রকার বিধান প্রচলিত আছে, সেই প্রকার বিধান অনুসারে উপযুক্ত আদালতে পাঠাইতে হইবে এবং জারি করিতে হইবে।———নূতন।

৪১। যে আদালতে ডিক্রী জারির জন্য পাঠান হয়, সেই আদালত, যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন তাঁহার নিকট উক্ত ডিক্রী জারি হওয়ার বিষয় জ্ঞাপন করিবে, কিম্বা যেখানে পূর্ব্বোক্ত আদালত ডিক্রী

জারি করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেস্থলে কি অবস্থায় অসমর্থ হইয়াছে তাহা জ্ঞাপন করিবে। —২২৩ ধারা, ৪ দফা।

৪২। ডিক্রী জারি করিবার জন্য যে আদালতে পাঠান হইয়াছে, ঐ ডিক্রী যদি ঐ আদালাতেরই হইত, তাহা হইলে ঐ আদালতের যেরূপ ক্ষমতা থাকিত, এইরূপ (স্থানান্তরিত) ডিক্রী জারিতেও সেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে। এই আদালতই যদি ডিক্রী দিত, তাহা হইলে ইহা ডিক্রীজারি অমান্যকারী কিম্বা ডিক্রীজারিতে বাধা প্রদানকারী লোককে যে প্রকার শাস্তি দিতে পারিত, এইরূপ ডিক্রীজারিতেও তাহা পারিবে। এই আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত ডিক্রীজারি সংক্রান্ত অর্ডারগুলির যে বিধান অনুসারে আপীল হয়, এইরূপ (স্থানান্তরিত) ডিক্রীজারিতেও তাহা হইবে। —২২৮ ধারা।

[এইরূপ ডিক্রীজারিতে ক্রোকী সম্পত্তিতে যদি কোন ক্লেম (মোজাহেম) দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই ধারা অনুসারে এই আদালত (অর্থাৎ যে আদালতে ডিক্রী জারির জন্য পাঠান হইয়াছে) উহার বিচার করিবেন।]

৪৩। ভারতবর্ষের অন্তর্গত ইংরাজ রাজত্বের যে কোন স্থানে অবস্থিত কোন দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক যদি ডিক্রী দেওয়া হয় এবং ডিক্রীজারি সংক্রান্ত আইন যদি ঐ আদালতে প্রযোজ্য না হয়, কিম্বা মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত বড়লাট বাহাদুরের ক্ষমতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিম্বা বাহালকৃত কোন বিদেশীয় রাজ্যের আদালত কর্ত্তৃক যদি কোন ডিক্রী দেওয়া হয়, আর যদি ঐ ডিক্রী যে আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই আদালতের এলাখায় জারি করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ইংরাজ রাজত্বের যে কোন আদালতের এলাখা-ন দেওয়ানী আইনের বিধানানুসারে উক্ত ডিক্রী জারি হইতে —২২৯ ধারা।

৪৪। মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত বড়লাট বাহাদুর ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া ঘোষণা করিতে পারেন যে, কোন দেশীয় রাজ্যে কিম্বা সম্রাটের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ কোন ষ্টেটের মধ্যে অবস্থিত এবং মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত বড়লাট বাহাদুরের ক্ষমতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিম্বা বাহালকৃত নয় এরূপ কোন দেওয়ানী কিম্বা রেভিনিউ আদালতের ডিক্রী, ভারতবর্ষের অন্তর্গত ইংরাজ রাজত্বে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রীর ন্যায়, ভারতবর্ষের অন্তর্গত ইংরাজ রাজত্বে জারি হইতে পারে।

—২২৯ খ ধারা।

৪৫। অন্য আদালতে ডিক্রী জারি করিবার জন্য আদালত কর্তৃক ডিক্রী পাঠাইবার যে সকল বিধান পূর্ব্বে উক্ত হইল, ঐ সকল বিধান অনুসারে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ইংরাজ রাজত্বের মধ্যে যে কোন আদালতকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে, ঐ প্রকার আদালত ডিক্রী জারির নিমিত্ত, কোন বিদেশীয় রাজ্য কিম্বা ষ্টেটের অন্তর্গত মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত বড়লাট বাহাদুরের ক্ষমতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিম্বা বাহালকৃত যে কোন আদালতে পাঠাইতে পারেন। কিন্তু এরূপ স্থলে, এই বিধান বিদেশীয় রাজ্যের কিম্বা ষ্টেটের ঐ প্রকার আদালতে প্রযোজ্য হইবে, ঐই প্রকার বিজ্ঞাপন মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক ইণ্ডিয়া গেজেটে থাকা চাই। —২২৯ ক ধারা।

৪৬। (১) ডিক্রীদার দরখাস্ত করিলে, যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন, সেই আদালত যখনই উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তখনই অন্য যে কোন আদালতের ঐ ডিক্রী জারি করিবার ক্ষমতা আছে, সেই আদালতে প্রিসেপ্ট (Precept পরিসাপ্ট) পাঠাইতে পারেন, তাহার দ্বারা প্রিসেপ্টে উল্লিখিত দেনদারের যে কোন সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে।

(২) যে আদালতে প্রিসেপ্ট পাঠান হইয়াছে সেই আদালত, ডিক্রীজারিতে সম্পত্তি ক্রোকের যে বিধান আছে, এ স্থলেও ক্রোকের সময় সেই বিধান অনুসারে কার্য্য করিবেন।

কিন্তু প্রিসেপ্ট অনুসারে ক্রোক দুই মাসের বেশী দিন বাহাল থাকিবে না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে বেশী দিন বাহাল থাকিতে পারে, যথা—

যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন, সেই আদালত যদি উক্ত ক্রোকের সময় বাড়াইবার আদেশ দেন,

কিম্বা উক্ত ক্রোকের মেয়াদ ফুরাইবার পূর্ব্বে, যে আদালত কর্ত্তৃক ক্রোক হইয়াছে, যদি সেই আদালতে ডিক্রী স্থানান্তরিত করা হয়, এবং এই সম্পত্তি নিলাম হইবার আদেশের জন্য যদি ডিক্রীদার দরখাস্ত করে। —নূতন।

ডিক্রীজারিকারক আদালত কি কি বিষয় বিচার করিতে পারেন।

৪৭। (১) যে মকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছে, সেই মকদ্দমার পক্ষ কিম্বা তাহাদের স্থলাভিষিক্তগণের মধ্যে কোন প্রশ্নের উত্থাপন হইলে, এবং এই প্রকার প্রশ্ন যদি ডিক্রীজারি, ছাড় (discharge) কিম্বা, মিমাংসার সম্বন্ধে হয়, তাহা হইলে ডিক্রীজারিকারক আদালত ইহার বিচার করিবেন। ইহার জন্য পৃথক মকদ্দমা হইবে না।

(২) আদালত এই ধারা অনুসারে কার্য্যকে (proceeding) মকদ্দমা (Suit), কিম্বা মকদ্দমাকে (Suit) কার্য্য (proceeding) বলিয়া ধরিতে পারেন এবং আবশ্যক হইলে অপূরণ কোর্টফি দিবার আদেশ করিতে পারেন। ইহাতে তামাদি কিম্বা এলাখার (jurisdiction) আপত্তি চলিবে।

(৩) কোন লোক কোন পক্ষের স্থলাভিষিক্ত কি না এরূপ কোন প্রশ্ন উঠিলে, তাহা এই ধারার উদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক বিচার্য্য হইবে।

ব্যাখ্যা—বাদী, যাহার মকদ্দমা ডিসমিস হইয়াছে, এবং প্রতিবাদী, যাহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা ডিসমিস হইয়াছে, এতদুভয়কেই এই ধারার জন্য মকদ্দমার পক্ষ বলা যাইতে পারে। —২৪৪ ধারা।

[এই ধারা অনুসারে কেবল মাত্র জারি সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উঠিবে, তাহারই বিচার হইবে। ডিক্রী হইবার পূর্ব্বে যদি এরূপ কোন চুক্তি হয় যে, ডিক্রী জারি হইবে না, তাহা হইলে এই ধারা অনুসারে ঐ চুক্তির বিচার হইবে না, কিন্তু ডিক্রীতেই যদি এই চুক্তির উল্লেখ থাকে (যথা, যে স্থানে ঐ প্রকার সোলেনামাসূত্রে ডিক্র হয়) তাহা হইলে এই ধারা অনুসারে তাহার বিচার হইতে পারে।

—৬ক উ নো ৭৯৬।

ডিক্রী, হইবার পূর্ব্বে ডিক্রী জারি করা হইবে না বলিয়া চুক্তি হইলে ঐ চুক্তিভঙ্গের বিষয় জারিতে বিচার্য্য না হইলেও, তাহার জন্য চুক্তিভঙ্গের পৃথক নালিস চলিতে পারে। — ২৩ ব ৩৭৪।

এই ধারা অনুসারে যে সকল কার্য্য হইবে, তাহার দ্বারা ডিক্রী কোন প্রকারে রদ কিম্বা পরিবর্ত্তিত করা চলিবে না। ৩২ ক ২৬৫।

তজ্জন্য ছানি কিম্বা পৃথক মকদ্দমা করা চলে।

কোন সম্পত্তি ৬০ ধারা অনুসারে ক্রোক এবং নিলাম যোগ্য কি না তাহা এই ধারা অনুসারে বিচার হইবে। ৮ এ ১৪৮।

রোডসেস, পাবলিক ওয়ার্কসেস প্রভৃতির ডিক্রীজারিতেও এই ধারা প্রয়োগ হয়।

ডিক্রী সম্বন্ধে যদি কোন বন্দোবস্ত হইয়া থাকে, এবং ঐ বন্দোবস্তের বিষয় যদি আদালতে Certify (সার্টিফাই) করা না হয়, তাহা হইলে এই ধারা অনুসারে ঐ বন্দোবস্তের বিচার হইবে না। ২০ ক ৩২ কিন্তু ডিক্রী যদি শোধ হইয়া গিয়া থাকে এবং ঐ শোধের বিষয় যদি

আদালতে Certify (সার্টিফাই)করা না হয়, তাহা হইলে শোধ সাব্যস্থ করিবার জন্য এই ধারা অনুসারে বিচার হইতে পারে।

৮ ক উ নো ৩৯৫।

আপীল—এই ধারা অনুসারে যেসকল অর্ডার (আদেশ) হইবে,তাহা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২ ধারার বিধান মতে ডিক্রী বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় আপীল চলে।

তামাদি—৩ বৎসর (তামাদি আইনের ১৮১ প্রকরণ দেখ)।

কোন বাদী কিম্বা প্রতিবাদী যদি মকদ্দমা রুজুর সময় পক্ষ থাকে এবং ডিক্রী হইবার পূর্ব্বে যদি মকদ্দমার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক রহিত হয়, তাহা হইলে তিনি ই ধারার 'ব্যাখ্যা' অনুসারে পক্ষ বলিয়া গণ্য হইবেন।]

জারির সময়ের সীমা।

৪৮। (১) ইন্‌জানসান্ মঞ্জুরের ডিক্রী ভিন্ন যদি অন্য কোন ডিক্রী জারির নিমিত্ত পূর্ব্বে দরখাস্ত হইয়া থাকে, এবং আবার নূতন দরখাস্ত করা হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত সময় হইতে গণনা করিয়া বার বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পরে উক্ত ডিক্রী জারির নিমিত্ত আদেশ দেওয়া হইবে না। কিন্তু এই বার বৎসর নিম্নলিখিত সময় হইতে গণনা করিতে হইবে, যথা—

(ক) যে ডিক্রী জারির জন্য দরখাস্ত হইয়াছে, সেই ডিক্রীর তারিখ হইতে কিম্বা (খ) যে স্থলে ডিক্রীতে কিম্বা তাহার পরের কোন অর্ডারে আদেশ থাকে যে, কোন টাকা কিম্বা কোন সম্পত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিম্বা কিস্তিবন্দী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিতে হইবে, সে স্থলে উক্ত টাকা কিম্বা সম্পত্তি যাহার জন্য ডিক্রীজারির দরখাস্ত করা হইয়াছে, তাহা উক্ত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিম্বা কিস্তিবন্দী অনুসারে না দিবার (অর্থাৎ ক্রটীর) তারিখ হইতে।

(২) কিন্তু, (ক) উক্ত ১২ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পরেও যদি ডিক্রী-জারির দরখাস্ত করা হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত স্থলে আদালত ডিক্রীজারির আদেশ প্রদান করিতে পারেন, যথা—

যদি উক্ত দরখাস্তের তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্বে বার বৎসরের মধ্যে দেনদার তঞ্চক কিম্বা বলপূর্ব্বক উক্ত ডিক্রী জারি হইতে বাধা প্রদান করিয়া থাকে।

(খ) ১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের (তামাদি আইন) ২য় তপসীলের ১৮০ প্রকরণে যে বিধান আছে, বর্ত্তমান ধারার দ্বারা তাহার কোনরূপ ব্যত্যয় হইবে না।

—২৩০ ধারা, ৩ এবং ৪ দফা।

[একটী টাকা দিবার ডিক্রী আপীলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এস্থলে বিচারে স্থির হইল যে, আপীলের ডিক্রীর তারিখ হইতে ১২ বৎসর গণনা করিতে হইবে। — ৩৪ ক ৮৭৪।

"তঞ্চক পূর্ব্বক"— উদাহরণ, ডিক্রী হইয়া যাইবার পর দেনদার উক্ত ডিক্রী রদ করিবার জন্য অন্যায় পূর্ব্বক অনর্থক দেরী করিবার অভিপ্রায়ে ছানি করিল, তাহাতে ডিক্রীদার উক্ত ডিক্রীজারির দরখাস্ত করিল না এবং ছানির দরখাস্তের বিচার হইবার জন্য কিছুদিন কাটিয়া যাইবার পর ছানি নামঞ্জুর হইল ; এস্থলে দেনদার তঞ্চক পূর্ব্বক ডিক্রী-দারকে জারী করিতে বিরত করাইয়াছে, সুতরাং ছানি নামঞ্জুরের তারিখ হইতে ডিক্রীদার জারির জন্য ১২ বৎসর সময় পাইবে।

—১১ ক, উ, নো ৪৪০।]

গ্রহীতা এবং স্থলাভিষিক্তগণ।

৪৯। যদি কোন ডিক্রী অন্য কোন লোক (দান, খরিদ প্রভৃতির দ্বারা) গ্রহণ করে, তাহা হইলে আদিম ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে দেনদার

যে সকল অধিকার (ইকুইটী Equity) পাইতে পারিতেন, তাহা গ্রহীতার বিরুদ্ধেও পাইবেন। —২৩৩ ধারা।

[উদাহরণ স্বরূপ মনে কর যে, উল্লিখিত ডিক্রীটী টাকার ডিক্রী এবং দেনদারও আদিম ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে একটী টাকার ডিক্রী পাইয়াছে, এস্থলে পূর্ব্বোক্ত ডিক্রী হস্তান্তরিত হইলেও, দেনদার আদিম ডিক্রীদারের নিকট তাহার পাওনা টাকা, ডিক্রীগ্রহীতার বিরুদ্ধে কর্ত্তন দিবার অধিকার পাইবে। ২১ অর্ডারের ১৮ নিয়ম দেখ।]

৫০। (১) ডিক্রী সম্পূর্ণ শোধ হইবার পূর্ব্বে যদি দেনদার মারা যায়, তাহা হইলে মৃতের স্থলাভিষিক্তের (কায়েম মোকামের) বিরুদ্ধে উক্ত ডিক্রী জারি হইবার জন্য যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন, সেই আদালতে ডিক্রীদার দরখাস্ত করিতে পারেন।

(২) যেখানে এই প্রকার স্থলাভিষিক্তের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারি হইতেছে, সে স্থলে মৃতের যে সকল সম্পত্তি স্থলাভিষিক্তের হস্তে আসিয়াছে এবং অন্যায় পূর্ব্বক হস্তান্তরিত হয় নাই, স্থলাভিষিক্ত কেবল সেই সকল সম্পত্তির জন্য (ডিক্রীজারিতে) দায়ী হইবে, এবং এই প্রকার দায়ীত্ব নির্দ্ধারণের জন্য, যে আদালত জারি করিতেছেন, সেই আদালত, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিম্বা ডিক্রীদারের দরখাস্তমতে, উপযুক্ত হিসাবাদি প্রদান করিবার জন্য স্থলাভিষিক্তকে বাধ্য করিতে পারেন। —২৩৪ ধারা।

জারির প্রণালী।

৫১। ডিক্রীদার দরখাস্ত করিলে আদালত, এতদর্থে নির্দ্ধারিত কোনরূপ সর্ত্ত কিম্বা বিধান বজায় রাখিয়াও, নিম্নলিখিত প্রণালীতে ডিক্রী জারি করিতে পারেন,—

(ক) কোন সম্পত্তি নির্দ্দিষ্টরূপে ডিক্রী হইলে, ঐ সম্পত্তি বিলির দ্বারা

(খ) যে কোন সম্পত্তি ক্রোক এবং নিলাম, কিম্বা (ক্রোক না হইয়া) নিলামের দ্বারা;

(গ) গ্রেপ্তার এবং জেলে আবদ্ধ রাখিয়া;

(ঘ) রিসিভার নিযুক্ত করিয়া; কিম্বা

(ঙ) যে প্রকারে (মকদ্দমার) প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে, সেই প্রকারে। —নূতন।

৫২। (১) মৃতের স্থলাভিষিক্ত (কায়েম মোকাম) রূপে যদি কোন পক্ষের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেওয়া হয়, এবং যদি মৃতের সম্পত্তি হইতে টাকা প্রদান করিবার জন্য উক্ত ডিক্রী হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রকার যে কোন সম্পত্তি ক্রোক এবং নিলামের দ্বারা উক্ত ডিক্রী জারি হইতে পারে।

(২) যদি এরূপ কোন সম্পত্তি দেনদারের দখলে না থাকে এবং দেনদার আদালতের নিকট প্রমাণ করিতে না পারে যে, মৃতের এই প্রকার সম্পত্তি, যাহা তাহার দখলে আসিয়াছিল, তাহা সে ন্যায়মত কার্য্যে লাগাইয়াছে, তাহা হইলে দেনদার নিজে ঐ প্রকার সম্পত্তির যত মূল্য হয় তত টাকার জন্য ডিক্রীজারিতে দায়ী হইবে। এই ডিক্রী যদি স্থলাভিষিক্তরূপে না হইয়া উক্ত ব্যক্তির নিজের বিরুদ্ধে হইত, তাহা হইলে যে প্রকারে জারি হইত, এই ডিক্রীও সেই প্রকারে জারি হইবে। —২৫২ ধারা।

৫৩। ৫০ এবং ৫২ ধারায় প্রয়োগের উদ্দেশ্যে, যে সম্পত্তি পুত্র কিম্বা অন্য ওয়ারিসের হস্তে আসিয়াছে এবং যাহা হিন্দু আইনানুসারে মৃত পূর্ব্বপুরুষের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য দায়ী, আর যদি ঐ ঋণ সম্বন্ধেই ডিক্রী হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি স্থলাভিষিক্তরূপে

মৃতের পুত্র কিম্বা অন্য ওয়ারিসের হস্তে আসিয়াছে বলিয়া মৃতের সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হইবে। —নূতন।

৫৪। যেখানে গভর্ণমেণ্টের রেভিনিউ (রাজস্ব) প্রদানকারী কোন অবিভক্ত (এজমালী) সম্পত্তি ভাগের জন্য ডিক্রী হইয়াছে, কিম্বা এই প্রকার সম্পত্তির কোন অংশ আলাহিদা দখল করিবার জন্য ডিক্রী হইয়াছে, সে স্থলে কালেক্টার বাহাদুর কিম্বা এই প্রকার বিভাগ বা অংশের পৃথক দখল সম্বন্ধে যে আইন আছে সেই আইনানুসারে কালেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রেরিত কোন নিম্নতর কর্ম্মচারীর দ্বারা ঐ প্রকার সম্পত্তির বিভাগ কিম্বা অংশের পৃথককরণ কার্য্য হইবে।

—২৬৫ ধারা।

গ্রেপ্তার এবং কয়েদ।

৫৫। (১) ডিক্রীজারিতে দেনদার যে কোন সময়ে এবং যে কোন দিনে গ্রেপ্তার হইতে পারে; এবং যত শীঘ্র সম্ভব দেনদারকে আদালতের সমক্ষে আনা হইবে। এবং যে আদালত কয়েদের হুকুম দিয়াছেন, সেই আদালত যথায় অবস্থিত, সেই জেলার দেওয়ানী জেলে দেনদারকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে, কিম্বা যেখানে এই প্রকার দেওয়ানী জেলে উপযুক্ত স্থান নাই, সে স্থলে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ঐ প্রকার লোককে অন্য যে কোন স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নির্দ্দেশ করিবেন, তথায় আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে।

কিন্তু,—প্রথমতঃ, এই ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সূর্য্যাস্তের পরে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কোন বসত বাটীতে প্রবেশ করা যাইতে পারিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, নিম্নলিখিত কারণ ভিন্ন, কোন বসত বাটীর বাহিরের দরজা ভাঙ্গা চলিবে না। এই বসত বাটী যদি দেনদারের দখলে থাকে এবং বাটীতে প্রবেশ সম্বন্ধে দেনদার যদি অমত কিম্বা কোনরূপ বাধা প্রদান করে, তাহা হইলে বাহিরের দরজা ভাঙ্গা চলিবে, কিন্তু গ্রেপ্তার করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যদি ন্যায়মত কোন বসত বাটীর মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া থাকে এবং দেনদারকে উক্ত বাটীর মধ্যস্থিত কোন ঘর হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া যদি তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, তাহা হইলে সে সেই ঘরের দরজা ভাঙ্গিতে পারিবে।

তৃতীয়তঃ, যদি ঐ ঘর কোন স্ত্রীলোকের প্রকৃত দখলে থাকে, এবং তিনি যদি দেনদার না হন এবং তিনি যদি দেশপ্রথা অনুসারে সাধারণের সমক্ষে বাহির না হন, তাহা হইলে গ্রেপ্তার করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহাকে জানাইয়া দিবে যে, তিনি বাহির হইয়া যাইতে পারেন, এবং বাহির হইবার জন্য বিবেচনামত সময় এবং বিবেচনামত সুবিধা দিয়া উক্ত কর্ম্মচারী গ্রেপ্তার করিবার উদ্দেশ্যে ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে পারেন।

চতুর্থতঃ, যে ডিক্রীজারিতে দেনদার গ্রেপ্তার হইয়াছে, ঐ ডিক্রী যদি টাকা দিবার ডিক্রী হয় এবং দেনদার ডিক্রীর টাকা এবং গ্রেপ্তারের খরচা গ্রেপ্তারকারক কর্ম্মচারীকে যদি দেয়, তাহা হইলে ঐ কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ উহাকে ছাড়িয়া দিবে।

(২) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিতে পারেন যে, যাহার কিম্বা যে শ্রেণীস্থ লোকের গ্রেপ্তারে বিপদ কিম্বা সাধারণের অসুবিধা ঘটিতে পারে, এরূপ কেহ, এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে, ডিক্রীজারিতে গ্রেপ্তার হইতে পারিবে না।

(৩) যেখানে টাকার ডিক্রীজারিতে দেনদারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং আদালতের সমক্ষে আনা হইয়াছে, সে স্থলে আদালত তাহাকে জানাইয়া দিবেন যে, সে দেউলিয়া সাব্যস্থ হইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারে, এবং যদি সে তাহার দরখাস্তের লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য না করিয়া থাকে এবং চলিত ইনসলভেন্সী আইনের বিধান অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে।

(৪) যে স্থলে দেনদার দেউলিয়া সাব্যস্থ হইবার জন্য দরখাস্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে এবং আদালতের সন্তোষজনক এরূপ জামিন প্রদান করিবে যে, সে এক মাসের মধ্যে ঐ প্রকার দরখাস্ত করিবে, এবং ঐ দরখাস্তে কিম্বা যে ডিক্রীজারিতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে সেই ডিক্রীজারিতে যে কোন কার্য্যে তাহাকে যখন তলপ করা হইবে তখনই উপস্থিত হইবে, সে স্থলে আদালত তাহাকে গ্রেপ্তার হইতে নিষ্কৃতি দিবে, এবং যদি তাহার দরখাস্ত করিতে এবং উপস্থিত হইতে ত্রুটী হয়, তাহা হইলে আদালত জামিনের টাকা আদায়ের জন্য আদেশ দিতে পারেন কিম্বা ডিক্রীজারিতে তাহাকে দেওয়ানী জেলে পাঠাইতে পারেন। —৩৩৬ ধারা।

[এই ধারা অনুসারে কোন জামিনদারের দায়িত্ব শেষ হওয়া সম্বন্ধে আদালত যদি কোন আদেশ দিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল না হইয়া ছানি হইবে।
১০ ক, উ, নো ৮৩০।]

৫৬। উপরোক্ত, বিধানগুলি সত্ত্বেও, আদালত টাকার ডিক্রী জারিতে স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার কিম্বা দেওয়ানী জেলে আটক করিবার আদেশ দিবেন না। —২৪৫ ক।

৫৭। দেনদারের খোরাকী দিবার জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট মর্য্যাদা, শ্রেণী এবং জাতি অনুসারে মাসিক খোরাকীর ধারা (ক্রম) নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন। —৩৩৮ ধারা।

[২১ অর্ডারের ৩৯ নিয়ম দেখ]

৫৮। (১) ডিক্রীজারিতে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তি নিম্নলিখিত সময়ের জন্য আবদ্ধ থাকিবে,—

(ক) যে স্থলে পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ সংখ্যক টাকার জন্য ডিক্রী হইয়াছে, সে স্থলে ছয় মাসের জন্য, এবং,

(খ) অন্যান্য স্থলে ছয় সপ্তাহের জন্য ;

কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে

দেনদারকে অবস্থানুসারে উক্ত ছয় মাস কিম্বা ছয় সপ্তাহের পূর্ব্বেও খালাস দেওয়া যাইতে পারে,—

(I) যদি কয়েদী পরোয়ানায় উল্লিখিত টাকা জেলের অধ্যক্ষকে দেওয়া হয়,—কিম্বা

(II) যদি দেনদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী অন্য কোন প্রকারে সম্পূর্ণ শোধ হয়—কিম্বা

(III) যাহার দরখাস্তে দেনদারের কয়েদ হইয়াছে, তিনি যদি অনুরোধ করেন,—কিম্বা

(IV) যদি, যাহার দরখাস্তে তাহার কয়েদ হইয়াছে, তিনি খোরাকীর টাকা না দেন।

কিন্তু (II) (III) দফা অনুসারে কয়েদ হইতে খালাস করিতে হইলে, আদালতের হুকুম আবশ্যক।

(২) যদি কোন দেনদার এই ধারা অনুসারে কয়েদ হইতে খালাস হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র ঐরূপ খালাসের জন্যই সে তাহার দেনা

হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না, কিন্তু যে ডিক্রীজারিতে তাহাকে দেওয়ানী জেলে আটক করা হইয়াছিল, তাহাতে পুনরায় তাহার গ্রেপ্তার হইতে পারিবে না। —৩৪২, ৩৪১ ধারা।

৫৯। (১) দেনদারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইবার পরে যে কোন সময়ে আদালত দেনদারের কঠিন পীড়ার অজুহাতে এই পরোয়ানা নাকোজ (ক্যানসেল) করিতে পারেন।

(২) যে স্থলে দেনদারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, সে স্থলে দেনদারের দেওয়ানী জেলে থাকার মত স্বাস্থ্য নাই আদালতের এই মত হইলে, আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারেন।

(৩) যে স্থলে দেনদারকে দেওয়ানী জেলে পাঠান হইয়াছে, সে স্থলে নিম্নলিখিত অবস্থায় দেনদারকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে—

(ক) কোন সংক্রামক ব্যাধি থাকিলে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট খালাস দিতে পারেন, কিম্বা

(খ) যদি দেনদার কোন কঠিন পীড়ায় ভোগে, তাহা হইলে যে আদালত জেলে পাঠাইয়াছেন, কিম্বা তাহার ঊর্দ্ধতর কোন আদালত খালাস দিতে পারেন।

(৪) এই ধারা অনুসারে কোন দেনদার খালাস হইলে তাহাকে আবার গ্রেপ্তার করা যাইবে, কিন্তু একুনে তাহার দেওয়ানী জেলে থাকার সময় ৫৮ ধারা অনুসারে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার বেশী দিন হইবে না। —৬৫৩ ধারা।

ক্রোক।

ডিক্রীজারিতে নিম্নলিখিত সম্পত্তি ক্রোক এবং নিলাম হইতে পারিবে,—যথা

৬০ (১)। জায়গা, বাড়ী কিম্বা অন্যান্য বিল্‌ডিং, মাল, টাকা, ব্যাঙ্ক নোট, চেক, বিল অফ এক্সচেঞ্জ, হুণ্ডী, নোট, গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, তমশুক কিম্বা টাকা দেওয়া সম্বন্ধে অন্য কোন কাগজ, দেনা, কোন যৌথ কারবারের সেয়ার এবং পরে উক্ত জিনিষগুলি ভিন্ন অন্য সমস্ত নিলামযোগ্য স্থাবর কিম্বা অস্থাবর সম্পত্তি। এই গুলিতে দেনদারের অধিকার থাকা চাই, কিম্বা ইহাদের উপর বা ইহাদের লভ্যাংশের উপর দেনদারের নিজের উপকারের জন্য হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। এই সকল সম্পত্তি দেনদারের স্বনাম কিম্বা বেনামে থাকিলেও চলিবে।

কিন্তু নিম্নলিখিত জিনিসগুলি ক্রোক কিম্বা নিলাম হইবে না, যথা,—

(ক) প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ, রন্ধনপাত্র, দেনদার এবং তাহার স্ত্রীপুত্রের বিছানা পত্র, এবং এরূপ সকল স্বকীয় অলঙ্কার যাহা ধর্ম্মপ্রথা অনুসারে কোন স্ত্রীলোকই ত্যাগ করিতে পারে না;

(খ) কারিকরের যন্ত্র এবং যেস্থলে দেনদার কৃষক, সেস্থলে তাহার কৃষিযন্ত্র এবং আদালতের ধারণায় যে পশ্বাদি এবং বীজধান্য কৃষিকার্য্যের দ্বারা তাহার জীবিকা অর্জ্জনের জন্য প্রয়োজনীয়, সেইরূপ পশ্বাদি এবং বীজধান্য, এবং পরবর্ত্তী ধারার বিধান অনুসারে যে কোন কৃষিউৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বাদ থাকিবে বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে, তাহা (ক্রোক বা নিলাম হইবে না);

(গ) কৃষকের অধিকৃত এবং কৃষকের দখলী কোন ঘরবাটী কিম্বা অন্যান্য বিলডিং (ইহার মালমসলা এবং তলস্থ জমী, এবং

ইহার সংলগ্ন দখলের জন্য আবশ্যকীয় জমীও) ক্রোক বা নিলাম হইবে না;

(ঘ) হিসাবের খাতা পত্র;

(ঙ) ক্ষতিপূরণের নালিস করিবার অধিকার মাত্র;

(চ) নিজে কার্য্য করিবার অধিকার;

(ছ) গভর্ণমেন্ট পেনসনারদের ভাতা, এবং মন্ত্রী সভাধিষ্টিত বড়-লাট বাহাদুরের দ্বারা এই উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞা-পিত কোন পারিবারিক পেনসন ফণ্ড হইতে প্রদত্ত ভাতা এবং রাজকীয় পেনসন;

(জ) যখন কোন সরকারী (public) কর্ম্মচারী কিম্বা রেল বা স্থানীয় কোন authority (যেমন মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রীট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতির) কম্মচারী স্বকার্য্য হইতে অনুপস্থিত থাকে, এবং তাহার বাজে খরচার জন্য নির্দ্ধারিত টাকা (allowance এলাউএন্স) তাহার বেতন অপেক্ষা কম হয়, তখন সেই টাকা (ক্রোক কিম্বা নিলাম হইবে না);

(ঝ) (জ) দফায় উল্লিখিত কোন কম্মচারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালীন তাহার বেতন কিম্বা বেতনের সমান ভাতা (allowance এলাউএন্স) নিম্নলিখিত পরিমাণে ক্রোক কিম্বা নিলাম হইতে পারিবে না, যথা,—

(*i*) যে স্থলে মাসিক বেতন ২০৲ টাকার বেশী নহে, সে স্থলে সমস্ত বেতন;

(*ii*) যে স্থলে মাসিক বেতন ২০৲ টাকার বেশী কিন্তু ৪০৲ টাকার বেশী নহে, সে স্থলে মাসিক ২০৲ টাকা;

(*iii*) অন্যান্য স্থলে অর্দ্ধাংশ;

(ঞ) Indian Articles of War যাহার প্রতি প্রয়োগ হয়, তাহার বেতন এবং ভাতা;

(ট) ১৮৯৭ সালের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আইন যে সকল বাধ্যতা মূলক জমার টাকা এবং অন্যান্য ফণ্ড হইতে উৎপন্ন টাকার প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে এবং ঐ আইনানুসারে যে সকল টাকা ক্রোক হইতে পারে না, সেই সকল টাকা ক্রোক বা নিলাম হইবে না;

(ঠ) মজুরদার এবং গৃহভৃত্যের বেতন (টাকা কিম্বা দ্রব্য);

(ড) উত্তরাধিকারী স্বত্বে ভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে এরূপ কোন সম্পত্তি কিম্বা অন্য কোন কেবল মাত্র ভবিষ্যৎ অধিকার;

(ঢ) ভবিষ্যতে খোরপোষ পাইবার অধিকার;

(ণ) ১৮৬১ এবং ১৮৯২ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্সিল আইনানুসারে যে সকল আইন পাস হইয়াছে, তাহার যে কোন আইনের দ্বারা যে সকল ভাতা ডিক্রীজারিতে ক্রোক কিম্বা নিলাম হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই সকল ভাতা (ক্রোক বা নিলাম হইবে না);

(ত) যে স্থানে দেনদার জমীর রাজস্ব (রেভিনিউ) দিতে দায়িক, সে স্থলে প্রচলিত আইনানুসারে উক্ত বাকী রাজস্ব আদায়ের জন্য যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সে সকল সম্পত্তি ক্রোক বা নিলাম হইবে না;

ব্যাখ্যা—(ছ), (জ), (ঝ), (ঞ), (ঠ) এবং (ণ) দফায় যে সকলের উল্লেখ করা গেল, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে পাওনা হইবার পূর্ব্বে কিম্বা পরেও ক্রোক বা নিলাম হইবে না।

(*a*) ঘর বাটী এবং অন্যান্য বিলডিং (এতৎসহ ইহার মাল মসলা, তলস্থ জমী এবং তৎসংলগ্ন দখলের জন্য আবশ্যকীয় জমী) এর জন্য খাজনার ডিক্রীজারিতে এইরূপ ঘরবাটী এবং বিলডিং ইত্যাদি ডিক্রীজারিতে ক্রোক এবং নিলাম হইতে বাদ থাকিবে। কিম্বা

(*b*) আরমি (army) আইন কিম্বা ঐ প্রকারের অন্য কোন আইনের বিধান পরিবর্ত্তন হইবে। —২৬৬ ধারা।

৬১। এই ধারা অনুসারে কৃষিজাত দ্রব্যের কত অংশ ক্রোক এবং নিলাম হইবে না, তাহা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন —নূতন।।

৬২। (১) অস্থাবর সম্পত্তি (ক্রোক করিয়া) আনিবার জন্য এই আইনানুসারে কোন পরোয়ানার দ্বারা আদিষ্ট কিম্বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোক উক্ত পরোয়ানা জারির জন্য কোন বসতবাটীতে সূর্য্যাস্তের পরে কিম্বা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(২) নিম্নলিখিত কারণ ভিন্ন কোন বসতবাটীর বাহিরের দরজা ভাঙ্গা চলিবে না। এই বসতবাটী যদি দেনদারের দখলে থাকে এবং বাটীতে প্রবেশ সম্বন্ধে দেনদার অমত কিম্বা কোনরূপ বাধা প্রদান করে, তাহা হইলে বাহিরের দরজা ভাঙ্গা চলিবে ; কিন্তু এই প্রকার পরোয়ানা জারিকারক লোক যদি বাটীর মধ্যে ন্যায় মত প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে এবং এই প্রকার সম্পত্তি কোন ঘরে আছে বলিয়া যদি তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, তাহা হইলে সে সেই ঘরের দরজা ভাঙ্গিতে পারিবে।

(৩) যদি ঐ ঘর কোন স্ত্রীলোকের প্রকৃত দখলে থাকে এবং

হইলে পরোয়ানা জারিকারক লোক তাঁহাকে জানাইয়া দিবে যে, তিনি বাহির হইয়া যাইতে পারেন এবং বাহির হইবার জন্য বিবেচনা মত সময় এবং বিবেচনা মত সুবিধা দিয়া, ঐ সম্পত্তি লইবার জন্য ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। এই সময়ে এই সম্পত্তি যাহাতে লুক্কায়িত ভাবে স্থানান্তরিত না হয়, সে বিষয়ে (এই সকল বিধান অনুসারে) খুব সতর্ক থাকা হইবে।

৬৩। যে স্থলে কোন সম্পত্তি একের অধিক আদালতের দ্বারা ডিক্রীজারিতে ক্রোক করা হইয়াছে এবং ঐ সম্পত্তি কোন আদালতের জিম্মায় নাই, সে স্থলে উহাদের মধ্যে উচ্চতম আদালত ঐ সম্পত্তি লইবে কিম্বা উহা হইতে টাকা আদায় করিবে এবং ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে যে কিছু ক্লেম কিম্বা ক্রোকে যে কিছু আপত্তি হইবে তাহা ঐ (উচ্চতম) আদালতের বিচার্য্য হইবে। যে স্থলে এই সকল আদালতের মধ্যে উচ্চ নিম্ন পার্থক্য নাই, সে স্থলে যে আদালতের ডিক্রীতে সম্পত্তি সর্ব্বপ্রথম ক্রোক হইয়াছে, সেই আদালত ঐ সকল কার্য্য করিবে। —২৮৫ ধারা।

(২) কিন্তু এই ধারা অনুসারে এরূপ বুঝাইবে না যে, এরূপ ডিক্রীজারিতে কোন আদালত যদি কোন কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা নাকোজ হইবে। —নূতন।

৬৪। যে স্থলে ক্রোক হইয়া গিয়াছে, সে স্থলে ক্রোকী সম্পত্তি কিম্বা উক্ত সম্পত্তির কোন সত্ব যদি খোস (আপোস Private) হস্তান্তরিত হয় এবং এই প্রকার ক্রোকের বিরুদ্ধে দেনদারকে যদি কোন দেনার টাকা, ডিভিডেণ্ড (Dividend) কিম্বা অন্য টাকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্রোকমূলে যে সকল অধিকার আছে, তাহার বিরুদ্ধে উক্ত কার্য্য সকলের কোন ফল হইবে না। —২৭৬ ধারা।

ব্যাখ্যা—এই ধারায় প্রয়োগের জন্য, "ক্রোক মূলে অধিকার" বলিলে অনুপাত অনুসারে হারহারি মতে সম্পত্তির বিভাগ বণ্টনও বুঝাইবে। — নূতন। (৭৩ ধারা দেখ)

[ক্রোকমূলে অধিকার—উক্ত প্রকারে হস্তান্তর হইলে, তাহা উক্ত ডিক্রীজারির ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে কিম্বা তাহার সত্বে সত্ববান অন্য কোন লোকের বিরুদ্ধে বলবৎ হইবে না; তদ্ব্যতিরেকে অন্য কোন লোকের বিরুদ্ধে কিম্বা অন্য কোন ভবিষ্যৎ ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে বলবৎ হইবে। ১৪ ম, ই, আ ৫৪৩।

সুতরাং যদি ক্রোকের পর ক্রোকী সম্পত্তি কাহারও নিকট বন্ধক রাখা হয়, তাহা হইলে ডিক্রীজারিতে নিলাম খরিদদার উক্ত বন্ধকের দ্বারা বাধ্য হইবে না, এবং নিলামী সম্পত্তি বন্ধকের দায়মুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইবে। ৭ক ১০৭।]

নিলাম।

৬৫। যে স্থলে ডিক্রীজারিতে স্থাবর সম্পত্তি নিলাম হইয়াছে এবং এই নিলাম বাহাল হইয়াছে, সে স্থলে ঐ সম্পত্তি নিলামের তারিখ হইতে খরিদদারের সম্পত্তি হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে, নিলাম বাহাল হইবার তারিখ হইতে নহে। —নূতন।

৬৬। (১) নিলামখরিদমূলে যদি কোন ব্যক্তি সত্ব অর্জ্জন করে এবং প্রচলিত বিধান অনুসারে আদালত যদি ইহার সার্টিফিকেট (বয়নামা) দেন, তাহা হইলে উক্ত নিলাম খরিদদারের বিরুদ্ধে এইরূপ কোন নালিস চলিবে না যে, উক্ত খরিদ বাদীর কিম্বা বাদী যাহার সত্ব অর্জ্জন করিয়াছে তাহার বেনামে করা হইয়াছে।

(২) কিন্তু উক্ত বিধান সত্বেও নিম্নলিখিত স্থলে নালিস চলিবে। সার্টিফিকেটে (বয়নামায়) উল্লিখিত খরিদদারের নাম তঞ্চক অভি-

বসান হইয়াছে, ইহা সাব্যস্তের জন্য নালিস চলিবে। আর প্রকৃত খরিদদারের (যদিও বয়নামায় [illegible] নাম নাই) বিরুদ্ধে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি [illegible] প্রকার অধিকার (ক্লেম Claim) পাইতে পারেন এই অজুহাতে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে (বয়নামায় অন্য খরিদদারের নাম থাকিলেও) উক্ত তৃতীয় ব্যক্তির নালিস করিবার অধিকার থাকিবে। —৩১৭ ধারা।

[কোন নালিস চলি[illegible] —বেনামদার এবং প্রকৃত খরিদদারের (অর্থাৎ যাহার টাকায় খরিদ হইয়াছিল তাহার) মধ্যে কোন নালিস চলিবে না। ১ উ, রি ৩২৯। বেনামী খরিদ যে আইন সঙ্গত নহে তাহা নয়, কিন্তু খরিদদার নিজেও যদি বেনামী স্বীকার করে, কিম্বা সম্পত্তিতে তাহার দখল ছাড়িয়া দেয়, কিম্বা তাহার সত্ব ত্যাগ করে, কিম্বা প্রকৃত খরিদদারকে তাহার সম্পত্তি দেয় তাহা হইলে উক্ত খরিদ আইন সঙ্গত প্রকৃত খরিদদারের (অর্থাৎ যাহার টাকায় খরিদ হইয়াছে তাহার) হইবে। ১৭ সা, ২৮২। সুতরাং বেনামী খরিদ বলিয়া নালিস করিলে চলিবে না, কিন্তু অন্য কারণে নালিস করিতে হইবে।]

৬৭। যে স্থলে নিলামী দ্রব্যের মধ্যে নিষ্কারণ অসম্ভব, সে স্থলে এই ধারা অনুসারে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এরূপ সম্পত্তির নিলামের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। —৩২৭ ধারা।

কালেক্টার কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রীজারি হইবার ক্ষমতা প্রদান।

৬৮ হইতে ৭২। কোন কোন্ ডিক্রী কি কি প্রণালীতে কালেক্টার বাহাদুর কর্তৃক জারি হইতে পারিবে, তাহার বিধান স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এই সকল ধারা অনুসারে নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

—৩২০ ধারা।

২১ অর্ডারের নিয়ম।

ডিক্রী এবং অর্ডার জারি।

ডিক্রীর টাকা প্রদান।

১। (১) ডিক্রীকৃত সমস্ত টাকা নিম্নলিখিত উপায়ে দিতে হইবে, যথা,—

(ক) ঐ ডিক্রী জারি করা যে আদালতের কার্য্য, সেই আদালতে দেওয়া যাইতে পারে, কিম্বা

(খ) আদালতে জমা না দিয়া ডিক্রীদারকে আপোসে দেওয়া যাইতে পারে, কিম্বা

(গ) যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন সেই আদালত অন্য যে কোন প্রকারে টাকা দিবার আদেশ করিবেন, সেইপ্রকারে দেওয়া যাইতে পারে।

(২) প্রথম দফার (ক) অনুসারে যদি কোন টাকা জমা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ডিক্রীদারকে এ বিষয়ের নোটিশ দিতে হইবে।

—২৫৭ ধারা।

২। (১) যে স্থলে কোন ডিক্রীর টাকা আদালতে জমা না দিয়া আপোসে দেওয়া হয়, কিম্বা ঐ ডিক্রী ডিক্রীদারের সন্তোষজনকরূপে সমস্ত কিম্বা আংশিক বন্দোবস্ত হয়, সে স্থলে ডিক্রীদার, যে আদালত কর্ত্তৃক ঐ ডিক্রীজারি হওয়া কর্ত্তব্য সেই আদালতে এই টাকা দেওয়ার কিম্বা বন্দোবস্তের বিষয় সার্টিফাই (certify বিজ্ঞাপন) করিবে এবং ঐ আদালত তদনুসারে এ বিষয় নোট করিয়া রাখিবেন।

(২) দেনদারও এই প্রকার টাকা দেওয়া বা বন্দোবস্তের বিষয় আদালতে জানাইতে পারে, এবং আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দিনে

ডিক্রীদার কর্ত্তৃক নিম্নলিখিতরূপে কারণ দর্শাইবার নোটীশ বাহির হইবার জন্য উক্ত দেনদার আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে। এই প্রকার টাকা দেওয়া কিম্বা বন্দোবস্ত সার্টিফাইড (certified বিজ্ঞাপিত) বলিয়া কেন নোট করা হইবে না ডিক্রীদারকে তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে। এবং ঐ নোটীস জারি হইবার পর ডিক্রীদার যদি উক্ত বিষয়ে কারণ দর্শাইতে অপারক হয়, তাহা হইলে আদালত উক্ত টাকা দেওয়া কিম্বা বন্দোবস্ত সার্টিফাইড (Certified বিজ্ঞাপিত) বলিয়া লিখিয়া রাখিবেন।

(৩) যে টাকা দেওয়া কিম্বা বন্দোবস্ত পূর্ব্বোক্তরূপে সার্টিফাইড (বিজ্ঞাপিত) কিম্বা লিখিত হয় নাই, তাহা ডিক্রীজারিকারক আদালত (দেওয়া কিম্বা মিটান বলিয়া) গ্রাহ্য করিবেন না।

—২৫৮ ধারা।

[আমাদির ১৭৪ প্রকরণ দেখ। এই নিয়মের আদেশের বিরুদ্ধে ৪৭ ধারা অনুসারে আপীল চলে।

যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অনুকূলে একত্রে ডিক্রী হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজন ডিক্রীদার ডিক্রীতে তাহার নিজের অংশ ছাড়া অন্যান্য অংশের জন্য আপোসে ডিক্রীর টাকা লইতে পারেন না কিম্বা কোন বন্দোবস্ত করিতে পারেন না। তারকচন্দ্র বনাম দীনেন্দ্রনাথ ৯ ক ৮৩১।

ডিক্রীদার যদি আপোসে ডিক্রীর টাকা পাইয়া কোর্টে সার্টিফাই না করে এবং দেনদারও যদি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে আদালতে দরখাস্ত না করে, তাহা হইলে ডিক্রীজারিকারক আদালত উক্ত টাকা দেওয়ার বিষয় গ্রাহ্য করিবেন না, কিন্তু অন্য আদালত গ্রাহ্য করিতে পারেন, যেমন, ফৌজদারি আদালত ; সুতরাং ইহার জন্য ফৌজদারীতে নালিস চলিতে পারে। ৯মা ১০১। দণ্ডবিধি আইনের ২১০ ধারা দেখ।]

ডিক্রীজারিকারক আদালত।

৩। যে স্থলে দুই কিম্বা ততোধিক আদালতের এলাকাধীনে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি একটী ষ্টেট কিম্বা জমার অন্তর্গত, সে স্থলে এইরূপ যে কোন আদালত সমস্ত ষ্টেট বা জমা ক্রোক এবং নিলাম করিতে পারেন। —নূতন।

৪। যে মকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছে তাহার আরজীতে উল্লিখিত মকদ্দমার মূল্য যদি ২০০০৲ টাকার অধিক না হয় এবং উক্ত মকদ্দমার বিচার্য্য বিষয় যদি প্রচলিত আইনানুসারে সহর কিম্বা মফঃস্বলের ছোট আদালতের বিচারযোগ্য বিষয় হয়, এবং যে আদালত উক্ত মকদ্দমায় ডিক্রী দিয়াছেন, সেই আদালত যদি উক্ত ডিক্রী কলিকাতায়, মান্দ্রাজে বোম্বে কিম্বা রেঙ্গুনে জারি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঐ আদালত ৬ নিয়মের উল্লিখিত নকল এবং সার্টিফিকেটগুলি কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বে কিম্বা রেঙ্গুনের ছোট আদালতে পাঠাইতে পারেন; এবং এইরূপ ছোট আদালতগুলি তাহাদের নিজ কোর্টের ডিক্রীর ন্যায় ঐ ডিক্রী জারি করিবেন। —২২৩ ধারা ৫ দফা।

৫। যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন এবং যে আদালতে উক্ত ডিক্রী জারির জন্য পাঠান হইবে, এই দুই আদালতই যদি একই জেলার ভিতর অবস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আদালত পরোক্ত আদালতে উক্ত ডিক্রী সরাসর (directly) পাঠাইতে পারেন। কিন্তু যে স্থলে উক্ত দুইটী আদালত ভিন্ন ভিন্ন জেলায় অবস্থিত সে স্থলে যে আদালতে ডিক্রী জারি করিতে হইবে সেই আদালতের জেলা কোর্টে ডিক্রী পাঠাইতে হইবে। —২২৩ ধারা ৬ দফা।

৬। ডিক্রী জারির জন্য অন্য আদালতে পাঠাইতে হইলে, যে

আদালত পাঠাইবেন সেই আদালত নিম্নলিখিত জিনিষগুলি পাঠাইবেন, যথা :

(ক) ডিক্রীর একখানি নকল ;

(খ) একখানি সার্টিফিকেট, ইহাতে নির্দ্দেশ করা থাকিবে যে, যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন, সেই আদালতের এলাকাধীনে উক্ত ডিক্রী জারির দ্বারা শোধ হয় নাই, কিম্বা যে স্থলে ডিক্রী আংশিক জারি হইয়াছে, সে স্থলে ডিক্রীর কত টাকা শোধ হইয়াছে এবং কত শোধ হইতে বাকী আছে (তাহা সার্টিফিকেটে নির্দ্দেশ করা থাকিবে) ; এবং

(গ) ডিক্রীজারি হইবার জন্য যদি কোন অর্ডার (আদেশ) হইয়া থাকে, সেই অর্ডারের নকল এবং এরূপ কোন অর্ডার (আদেশ) যদি না হইয়া থাকে, এরূপ না হইবার একটি সার্টিফিকেট। —২২৪ ধারা।

৭। যে আদালতে ডিক্রী উক্ত প্রকারে পাঠান হইয়াছে, সেই আদালত ডিক্রী কিম্বা ডিক্রীজারির অর্ডার (আদেশ), কিম্বা উহাদের নকলের আর কোন প্রমাণাদি না লইয়া (৬ নিয়মে উল্লিখিত) ঐ সকল নকল এবং সার্টিফিকেট ফাইলের অন্তর্গত করিবেন। কেবল যে স্থলে (এরূপ প্রমাণ লইবার) বিশেষ কোন কারণ দেখিবেন, সে স্থলে আদালত উক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ঐরূপ প্রমাণ লইতে পারেন।

—২২৫ ধারা।

৮। যে স্থলে উপরোক্ত নকলগুলি উক্ত প্রকারে ফাইলভুক্ত হইয়াছে, সে স্থলে ডিক্রী কিম্বা অর্ডার জেলা কোর্টে পাঠান হইলে উক্ত আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা তাহার নিম্নতম উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত

আদালত কর্ত্তৃক (জারির জন্য ডিক্রী কিম্বা অর্ডার স্থানান্তরিত হইয়া) জারি হইবে। —২২৬ ধারা।

৯। হাইকোর্টে কোন ডিক্রী জারির জন্য পাঠান হইলে, তাহা উক্ত কোর্টে নিজ সরেনামা মকদ্দমার ডিক্রীর ন্যায় জারি হইবে।

—২২৭ ধারা।

জারির দরখাস্ত।

১০। যে স্থলে ডিক্রীদার ডিক্রীজারি করিতে ইচ্ছুক, সে স্থলে যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন তথায় কিম্বা ইহার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারীর নিকট (যেমন, ছোট আদালতের রেজিষ্টার) জারির দরখাস্ত করিতে হইবে। কিম্বা যদি পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠান হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই আদালতে কিম্বা তথাকার কোন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। ২৩০ ধারা, ১ম দফা।

[এই নিয়মে প্রয়োগের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের যে সারকুলার অর্ডার আছে, তাহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে,—

"দেনদারের দখলে আছে এরূপ কোন অস্থাবর সম্পত্তি দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ১০ নিময় অনুসারে ক্রোক হইবার জন্য যে সময় দরখাস্ত করা হয়, সেই সময় ডিক্রীদার উক্ত অর্ডারের ৬৬ নিয়ম অনুসারে নিলাম ইস্তাহার বাহির হইবার খরচা আদালতে আমানত করিবে। কিন্তু যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে, ডিক্রীদার যদি সেই সম্পত্তির মূল্য ২০৲ টাকার অধিক নয় বলিয়া উল্লেখ করে, তাহা হইলে উক্ত নিয়ম প্রয়োগ হইবে না। আর যদি নিম্নলিখিত ৮৬ নিয়ম (অর্থাৎ ২১ অর্ডারের ৪৫ নিয়মের নোট) অনুসারে সম্পত্তির মূল্য ২০৲ টাকার বেশী নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে আদালত ক্রোকের নোটীস পাইলেই ডিক্রীদারের নিকট হইতে ইস্তাহারের খরচ চাহিয়া লইবেন।"]

১১। (১) যে স্থলে টাকা প্রদানের জন্য ডিক্রী হইয়াছে এবং ডিক্রী দিবার সময় ডিক্রীদার (গ্রেপ্তারের জন্য) মৌখিক আবেদন করিতেছে, এবং দেনদার আদালতের চতুঃসীমার মধ্যে রহিয়াছে সে স্থলে আদালত, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেও, দেনদারের গ্রেপ্তারের দ্বারা তৎক্ষণাৎ ডিক্রী জারি হইবার জন্য আদেশ দিতে পারেন। — ২৫৬ ধারা।

(২) ১ম দফার বিধান ভিন্ন অন্য সকল স্থানে ডিক্রীজারির প্রত্যেক দরখাস্ত লিখিত করিতে হইবে। আর দরখাস্তকারীর দ্বারা কিম্বা (কেসের Case) সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত আছে আদালতের নিকট এইরূপ সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত অন্য কোন লোকের দ্বারা এই দরখাস্তে স্বাক্ষর এবং সত্যপাঠ থাকা চাই। এবং ডিক্রীজারির দরখাস্তে ঘরকাটা ফরমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে, যথা,—

(ক) মকদ্দমার নম্বর ;

(খ) উভয়পক্ষের নাম ;

(গ) ডিক্রীর সন তারিখ ;

(ঘ) উক্ত ডিক্রীর কোন আপিল হইয়াছে কিনা ;

(ঙ) ডিক্রীর পর পক্ষদের মধ্যে বিবাদী বিষয় সম্বন্ধে কোন টাকা কড়ি দেওয়া কিম্বা কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কিনা ;

(চ) ডিক্রী জারির জন্য পূর্ব্বে কোন দরখাস্ত হইয়াছিল কিনা, এই সকল দরখাস্তের সন তারিখ এবং তাহাদের ফলাফল ;

(ছ) ডিক্রীমূলে মায় সুদ টাকার পরিমাণ, কিম্বা ডিক্রীকৃত অন্য কোন প্রার্থিত উপকার। যে ডিক্রী জারির জন্য দরখাস্ত করা হইতেছে সেই ডিক্রী দিবার পূর্ব্বে কিম্বা পরে যদি কোন

বিরুদ্ধ (ক্রস Cross) ডিক্রী হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ এই স্থানে দিতে হইবে ;

(জ) খরচার টাকার পরিমাণ ;

(ঝ) যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারি করিতে হইবে তাহার নাম ;

(ঞ) যে প্রকারে আদালতের সাহায্য চাওয়া হইতেছে, যথা—

(i) যে কোন সম্পত্তি নির্দ্দিষ্টরূপে ডিক্রী হইলে, ঐ সম্পত্তি সমর্পণের দ্বারা ;

(ii) কোন সম্পত্তি ক্রোক এবং নিলাম, কিম্বা ক্রোক না হইয়া কেবল নিলামের দ্বারা ;

(iii) কোন লোককে গ্রেপ্তার এবং জেলে আবদ্ধ রাখিয়া ;

(iv) রিসিভার নিযুক্ত করিয়া ;

(v) অন্য যে প্রকারে (মকদ্দমার) প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে, সেই প্রকারে।

(৩)। (২) দফা অনুসারে যে আদালতে দরখাস্ত করা হয়, সেই আদালত ডিক্রীর জাবদা নকল দাখিল করিবার জন্য দরখাস্তকারীকে আদেশ করিতে পারেন। — ২৩৫ ধারা।

১২। দেনদারের দখলে নাই এইরূপ দেনদারের কোন অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার দরখাস্ত হইলে, ডিক্রীদার দরখাস্তের সহিত উক্ত সম্পত্তির তালিকা এবং সম্ভবমত উহাদের সঠিক বিবরণ দিবে।

—২৩৬ ধারা।

[কি প্রকারে এইরূপ সম্পত্তি ক্রোক হইবে, তাহার জন্য ৪৬ এবং ৫১ নিয়ম দেখ, আর যে সম্পত্তি দেনদারের দখলে আছে, তাহা ৪৩ হইতে ৪৫ নিয়ম অনুসারে ক্রোক হইবে]

১৩। দেনদারের স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের জন্য দরখাস্ত হইলে, ঐ দরখাস্তের নিম্নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দিতে হইবে, যথা—

(ক) ঐ সম্পত্তি চিনিয়া লইতে পারা যায়, এইরূপ উহাদের উপযুক্ত বিবরণ, এবং যদি সেটেলমেণ্ট্ কিম্বা সার্ভে নথির চৌহদ্দী কিম্বা নম্বরের দ্বারা এই সম্পত্তি চিনিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলে এই প্রকার চৌহদ্দী কিম্বা নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে ; এবং

(খ) দরখাস্তকারীর বিশ্বাস মতে এবং দরখাস্তকারী যতদূর জানিতে পারিয়াছে, দেনদারের ঐ সম্পত্তিতে যে অংশ বা সত্ব আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ২৩৭ ধারা।

[এই নিয়মে প্রয়োগের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের যে সারকুলার অর্ডার আছে, নিম্নে তাহা দেওয়া যাইতেছে,—

"যে স্থলে কোন লাখরাজ জমী কিম্বা ইহার কোন অংশ ক্রোক করিবার দরখাস্ত হইয়াছে, সে স্থলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ১৩ নিয়মে উল্লিখিত বিষয়গুলি দরখাস্তে থাকা ছাড়া, সমস্ত লাখরাজ জমাটীর পরিমাণ (যে স্থলে ইহা কালেক্টারি রেজিষ্টারিতে লিখিত আছে, সে স্থলে) ক্রোকের দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে।"]

১৪। কালেক্টার বাহাদুরের রেজেষ্ট্রীভুক্ত কোন জমী ক্রোকের জন্য দরখাস্ত হইলে, ঐ রেজেষ্ট্রীতে ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে যে অংশটুকু আছে তাহার জাবদা নকল দাখিল করিবার জন্য আদালত দরখাস্তকারীকে আদেশ দিতে পারেন। এই জাবদা নকলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে যথা,—ঐ জমী কিম্বা উহার খাজনার (রেভিনিউর) মালিক বলিয়া যাহার নাম রেজেষ্ট্রীভুক্ত হইয়াছে, কিম্বা ঐ জমীতে বা খাজনায় যাহার কোন হস্তান্তরযোগ্য সত্ব আছে, কিম্বা ঐ জমীর

জন্য যে খাজনা (রেভিনিউ) দিতে দায়ীক, এবং রেজেষ্ট্রীভুক্ত মালিক-দিগের অংশ। —২৩৮ ধারা।

[এই নিয়মে প্রয়োগের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের যে সারকুলার অর্ডার আছে, নিম্নে তাহা দেওয়া যাইতেছে,—

"যে স্থলে কোন জেলার রেভিনিউ খাতায় উল্লিখিত কোন এষ্টেট কিম্বা ইহার কোন অংশ ক্রোকের জন্য কোন দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত হইয়াছে, সে স্থলে দেওয়ানী কার্য্যাবধি আইনের ২১ অর্ডারের ১৪ নিয়মে উল্লিখিত বিষয়গুলি দরখাস্তে থাকা ছাড়া, সমস্ত এষ্টেটটীর বার্ষিক রাজস্ব (রেভিনিউ) উল্লেখ করিতে হইবে। কালেক্টারি আফিসের রেজেষ্ট্রী বহি হইতে জাবদা নকলের দ্বারা ইহা দেখাইতে হইবে।"]

১৫। (১) যে স্থলে একাধিক লোকের অনুকূলে একযোগে ডিক্রী হইয়াছে, সে স্থলে (ডিক্রীতে যদি অন্য কোনরূপ বিরুদ্ধ সর্ত্ত না থাকে) উহাদের মধ্যে একজন কিম্বা ততোধিক, সকলের উপকারার্থে সমস্ত ডিক্রী জারির জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন, কিম্বা তাহাদের মধ্যে কেহ মারা যাইলে, তাহার স্থলাভিষিক্ত এবং অন্যান্য জীবিত ডিক্রীদারের উপকারার্থে এইরূপ ডিক্রী জারি হইতে পারে।

(২) এই বিধানমতে দরখাস্তমূলে ডিক্রী জারি হইতে আদেশ দিবার আদালত যদি উপযুক্ত কারণ দেখেন, তাহা হইলে যাহারা দরখাস্তে যোগ দেয় নাই তাহাদের সত্ব বজায়ের জন্য আদালত উপযুক্ত আদেশ দিবেন। —২৩১ ধারা।

১৬। যদি কোন ডিক্রী হস্তান্তরিত হয় কিম্বা যে স্থলে দুই বা ততোধিক লোকের অনুকূলে একত্রে (jointly) কোন ডিক্রী দেওয়া হইয়া থাকে, সে স্থলেও যদি কোন ডিক্রীদার উক্ত ডিক্রীতে তাহার সত্ব আপোসে লিখিত, কিম্বা আদালতের দ্বারা হস্তান্তরিত করে, তাহা

হইলে যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন সেই আদালতে উক্ত ডিক্রীগ্রহীতা জারির জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। এবং আদিম ডিক্রীদার দরখাস্ত করিলে যে প্রকারে ডিক্রী জারি হইতে পারিত, এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেই প্রকারেই জারি হইবে।

কিন্তু যে স্থলে ডিক্রী কিম্বা উপরোক্ত কোন সত্ব আপোসে হস্তান্তরিত করা হইয়াছে, সে স্থলে উক্ত (ডিক্রীজারির) দরখাস্তের বিষয় হস্তান্তরকর্ত্তাকে এবং দেনদারকে নোটিসের দ্বারা জানান হইবে। এবং জারিতে উহাদের কোন আপত্তি থাকিলে তাহার শুনানি না হইয়া ডিক্রী জারি হইবে না। —২৩২ ধারা।

কিন্তু যে স্থলে দুই কিম্বা ততোধিক লোকের বিরুদ্ধে কোন টাকা প্রদান করিবার জন্য ডিক্রী হইয়াছে এবং এই ডিক্রী ইহাদের মধ্যে একজনের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছে, সে স্থলে এই ডিক্রী অন্যান্য দেনদারের বিরুদ্ধে জারি করা চলিবে না।

১৭। (১) ১১শ নিয়মের ২ দফার বিধান মতে আদালত ডিক্রী জারির দরখাস্ত পাইলে দেখিবেন যে, উক্ত দরখাস্তে ১১শ হইতে ১৪শ নিয়মের যে সকল বিধান প্রয়োগ হইতে পারে তদনুসারে দরখাস্ত হইয়াছে কি না। যদি তদনুসারে না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদালত দরখাস্ত নামঞ্জুর করিতে পারেন, কিম্বা তৎক্ষণাৎ দোষ সংশোধন কবিবার আদেশ দিতে পারেন, কিম্বা সংশোধনের জন্য আর একটী সময় দিতে পারেন।

(২) যে স্থলে ১ম দফা অনুসারে কোন দরখাস্ত সংশোধিত হয়, সে স্থলে উক্ত দরখাস্ত প্রথম দাখিলের দিনেই আইনানুসারে দাখিল হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক সংশোধন হাকিমের দ্বারা সহি হইবে।

(৪) যে স্থলে দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে, সে স্থলে ঐ দরখাস্তের বিষয় এবং তারিখ আদালতের রেজেষ্ট্রীভুক্ত হইবে এবং পরবর্ত্তী বিধান মতে দরখাস্তের ধরণ অনুসারে ডিক্রীজারির আদেশ হইবে।

কিন্তু টাকার ডিক্রীজারিতে ক্রোকী সম্পত্তির মূল্য ডিক্রীকৃত টাকার যতদূর সম্ভব সমান হওয়া চাই। —২৪৫ ধারা।

১৮। (১) ক্রস (Cross উভয়পক্ষের বিরুদ্ধ) ডিক্রী জারির জন্য কোন আদালতে দরখাস্ত হইলে, আর ঐ প্রকার ডিক্রী যদি টাকার জন্য হয় এবং একই পক্ষদের মধ্যে যদি ঐ ডিক্রী হইয়া থাকে এবং উক্ত ডিক্রীগুলি যদি উক্ত আদালত কর্ত্তৃক একই সময়ে জারি হইবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে—

(ক) উক্ত দুইটী ডিক্রীর টাকা সমান হইলে, উক্ত দুইটী ডিক্রী-তেই শোধ হইয়াছে বলিয়া লেখা থাকিবে; এবং

(খ) উক্ত দুইটী ডিক্রীর টাকা অসমান হইলে, যে ডিক্রীদারের বেশী টাকার ডিক্রী কেবল তাহারই ডিক্রী জারি হইবে, এবং অপর ডিক্রীর টাকা বাদ দিয়া কেবল অবশিষ্ট টাকার জন্য ঐ ডিক্রী জারি হইবে। এবং বেশী টাকার ডিক্রীতে উক্ত কম টাকা শোধ হইয়াছে বলিয়া লেখা থাকিবে এবং কম টাকার ডিক্রীতে সমস্ত শোধ হইয়াছে বলিয়া লেখা থাকিবে।

(২) এই বিধান নিম্নলিখিত স্থলেও প্রয়োগ হইতে পারে—

যে স্থলে কোন পক্ষ ডিক্রীর এসাইনি (assignee গ্রহীতা) হইতেছে

যে স্থলে ঐরূপ কোন ডিক্রীর টাকা আদিম এসাইনারের (assignor হস্তান্তরকর্ত্তার) দেয়।

যে স্থলে ঐরূপ কোন ডিক্রীর টাকা নিজ এসাইনির (assignee গ্রহীতার) দেয়।

(৩) এই নিয়ম নিম্নলিখিত স্থান ভিন্ন অন্য কোথাও প্রযোগ হইবে না, যথা,

(ক) যে সকল মকদ্দমায় উপরোক্ত ডিক্রীগুলি হইয়াছে, তাহাদের একটীর ডিক্রীদার অপরটীর দেনদার হওয়া চাই। এবং প্রত্যেক পক্ষই একই প্রকারের অধিকার লইয়া উভয় মকদ্দমা করা চাই; এবং

(খ) ডিক্রীকৃত টাকা গুলি নির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই, অনির্দ্দিষ্ট থাকিলে চলিবে না।

(৪) যদি অনেকগুলি লোকের বিরুদ্ধে jointly এবং severally (একযোগে এবং পৃথক্‌ভাবে) কোন ডিক্রী দেওয়া হয়, এবং এইরূপ এক কিম্বা ততোধিক দেনদার উপরোক্ত ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী পায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ডিক্রীদার তাহার ডিক্রী এবং পরোক্ত ডিক্রী ক্রস ডিক্রী বলিয়া গণ্য করিতে পারেন। —২৪৬ ধারা।

উদাহরণ।

(ক) রাম শ্যামের বিরুদ্ধে ১০০০৲ টাকার একটী ডিক্রী পাইয়াছে। আবার শ্যাম রামের বিরুদ্ধে এইরূপ একটী ডিক্রী পাইয়াছে যে, রাম যদি কতকগুলি মাল শ্যামকে কোন সময়ে না দিতে পারে, তাহা হইলে, তাহাকে ১০০০৲ টাকা দিবে। এস্থলে এই নিয়ম অনুসারে শ্যামের ডিক্রী ক্রস

ডিক্রীস্বরূপ গণ্য হইবে না। [কারণ উক্ত উভয় ডিক্রী একই সময়ে জারি হইবার উপযুক্ত নয়। শ্যামের ডিক্রী রামের ত্রুটীর উপর নির্ভর করিতেছে।]

(খ) রাম এবং শ্যাম, যদুর বিরুদ্ধে ১০০০৲ টাকার ডিক্রী পাইল আর যদু শ্যামের বিরুদ্ধে ১০০০৲ টাকার একটী ডিক্রী পাইল। এস্থলে যদুর ডিক্রী ক্রস হইবে না। [কারণ এস্থলে উভয় মকদ্দমার পক্ষগুলি বিভিন্ন।]

(গ) রাম শ্যামের বিরুদ্ধে ১০০০৲ টাকার একটী ডিক্রী পাইল। আর যদু শ্যামের ট্রাষ্টিস্বরূপে রামের বিরুদ্ধে ১০০০৲ টাকা একটী ডিক্রী পাইল। এস্থলে শ্যাম যদুর ডিক্রী ক্রস ডিক্রীরূপে ব্যবহার করিতে পারে না। [কারণ উভয়পক্ষ বিভিন্ন অধিকারে ডিক্রী পাইয়াছে। রাম নিজ অধিকারে এবং শ্যাম ট্রাষ্টি স্বরূপে ডিক্রী পাইয়াছে।]

(ঘ) বিপিন, রাম শ্যাম যদু হরি এবং মানিকের বিরুদ্ধে jointly এবং severally (একযোগে এবং পৃথক্‌ভাবে) ১০০০৲ টাকার একটী ডিক্রী পাইল। আর রাম বিপিনের বিরুদ্ধে পৃথক্‌ভাবে ১০০৲ টাকার একটী ডিক্রী পাইয়া যে আদালত কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত ডিক্রী জারি হইতেছে, সেই আদালতে এই ডিক্রী জারির জন্য দরখাস্ত করিল। এস্থলে বিপিন তাহার ডিক্রী ক্রস ডিক্রীরূপে ব্যবহার করিতে পারে।

[৪৯ ধারা দেখ]

১৯। যদি এইরূপ কোন ডিক্রী হইয়া থাকে যে, তদনুসারে উভয় পক্ষই টাকা পাইবার অধিকারী, আর যদি ঐ ডিক্রী জারি হইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে

(ক) উক্ত উভয় টাকার পরিমাণ সমান হইলে, উভয় টাকাই শোধ হইয়াছে বলিয়া ডিক্রীতে লেখা হইবে ; এবং

(খ) উক্ত উভয় টাকার পরিমাণ অসমান হইলে, যে পক্ষ বেশী টাকার অধিকারী কেবল সেই পক্ষই অপর পক্ষের কম টাকা বাদে অবশিষ্ট টাকার জন্য ডিক্রী জারি করিতে পারে। এবং অপর পক্ষের কম টাকা শোধ হইয়াছে বলিয়া ডিক্রীতে লেখা থাকিবে। —২৪৭ ধারা।

২০। বন্ধকসূত্রে নিলামেও ১৮শ এবং ১৯শ নিয়ম প্রয়োগ হইবে। নূতন।

২১। দেনদারের শরীর এবং সম্পত্তির বিরুদ্ধে একই সময়ে ডিক্রী জারি হইতে আদালত আপন বিবেচনা অনুসারে নামঞ্জুর করিতে পারেন। —২৩০ ধারা। ২দফা।

২২। যে স্থলে (১) ডিক্রীর তারিখের এক বৎসর পরে, কিম্বা

(২) দেনদারের স্থলাভিষিক্তের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারির জন্য দরখাস্ত হইয়াছে, সে স্থলে যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারির জন্য দরখাস্ত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কেন জারি হইবে না, নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য আদালত তাহার প্রতি নোটীস বাহির করিবেন।

কিন্তু ডিক্রীর তারিখ এবং জারির দরখাস্তের তারিখের মধ্যে ১ বৎসর গত হইলেও নিম্নলিখিত স্থলে উক্ত নোটীস প্রয়োজন হইবে না, যথা,—

পূর্ব্বে যদি জারির কোন দরখাস্ত হইয়া থাকে, আর উপস্থিত যাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত হইতেছে তাহারই বিরুদ্ধে পূর্ব্বের দরখাস্তের শেষ আদেশের (অর্ডারের) তারিখ হইতে বর্ত্তমান দরখাস্তের তারিখ যদি এক বৎসরের অধিক না হয়, কিম্বা দেনদারের স্থলাভিষিক্তের

বিরুদ্ধে জারির দরখাস্ত হইলেও নিম্নলিখিত স্থলে নোটীস দরকার হইবে না, যথা,

যদি পূর্ব্বে ঐ লোকেরই বিরুদ্ধে কোন জারির দরখাস্ত হইয়া থাকে, এবং ঐ দরখাস্তে আদালত যদি উহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারি হইবার আদেশ দিয়া থাকেন।

(২) উপরোক্ত বিধান সত্বেও ইহা বুঝাইবে না যে, উপরোক্ত বিধান মতে নোটীস বাহির না করিলে আদালত ডিক্রীজারির কোন পরোয়ানা বাহির করিতে পারিবেন না। যদি আদালত কোন কারণ বশতঃ বিবেচনা করেন যে, ঐ প্রকার নোটীস বাহির হইলে অসঙ্গতরূপে বিলম্ব হইবে কিম্বা ন্যায় বিচার দিবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটিবে, তাহা হইলে আদালত এ প্রকার করিবার কারণ লিখিয়া রাখিয়া বিনা নোটিসে ডিক্রীজারির পরোয়ানা বাহির করিতে পারেন।

—২৪৮ ধারা।

২৩। (১) যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে নোটীস জারি সত্বেও দেনদার উপস্থিত হয় নাই কিম্বা আদালতের সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে পারে নাই, সে স্থলে আদালত ডিক্রীজারির আদেশ দিবেন।

(২) যাহার প্রতি নোটীস জারি হইয়াছে সে যদি কোন প্রকার আপত্তি দেয়, তাহা হইলে আদালত এই আপত্তির বিচার করিবেন এবং বিবেচনা অনুসারে আদেশ দিবেন। —২৪৯ ধারা।

জারির পরোয়ানা।

২৪। (১) পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল নিয়ম ঠিক প্রয়োগ করা হইয়াছে কি না দেখিয়া, আদালত (যদি অন্য কোন বিরুদ্ধ কারণ না দেখেন) ডিক্রীজারির পরোয়ানা বাহির করিতে পারেন। — ২৫০ ধারা।

(২) এইরূপ প্রত্যেক পরোয়ানায় উহা যে তারিখে বাহির হইবে সেই তারিখ লেখা থাকিবে, এবং হাকিম কিম্বা ইহার জন্য আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন আমলার সহি থাকিবে, আর আদালতের সীল মোহর থাকিবে। এবং জারির জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকট হাওলা হইবে।

(৩) এইরূপ প্রত্যেক পরোয়ানায় উহা জারি হইবার শেষ তারিখ নির্দ্দেশ করা থাকিবে। —২৫০ ধারা, ২৫১ধারা ১ম দফা।

২৫। (১) পরোয়ানা জারির জন্য যে কর্ম্মচারীর নিকট হাওলা হইবে, জারি হইলে উহার তারিখ এবং যে প্রকারে জারি হইয়াছে তাহার বিবরণ পরোয়ানায় তাহাকে লিখিতে হইবে। এবং রিটার্ণ দিবার শেষ তারিখ যদি উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেরী হইবার কারণ লিখিতে হইবে। কিম্বা যদি জারি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে না হইবার কারণ লিখিয়া পরোয়ানা আদালতে ফেরত দিতে হইবে।

(২) যে স্থলে ঐরূপ কর্ম্মচারী পরোয়ানা জারি করিতে অপারক হইয়াছে, সেস্থলে এরূপ অপারকতা সম্বন্ধে আদালত উহার এজাহার লইবেন, এবং যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন ইহার জন্য সাক্ষীকে সমন দিয়া এজাহার লইতে পারেন; এবং ইহার ফলাফল লিখিয়া রাখিবেন। —৩৪৩ ধারা; ২৫১ ধারার শেষ অংশ।

জারি বন্ধ।

২৬। (১) উপযুক্ত কারণ দর্শাইলে, যে আদালতে ডিক্রী জারির জন্য পাঠান হইয়াছে, সেই আদালত নিম্নলিখিত কার্য্যের জন্য উপযুক্ত সময়ের জন্য জারি বন্ধ রাখিতে পারেন, যথা—

যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন সেই আদালতে কিম্বা উপযুক্ত আপীল আদালতে দেনদার এই বলিয়া দরখাস্ত করিতে পারেন যে,

এই প্রথম আদালত কিম্বা উক্ত আপীল আদালত কর্ত্তৃক ডিক্রীজারি হইলে উক্ত জারি বন্ধ কিম্বা ডিক্রী কিম্বা জারি সম্বন্ধে যে কোন অন্য আদেশ দিতে পারিতেন, এ স্থলেও সেই আদেশ দেওয়া হউক।

যে আদালতে ডিক্রী পাঠান হইয়াছে, সেই আদালত দেনদারকে এইরূপ দরখাস্ত করিবার অবসর দিবার জন্য ডিক্রীজারি বন্ধ রাখিতে পারেন।

(২) যে স্থলে ডিক্রীজারিতে দেনদারের সম্পত্তি কিম্বা শরীর আটক করা হইয়াছে, সে স্থলে যে আদালত জারি করিতেছেন সেই আদালত উপরোক্ত দরখাস্তের বিচার কালীন উক্ত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আদেশ দিতে পারেন।

(৩) জারি বন্ধ হইবার কিম্বা সম্পত্তি কিম্বা দেনদারকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে আদালত আপন বিবেচনা মত দেনদারের নিকট হইতে জামিন চাহিতে পারেন, কিম্বা আপন বিবেচনামত সর্ত্তে ঐ সকল কার্য্য করিতে পারেন। —২৪০ ধারা।

২৭। ২৬ নিয়ম অনুসারে দেনদারকে তাহার সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়া হইলেও উহা ডিক্রীজারিতে পুনরায় আটক হইতে পারে।

—২৪১ ধারা।

২৮। যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন কিম্বা উপরোক্ত প্রকার আপীল আদালত যদি ডিক্রী জারি সম্বন্ধে কোন আদেশ দেন, তাহা হইলে যে আদালতে ডিক্রী জারির জন্য পাঠান হইয়াছে ঐ আদালত ঐ প্রকার আদেশ মান্য করিতে বাধ্য হইবেন। —২৪২ ধারা।

[৪২ ধারা দেখ।]

২৯। যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছে, সেই আদালতেই দেনদার যদি ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে কোন মকদ্দমা উপস্থিত করেন এবং পূর্ব্বোক্ত

ডিক্রী জারির সময় যদি ঐ মকদ্দমা চলিতে থাকে, তাহা হইলে আদালত আপন বিবেচনা অনুসারে জামিন লইয়া কিম্বা অন্য কোন সর্ত্তে উক্ত চলিত মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকাল তক্ ডিক্রীজারি বন্ধ রাখিতে পারেন। — ২৪৩ ধারা।

[এই নিয়ম অনুসারে ডিক্রীজারি বন্ধ রাখিতে পারা যায়, কিন্তু যে স্থলে জারি হইয়া গিয়া ডিক্রীদারকে ডিক্রীকৃত সম্পত্তিতে দখল দেওয়া হইয়াছে, সে স্থলে এই নিয়মের বিধান খাটিবে না।

এই নিয়ম অনুসারে জারি বন্ধ হইবার আদেশ হইলে, তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে।

এই নিয়ম কেবলমাত্র মকদ্দমার পক্ষদিগের মধ্যেই খাটিবে, তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে নহে।]

ডিক্রীজারির প্রণালী।

৩০। টাকার ডিক্রীজারিতে দেনদারকে দেওয়ানী জেলে আটক করিয়া কিম্বা তাহার সম্পত্তি ক্রোক এবং নিলাম করাইয়া, কিম্বা উক্ত উভয় প্রকারেই ডিক্রীজারি হইতে পারে। আর যে স্থলে অন্য কোন প্রার্থনার পরিবর্ত্তে টাকা দিবার ডিক্রী হইয়াছে, সে স্থলেও উক্ত প্রকারে ডিক্রী জারি হইবে। —২৫৪ ধারা।

[কিন্তু টাকার ডিক্রীজারিতে কোন স্ত্রীলোকের জেল হইতে পারে না।—৫৬ ধারা দেখ।]

৩১। (১) যে স্থলে কোন নির্দ্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তির কিম্বা উহার কোন অংশের ডিক্রী হইয়াছে, সে স্থলে নিম্নলিখিত রূপে উক্ত ডিক্রী জারি হইতে পারে, যথা,—

যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি কিম্বা উহার অংশ আটক করিয়া এবং উক্ত সম্পত্তি যাহাকে দিবার জন্য ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে কিম্বা উহার পরিবর্ত্তে উক্ত সম্পত্তি লইবার জন্য উক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক

নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ সম্পত্তি দিয়া, কিম্বা দেনদারকে দেওয়ানী জেলে আটক করিয়া, কিম্বা উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া কিম্বা শেষোক্ত উভয় প্রকারেই।

(২) যে স্থলে ১ম দফা অনুসারে কোন ক্রোক ছয় মাস ধরিয়া বলবৎ আছে এবং দেনদার ডিক্রী অনুসারে কার্য্য করে নাই এবং ক্রোকী সম্পত্তি নিলামের জন্য ডিক্রীদার দরখাস্ত করিয়াছে, সে স্থলে ঐ সম্পত্তি নিলাম হইতে পারে। এবং নিলাম হইতে উৎপন্ন টাকা নিম্নলিখিতরূপে ব্যয়িত হইবে, যথা,—

যে স্থলে উক্ত সম্পত্তি দিবার পরিবর্ত্তে ডিক্রীতে কোন টাকা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, সে স্থলে ঐ টাকা দেওয়া হইবে।

অন্যান্য স্থলে, আদালতের বিবেচনা অনুসারে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হইবে।

আর পণফাজিলের যদি কোন টাকা থাকে, তাহা দেনদার দরখাস্ত করিলে তাহাকে দেওয়া হইবে।

(৩) যে স্থলে দেনদার ডিক্রী অনুসারে কার্য্য করিয়াছে এবং ডিক্রীজারির যে সকল খরচা সে দিতে বাধ্য তাহা দিয়াছে, কিম্বা যে স্থলে ক্রোকের পর ছয় মাস উত্তীর্ণ হইবার সময় উক্ত সম্পত্তি নিলাম করাইবার জন্য কোন দরখাস্ত হয় নাই, কিম্বা যদি দরখাস্ত হইয়া নামঞ্জুর হয়, সে স্থলে ক্রোক আর বলবৎ থাকিবে না।

—২৫৯ ধারা।

[যে স্থলে দেনদারের দখলে ঐ সম্পত্তি নাই, সে স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না। পূর্ণানন্দ বনাম চণ্ডী দত্ত।—১ক, উ, নো ১৭০।]

৩২। (১) যে স্থলে কোন পক্ষের বিরুদ্ধে চুক্তিসম্পন্নের কিম্বা দাম্পত্য অধিকার পুনঃস্থাপনের (যথা স্ত্রীদখল) কিম্বা ইনজানসানের

ডিক্রী হইয়াছে এবং ঐ পক্ষ ডিক্রী অনুসারে কার্য্য করিবার অবসর পাইয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রটী করিয়াছে, সে স্থলে উহাকে দেওয়ানী জেলে আটক করিয়া, কিম্বা উহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া, কিম্বা উভয় প্রকারেই উক্ত ডিক্রী জারি হইতে পারিবে।

(২) যে স্থলে কোন সমাজের (যথা মিউনিসিপ্যালিটি, লোক্যাল বোর্ড ইত্যাদি করপোরেসন corporation) বিরুদ্ধে চুক্তিসম্পন্নের কিম্বা ইনজাংসনের ডিক্রী হইয়াছে, সে স্থলে উক্ত সমাজের সম্পত্তি ক্রোক করিয়া কিম্বা আদালতের অনুমতি লইয়া উক্ত সমাজের ডাইরেক্টার কিম্বা অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীকে দেওয়ানী জেলে আটক করিয়া কিম্বা ক্রোক এবং আটক উভয় প্রকারেই উক্ত ডিক্রী জারি হইতে পারে।

(৩) যে স্থলে ১ম কিম্বা ২য় দফা অনুসারে কোন ক্রোক একবৎসর বলবৎ আছে এবং দেনদার ডিক্রী অনুসারে কার্য্য করে নাই এবং ডিক্রীদার ক্রোকী সম্পত্তি নিলামের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে, সে স্থলে ঐ সম্পত্তি নিলাম করা হইবে এবং নিলাম উৎপন্ন টাকা হইতে আদালতের বিবেচনা অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে, এবং পণ ফাজিলের কোন টাকা থাকিলে তাহার জন্য দেনদার দরখাস্ত করিলে তাহাকে তাহা দেওয়া হইবে।

(৪) যে স্থলে দেনদার ডিক্রী অনুসারে কার্য্য করিয়াছে এবং জারির যে সকল খরচা সে দিতে বাধ্য তাহা দিয়াছে কিম্বা ক্রোকের পর একবৎসর উত্তীর্ণ হইবার সময় নিলাম হইবার কোন দরখাস্ত হয় নাই কিম্বা যদি দরখাস্ত হইয়া নামঞ্জুর হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে ক্রোক আর বলবৎ থাকিবে না।

(৫) যে স্থলে চুক্তিসম্পন্ন কিম্বা ইনজানসানের ডিক্রী অনুসারে কার্য্য করা হয় নাই, সে স্থলে আদালত (কোন কিম্বা সকল) প্রণালীর পরিবর্ত্তে কিম্বা উহার সহিত ইহাও আদেশ দিতে পারেন যে, যে কার্য্য গুলি করিতে হইবে তাহা ডিক্রীদার কিম্বা তাহার দ্বারা নিযুক্ত অন্য কোন লোক দেনদারের খরচে যতদূর সম্ভব করিয়া লইবেন, এবং ঐ কার্য্য হইয়া গেলে আদালতের আদেশানুসারে উহার খরচা নির্দ্ধারিত হইবে, এবং ঐ টাকা ডিক্রীভুক্ত টাকার ন্যায় আদায় হইবে। —২৬০ ধারা।

উদাহরণ।

অনুকূল একজন অল্পবিত্ত লোক। অনুকূল একটী বিলডিং তৈয়ারি করাইল; তাহাতে বিজয়ের বসতবাটী বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিল। অনুকূল জেলে আটক থাকা সত্বেও এবং উহার সম্পত্তি ক্রোক হওয়া সত্বেও, বিজয় যে ডিক্রী পাইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করে নাই এবং উক্ত বিলডিং ভাঙ্গিবার আদেশ পালন করে নাই। আদালত মনে করিলেন যে, অনুকূলের সম্পত্তি নিলাম করিয়া যে টাকা উঠিবে, তাহাতে বিজয়ের বাটীর যে মূল্য কমিয়াছে তাহার প্রকৃত ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না। এ স্থলে বিজয় উক্ত বিলডিং ভাঙ্গিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে এবং এই প্রকারে ভাঙ্গিতে যে খরচ হইবে তাহা ডিক্রীজারিতে আদায় করিতে পারিবে।

[তামাদি—কোন স্থায়ী ইনজানসনের আদেশ প্রতিবাদী যদি পূর্ব্বে অমান্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে শেষ অমান্যের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত আদেশ জারির দরখাস্ত করিলেও চলিতে পারে। এ স্থলে তামাদি আইনের ১৮১ প্রকরণ খাটিবে, ১৮২ নহে। ভগবান দাস বনাম সুখদি, ২৮এ ৩০০]

৩৩। (১) ৩২ নিয়মের বিধান সত্ত্বেও, আদালত দাম্পত্য অধিকার পুনঃস্থাপনের ডিক্রী দিবার সময় কিম্বা তাহার পর অন্য কোন সময়ে আদেশ দিতে পারেন যে, জেলে আটকের দ্বারা ঐ ডিক্রী জারি হইবে না।

(২) যে স্থলে আদালত (১) ম দফা অনুসারে আদেশ দিয়াছেন, এবং স্ত্রী ডিক্রীদার হইতেছে, সে স্থলে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিক্রী অনুসারে কার্য্য না হইলে, দেনদার ডিক্রীদারকে কিস্তিবন্দি অনুসারে উপযুক্ত টাকা প্রদান করিবে, এবং দেনদার ডিক্রীদারকে এইরূপ টাকা প্রদান করিবার জন্য আদালতের সন্তোষজনক জামিন প্রদান করিবে।

(৩) এইরূপ টাকা প্রদান বিষয়ে ২য় দফা অনুসারে যে আদেশ হইবে, তাহা আদালত সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত প্রকারে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, যথা, ঐ টাকা দিবার সময় পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি কিম্বা কমাইতে পারেন। কিম্বা ঐ টাকার সমস্ত কিম্বা কিয়দংশ দেওয়া অস্থায়ীরূপে বন্ধ রাখিতে পারেন এবং আদালতের বিবেচনা অনুসারে সমস্ত কিম্বা কিয়দংশ আবার প্রদান করিবার আদেশ দিতে পারেন।

(৪) এই নিয়ম অনুসারে যে টাকা দিবার আদেশ হইবে, তাহা টাকার ডিক্রীতে যেরূপে টাকা আদায় করা হয় সেই প্রকারে আদায় করা হইবে। —নূতন।

৩৪। (১) যে স্থলে দলিল সম্পাদন করিয়া দিবার জন্য ডিক্রী হইয়াছে কিম্বা যে স্থলে চেক, হুণ্ডী, প্রমিসারি নোট ইত্যাদি হস্তান্তরযোগ্য কাগজের, (negotiable instrument) পৃষ্ঠে সহি করিয়া দিবার (এনডর্সমেণ্ট endorsement) জন্য ডিক্রী হইয়াছে এবং দেনদার

ডিক্রী অনুসারে কার্য্য করিতে অবহেলা কিম্বা অস্বীকার করিতেছে, সে স্থলে ডিক্রীদার ডিক্রীর সর্ত্তানুসারে দলিল কিম্বা এনডর্সমেণ্টের খসড়া প্রস্তুত করিয়া আদালতে দাখিল করিতে পারেন।

(২) তারপর আদালত দেনদারের উপর ঐ খসড়া জারি করাইবেন এবং তৎসঙ্গে এইরূপ একটী নোটীস জারি করাইবেন যে, দেনদারের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহা নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে দিতে হইবে।

(৩) যে স্থলে দেনদার উক্ত খসড়ার আপত্তি করিবে, সে স্থলে উক্ত সময়ের মধ্যে তাহাকে লিখিত আপত্তি দিতে হইবে, এবং আদালত আপন বিবেচনা অনুসারে ঐ খসড়া মঞ্জুর করিবার কিম্বা পরিবর্ত্তন করিবার আদেশ দিবেন।

(৪) প্রচলিত আইনানুসারে যদি ষ্ট্যাম্প দরকার হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে আদালতের আদেশানুসারে পরিবর্ত্তিত খসড়ার একখানি নকল ডিক্রীদার আদালতে দাখিল করিবে। এবং হাকিম কিম্বা এতদর্থে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী এই দাখিলী দলিল সম্পাদন করিয়া দিবেন। —নূতন।

(৫) এই নিয়ম অনুসারে ঐ দলিল সম্পাদন কিম্বা হুণ্ডী, চেক, প্রমিসারি নোট প্রভৃতি হস্তান্তরযোগ্য কাগজের পৃষ্ঠে লিখন (এনডর্সমেণ্ট endorsement) নিম্নলিখিত প্রকারে হইবে, যথা—

"C. D , Judge of the Court of ....(or as the case may be,) for A B., in a suit by E. F. against A. B."

এবং এই প্রকার সম্পাদন কিম্বা এনডর্সমেণ্ট যাহার দ্বারা সম্পাদন কিম্বা এনডর্স হইবার জন্য আদেশ হইয়াছে, তাহার দ্বারা হওয়ার ন্যায় গণ্য হইবে। —২৬২ ধারা।

(৬) প্রচলিত আইনানুসারে কিম্বা ডিক্রীদারের মতানুসারে এই দলিল রেজিষ্টারি করিবার প্রয়োজন হইলে, আদালত কিম্বা এতদর্থে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী এই দলিল রেজিষ্টারি করাইয়া দিবেন, এবং রেজিষ্টারির খরচা দিবার বিষয়ে আদালত আপন বিবেচনানুসারে উপযুক্ত আদেশ দিতে পারেন। —২৬১, ২৬২ ধারা।

[দলিল কিম্বা দস্তখতের খসড়ায় আপত্তি দিলে তাহার উপর আদালতের যে আদেশ হইবে, তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে।]

৩৫। (১) যে স্থলে স্থাবর সম্পত্তি প্রদানের জন্য ডিক্রী হইয়াছে, সে স্থলে উক্ত সম্পত্তি যাহাকে দিবার ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে, কিম্বা এতদর্থে ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন লোককে উক্ত সম্পত্তির দখল প্রদান করা হইবে। এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে, উক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত এবং ডিক্রীর দ্বারা বাধ্য এরূপ কোন লোককে সরাইয়া দিয়া উক্ত সম্পত্তির দখল দিতে হইবে।

—২৬৩ ধারা।

(২) যে স্থলে কোন স্থাবর সম্পত্তি একমালিতে দখল করিবার ডিক্রী হইয়াছে, সে স্থলে উক্ত সম্পত্তির কোন প্রকাশ্য স্থলে দখলী পরোয়ানা লট্‌কাইয়া দিয়া দখল দিতে হইবে, এবং ঐ সময় ঢোল সহরতের দ্বারা কিম্বা প্রথানুযায়ী অন্য কোন প্রকারে কোন সুবিধাজনক স্থলে ডিক্রীর মর্ম্ম ঘোষণা করিতে হইবে। —নূতন।

(৩) যে স্থলে কোন বিল্‌ডিং কিম্বা ঘেরা জায়গার দখল দিতে হইবে এবং যে লোক দখল করিতেছে সে আদালতের ডিক্রীর দ্বারা বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও সহজে প্রবেশলাভ করিতে দিতেছে না, সে স্থলে দেশপ্রথা অনুসারে পরদানশীন স্ত্রীলোককে বাহির হইয়া যাইবার জন্য বিবেচনা মত সতর্কতা এবং সুবিধা দিয়া আদালত ইহার কর্ম্ম-

চারীর দ্বারা যে কোন তালা কিম্বা হুড়কা খুলাইতে কিম্বা সরাইতে পারেন, কিম্বা যে কোন দরজা ভাঙ্গাইতে পারেন, কিম্বা ডিক্রীদারকে দখল দিবার জন্য অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে পারেন।

—নূতন।

[দখলে বাধা প্রদানের জন্য ৯৭, ৯৮ এবং ১০০ নিয়মগুলি দেখ। দখল লওয়া দুই প্রকারে হইতে পারে, যথা, প্রকৃত প্রস্তাবে (Actual স্থানান্তরিত করিয়া) দখল, এবং বাঁসগাড়ির দ্বারা দখল (Symbolical possession কি প্রকারে দখল চাওয়া হইতেছে, তাহা দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে।]

৩৬। যে স্থলে কোন স্থাবর সম্পত্তি প্রদানের জন্য ডিক্রী হইয়াছে এবং ঐ সম্পত্তি প্রজা কিম্বা দখল করিবার অধিকারী এরূপ কোন লোকের দখলে আছে এবং ঐ লোক ডিক্রী অনুসারে উক্ত দখল ছাড়িতে বাধ্য নয়, সে স্থলে আদালত নিম্নলিখিতরূপে দখল দিবার আদেশ দিবেন, যথা,—

উক্ত সম্পত্তির কোন প্রকাশ্য স্থলে একখণ্ড দখলী পরোয়ানা লট্‌-কাইয়া দেওয়া হইবে। এবং উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার মর্ম্ম কোন সুবিধাজনক স্থলে ঢোল সহরতের দ্বারা কিম্বা প্রথানুযায়ী অন্য কোন প্রকারে দখলকারীকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। —২৬৪ ধারা।

গ্রেপ্তার এবং দেওয়ানী জেলে আটক।

৩৭। (১) এই সকল নিয়ম অনুযায়ী অন্য কোনরূপ বিধান সত্ত্বেও, যে স্থলে দেনদারের গ্রেপ্তার এবং দেওয়ানী জেলে আটকের দ্বারা টাকা দিবার ডিক্রী জারি হইবার জন্য দরখাস্ত হইয়াছে, এবং এই দরখাস্ত অনুসারে যে স্থলে দেনদার গ্রেপ্তার হইতে পারে, সে স্থলে

আদালত দস্তক বাহির করিবার পরিবর্ত্তে এইরূপ নোটীস বাহির করিতে পারেন যে, নোটীসের লিখিত ধার্য্য দিনে দেনদার আদালত সমীপে হাজির হইয়া কেন তাহাকে দেওয়ানী জেলে আটক করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবে।

(২) যে স্থলে নোটীস অনুযায়ী দেনদার হাজির হয় নাই, সে স্থলে, ডিক্রীদার যদি দস্তক বাহির করিতে চান, আদালত দেনদারের গ্রেপ্তা-রের জন্য তাহা বাহির করিবেন। —১৪৫ খ ধারা।

[২১ অর্ডারের ১১ নিয়মের ১ম দফা যে স্থলে প্রয়োগ হয়, এই নিয়মও তথায় প্রয়োগ হইবে।

দেনদারের শরীর এবং সম্পত্তির বিরুদ্ধে একই সময়ে ডিক্রীজারি হইবার আদেশ আদালত নাও দিতে পারেন।

অর্ডার ২১, নিয়ম ২১।]

৩৮। দস্তকজারিকারক কর্ম্মচারীকে দস্তকে আদেশ থাকিবে যে, সে যত শীঘ্র সম্ভব দেনদারকে আদালত সমীপে আনিবে। কিন্তু যে স্থলে দেনদার আদালতের নির্দ্ধারিত টাকা, উহার সুদ এবং যদি কোন খরচার জন্য সে দায়ী হয় ঐ খরচা আদালতে হাজির হইবার পূর্ব্বে দেয়, সে স্থলে এই নিয়ম প্রয়োগ করা চলিবে না।

—৩৩৭ ধারা।

৩৯। (১) দেনদারের গ্রেপ্তার হইবার পর হইতে আদালতে হাজির হইবার সময় পর্যান্ত আদালতের বিচারে দেনদারের যে খোরাকী লাগিবে তাহা ডিক্রীদার যতক্ষণ না আদালতে আমানত করিবেন ততক্ষণ কোন দেনদারই ডিক্রীজারিতে গ্রেপ্তার হইবে না।

(২) যে স্থলে ডিক্রীজারিতে দেনদারকে দেওয়ানী জেলে পাঠান হইয়াছে, সে স্থলে দেনদার ৫৭ ধারার স্কেল (পর্য্যায়) অনুসারে যে

খোরাকী পাইবার অধিকারী সেইরূপ মাসিক খোরাকী আদালত নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, কিম্বা যে স্থলে কোন স্কেল নির্দ্ধারিত হয় নাই, সে স্থলে দেনদার যে শ্রেণীর লোক তদনুযায়ী আদালত যাহা উপযুক্ত খোরাকী বিবেচনা করেন তাহাই নির্দ্ধারিত হইবে।

(৩) যাহার দরখাস্তে দেনদারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাকে প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত মাসিক খোরাকী অগ্রিম আমানত করিতে হইবে।

(৪) দেনদারের জেল হইবার সময় প্রচলিত মাসের যে কয়দিন বাকী থাকে ঐ কয়দিনের খোরাকী দেনদারকে জেলে পাঠাইবার পূর্ব্বে প্রথম আমানত আদালতের উপযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকট করিতে হইবে, এবং পরে যদি কোন আমানত করিতে হয় তাহা দেওয়ানী জেলের অধ্যক্ষের নিকট করিতে হইবে।

(৫) দেওয়ানী জেলে দেনদারের খোরাকীর জন্য ডিক্রীদার যে টাকা খরচ করিবেন তাহা মকদ্দমার খরচা বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু এই প্রকার খরচের টাকার জন্য দেনদারকে দেওয়ানী জেলে আটক করা হইবে না কিম্বা গ্রেপ্তার করা চলিবে না।

—৩৩৯, ৩৪০ ধারা।

[৫৮ ধারার ৪ দফা দেখ]

৪০। (১) যে স্থলে ৩৭ নিয়মের নোটীস অনুসারে টাকার ডিক্রী জারিতে দেনদার আদালতের সমক্ষে হাজির হইয়াছে কিম্বা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতের সমক্ষে আনা হইয়াছে এবং আদালতের নিকট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেনদার দরিদ্রতা বশতঃ কিম্বা অন্য কোন উপযুক্ত কারণে ডিক্রীর টাকা দিতে পারিতেছে না, কিম্বা যদি উক্ত টাকা কিস্তিবন্দি অনুসারে দেয় হয়, উক্ত কোন কারণে কোন

কিস্তি খেলাপ করিয়াছে, সে স্থলে আদালত আপন বিবেচনা অনুসারে কোন সর্ত্তে দেনদারকে গ্রেপ্তার এবং আটক করিবার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিম্বা (দেনদার গ্রেপ্তার হইয়া আসিলে) ছাড়িয়া দিবার আদেশ দিতে পারেন।

(২) ১ম দফা অনুসারে আদেশ দিবার পূর্ব্বে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ডিক্রীদার যদি কোনরূপ উল্লেখ করিয়া থাকে তাহা বিবেচনা করিবেন, যথা,—

(ক) ডিক্রী এইরূপ কোন টাকার জন্য হইয়াছে যে, ঐ টাকা দেনদারের নিকট বিশ্বাস করিয়া রাখা হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য দেনদার হিসাব দিতে বাধ্য ছিল ;

(খ) যে মকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছে, ঐ মকদ্দমা রুজু হইবার পর দেনদার তাহার কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়াছে, লুকাইয়া রাখিয়াছে বা সরাইয়া ফেলিয়াছে ; কিম্বা ডিক্রীজারিতে ডিক্রীদারকে বাধা দিবার বা দেরী করাইবার অভিপ্রায়ে দেনদার তাহার সম্পত্তি সম্বন্ধে উক্ত রুজুর তারিখের পর কোন প্রকার অসদভিপ্রায়ের কার্য্য করিয়াছে ;

(গ) দেনদার তাহার অন্য কোন পাওনাদারকে অন্যায়রূপে অগ্রগণ্য জ্ঞান করিয়াছে ;

(ঘ) টাকা দিবার সঙ্গতি সত্বেও দেনদার ডিক্রীর টাকা কিম্বা তাহার কিয়দংশ দিতে অস্বীকার বা অবহেলা করিয়াছে ;

(ঙ) ডিক্রীজারিতে ডিক্রীদারকে বাধা দিবার কিম্বা দেরী করাইবার অভিপ্রায়ে দেনদারের আদালতের এলাকা হইতে পলাইবার কিম্বা চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

(৩) ২য় দফার উল্লিখিত বিষয়গুলি আদালতের বিচারাধীন থাকা কালীন, আদালত আপন বিবেচনা অনুসারে দেনদারকে দেওয়ানী জেলে আটক রাখিতে পারেন, কিম্বা আদালতের কোন কর্ম্মচারীর জিম্মায় রাখিতে পারেন, কিম্বা যখনই আদালত হাজির হইতে বলিবেন তখনই হাজির হইবার জামিনে (আদালতের সন্তোষজনক জামিন হওয়া চাই) দেনদারকে ছাড়িয়া দিতে পারেন।

(৪) এই নিয়ম অনুসারে দেনদারকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে পুনরায় গ্রেপ্তার হইতে পারে।

(৫) যে স্থলে ১ম দফা অনুসারে আদালত কোন আদেশ না দেন, সে স্থলে দেনদার পূর্ব্বে গ্রেপ্তার না হইলে আদালত গ্রেপ্তার করাইবেন এবং দেওয়ানী জেলে পাঠাইবেন; এ সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধিতে অন্যান্য যে সকল বিধান আছে তাহাও খাটিবে।

—৩৩৭ ক ধারা।

[এই ধারা অনুসারে দেনদারকে ছাড়িয়া দিবার দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে, তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে। ২১মা ২৯।]

সম্পত্তি ক্রোক।

৪১। যে স্থলে টাকা দিবার জন্য ডিক্রী হইয়াছে, সে স্থলে ডিক্রীদার আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন যে, দেনদার কোন দেনার টাকা পায় কিনা এবং দেনদারের অন্য কোন সম্পত্তি কিম্বা ডিক্রীর টাকা শোধ করিবার কোন সঙ্গতি আছে কি না সে বিষয়,

(ক) দেনদারকে, কিম্বা

(খ) সমাজ (কর্পোরেসন) হইলে, উহার কোন কর্ম্মচারীকে কিম্বা

(গ) অন্য কোন লোককে মৌখিক এজাহার করিবার আদেশ দেওয়া হউক; এবং দেনদার কিম্বা উক্ত কর্ম্মচারী কিম্বা অন্য কোন লোক হাজির হইয়া এজাহার দিবার জন্য এবং কোন খাতা কিম্বা দলিল দাখিল করিবার জন্য আদালত আদেশ দিতে পারেন।

—২৬৭ ধারা।

৪২। যে স্থলে খাজনা কিম্বা ওয়াশিলাৎ কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য ডিক্রীতে আদেশ আছে, সে স্থলে দেনদারের নিকট হইতে পাওনা টাকা নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে, সাধারণ টাকার ডিক্রীতে যে প্রকার হয় সেই প্রকারে দেনদারের সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারিবে। —২৫৫ ধারা।

৪৩। যে সম্পত্তি ক্রোক হইবে তাহা যদি কৃষিজাত ফসল না হইয়া দেনদারের দখলী অন্য কোন প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক হইবে এবং ক্রোককারক কর্ম্মচারী ঐ সম্পত্তি তাহার নিজের কিম্বা তাহার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারীর জিম্মায় রাখিবে এবং উপযুক্ত জিম্মায় রাখিবার জন্য দায়ী থাকিবে।

কিন্তু যে স্থলে ক্রোকী সম্পত্তি শীঘ্র এবং স্বভাবতঃ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কিম্বা যে স্থলে উক্ত সম্পত্তি জিম্মায় রাখিবার খরচ উক্ত সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা অত্যধিক হইবার সম্ভাবনা, সে স্থলে ক্রোককারক কর্ম্মচারী উহা তৎক্ষণাৎ নিলাম করিতে পারেন। —২৬৯ ধারা।

[কৃষি ফসল ৪৪ এবং ৪৫ নিয়ম অনুসারে ক্রোক হইবে। যদি কোন গুদামের মাল ক্রোক করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ গুদামের বাহিরের দরজায় আদালতের সিল মারিয়া ক্রোক হইতে পারে। এস্থলে দরজা ভাঙ্গিবার কোন প্রয়োজন নাই। মুলতান চাঁদ বনাম মান্দ্রাজ ব্যাঙ্ক; ২৭ মা ৩৪৬।

ঘরের চাল. ঘর হইতে পৃথক্ করা থাকিলে, অস্থাবর সম্পত্তিরূপে ক্রোক হইবে। ১৫ উ, রি ৪৯৯।

খোলার ঘর স্থাবর সম্পত্তিরূপে ক্রোক হইবে। গাছের ফল অস্থাবর সম্পত্তিরূপে ক্রোক হইবে।]

৪৪। যে স্থলে কৃষিজাত ফসল ক্রোক করিতে হইবে, সে স্থলে নিম্নলিখিত জায়গায় একখণ্ড ক্রোকী পরোয়ানা লট্‌কাইতে হইবে, যথা—

(ক) যে স্থলে এই প্রকার ফসল এখনও জন্মিতেছে (অর্থাৎ জমী হইতে কাটা হয় নাই,) সে স্থলে যে জমীতে ফসল জন্মিয়াছে সেই জমীর উপর, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই প্রকার ফসল কাটা কিম্বা তোলা হইয়াছে, সে স্থলে ঝাড়াই মাড়াই করিবার জায়গায়, কিম্বা গাদায় কিম্বা যথায় ঐ ফসল রাখা হইয়াছে তথায়,

এবং আর একখণ্ড ক্রোকী পরোয়ানা দেনদার যে বাড়ীতে সচরাচর বাস করে সেই বাড়ীর বাহিরের দরজায় কিম্বা ঐ বাড়ীর অন্য কোন প্রকাশ্য স্থলে লট্‌কাইতে হইবে; কিম্বা

যে বাড়ীতে সে ব্যবসা করে, বা

যে বাড়ীতে লাভের জন্য নিজে কার্য্য করে, বা

যে বাড়ীতে সে শেষ বাস করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, বা

যে বাড়ীতে সে শেষ ব্যবসা করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, বা

যে বাড়ীতে সে শেষ লাভের জন্য কার্য্য করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সেই বাড়ীতে আদালতের অনুমতি লইয়া লট্‌কাইতে হইবে। এবং ঐ প্রকারে পরোয়ানা লট্‌কান হইলে ঐ ফসল আদালতের দখলে আসিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। —নূতন।

৪৫। (১) যে স্থলে কৃষিজাত দ্রব্য ক্রোক করা হইয়াছে, সে স্থলে উক্ত দ্রব্যগুলি আদালতের বিবেচনানুসারে উপযুক্ত জিম্মার ব্যবস্থা করিবার জন্য আদালত আদেশ দিবেন, এবং আদালত যাহাতে এই প্রকার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইতে পারেন, তজ্জন্য গাছ (growing) ফসল কোন্ সময়ে কাটিবার কিম্বা তুলিবার উপযুক্ত হইবে, তাহা প্রত্যেক ক্রোকের দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) দেনদার ফসলের পাট করিতে, ফসল কাটিতে, তুলিতে এবং একত্রিত করিতে (গাদা দিতে ইত্যাদি) পারে; এবং ফসল পাকাইতে কিম্বা রক্ষা করিতে অন্যান্য সমস্ত আবশ্যকীয় কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু এতদর্থে ক্রোকের আদেশে কিম্বা তাহার পরের অন্য কোন আদেশে আদালত যে সকল সর্ত্তে উপরোক্ত কার্য্যগুলি করিবার আদেশ দিবেন তাহা দেনদারকে মানিতে হইবে। এবং দেনদার যদি ঐ সকল কার্য্য কিম্বা উপরোক্ত কোন কার্য্য করিতে ক্রটী করে, তাহা হইলে ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি লইয়া এবং উপরোক্ত সর্ত্তানুসারে নিজে কিম্বা এতদর্থে তাহার দ্বারা নিযুক্ত কোন লোকের দ্বারা ঐ কার্য্য করাইতে পারেন; এবং ডিক্রীদারের যে খরচ হইবে তাহা ডিক্রীর অন্তর্গত কিম্বা ডিক্রীর অংশ স্বরূপ দেনদারের নিকট হইতে আদায় হইবে।

(৩) গাছ (growing যথা গাছ ধান ইত্যাদি) কৃষি ফসল ক্রোক হইয়া কাটা হইলে পরও ক্রোক বলবৎ থাকিবে এবং পুনরায় ক্রোক করা আবশ্যক হইবে না।

(৪) যে স্থলে ফসল কাটিবার কিম্বা তুলিবার পক্ষে সম্ভবতঃ উপযুক্ত হইবার অনেক পূর্ব্বে গাছ ফসল ক্রোকের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সে স্থলে আদালত আপন বিবেচনা অনুসারে কিছু সময়ের জন্য উক্ত আদেশ পালন স্থগিত রাখিতে পারেন। এবং ক্রোকের আদেশ স্থগিত থাকা কালীন ফসল সরাইবার নিষেধ আজ্ঞাও আদালত দিতে পারেন।

(৫) যে ফসল গাদা করিয়া রাখা চলে না, তাহা কাটিবার কিম্বা তুলিবার উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বের ২০ দিনের কম দিনের মধ্যে এই নিয়ম অনুসারে ক্রোক করা চলিবে না; অর্থাৎ ২০ কিম্বা তাহার বেশী দিন পূর্ব্বে ক্রোক করিতে হইবে। —নূতন।

[কলিকাতা হাইকোর্টের সারকুলার অর্ডারের ৮৬ নিয়ম,—"যে স্থলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৪৩ হইতে ৪৫ নিয়ম অনুসারে ক্রোককারক কর্ম্মচারী বিশ্বাস করেন যে, ক্রোকী সম্পত্তির মূল্য ২০৲ টাকার বেশী নয়, সে স্থলে তিনি দেনদারকে, কিম্বা তাহার অনুপস্থিতিতে, তাহার পরিবারের মধ্যে উপস্থিত কোন বয়স্থ পুরুষকে জানাইয়া দিবেন যে, উক্ত অর্ডারের ৬৬ নিয়ম অনুসারে ইস্তাহার বাহির না হইয়াই, ঐ সম্পত্তি তথনই প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। যদি ডিক্রীদার কিম্বা দেনদার কিম্বা দেনদারের পক্ষে অন্য কোন লোক উক্ত প্রকারে নিলামে আপত্তি করেন, তাহা হইলে ক্রোককারক কর্ম্মচারী এক পঞ্চায়েৎ ডাকিতে পারেন। এই পঞ্চায়েতে পাড়ার অন্ততঃ তিন জন মাননীয় বয়স্থ লোক থাকিবে, এবং গ্রামের প্রধান ব্যক্তিও এই পঞ্চায়েতের মধ্যে থাকিবেন। এবং উক্ত সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য ক্রোককারক কর্ম্মচারী পঞ্চায়েতকে বলিবেন। যদি এই পঞ্চায়েতের দ্বারা ধার্য্য হয় যে, ঐ সম্পত্তির মূল্য ২০৲ টাকার বেশী, তাহা হইলে ক্রোককারক কর্ম্মচারী স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিবেন। আর যদি ২০৲

টাকার কম মূল্য ধার্য্য হয়, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহা নিলামের দ্বারা বিক্রয় করিবেন; কিন্তু অবস্থানুযায়ী যতদূর সম্ভব, খরিদ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে এই নিলামের বিষয় জানাইয়া নিলাম করিতে হইবে।"]

৪৬। (১) যে স্থলে

(ক) দেনদারের কোন পাওনা টাকা যাহার কোন কাগজে (negotiable instrument) এ লেখাপড়ার দ্বারা কায়দা করা নাই,

(খ) কোন করপোরেসনের মূলধনের অংশ সেয়ার,

(গ) দেনদারের দখলে নাই এরূপ কোন অস্থাবর সম্পত্তি (আদালতে আমানতি কিম্বা আদালতের জিম্মার টাকা সওয়ায়),

ক্রোক করিতে হইবে, সে স্থলে লিখিত আদেশের দ্বারা নিম্নলিখিতরূপে নিষেধ আজ্ঞা দ্বারা ক্রোক হইবে, যথা—

(i) পাওনার টাকার স্থলে, আদালতের পরবর্ত্তী আদেশ ভিন্ন পাওনাদারকে উক্ত টাকা আদায় করিতে নিষেধ করা হইবে, এবং দেনদারকে উক্ত টাকা দিতেও নিষেধ করা হইবে। অর্থাৎ দেনদার যাহাতে উক্ত টাকা পাওনাদারকে (এস্থলে যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী-জারি হইতেছে তাহাকে) না দেয় সে বিষয়ে নিষেধ করা হইবে।

(ii) (করপোরেসনের) সেয়ারের (অংশের) স্থলে, যাহার নামে ঐ সেয়ার আছে, তাহাকে উক্ত সেয়ার হস্তান্তরিত করিতে কিম্বা উক্ত সেয়ারের জন্য ডিভিডেণ্ড গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইবে।

(iii) অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির স্থলে (সওয়ায় পূর্ব্বোক্ত (গ) এ লিখিত সম্পত্তি), যাহার দখলে ঐ সম্পত্তি আছে, তাহাকে দেনদারকে ঐ সম্পত্তি দিতে নিষেধ করা হইবে।

(২) উক্ত আদেশের একখণ্ড আদালত গৃহের কোন প্রকাশ্য স্থলে লট্‌কান হইবে, এবং আর একখণ্ড পাওনার স্থলে, যে টাকা ধারে তাহার নিকট পাঠান হইবে; সেয়ারের স্থলে, করপোরেসনের উপযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকট পাঠান হইবে; এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির স্থলে (সওয়ায় পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি), যাহার দখলে উক্ত সম্পত্তি আছে, তাহার নিকট পাঠান হইবে।

(৩) ১ম দফার প্রথম বিভাগ অনুসারে কোন দেনদারকে দেনার টাকা দিতে নিষেধ করা হইলে, তাহার দেনার টাকা সে আদালতে আমানত করিতে পারে। এবং এই প্রকারে টাকা আমানত করিলে তাহা পাওনাদারকে দেওয়ার ন্যায় গণ্য হইবে।

—২৬৮ ধারা।

[(ক)এ উল্লিখিত দেনার টাকা ক্রোক হইলে ৫৮ নিয়ম অনুসারে ক্লেম চলিবে। চিদামবারা বনাম রামস্বামী; ২৭ মা ৬৭।

এই নিয়ম অনুসারে এলাখাবহির্ভূত স্থানে পাওনা টাকা ক্রোক করিতে হইলে ৩৮, ৩৯ ধারা অনুসারে ডিক্রী স্থানান্তরিত করিয়া কিম্বা ৪৬ ধারা অনুসারে প্রিসেপ্টের দ্বারা ক্রোক করিতে হইবে। ১৬ ক, উ, নো ৪০২—২, ৩, ৫ এবং ৬ পৃষ্ঠা দেখ।]

৪৭। যে স্থলে দেনদার এবং অপরের এজমালি অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে দেনদারের অংশ কিম্বা সত্ব ক্রোক করিতে হইবে,সে স্থলে ক্রোক করিবার জন্য দেনদারকে নোটীসের দ্বারা নিষেধ করা হইবে যে উক্ত অংশ বা সত্ব কোন প্রকারে হস্তান্তর কিম্বা দায় সংযোগ করিতে পারিবে না। —নূতন।

৪৮। (১) যে স্থলে কোন সরকারী কর্ম্মচারীর কিম্বা রেলকোম্পানী বা স্থানীয় অথরিটির কোন কর্ম্মচারীর বেতন কিম্বা ভাতা ক্রোক করিতে হইবে, সে স্থলে দেনদার কিম্বা বেতন প্রদানকারী কর্ম্মচারী আদালতের

এলাখাধীনে থাকুক বা নাই থাকুক,আদালত আদেশ দিতে পারেন যে, ৬০ ধারার বিধান বজায় রাখিয়া আদালতের আদেশানুসারে একেবারে কিম্বা মাসিক কিস্তিবন্দি অনুসারে উক্ত বেতন কিম্বা ভাতা হইতে টাকা কাটিয়া রাখা হইবে। এবং ইণ্ডিয়া গেজেটে কিম্বা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত এতদর্থে বিজ্ঞাপন দ্বারা নিযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকট উক্ত আদেশের নোটীস যাইলে, উক্ত কর্ম্মচারী কিম্বা উক্ত বেতন বা ভাতা প্রদান করা যাহার কার্য্য তিনি আদেশানুযায়ী টাকা বা মাসিক কিস্তিবন্দি অনুসারে টাকা কাটিয়া রাখিয়া উহা আদালতে আমানত করিবেন।

(২) যে স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন অনাদায়ী ক্রোকের আদেশানুসারে ঐ প্রকার বেতন বা ভাতার ক্রোকযোগ্য অংশ কাটিয়া রাখিয়া আদালতে পাঠান হইয়াছে, সে স্থলে এতদর্থে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারী পরবর্ত্তী ক্রোকের আদেশ যে আদালত দিয়াছেন, সেই আদালতে ঐ আদেশ ফেরৎ পাঠাইবেন. এবং তৎসঙ্গে যে ক্রোক বলবৎ রহিয়াছে তাহার একটী সম্পূর্ণ বিবরণ পাঠাইবেন।

(৩) দেওয়ানী কার্য্যবিধি যে যে স্থানে প্রয়োগ হয় তাহার মধ্যে যে কোন স্থানে দেনদার যখন থাকিবে, তখন এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক আদেশ (যদি ২য় দফা অনুসারে উহা ফেরৎ না হয়) গভর্ণমেণ্ট কিম্বা রেল কোম্পানী কিম্বা স্থানীয় অথরিটী মান্য করিতে বাধ্য থাকিবে। ইহার জন্য স্বতন্ত্র নোটীস কিম্বা অন্য কোন পরোয়ানা দেওয়া প্রয়োজন হইবে না। আর যদি দেনদার দেওয়ানী কার্য্যবিধির এলাখার বহির্ভূত স্থানে বাস করে এবং ভারত সম্রাটের ভারতবর্ষীয় রাজস্ব হইতে কিম্বা ভারতবর্ষীয় ইংরাজ রাজত্বে কারবার আছে এরূপ কোন রেলকোম্পানীর ফণ্ড হইতে কিম্বা ভারতবর্ষীয় ইংরাজ রাজত্বের

কোন স্থানীয় অথরিটীর ফণ্ড হইতে দেনদার তাহার বেতন বা ভাতার টাকা পায়, তাহা হইলেও উক্ত গভর্ণমেণ্ট, রেলকোম্পানী কিম্বা স্থানীয় অথরিটী বাধ্য থাকিবে। —নূতন।

৪৯। (১) এই নিয়ম অনুসারে অন্য প্রকার যে বিধান আছে তদ্ভিন্ন সকল স্থলেই যদি কোন ডিক্রী কোন ফারমের বিরুদ্ধে কিম্বা অংশী-দার স্বরূপে ফারমের অংশীদারগণের বিরুদ্ধে না হয়, তাহা হইলে যৌথ সম্পত্তি ক্রোক হইবে না, কিম্বা ডিক্রীজারিতে নিলাম হইবে না।

(২) কোন অংশীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারিতে ডিক্রীদারের দরখাস্তমতে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে, যৌথ সম্পত্তিতে উক্ত অংশীদারের সত্ব এবং লভ্যাংশ ডিক্রীর টাকার জন্য দায়সংযোগ রহিল, এবং উক্ত আদেশের দ্বারা কিম্বা উহার পরের কোন আদেশের দ্বারা লভ্যাংশের কিম্বা অংশীদারের উক্ত যৌথ সম্পত্তি সম্বন্ধে অন্য কোন টাকার রিসিভার নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং উক্ত সম্পত্তির হিসা-বের এবং অনুসন্ধানের আদেশ দিতে পারেন। এবং আদালত ঐ প্রকার সত্ব নিলাম হইবার আদেশ দিতে পারেন; কিম্বা উক্ত অংশীদার কর্তৃক ডিক্রীদারের অনুকূলে যদি কোন দায় দেওয়া থাকিত তাহা হইলে আদালত যে প্রকার আদেশ দিতে পারিতেন এস্থলেও সে প্রকার আদেশ দিতে পারেন; কিম্বা অবস্থানুযায়ী আবশ্যকমত অন্য আদেশও আদালত দিতে পারেন।

(৩) অন্যান্য অংশীদার যে কোন সময়ে উক্ত দায়যুক্ত সত্ব উদ্ধার করিতে পারেন, কিম্বা যদি নিলামের আদেশ হইয়া থাকে, উক্ত সত্ব নিলামে খরিদ করিতে পারেন।

(৪) ২য় দফা অনুসারে আদেশ করাইবার জন্য প্রত্যেক দরখাস্ত দেনদারের উপর এবং যে সকল অংশীদার ভারতবর্ষীয় ইংরাজ রাজত্বে আছে তাহাদের উপর জারি হইবে।

(৫) ৩য় দফা অনুসারে দেনদারের কোন অংশীদার দরখাস্ত করিলে তাহা ডিক্রীদারের উপর এবং দেনদারের উপর এবং যে সকল অংশীদার দরখাস্তে যোগদান করে নাই এবং ভারতবর্ষীয় ইংরাজ রাজত্বে রহিয়াছে তাহাদের উপর জারি করান হইবে।

(৬) ৪র্থ এবং ৫ম দফা অনুসারে জারি হইলে, তাহা সকল অংশীদারের উপর জারি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। এবং উক্তরূপ দরখাস্তের উপর যে সকল আদেশ হইবে তাহাও উক্ত প্রকারে উক্ত ব্যক্তিগণের উপর জারি হইবে। —নূতন।

৫০। (১) যে স্থলে কোন ফারমের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছে সে স্থলে নিম্নলিখিত সম্পত্তি কিম্বা লোকের বিরুদ্ধে উক্ত ডিক্রীজারি মঞ্জুর হইতে পারে, যথা—

(ক) যৌথ যে কোন সম্পত্তির বিরুদ্ধে ;

(খ) ৩০ অর্ডারের ৬ কিম্বা ৭ নিয়ম অনুসারে যে কেহ মকদ্দমায় নিজ নামে জবাব দিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে ; কিম্বা যে কেহ জবাবে স্বীকার করিয়াছে যে সে একজন অংশীদার, তাহার বিরুদ্ধে ; কিম্বা বিচারে যে অংশীদার সাব্যস্থ হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে ;

(গ) অংশীদার স্বরূপে যাহার উপর পৃথক্ ভাবে সমন জারি হইয়াছে এবং জবাব আদি দেয় নাই, তাহার বিরুদ্ধে।

কিন্তু বর্ত্তমান দফার বিধান সত্ত্বেও ইহা বুঝাইবে না যে, ইহার দ্বারা ইণ্ডিয়ান কণ্ট্র্যাক্ট এক্টের (১৮৭২ সালের ৯ আইনের) ২৪৭ ধারার বিধান কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইল।

(২) যে স্থলে ১ম দফার (খ) এবং (গ) বিভাগের উল্লিখিত ফারমের অংশীদার ভিন্ন অন্য কোন অংশীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রীদার ডিক্রীজারি করিবার দাবী করিতেছে সে স্থলে যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন, সেই আদালতের অনুমতির জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। এবং যে স্থলে উক্ত লোকের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন আপত্তি হয় নাই, সে স্থলে আদালত উক্ত প্রকার অনুমতি দিতে পারেন ; কিম্বা যে স্থলে উক্ত

দায়ীত্ব সম্বন্ধে আপত্তি হইয়াছে, সে স্থলে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে অন্যান্য মকদ্দমার ইস্যুর যে প্রকারে বিচার হয় উক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব সম্বন্ধেও সেই প্রকারে বিচার হইবে।

(৩) যে স্থলে ২য় দফা অনুসারে কোন ব্যক্তির দায়িত্ব সম্বন্ধে বিচার হইয়া গিয়াছে, সে স্থলে এ সম্বন্ধে যে কোন আদেশ হইবে তাহা ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ হইবে এবং আপীল কিম্বা অন্যান্য বিষয়ে ডিক্রীতে যে বিধান প্রয়োগ করা হয়, এ স্থলেও তাহা হইতে পারিবে।

(৪) যদি কোন ফারমের বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়, এবং উক্ত ফারমের কোন অংশীদারের উপর হাজির হইয়া জবাব দিবার জন্য যদি কোন সমন জারি করা না হয়, তাহা হইলে এই অংশীদার উক্ত ডিক্রীর দ্বারা ছাড় হইবে না, দায়ী হইবে না কিম্বা অন্য কোন প্রকারে বাধ্য হইবে না। কিন্তু যদি ফারমের বিরুদ্ধে ডিক্রী না হইয়া যৌথ সম্পত্তির বিরুদ্ধে হয় তাহা হইলে এরূপ স্থলে উক্ত অংশীদার বাধ্য হইবে। —নূতন।

৫১। যে স্থলে কোন হস্তান্তরযোগ্য কাগজ (negotiable instrument যথা হুণ্ডী, চেক, ইত্যাদি) ক্রোক করিতে হইবে এবং উক্ত কাগজ আদালতে কিম্বা কোন সরকারী কর্ম্মচারীর জিম্মায় নাই, সে স্থলে উক্ত কাগজ আটক করিয়া ক্রোক হইবে, এবং আদালতে আনা হইবে। আদালতের আদেশ অনুযায়ী উক্ত কাগজ সম্বন্ধে অন্যান্য কার্য্য করা চলিবে। —২৭০ ধারা।

৫২। যে স্থলে যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা আদালতের কিম্বা কোন সরকারী কর্ম্মচারীর জিম্মায় থাকে, সে স্থলে উক্ত আদালত কিম্বা কর্ম্মচারীর নিকট নোটীশের দ্বারা ক্রোক করা হইবে। এবং উক্ত নোটীশে অনুরোধ করা হইবে যে, উক্ত সম্পত্তি এবং তদুৎপন্ন দেয় সুদ কিম্বা ডিভিডেণ্ড সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য যে আদালত হইতে নোটীশ বাহির হইতেছে সেই আদালতের আদেশ অনুসারে হইবে ঃ

কিন্তু যে স্থলে উক্ত সম্পত্তি কোন আদালতের জিম্মায় আছে, সে স্থলে ডিক্রীদার এবং (দেনদার ভিন্ন) অন্য কোন লোকের মধ্যে উক্ত সম্পত্তির স্বত্ব কিম্বা অগ্রস্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উঠিলে এবং এই ব্যক্তি হস্তান্তর, ক্রোক কিম্বা অন্য কিছুর বলে এই সম্পত্তিতে দাবি করিলে, তাহা উক্ত আদালত কর্তৃক বিচার হইবে। —২৭২ ধারা।

৫৩। ১) যে স্থলে কোন টাকার ডিক্রী, কিম্বা দায় (mortgage or charge) বলবতের জন্য নিলাম হইবার ডিক্রী ক্রোক করিতে হইবে, সে স্থলে নিম্নলিখিত প্রকারে ক্রোক হইবে,—

(ক) যদি ডিক্রীগুলি একই আদালতের হয়, তাহা হইলে এই আদালতের আদেশের দ্বারা ক্রোক হইবে, এবং

(খ) যে ডিক্রী ক্রোক করিতে হইবে তাহা যদি অন্য আদালতের হয়, তাহা হইলে যে আদালত জারিভুক্ত ডিক্রী দিয়াছেন সেই আদালত উক্ত অন্য আদালতে নোটীস দিয়া ক্রোক করিবেন, এবং উক্ত নোটীসের দ্বারা নিম্নলিখিত সময়ের জন্য উক্ত অন্য আদালতের ডিক্রীজারি বন্ধ রাখিবার জন্য উক্ত আদালতকে অনুরোধ করা হইবে, যথা—

(i) যে আদালত জারিভুক্ত ডিক্রী দিয়াছেন, সেই আদালত যত দিন না উক্ত নোটীস খারিজ করেন, কিম্বা

(ii) জারিভুক্ত ডিক্রীদার কিম্বা তাহার দেনদার যে আদালত নোটীস পাইয়াছেন সেই আদালতে ইহার নিজ ডিক্রী জারির জন্য যত দিন না দরখাস্ত করেন।

(২) যে স্থলে ১ম দফার (ক) অনুসারে কোন আদালত আদেশ দেন, কিম্বা (খ) এর (ii) অনুসারে কোন দরখাস্ত পান, সে স্থলে যে ডিক্রীদার উক্ত ডিক্রী ক্রোক করিয়াছে তাহার দরখাস্তে কিম্বা তাহার

দেনদারের দরখাস্তে আদালত ক্রোকী ডিক্রী জারি করিতে পারেন এবং জারি উৎপন্ন টাকা উক্ত জারিভুক্ত ডিক্রী শোধের জন্য লাগাইতে পারেন।

(৩) যে ডিক্রীদার তাহার ডিক্রী ১ম দফার বর্ণিত অন্য ডিক্রী ক্রোকের দ্বারা জারি হইবার জন্য চাহিতেছে, সে ক্রোকীডিক্রীর ডিক্রীদারের স্থলাভিষিক্তরূপে গণ্য হইবে; এবং উক্ত ক্রোকী ডিক্রীর ডিক্রীদার যে প্রকারে আইনানুসারে তাহার ডিক্রী জারি করিতে পারিত এস্থলে উক্ত ডিক্রীদার (অর্থাৎ যে ডিক্রী ক্রোক করিয়াছে সে) সেইরূপ ভাবেই পারিবে।

(৪) যে স্থলে ১ম দফার বর্ণিত ডিক্রী ভিন্ন ডিক্রীজারিতে অন্য ডিক্রী ক্রোক করিতে হইবে, সে স্থলে যে আদালত জারিভুক্ত ডিক্রী দিয়াছেন সেই আদালত যে ডিক্রী ক্রোক করিতে হইবে তাহার ডিক্রীদারকে এরূপভাবে নোটীস দিবেন যে, এই ডিক্রী কোন প্রকারে হস্তান্তর বা দায়সংযোগ করিতে নিষেধ করা হইবে; এবং যে স্থলে অন্য কোন আদালত এই ডিক্রী দিয়াছেন সে স্থলে এই আদালতে এরূপ একটা নোটীস পাঠান হইবে যে তদ্দ্বারা ক্রোকী ডিক্রী জারি করিতে নিবারণ করা হইবে; এবং যতদিন না নোটীস প্রেরণকারী আদালত এই নোটীস খারিজ করেন ততদিন উক্ত ডিক্রী জারি বন্ধ থাকিবে।

(৫) জারিকারক আদালত যে সকল সংবাদ এবং সাহায্য বিবেচনা মত চাহিবেন, তাহা এই নিয়ম অনুসারে ক্রোকী ডিক্রীর ডিক্রীদার উক্ত আদালতকে দিবেন।

(৬) ডিক্রীদার অন্য ডিক্রী ক্রোকের দ্বারা জারি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলে, যে আদালত এই নিয়ম অনুসারে ক্রোকের আদেশ দিবেন সেই আদালত ক্রোকী ডিক্রীর দেনদারকে এই আদেশের নোটীস

দিবেন; এবং যতদিন ক্রোক বলবৎ থাকিবে, ততদিন উক্ত নোটীস পাইবার পর আদালতে কিম্বা অন্য প্রকারে উক্ত (ক্রোকের) আদেশ লঙ্ঘন করিয়া দেনদার ক্রোকী ডিক্রী পরিশোধ কিম্বা বন্দোবস্ত করিলে তাহা কোন আদালত কর্তৃক গ্রাহ্য হইবে না। ———২৭৩ ধারা।

[টাকার ডিক্রী এই নিয়ম অনুসারে ক্রোক হইতে পারে, কিন্তু নিলাম হইবে না। ২০ ক ১১১। সুতরাং এইরূপ ক্রোকী ডিক্রীর দ্বারা জারীভুক্ত ডিক্রী শোধ করিতে হইলে, এই নিয়ম অনুসারে তাহা করিতে হইবে। ৬ মা ৪১৮।]

৫৪। (১) স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইলে উক্ত সম্পত্তি কোন প্রকারে হস্তান্তর কিম্বা দায়সংযোগ করিতে দেনদারকে নিষেধ করা হইবে এবং উক্ত হস্তান্তর কিম্বা দায়সংযোগের দ্বারা কোন অধিকার অর্জ্জন করিতে সকলকেই নিষেধাজ্ঞার দ্বারা ক্রোক করা হইবে।

(২) উক্ত আদেশ ঢোল সহরত কিম্বা প্রথানুযায়ী অন্য কোন প্রকারে উক্ত ক্রোকী সম্পত্তিতে কিম্বা উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ঘোষণা করা হইবে। এবং উক্ত আদেশের একখণ্ড নকল উক্ত সম্পত্তির কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইতে হইবে এবং তারপর একখানি আদালত-গৃহের প্রকাশ্যস্থানে লট্‌কাইতে হইবে। এবং যে স্থলে উক্ত সম্পত্তির জন্য গভর্ণমেণ্টকে খাজনা (রেভিনিউ) দিতে হয়, সে স্থলে যে জেলার মধ্যে উক্ত সম্পত্তি অবস্থিত সেই জেলার কালেক্টারি সেরেস্তায় একখণ্ড লট্‌কাইতে হইবে। ———২৭৪ ধারা।

[স্থাবর সম্পত্তি—জায়গা বন্ধকের টাকার ডিক্রী স্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। আপস্বামী বনাম স্কট; ৯ মাঃ ৫

ঢোল সহরতের দ্বারা ক্রোক না হইলে, উক্ত ক্রোক বেদাঁড়া ক্রোক গণ্য হইবে এবং উক্ত ক্রোক মূলে যে নিলাম হইবে তাহা উক্ত কারণে রদ হইবে। ত্রিম্বক বনাম নানা; ১০ ব ৫০৪।]

৫৫। যে স্থলে

(ক) খরচা সহ ডিক্রীর টাকা এবং ক্রোকের সমস্ত খরচপত্র আদালতে আমানত করা হইয়াছে, কিম্বা

(খ) আদালতে অন্য প্রকারে ডিক্রী শোধ হইয়াছে, কিম্বা শোধ হইয়াছে বলিয়া সার্টিফাই হইয়াছে, কিম্বা

(গ) ডিক্রী রদ হইয়াছে, সে স্থলে ক্রোক তুলিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং যে স্থলে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছিল, সে স্থলে উক্ত অবস্থায় দেনদার যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহার খরচায় উক্ত ক্রোক উঠিয়া যাওয়ার বিষয় ঘোষণা করা হইবে। এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়ম অনুসারে এক খণ্ড এই প্রকার ঘোষণাপত্র লট্‌কান হইবে। —২৭৫ ধারা।

৫৬। যে স্থলে চলিত মুদ্রা কিম্বা করেন্সি নোট ক্রোক করা হইয়াছে, সে স্থলে আদালত ক্রোক বলবৎ থাকা কালীন যে কোন সময়ে আদেশ দিতে পারেন যে, এই প্রকার মুদ্রা কিম্বা নোট কিম্বা ডিক্রী শোধ করিবার উপযুক্ত ইহার কোন অংশ, ডিক্রী অনুসারে যে ব্যক্তি পাইবার হক্‌দার তাহাকে দেওয়া হয়। —২৭৭ ধারা।

৫৭। যে স্থলে ডিক্রীজারিতে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে, কিন্তু ডিক্রীদারের ত্রুটীর কারণ আদালত জারির দরখাস্তের অন্য কোন কার্য্য করিতে পারিতেছেন না, সে স্থলে আদালত হয় দরখাস্ত খারিজ করিয়া দিবেন, না হয় উপযুক্ত কোন কারণে জারির কার্য্যের জন্য দিন ফেলিয়া দিবেন। দরখাস্ত খারিজ হইলে ক্রোক বন্ধ হইয়া যাইবে।

—নূতন।

মোজাহেম্ (ক্লেম) এবং আপত্তির বিচার।

৫৮। (১) যে স্থলে ক্রোকী সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে না বলিয়া

ডিক্রীজারিতে কোন ক্রোকী সম্পত্তিতে মোজাহেম কিম্বা আপত্তি দেওয়া হয়,সে স্থলে আদালত উক্ত মোজাহেম কিম্বা আপত্তি সম্বন্ধে বিচার করিবেন। মোজাহেমদারের কিম্বা আপত্তিকারীর এজাহার গ্রহণ এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতা, মকদ্দমার (সুটের) পক্ষস্থলে যে প্রকার হয়, এক্ষেত্রেও ঠিক সেই প্রকার থাকিবে।

কিন্তু যে স্থলে আদালত বিবেচনা করিবেন যে মোজাহেম কিম্বা আপত্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক দেরীতে কিম্বা অনাবশ্যকরূপে দেরীতে দেওয়া হইয়াছে, সে স্থলে আদালত কোন বিচার করিবেন না।

(২) যে স্থলে যে সম্পত্তিতে মোজাহেম কিম্বা আপত্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিলাম হইবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, সে স্থলে যে আদালত নিলামের আদেশ দিয়াছিলেন, সেই আদালত মোজাহেম কিম্বা আপত্তির বিচার তক্ নিলাম বন্ধ রাখিতে পারেন।

—২৭৮ ধারা।

(১) [৪৭ ধারা অনুসারে কেবলমাত্র দেন্দার এবং ডিক্রীদার সংক্রান্ত বিষয় বিচার হইবে; কিন্তু এই নিয়ম অনুসারে তৃতীয় কোন ব্যক্তি এবং ডিক্রীদার দেন্দারের মধ্যে উথাপিত বিষয়ের বিচার হইতে পারে।]

বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১৭০ ধারা দেখ। কোন জোত বা জমা বাকী খাজনার জন্য ডিক্রীজারিতে ক্রোক হইলে উক্ত ধারা অনুসারে তাহাতে কোন ক্রোক চলিবে না। ৫ ক উ নো ৪৭৪।

এই নিয়ম অনুসারে কোন আদেশ হইলে, তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলে না; কিন্তু হকীয়ৎ করা যাইতে পারে। ৬৩ নিয়ম দেখ।

নিলাম হইয়া গেলেও, নিলাম সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ক্লেম কিম্বা মোজাহেম দেওয়া চলে। ২৬ ক ৭৩২।

হকীয়ৎ সম্বন্ধে তামাদি আইনের ১১ প্রকরণ দেখ।

যিনি ক্লেম দিবেন প্রমাণের ভার তাঁহার উপরেই পড়িবে, ক্লেমের

বিচারের জন্য, বিবাদী সম্পত্তি কাহার দখলে ছিল তাহার প্রমাণ দিতে হইবে, এবং ঐ দখল দখলকারকের নিজের জন্য কিম্বা অন্য কাহারও জন্য তাহা দেখাইবার জন্য কিছু স্বত্বেরও (টাইটেলের) প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন। মহান্ত ভগবান রামানুজ দাস বনাম ক্ষেত্রমণী দাসী।
১ক উনো ৬১৭,৬২২।

ডিক্রীজারিতে ক্লেমের বিচারে কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল না চলিলেও, ছানি চলিবে। ৭ উ রি ৭৯। কিন্তু ক্লেম ত্রুটীর জন্য ডিসমিশ হইলে পুনরায় ক্লেম দেওয়া যাইতে পারে। ১ক উনো ২৪।]

৫৯। মোজাহেমদার কিম্বা আপত্তিকারীকে প্রমাণের দ্বারা দেখাইতে হইবে যে ক্রোকের সময় ক্রোকী সম্পত্তিতে তাহার কোন স্বত্ব ছিল, কিম্বা সে উক্ত সম্পত্তি দখল করিত। —২৭৯ ধারা।

৬০। যে স্থলে উপরোক্ত বিচার কালীন আদালত সন্তোষজনক প্রমাণ পান যে, উক্ত সম্পত্তি যখন ক্রোক হইয়াছিল, তখন মোজাহেম কিম্বা আপত্তির কারণানুসারে উহা দেনদার কিম্বা তাহার উপকারার্থে (বে-নামিতে) অন্য কাহারও, কিম্বা দেনাদারের কোন প্রজা বা খাজনা-প্রদানকারী অন্য কোন লোকের দখলে উক্ত সম্পত্তি ছিল না; কিম্বা যে স্থলে আদালত সন্তোষজনক প্রমাণ পান যে, উক্ত সম্পত্তি উক্ত সময়ে দেনদারের দখলে থাকা সত্বেও, তাহা তাহার নিজের জন্য, কিম্বা নিজের সম্পত্তির ন্যায় দখলে ছিল না; কিন্তু অন্য লোকের জন্য কিম্বা অন্য লোকের উপকারার্থে (বেনামিতে) তাহার দখলে ছিল, কিম্বা কতকাংশ তাহার নিজের জন্য এবং কতকাংশ অপরের জন্য দখলে ছিল, সে স্থলে আদালত উক্ত সম্পত্তি সমস্ত কিম্বা বিবেচনানুসারে কিয়দংশ ক্রোক হইতে খালাস দিবার আদেশ দিবেন। —২৮০ ধারা।

[এই নিয়ম অনুসারে আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলে না। কিন্তু হকীয়ৎ চলে।]

৬১। যে স্থলে আদালত সন্তোষজনক প্রমাণ পান যে, ক্রোকের সময় উক্ত সম্পত্তি দেন্দারের নিজের সম্পত্তির ন্যায় তাহার দখলে ছিল এবং অন্য কাহারও জন্য দেন্দার দখল করিত না, কিম্বা তাহার উপকারার্থে (বে-নামিতে) অন্য কাহারও দখলে ছিল, কিম্বা তাহার প্রজা কিম্বা খাজনা প্রদানকারী কোন লোকের দখলে ছিল, সে স্থলে আদালত মোজাহেম নামঞ্জুর করিবেন। --২৮১ ধারা।

৬২। যে স্থলে আদালত সন্তোষজনক প্রমাণ পান যে, উক্ত সম্পত্তি অন্য কাহারও অনুকূলে দায়যুক্ত আছে, এবং এই ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তিতে দখল নাই এবং আদালত ক্রোক বজায় রাখা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, সে স্থলে আদালত উক্ত সম্পত্তিতে দায়যুক্ত অবস্থায় ক্রোক বজায় রাখিতে পারেন। —২৮২ ধারা।

৬৩। যে স্থলে কোন মোজাহেম কিম্বা আপত্তি দেওয়ার পর কোন পক্ষের বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সে স্থলে এই পক্ষ বিবাদী সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব সাব্যস্থ করিবার জন্য নালিশ (সুট) রুজু করিতে পারেন; কিন্তু এই প্রকার নালিশের ফলাফল মোজাহেম কিম্বা আপত্তির আদেশের পরিবর্তে বলবৎ হইবে, আর যদি কোন মকদ্দমা না হয় তাহা হইলে উক্ত মোজাহেম কিম্বা আপত্তিতে যে আদেশ হইয়াছে, তাহাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে (অর্থাৎ এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না)। —২৮৩ ধারা।

[তামাদি আইনের ১১ প্রকরণ দেখ। বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১৭০ ধারা দেখ। সাধারণতঃ, রেণ্ট মকদ্দমায় ক্লেম চলে না। অমৃতলাল বনাম নিমাইচাঁদ; ৬ ক, উ, নো।

এই ধারা অনুসারে এরূপ বুঝাইবে না যে, পূর্ব্বে ক্লেম না দিলে, পরে তাহার জন্য মকদ্দমা (সুট) চলিবে না। ক্লেম না দিয়াও একেবারে মকদ্দমা (সুট) চলে। রাণী ইন্দুমতী বনাম যজ্ঞেশ্বর, ২৮এ, ৬৪৪।

যে স্থলে ডিক্রীজারিতে ক্লেম মঞ্জুর হইয়া ক্রোকী সম্পত্তি খালাস দেওয়া হইয়াছে এবং পরে (এই নিয়ম অনুসারে) মকদ্দমায় (সুট) ডিক্রী হইয়া উক্ত সম্পত্তি পুনরায় ক্রোক হইবার আদেশ হইয়াছে এবং এই ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল চলিতেছে, সে স্থলে উক্ত সম্পত্তি নিলাম করান যাইতে পারে। ৬ মা ৯৮।

এস্তাকাল ক্রোকেও ক্লেমের এই সকল নিয়ম খাটিবে। ৩৮ অর্ডার, ৯ নিয়ম।]

নিলাম।

৬৪। ডিক্রীজারিকারক কোন আদালত আদেশ দিতে পারেন যে, এই আদালত কর্ত্তৃক নিলামযোগ্য কোন ক্রোকী সম্পত্তি কিম্বা ডিক্রী শোধের জন্য প্রয়োজনীয় উক্ত সম্পত্তির কোন অংশ নিলাম করা হইবে, কিম্বা নিলাম উৎপন্ন টাকা বা তাহার উপযুক্ত অংশ ডিক্রী অনুসারে যাহার প্রাপ্য তাহাকে দেওয়া হইবে। —২৮৪ ধারা।

৬৫। ডিক্রীজারির প্রত্যেক নিলাম আদালতের কোন কর্ম্মচারী কিম্বা এতদর্থে আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত অন্য কোন লোকের দ্বারা করা হইবে এবং বিধান অনুসারে প্রকাশ্য নিলাম হইবে। এ সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ বিধান থাকিলেও তাহা খাটিবে। —২৮৬ ধারা।

[আদালত যদি নিলাম মুলতুবি রাখিবার আদেশ দেন, এবং ঐ আদেশ যথা সময়ে নাজিরের নিকট না পৌছানর দরুণ যদি নাজির নিলাম করাইয়া দেন, তাহা হইলেও ঐ নিলাম ঐ কারণে রদ হইবে। —১২এ ৯৬]

৬৬। (১) যে স্থলে কোন সম্পত্তি ডিক্রীজারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবার আদেশ হইয়াছে, সে স্থলে আদালত আদালতের ভাষায় নিলামের ইস্তাহার জারি করাইবেন।

(২) ডিক্রীদার এবং দেনদারকে নোটীস দিবার পর এইরূপ ইস্তাহার প্রস্তুত হইবে এবং এই ইস্তাহারে নিলামের সময় এবং স্থান

উল্লেখ করা থাকিবে, এবং যতদূর সম্ভব পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যথা—

(ক) বিক্রেয় সম্পত্তি ;

(খ) যে সম্পত্তি নিলাম হইবে তাহা যদি গভর্ণমেণ্টকে রাজস্ব প্রদানকারী কোন ষ্টেটভুক্ত সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে উক্ত ষ্টেট কিম্বা তাহার অংশের দরুণ যে রাজস্ব দিতে হয়, তাহা ;

(গ) সম্পত্তিতে কোন দায় থাকিলে তাহার বিবরণ ;

(ঘ) যে টাকা আদায়ের জন্য নিলামের আদেশ হইয়াছে, তাহা ;

(ঙ) উক্ত সম্পত্তির প্রকৃতি এবং মূল্য সম্বন্ধে ক্রেতার অন্য যে সকল বিষয় জানা আবশ্যক বলিয়া আদালত বিবেচনা করিবেন, তাহা ;

(৩) মকদ্দমার আরজী জবাবে যে প্রকার সহি এবং সত্যপাঠ করিতে হয়, এই নিয়ম অনুসারে নিলামের আদেশের জন্য প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত সেই প্রকার সহি এবং সত্যপাঠপত্র থাকা চাই ; ইহাতে ২য় দফা অনুসারে ইস্তাহারে নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে সত্যপাঠকারী ব্যক্তি যতদূর জানে কিম্বা জানিতে পারিয়াছে তাহা থাকিবে।

(৪) ইস্তাহারে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আদালত যাহাকে সমন দেওয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাকেই সমন দিয়া আনাইতে পারিবেন এবং উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাহার এজাহার লইতে পারিবেন এবং তাহার দখলে আছে কিম্বা দাখিল করা বিষয়ে তাহার ক্ষমতা আছে, এরূপ কোন দলিল তৎ-কর্ত্তৃক দাখিল হইবার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

—২৮৭ ধারা ; ২৩৭ ধারা শেষ দফা ; ২৮৭ ধারা শেষ দফা।

[ইস্তাহারে দায় সম্বন্ধে কিছু লেখা না থাকিলে, কিম্বা কোথায় নিলাম হইবে তাহার উল্লেখ না থাকিলে কিম্বা যে সময়ে নিলাম হইবার জন্য ইস্তাহারে লিখিত আছে তৎপূর্ব্বে নিলাম হইলে, তাহা বেদাঁড়া নিলাম হইবে। ৯০ নিয়ম দেখ।

ইস্তাহার জারির পর যদি দেনদার দরখাস্ত করে যে ইস্তাহারে সম্পত্তির যে মূল্য দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক নয় এবং এই দরখাস্ত যদি নামঞ্জুর হয়, তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে। ৮ ক উ নো ২৫৭।

কলিকাতা হাইকোর্টের সারকুলার অর্ডারের ৮৯,৯০ এবং ৯৩নিয়ম—

"বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৬৫ ধারা অনুসারে নিলামের দরখাস্ত ভিন্ন অর্থাৎ বাকী পড়া ডিক্রীজারিতে বাকী পড়া সম্পত্তি নিলাম হইবার দরখাস্ত ভিন্ন অন্য সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি নিলামের দরখাস্ত লিখিত করিতে হইবে, এবং তাহাতে ২১ অর্ডারের ৬৬ নিয়মের ৩ প্রকরণ অনুসারে যে ডিক্রীজারিতে নিলাম হইতেছে, সেই ডিক্রীর ডিক্রীদার কর্ত্তৃক সত্যপাঠ থাকা চাই; কিম্বা দরখাস্তের লিখিত বিবরণ (আদালতের মতানুসারে) সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত এরূপ কোন লোকের দ্বারা সত্যপাঠ হওয়া চাই।"

"নিলামী সম্পত্তির প্রকৃতি কিম্বা মূল্য সম্বন্ধে সত্যপাঠকারক ব্যক্তি যাহা অবগত আছে, কিম্বা যাহা সে বিশ্বাস করে, তাহা এইরূপ প্রত্যেক দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে, এবং আরও উল্লেখ করিতে হইবে যে, উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে উহা ভিন্ন আর বেশী কিছু সে অবগত নহে।""

"নিলামী সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টকে রাজস্ব প্রদানকারী যদি কোন ষ্টেট কিম্বা ষ্টেটের অংশ হয়, এবং এই রাজস্ব যদি ৫০০৲ বেশী হয়, তাহা হইলে ইস্তাহার স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত হওয়া চাই।"]

৬৭। (১) প্রত্যেক ইস্তাহার যতদূর সম্ভব ৫৪ নিয়মের ২য় দফা অনুসারে প্রস্তুত হইবে এবং জারি করা হইবে।

(২) আদালত আদেশ করিলে, এই প্রকার ইস্তাহার স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে কিম্বা কোন স্থানীয় সংবাদ পত্রে, কিম্বা উক্ত উভয়

কাগজেই প্রকাশিত হইবে; এবং এই প্রকারে প্রকাশিত করিতে যে খরচ পড়িবে তাহা নিলামের খরচা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যে স্থলে কোন সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিলাম হইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লাটে ভাগ করা হইয়াছে, সে স্থলে প্রত্যেক লাটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইস্তাহার প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু আদালত যদি বিবেচনা করেন যে ভিন্ন ভিন্ন ইস্তাহার না হইলে নিলামের উপযুক্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন ইস্তাহার করিতে হইবে। —২৮৯ ধারা।

[ঢোল সহরতের দ্বারা ইস্তাহার জারি না হইলে, ঐ কারণে নিলাম বেদাঁড়া বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ১০ ব ৫০১। ৫৪ নিয়ম দেখ]

৬৮। ৪৩ নিয়মের বিধানে উল্লিখিত সম্পত্তি ভিন্ন অন্যান্য স্থলে, দেনদারের লিখিত সম্মতি না লইয়া, দেওয়ানী কার্য্যবিধির কোন নিলাম, স্থাবর সম্পত্তির স্থলে, নিলামের আদেশ প্রদানকারক আদালত গৃহে নিলামের ইস্তাহার লট্‌কানর তারিখ হইতে অন্ততঃ ৩০ দিন উত্তীর্ণ না হইলে নিলাম হইতে পারিবে না, এবং অস্থাবর সম্পত্তির স্থলে, উক্ত তারিখ হইতে অন্ততঃ ১৫ দিন উত্তীর্ণ হওয়া চাই।

—২৯০ ধারা।

[এই নিয়মের বিধানের বিরুদ্ধে নিলাম হইলে, তাহা বেদাঁড়া নিলাম বলিয়া গণ্য হইবে।]

৬৯। (১) আদালত আপন বিবেচনা অনুসারে এই আইনের যে কোন নিলাম কোন নির্দ্দিষ্ট দিন এবং ঘণ্টার জন্য মুলতুবি রাখিতে পারেন, এবং যে কর্ম্মচারী নিলাম করাইতেছেন তিনি আপন বিবেচনা অনুসারে নিলাম মুলতুবি রাখিয়া এই প্রকার মুলতুবির কারণ লিখিয়া রাখিতে পারেন।

কিন্তু যে স্থলে আদালতের মধ্যে কিম্বা আদালতের সীমানায় মধ্যে নিলাম হয়, সে স্থলে আদালতের অনুমতি না লইয়া এই প্রকার মুলতুবি রাখা চলিবে না।

(২) যে স্থলে কোন নিলাম ১ম দফা অনুসারে ৭ দিনের বেশী সময়ের জন্য মুলতুবি রাখা হয়, সে স্থলে দেনদার নূতন ইস্তাহার না হইবার বিষয়ে যদি সম্মতি না দেয় তাহা হইলে ৬৭ নিয়ম অনুসারে আবার নূতন ইস্তাহার হইবে।

(৩) যদি নিলামের ডাক শেষ হইবার পূর্ব্বে দেনার টাকা এবং খরচা (নিলামের খরচা সমেৎ) নিলামকারক কর্ম্মচারীকে দেওয়া হয়, কিম্বা উক্ত কর্ম্মচারীর সন্তোষজনক প্রমাণ দেওয়া হয় যে, উক্ত দেনা এবং খরচার টাকা, যে আদালত নিলামের আদেশ দিয়াছেন, সেই আদালতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে নিলাম বন্ধ থাকিবে।

—২৯৮ ধারা।

[আদালত যদি নিলাম মুলতুবি রাখিবার আদেশ দেন এবং ঐ আদেশ যথা সময়ে নাজিরের নিকট না পৌছানর দরুণ যদি নাজির নিলাম করাইয়া দেন, তাহা হইলেও ঐ নিলাম ঐ কারণে রদ হইবে। ১২ এ ৯৬।

যে স্থলে প্রত্যেক বারে ৭ দিনের কম দিনের জন্য নিলাম মুলতুবী রাখিয়া পর পর কয়েক বার মুলতুবী দিয়া একুনে ৭ দিনের বেশীদিনের জন্য মুলতুবী হইয়া গিয়াছে, সে স্থলে পুনরায় ইস্তাহার বাহির করা প্রয়োজন ; যামিনী মোহন বনাম চন্দ্র কুমার, ৬ ক, উ, নো, ৪৪।]

৭০। যে স্থলে কোন ডিক্রীজারি কালেক্টার বাহাদুরের নিকট স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, সে স্থলে ৬৬ হইতে ৬৯ নিয়মের কোন বিধানই প্রয়োগ হইবে না। —২৮৭ ধারা। শেষ দফা।

৭১। খরিদ্দারের ত্রুটীর দরুণ পুনরায় নিলাম হইবার সময়

মূল্যের যে অল্পতা হইবে এবং পুনঃ নিলামের যে সকল খরচা হইবে তাহা নিলামকারক কর্ম্মচারী কিম্বা অন্য লোকের দ্বারা, আদালতে কিম্বা অবস্থানুযায়ী কালেক্টারের নিকটে কিম্বা কালেক্টারের কোন অধস্তন কর্ম্মচারীর নিকটে বিজ্ঞাপিত (সার্টিফাইড্) হইবে। এবং ডিক্রীদার কিম্বা দেন্‌দারের নির্দ্দেশ মতে ঐ টাকা টাকার ডিক্রীজারির বিধান অনুসারে ত্রুটীকারক খরিদ্দারের নিকট হইতে আদায় হইবে। —২৯৩ ধারা।

[৮৪, ৮৫, ৮৬ এবং ৭৭ নিয়মগুলি দেখ।

স্থাবর কিম্বা অস্থাবর দুইপ্রকার সম্পত্তিতেই এই নিয়ম প্রয়োগ করা চলিবে। ৭ক ৩৩৭।

কিন্তু পুনর্নিলামের সম্পত্তি পূর্ব্ব নিলামের সম্পত্তিই হওয়া চাই, অর্থাৎ সম্পত্তির বিশেষ কোন প্রভেদ হইলে, এই নিয়ম খাটিবে না। বৈজনাথ বনাম মহীপনারায়ণ ; ১৫ক ৫৩৫।

পূর্ব্ব নিলামের সম্পত্তি যদি অন্য কোন ডিক্রীজারির নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়, তাহা হইলেও এই নিয়ম খাটিবে না। বিশাখাময়ী বনাম সনাতন ; ১৬ উ, রি ১৪।

এই নিয়ম অনুসারে যে আদেশ হইবে, তাহার বিরুদ্ধে আপীল এবং আপীলের আপীল চলিবে। কালীকিশোর বনাম গুরুপ্রসাদ ; ২ ক, উ, নো ৪০৮।]

৭২। (১) আদালতের স্পষ্ট আদেশ ভিন্ন, কোন ডিক্রীদার তাহার ডিক্রীজারিতে সম্পত্তি নিলামের সময় উক্ত সম্পত্তি ডাকিতে পারিবেন না কিম্বা খরিদ করিতে পারিবেন না।

(২) যে স্থলে ডিক্রীদার উক্তপ্রকার অনুমতি লইয়া খরিদ করে, সে স্থলে নিলামের টাকা এবং ডিক্রীর টাকা পরস্পর কর্ত্তন হইতে পারে, এই স্থলে ৭৩ ধারার বিধানও খাটিবে এবং জারিকারক আদালত তদনুসারে ডিক্রী সমস্ত কিম্বা আংশিক শোধ হইয়াছে বলিয়া লিখিয়া রাখিবেন।

(৩) যে স্থলে ডিক্রীদার নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা আদালতের উক্ত

রূপ আদেশ না লইয়া খরিদ করে, সে স্থলে আদালত যদি বিবেচনা করেন, তাহা হইলে দেনদার কিম্বা নিলামে যাহার স্বত্ব হানি হইতেছে তাহার দরখাস্ত মতে নিলাম রদ হইবার আদেশ দিতে পাবেন; এবং এই দরখাস্তের ও আদেশের খরচা এবং পুনর্নিলামের দরুণ মূল্যের কোন অল্পতা এবং ইহার আনুসঙ্গিক সমস্ত খরচা ডিক্রীদার কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে।

—২৯৪ ধারা।

[২১ অর্ডারের ৮৪ নিয়মের (২) প্রকরণ দেখ।

বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনানুসারে নিলাম হইলে ডিক্রীদার ডাকিতে ইচ্ছা করিলে আদালতের অনুমতি লইবার প্রয়োজন হয় না। বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন ১৭৩ ধারার (২) প্রকরণ।

(৩)য় দফার দেনদারের বিশেষ কোন ক্ষতি না হইলে, আদালত নিলাম রদের আদেশ দিবেন না। মথুরা দাস বনাম নাথুনী লাল;

১১ ক ৭৩১।

আদালতের অনুমতিগ্রহণ না করিয়াই ডিক্রীদার যদি নিলামে খরিদ করে, তাহা হইলে উক্ত নিলাম যতক্ষণ না রদ হয়, ততক্ষণ বহাবং থাকিবে। ১১ ব ৫৮৮।

৪৩ অর্ডারের (১) নিয়মের (i) দফা অনুসারে এই নিয়মের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে।]

৭৩। কোন নিলাম সম্বন্ধে যে কর্ম্মচারীকে কিম্বা অন্য কোন লোককে কোন কর্ত্তব্য কার্য্য (ডিউটি) করিতে হয়, তিনি নিজে বা অন্যের দ্বারা নিলামী সম্পত্তির জন্য ডাকিবেন না। —২৯২ ধারা।

অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম।

৭৪। (১) যে স্থলে কৃষিজাত ফসল নিলাম করিতে হইবে সে স্থলে

(ক) এই ফসল যদি গাছ ফসল হয়, তাহা হইলে যে জমীতে এই ফসল জন্মিয়াছে, সেই জমীতে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে নিলাম হইবে, কিম্বা,

(খ) যদি এই ফসল কাটা কিম্বা একত্রিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঝাড়াই মাড়াই হইবার স্থলে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে, কিম্বা যে স্থলে উক্ত ফসল গাদা করা আছে তথায় কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে নিলাম হইবে।

কিন্তু যদি আদালত ধারণা করেন যে, যেখানে সাধারণের গতায়াত আছে তাহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে নিলাম করাইলে অধিকতর সুবিধাজনক হইবে, (যেমন বাজার, হাট ইত্যাদি) তাহা হইলে এরূপ স্থানে নিলাম হইবার জন্য আদালত আদেশ দিতে পারেন।

(২) যে স্থলে ফসল নিলামে চড়ান হইলে পর,

(ক) উক্ত ফসলের উপযুক্ত মূল্য উঠিতেছে না বলিয়া নিলামকারক ব্যক্তির ধারণা হয়, এবং

(খ) উক্ত ফসলের মালিক কিম্বা এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার কোন লোক দরখাস্ত করিতেছে যে, এই নিলামের পরদিন কিম্বা নিলামের স্থলে যদি কোন বাজার বসে, পরবর্ত্তী বাজারের দিনের জন্য নিলাম মুলতুবী রাখা হউক, সে স্থলে তদনুসারে নিলাম মুলতুবী রাখা হইবে, এবং উক্ত ধার্য্য দিনে নিলাম শেষ করা হইবে; তাহাতে উক্ত ফসলের যতই মূল্য উঠুক। —নূতন।

(১) [কলিকাতা হাইকোর্টের সারকুলার অর্ডারের ৯৪ নিয়ম,—

আদালত যদি অন্য কোনরূপ আদেশ না করেন, তাহা হইলে জীবন্ত দ্রব্য, কৃষি ফসল, স্থানীয় প্রস্তুত দ্রব্য, কিম্বা গ্রাম্য বাজারে বিক্রয় হয় এরূপ কোন দ্রব্য যে জায়গায় ক্রোক হইয়াছে তাহার নিকটবর্ত্তী দেনাদারের সুবিধাজনক কোন বাজারে নিলাম করিতে হইবে; এরূপ স্থলে দেখিতে হইবে যে, নিলামে সম্পত্তির মূল্য বেশী উঠিতে পারে, এবং নিলামী দ্রব্য বাজারে লইয়া যাইবার খরচা কম পড়ে।]

৭৫। (১) যে স্থলে গাছ ফসল নিলাম করিতে হইবে, এবং উক্ত ফসলের প্রকৃতি অনুসারে উহা গোলাজাত করিবার উপযুক্ত, কিন্তু এখনও গোলাজাত করা হয় নাই, সে স্থলে নিলামের দিন এরূপভাবে ধার্য্য করা হইবে যে উক্ত ধার্য্য দিনের পূর্ব্বেই উহা গোলাজাত করিবার উপযুক্ত হয়, এবং যে পর্য্যন্ত না উক্ত ফসল কাটা কিম্বা একত্রিত করা হয় এবং গোলজাত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়, সে পর্য্যন্ত নিলাম হইবে না।

(২) যে স্থলে ফসলের প্রকৃতি অনুসারে উহা গোলাজাত হইতে পারে না সে স্থলে ইহা কাটা এবং একত্রিত হওয়ার পূর্ব্বেই নিলাম হইতে পারিবে। এবং ক্রেতা উক্ত জমীতে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইবে, এবং উক্ত ফসলের পাট করিতে এবং উহা কাটিতে কিম্বা একত্রিত করিতে যে সকল কার্য্য করা প্রয়োজনীয় তাহা করিতে পারিবে।

৭৬। যে স্থলে কোন হস্তান্তরযোগ্য কাগজ (যথা—হুণ্ডী,চেক,প্রমিসারি নোট ইত্যাদি) কিম্বা কোন করপোরেসনের সেয়ার নিলাম করাইতে হইবে, সে স্থলে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবার আদেশ দেওয়ার পরিবর্ত্তে আদালত দালালের দ্বারা বিক্রয় হইবাব ক্ষমতা দিতে পারেন।

—২৯৬ ধারা।

৭৭। (১) যে স্থলে প্রকাশ্য নিলামে কোন অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হয়, সে স্থলে প্রত্যেক লাটের মূল্য নিলামের সময়ে কিম্বা নিলামকারক কর্ম্মচারী বা অন্য লোক নিলামের পর যত শীঘ্র দিতে আদেশ করিবেন তখন দিতে হইবে, এবং মূল্য দিতে ত্রুটী হইলে সম্পত্তি পুনরায় নিলাম হইবে।

(২) মূল্যের টাকা দেওয়া হইলেই, নিলামকারক কর্ম্মচারী কিম্বা নিলামকারক অন্য লোক উহার জন্য একখানি রসিদ দিবেন এবং নিলাম সিদ্ধ (য়্যাব্‌সোলিউট) হইবে। —২৯৭ ধারা।

(২) যে স্থলে দেনাদার এবং তাহার সরিকদারের কোন অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে দেনদারের অংশ নিলাম হইবে, এবং দুই কিম্বা ততোধিক লোক এই সম্পত্তি কিম্বা কোন লাটের জন্য যদি পৃথক্ ভাবে একই টাকা ডাক দেয় এবং ইহাদের মধ্যে একজন যদি উক্ত প্রকার সরিকদার হয়, তাহা হইলে উক্ত সরিকদারের ডাকই বলবৎ গণ্য হইবে। নূতন

[এই নিয়ম অনুসারে যদি পুনর্নিলাম হয়, তাহা হইলে ৭১ নিয়মের বিধানও প্রয়োগ হইবে, ৭ ক ৩৩৭]

৭৮। অস্থাবর সম্পত্তির নিলাম হওয়া সম্বন্ধে কোন বেদাড়ার আপত্তি করিলে তাহাতে নিলাম রদ হইবে না কিন্তু এপ্রকার বেদাড়ার দরুণ অন্য কোন লোকের হস্তে কোন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, সে ক্ষতিপূরণের জন্য, কিম্বা (ঐ প্রকার ব্যক্তি যদি খরিদদার হয়) সম্পত্তি ফেরৎ পাইবার জন্য এবং ফেরৎ না দিলে ক্ষতিপূরণের জন্য তাহার বিরুদ্ধে ন্যালিশ করিতে পারে। —২৯৮ ধারা।

৭৯। (১) যে স্থলে কোন অস্থাবর সম্পত্তি আটক করার পর নিলাম করা হইয়াছে সে স্থলে উহা খরিদ্দারকে বিলি করা হইবে।

—২৯৯ ধারা।

(২) যে স্থলে নিলামী অস্থাবর সম্পত্তি দেনদার ভিন্ন অন্য কোন লোকের দখলে আছে, সে স্থলে এইরূপ ভাবে খরিদ্দারকে বিলি করা যাইবে যে, দখলিকার ব্যক্তিকে নোটিস দেওয়া হইবে যে তিনি যেন খরিদ্দার ভিন্ন অন্য কোন লোককে ঐ সম্পত্তির দখল না দেন।

—৩০০ ধারা।

(৩) যে স্থলে কোন নিলামী সম্পত্তি দেনার টাকা হইতেছে কিন্তু উহা কোন হস্তান্তর যোগ্য কাগজে লিখিত নাই, কিম্বা যে স্থলে নিলামী সম্পত্তি কোন করপোরেসনের সেয়ার হইতেছে, সে স্থলে পাওনাদারকে

তাহার পাওনার টাকা কিম্বা তাহার কোন সুদ লইতে এবং নিলাম খরিদ্দার ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেনার টাকা দিতে দেনদারকে লিখিত নিষেধাজ্ঞা দিয়া উক্ত সম্পত্তি বিলি করা হইবে। কিম্বা যাহার নামে উক্ত সেয়ার আছে তাহাকে নিলাম খরিদ্দার ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট উক্ত সেয়ার হস্তান্তর করিতে কিম্বা উক্ত সেয়ারের উপর কোন ডিভিডেণ্ড কিম্বা সুদ গ্রহণ করিতে এবং ম্যানেজার সেক্রেটারি কিম্বা করপোরেসনের অন্য কোন উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে নিলাম খরিদ্দার ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট উক্ত প্রকার হস্তান্তর করিতে কিম্বা উক্ত প্রকারে কোন টাকা দিতে লিখিত নিষেধাজ্ঞা দিয়া উক্ত সেয়ার নিলাম খরিদ্দারকে বিলি করা হইবে। —৩০১ ধারা

৮০। (১) যে স্থলে কোন দলিল সম্পাদন প্রয়োজন কিম্বা কোন হস্তান্তরযোগ্য কাগজ কিম্বা করপোরেসনের সেয়ার হস্তান্তর করার জন্য যাহার নামে ঐ কাগজ কিম্বা সেয়ার আছে তাহার দস্তখৎ প্রয়োজন সে স্থলে হাকিম কিম্বা এতদর্থে তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী উক্ত দলিল সম্পাদন করিতে পারেন কিম্বা আবশ্যকীয় দস্তখৎ করিতে পারেন এবং উক্ত পক্ষ সম্পাদন কিম্বা দস্তখৎ করিলে যে প্রকার ফল হইত, এ স্থলেও তাহাই হইবে।

(২) উক্ত সম্পাদন কিম্বা দস্তখৎ নিম্নলিখিতরূপে হইবে, যথা—

A. B. by C. D. Judge of the Court of (or as the case may be), in a suit by E. F. against A. B.

(৩) উক্ত হস্তান্তরযোগ্য কাগজ কিম্বা সেয়ার যত দিন না হস্তান্তর হয়, ততদিনের জন্য আদালত আদেশের দ্বারা উহার সুদ কিম্বা ডিভিডেণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য এবং তজ্জন্য রসীদ সহি করিবার

কারণ একজন লোক নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং কোন রসীদ এই প্রকারে সহি হইলে তাহা উক্ত পক্ষের সহির ন্যায় গণ্য হইয়া সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ এবং কার্য্যকরী হইবে। —৩০২ ধারা।

৮১। পূর্ব্বোক্ত বিধানে লিপিবদ্ধ হয় নাই এইরূপ কোন অস্থাবর সম্পত্তির স্থলে, আদালত উক্ত সম্পত্তি নিলাম খরিদদার কিম্বা তাহার নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিতে অর্শাইয়াছে বলিয়া আদেশ দিতে পারেন, এবং তদনুসারে উক্ত সম্পত্তি অর্শাইবে। —৩০৩ ধারা।

স্থাবর সম্পত্তি নিলাম।

৮২। ডিক্রীজারিতে স্থাবর সম্পত্তি নিলাম হইবার আদেশ ছোট আদালত ভিন্ন অন্য সকল আদালতই দিতে পারেন। —৩০৪ ধারা।

৮৩। (১) যে স্থলে স্থাবর সম্পত্তি নিলাম হইবার আদেশ হইয়াছে, সে স্থলে দেনাদার যদি আদালতকে সন্তোষজনক রূপে বুঝাইতে পারেন যে উক্ত সম্পত্তি কিম্বা কিয়দংশ বন্ধক দিয়া কিম্বা ভাড়া বিলি করিয়া কিম্বা খোস বিক্রয় করিয়া, কিংবা দেনাদারের অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি ঐরূপ করিয়া ডিক্রীর টাকা শোধ দিবার মত টাকা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সে স্থলে আদালত, তাহার দরখাস্তমতে, নিলাম হইবার জন্য আদিষ্ট সম্পত্তির নিলাম মুলতুবী রাখিতে পারেন। উক্ত প্রকারে টাকা পাইবার জন্য দেনাদারকে অবসর দিবার জন্য আদালতের বিবেচনা অনুসারে উপযুক্ত সর্ত্ত এবং সময় দিয়া আদালত উক্ত মুলতুবী দিতে পারেন।

(২) এইরূপ স্থলে আদালত দেনাদারকে একখানি সার্টিফিকেট দিবেন; তদ্দ্বারা তাহাকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইবে যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং

৬৪ ধারার বিধান সত্বেও উক্ত প্রস্তাবিত বন্ধক দিতে, ভাড়া দিতে কিম্বা বিক্রয় করিতে পারিবে।

কিন্তু উক্ত বন্ধক, ভাড়া কিম্বা বিক্রয় সম্বন্ধে যে কোন টাকা উঠিবে তাহা দেনাদারকে দেওয়া হইবে না, আদালতে আমানত করিতে হইবে। কেবল ৭২ নিয়ম অনুসারে ডিক্রীদার টাকা কর্ত্তন দিতে পারিবে।

পরন্তু, যতক্ষণ না এই বন্ধক, ভাড়া কিম্বা বিক্রয় আদালতের দ্বারা সাব্যস্থ হয় ততক্ষণ উহা সিদ্ধ হইবে না।

(৩) বন্ধকের দায়ে ডিক্রীজারিতে সম্পত্তি নিলাম হইবার আদেশ হইলে সে স্থলে এই নিয়মের কিছুই প্রয়োগ করা চলিবে না।

—৩০৫ ধারা।

[৬৪ ধারা দেখ ; ঐ ধারার বিধান বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ৩০ ব ৩৩৭।

৪৭ ধারা অনুসারে এই নিয়মের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে।]

৮৪। (১) স্থাবর সম্পত্তির প্রত্যেক নিলামেই, যিনি খরিদদার সাব্যস্থ হইবেন তাহাকে উক্ত সাব্যস্তের পরই নিলামকারক কর্ম্মচারী কিম্বা নিলামকারক অন্য লোকের নিকট মূল্যের টাকার শতকরা ২৫৲ টাকা জমা দিতে হইবে এবং উক্ত টাকা জমা না দিলে সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নিলাম হইবে।

(২) যে স্থলে ডিক্রীদারই খরিদ্দার হইয়াছেন এবং ৭২ নিয়ম অনুসারে মূল্যের টাকা কর্ত্তন দিবার অধিকারী হইয়াছেন, সে স্থলে আদালত এই নিয়মের বিধান প্রয়োগ না হইবার আদেশ দিতে পারেন।

—৩০৬ ধারা।

[পুনর্নিলামের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে ৭১ নিয়ম দেখ।]

৮৫। সম্পত্তি নিলামের তারিখ হইতে পঞ্চদশ দিবসে আদালত

বন্ধ হইবার পূর্ব্বে খরিদ্দার দেয় মূল্যের অবশিষ্ট সমস্ত টাকা আদালতে আমানত করিবে।

কিন্তু উক্ত প্রকারে আদালতে যত টাকা আমানত করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার সময় খরিদ্দার যদি ৭২ নিয়ম অনুসারে কোন টাকা কর্ত্তন দিবার অধিকারী হন, তাহা হইলে তাহাকে কর্ত্তন দিবার সুবিধা দেওয়া হইবে। —৩০৭ ধারা।

৮৬। পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে টাকা দিবার ক্রটি হইলে, আদালত যদি বিবেচনা করেন, তাহা হইলে নিলামের খরচা বাদে আমানতী টাকার বক্রী টাকা গভর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলাম হইবে, এবং উক্ত সম্পত্তিতে কিম্বা যে মূল্যে উক্ত সম্পত্তি পরে নিলাম হইবে তাহার কোন অংশে ক্রটীকারক খরিদ্দারের কোন দাবি দাওয়া থাকিবে না। —৩০৮ ধারা।

৮৭। মূল্যের টাকা উক্ত সময়ের মধ্যে আমানতের ত্রটী হইলে স্থাবর সম্পত্তির যে পুনরায় নিলাম হইবে, তাহার জন্য নূতন ইস্তাহার জারি করাইতে হইবে। নিলামের জন্য যে প্রকারে এবং যে সময়ের জন্য ইস্তাহার জারি পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ হইয়াছে এ স্থলেও তাহা হইবে।

—৩০৯ ধারা।

[কিন্তু ৮৪ নিয়ম অনুসারে পুনর্নিলাম হইলে, পুনরায় ইস্তাহারের প্রয়োজন হয় না।]

৮৮। যে স্থলে কোন এজমালি স্থাবর সম্পত্তির অংশ নিলাম হইবে, সে স্থলে যদি দুই কিম্বা ততোধিক লোক উক্ত সম্পত্তির কিম্বা উহার কোন লাটের জন্য একই টাকা পরস্পর ডাক দেন, এবং ইহাদের মধ্যে কেহ যদি উক্ত সম্পত্তির এক জন অংশীদার হন, তাহা হইলে এই অংশীদারেরই ডাক বলবৎ বলিয়া গণ্য হইবে। —৩১০ ধারা।

[এই নিয়মের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল কিম্বা ছানি কিছুই হইতে পারে না। ৫ এ ৪২]

৮৯। যে স্থলে ডিক্রীজারিতে কোন স্থাবর সম্পত্তি নিলাম হইয়া গিয়াছে সে স্থলে উক্ত সম্পত্তির কোন মালিক কিম্বা নিলামের পূর্ব্ব হইতেই অর্জ্জিত উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববিশিষ্ট কোন লোক নিম্নলিখিত কার্য্যের জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন, যথা——

(ক) খরিদা মূল্যের শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে খরিদ্দারকে দিবার জন্য,

(খ) নিলাম ইস্তাহারে লিখিত যে টাকা আদায়ের জন্য নিলামের আদেশ হইয়াছিল, তাহা ডিক্রীদারকে দিবার জন্য। নিলাম ইস্তাহারের পরে ডিক্রীদার যদি কোন টাকা পাইয়া থাকে তাহা উক্ত টাকা হইতে বাদ যাইবে।

(২) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ৯০ নিয়ম অনুসারে স্থাবর সম্পত্তির নিলাম রদের দরখাস্ত করিয়াছেন সে স্থলে উক্ত দরখাস্ত তুলিয়া না লওয়া তক্, উক্ত ব্যক্তি বর্ত্তমান নিয়মানুসারে কোন দরখাস্ত করিতে পারিবে না।

(৩) এই নিয়ম অনুসারে ইহা বুঝাইবে না যে, নিলাম ইস্তাহারে যে খরচা এবং সুদের উল্লেখ নাই দেন্দার সে সকলের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। — ৩১০ ক।

[যে স্থলে ডিক্রীদারই খরিদ্দার, সে স্থলে এই নিয়মের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে। অন্য স্থলে চলে না। ৬ক, উ নো ৫৭।

ক্রোকী সম্পত্তির দান গ্রহীতা, কিম্বা যে স্থলে মোকররী স্বত্ব নিলাম হইতেছে, সে স্থলে দরমোকররীদার, কিম্বা নিলামী সম্পত্তির বন্ধক গ্রহীতা, কিম্বা নিলামী সম্পত্তি যদি হস্তান্তরযোগ্য হয় তাহা হইলে দেন্দারের নিকট হইতে উক্ত সম্পত্তির কোন অংশ খরিদ্দার প্রভৃতি

উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববিশিষ্ট লোক এই নিয়ম অনুসারে দরখাস্ত করিতে পারে। কিন্তু দেন্দারের নিকট হইতে সমগ্র সম্পত্তির খরিদ্দার দরখাস্ত করিতে পারে না।

অর্জ্জুন মোল্লা বনাম মতনাথ রায় চৌধুরী। ৭ক, উ নো ২৪৩।

ডিক্রীদারই যদি নিলাম খরিদ্দার হন, তাহা হইলেও (ক) দফা অনুসারে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে জমা দিতে হইবে।

চণ্ডীচরণ বনাম বঙ্ক বিহারী, ২৬ ক ৪৪৯।

এই নিয়ম অনুসারে দেন্দার কর্ত্তৃক আমানতী টাকা ৭৩ ধারা অনুসারে হারহারিমতে বিভাগ বণ্টন হইতে পারে না।

রোশন লাল বনাম রামলাল, ৭ ক উ নো ৩৪১।]

৯০। (১) যে স্থলে ডিক্রীজারিতে কোন স্থাবর সম্পত্তি নিলাম হইয়াছে, সে স্থলে ডিক্রীদার কিম্বা হারহারিমতে ভাগ বণ্টনে কোন অংশ পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তি কিম্বা নিলামের দ্বারা যাহার স্বত্বের কোন হানি হইয়াছে এমন কোন ব্যক্তি বেদাঁড়া কিম্বা নিলামে কোন প্রকার তঞ্চকের অজুহাতে নিলাম রদের জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন :

কিন্তু আদালত যদি সন্তোষজনক প্রমাণ না পান যে দরখাস্তকারী উক্ত প্রকার বেদাঁড়া কিম্বা তঞ্চকের জন্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা হইলে বেদাঁড়া কিম্বা তঞ্চকের জন্য নিলাম রদ হইবে না।

—৩১১ ধারা।

[এই নিয়ম অনুসারে দরখাস্ত করিতে হইলে ডিক্রীদার দেন্দার এবং নিলাম খরিদ্দার পক্ষভুক্ত হইবে। কে কে দরখাস্ত করিতে পারে, তজ্জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মের টীকা দেখ। স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকের ডিক্রী নিলামে এই নিয়ম প্রয়োগ হয় না; কেবল মাত্র স্থাবর সম্পত্তির নিলামে প্রয়োগ হয়। বৈজনাথ বনাম বিজয়েন্দ্র নাথ, ৬ক উ নো ৫।

বেদাঁড়া কি প্রকারে হয়, তৎ সম্বন্ধে কতকগুলি নজীর আছে, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইতেছে, যথা,—

নিলামের ইস্তাহার জারি না করা কিম্বা অবৈধরূপে জারি করা, ইস্তাহারে নিলামী সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য না দেওয়া, উপযুক্ত কারণ ব্যতীত নিলাম অনবরত মুলতুবী রাখা, ইস্তাহার জারি হইবার পর ৩০ দিনের পূর্ব্বে নিলাম করাইয়া দেওয়া, নিলাম কোন্ সময়ে হইবে তাহা ইস্তাহারে নির্দ্ধারিত না করিয়া নিলাম করাইয়া দেওয়া, ইস্তাহারের লিখিত বিবরণ এরূপ অস্পষ্ট যে লোকে বুঝিতে পারে না এরূপ সত্ত্বেও নিলাম করাইয়া দেওয়া, দেন্দার পাগল হইবার পরে নিলাম হইয়া যাওয়া, (যেস্থলে প্রয়োজন) কলেক্টারের আফিসে এক খণ্ড ইস্তাহার লট্‌কাইয়া না দিয়া নিলাম করান, নিলাম মুলতুবী থাকিবার পর ৬৯ নিয়ম অনুসারে পুনরায় নূতন ইস্তাহার না দিয়া নিলাম করান, দেন্দারের সম্পত্তি হইতে অৰ্দ্ধ মাইল দূরে ডিক্রীদারের সম্পত্তিতে নিলামের ইস্তাহার জারি করিয়া নিলাম করান, ক্রোক না করিয়া নিলাম করান, নিলামের সময় ঢেঁড়া না দিয়া নিলাম করান, মৃত দেন্দারের স্থলাভিষিক্ত কায়েম মোকামের নোটীস জারি না করিয়া অন্য লোকের উপর নোটীস জারি করিয়া নিলাম করান; সমস্ত সম্পত্তি নিলাম হইবে বলিয়া ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়া দিয়া অর্দ্ধেক সম্পত্তি নিলাম করান, ইস্তাহার হাইকোর্টের আদেশানুযায়ী ফরমে লিখিত না হইলে কিম্বা উক্ত ফরমে সম্পত্তির পরিমাণ প্রভৃতি, লিখিত না হইয়া নিলাম হইলে, নিলাম মুলতুবী হইলে কোন্ সময়ের জন্য মুলতুবী রাখা হইল তাহা নির্দ্দেশ করিয়া না দিলে, সম্পত্তির মূল্য কিম্বা দায় সম্বন্ধে ইস্তাহারে কিছু নির্দ্দেশ না করিয়া নিলাম করান, যে দিনের জন্য নিলাম মুলতুবী রাখা হইয়াছে সেই দিনের পূর্ব্ব দিনে নিলাম করাইয়া দেওয়া, যে স্থলে ইস্তাহারে নির্দ্দেশ করা আছে যে ভিন্ন ভিন্ন লাটে সম্পত্তি নিলাম হইবে সে স্থলে সব লাটগুলি একসঙ্গে নিলাম করান, যে স্থলে ক এবং খএর সম্পত্তি নিলাম হইবার জন্য ইস্তাহার জারি হইয়াছে সে স্থলে নূতন ইস্তাহার জারি না করিয়া কেবলমাত্র কএর স্বত্ব নিলাম করান,—প্রভৃতি।

তঞ্চক—তঞ্চকের আপত্তি থাকিলে পূর্ব্বে ২৪৪ ধারা অনুসারে বিচার হইত, এক্ষণে বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে উহার বিচার হয়।

এই নিয়ম অনুসারে কেবলমাত্র নিলাম সম্বন্ধে আপত্তি চলিবে। অন্য কোন প্রকার আপত্তি যেমন, আইনানুসারে ক্রোক করা হয় নাই কিম্বা ক্রোক হইতে পারে না কিম্বা ডিক্রীর টাকা শোধ হইয়া গিয়াছে প্রভৃতি আপত্তি নিলাম হইয়া যাইবার পর এই নিয়ম অনুসারে দেওয়া যাইতে পারে না।

তামাদি—যে স্থলে কোন প্রকার তঞ্চকের অজুহাৎ নাই, কেবল মাত্র বেদাড়ার আপত্তি আছে, সে স্থলে তামাদি আইনের ১৬৬ প্রকরণ প্রয়োগ হইবে অর্থাৎ নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে। যে স্থলে তঞ্চকের আপত্তি আছে, সে স্থলে তঞ্চক জানিতে পারিবার তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে দরখাস্ত করা চাই কিন্তু ৪৭ধারা অনুসারে আপত্তি হইলে তামাদি ৩ বৎসরে হইবে।

আপীল—এই নিয়ম অনুসারে আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম আপীল চলে।

এ সম্বন্ধে হকীয়ৎ মকদ্দমা চলিতে পারে। তামাদি ১ বৎসর (তামাদি আইনের ১২ প্রকরণ (ক) দফা দেখ)। ৯২ নিয়মের টীকা দেখ।]

৯১। ডিক্রীজারিতে কোন নিলাম খরিদদার নিলাম রদের জন্য আদালতে এই বলিয়া দরখাস্ত করিতে পারেন যে নিলামী সম্পত্তিতে দেনদারের বিক্রয়যোগ্য কোন স্বত্ব ছিল না। —৩১৩ ধারা।

[যে স্থলে নিলামী সম্পত্তির কতকাংশে দেনাদারের বিক্রয়যোগ্য কোন স্বত্ব নাই সে স্থলে এই নিয়ম প্রয়োগ হইবে না। রামকুমার বনাম শশিভূষণ, ৯ ক ৬২৬।]

৯২। (১) যে স্থলে ৮৯, ৯০ কিম্বা ৯১ নিয়ম অনুসারে কোন দরখাস্ত হয় নাই, কিম্বা যে স্থলে এরূপ দরখাস্ত হইলেও তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে, সে স্থলে আদালত নিলাম সাব্যস্তের আদেশ দিবেন এবং তদনুসারে নিলাম সিদ্ধ হইবে।

(২) যে স্থলে এই প্রকার দরখাস্ত করা হইয়াছে এবং মঞ্জুর হইয়াছে এবং যেস্থলে ৮৯ নিয়ম অনুসারে দরখাস্ত হইয়া উক্ত নিয়ম অনুযায়ী নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে টাকা আমানত করা হয়, সে স্থলে আদালত নিলাম রদের আদেশ দিবেন।

কিন্তু উক্ত দরখাস্তের দ্বারা যাহারা সংস্পৃষ্ট সেই সকল ব্যক্তিকে উক্ত দরখাস্তের নোটীশ না দেওয়া হইলে কোন আদেশ দেওয়া হইবে না।

(৩) এই নিয়ম অনুসারে যাহার বিরুদ্ধে কোন আদেশ দেওয়া হইয়াছে তিনি আদেশ রদের জন্য কোন মকদ্দমা (সুট suit) করিতে পারিবেন না। —৩১২, ৩১৪ ধারা।

[নিলাম রদ হইলে পুনরায় ক্রোক বলবৎ হইবে।

ডিক্রী রদ হইলেই তজ্জন্য উক্ত ডিক্রীজারির নিলাম রদ হইতে পারে না। ১২এ ১৬৮।

ডিক্রীদার নিজেই যদি নিলাম খরিদদার হন, তাহা হইলে উক্ত ডিক্রী রদ হইলেই নিলাম রদ হইতে পারে, কিন্তু নিলাম খরিদদার যদি অন্য কেহ হ'ন এবং সরল বিশ্বাসে খরিদ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ডিক্রী রদ হইলেও নিলাম রদ হইবে না। জৈন্ উল্ অবদিন্ খাঁ বনাম মহম্মদ আসগর আলি। ১০ এ ১৬৬।

আপীল—এই নিয়ম অনুসারে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে। ৪৩ অর্ডারের ১ নিয়মের (j) দফা। সুতরাং নিলাম রদের দরখাস্তের উপর যে আদেশ হয় তাহার বিরুদ্ধে প্রথম (দ্বিতীয় নয়) আপীল করা চলে। সে স্থলে আর পৃথক্ মকদ্দমা করা চলে না কিম্বা দরখাস্ত না করিয়া প্রথম হইতেই হকীয়ৎ চালান যাইতে পারে। ৪৭ ধারা অনুসারে বিচার্য্য বিষয় হইলে উক্ত বিচার ডিক্রীর ন্যায় গণ্য হয়, সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে প্রথম এবং দ্বিতীয় আপীল চলে। ১১৫ ধারা অনুসারেছানিও হইতে পারে।]

৯৩। যে স্থলে ৯২ নিয়ম অনুসারে স্থাবর সম্পত্তির নিলাম রদ হইয়াছে, সে স্থলে নিলামের টাকা খরিদদার ফেরৎ পাইবার জন্য

যাহাকে ঐ টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আদেশ পাইবেন। আদালত ইহার সহিত সুদ দিবার কিম্বা না দিবার আদেশ দিতে পারেন। —৩১৫ ধারা।

৯৪। যে স্থলে স্থাবর সম্পত্তির কোন নিলাম সিদ্ধ হইয়াছে; সে স্থলে আদালত একখানি বয়নামা (সার্টিফিকেট) দিবেন, তাহাতে নিলামী সম্পত্তি এবং নিলামের সময় যে খরিদদার সাব্যস্থ হইয়াছে তাহার নাম উল্লেখ থাকিবে। যে তারিখে নিলাম সিদ্ধ হইয়াছে এই সার্টিফিকেটে সেই তারিখ থাকিবে। —৩১৬ ধারা।

[বয়নামায় কোন ভুল থাকিলে তাহা ছানির দ্বারা সংশোধন হইতে পারে। নিলাম খরিদদার বয়নামা পাইলে কোন্ তারিখ হইতে নিলাম খরিদা সম্পত্তিতে সে স্বত্ব অর্জ্জন করে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য ৬৫ ধারা দেখ।]

৯৫। যে স্থলে নিলামী স্থাবর সম্পত্তি দেন্দার কিম্বা তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন লোক কিম্বা উক্ত সম্পত্তি ক্রোকের পরে দেন্দার কর্ত্তৃক কৃত স্বত্বে স্বত্ববান্ অন্য কোন লোকের দখলে আছে এবং উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে ৯৪ নিয়ম অনুসারে বয়নামা দেওয়া হইয়াছে, সে স্থলে আদালত, খরিদদারের দরখাস্ত মতে খরিদদারকে কিম্বা তাহার দ্বারা নিযুক্ত অন্য লোককে দখল দিয়া ঐ সম্পত্তি দিবার আদেশ দিবেন। এবং যদি আবশ্যক হয়, উক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করিয়া দখল দেওয়া হইবে। —৩১৮ ধারা।

[নিলাম মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও দখল পাইবার দরখাস্তের বিরুদ্ধে দেন্দার এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারে যে, তাহার জোতস্বত্ববিশিষ্ট জমা হস্তান্তরযোগ্য নয়, সুতরাং নিলাম বেআইনী হইয়াছে। দুর্গাচরণ বনাম কালীপ্রসন্ন, ২৬ক৭২৭।

দখল পাইবার জন্য খরিদদার এই নিয়ম অনুসারে দরখাস্ত করিতে

পারে, কিম্বা হকীয়ৎ মকদ্দমা করিতে পারে। কিশোরীমোহন বনাম চন্দ্রনাথ, ১৪ক৬৪৪। আদালতের সাহায্য না লইয়াও দখল লওয়া যাইতে পারে।

তামাদি—তামাদি আইনের ১৮০ প্রকরণ দেখ। এই নিয়ম অনুসারে দরখাস্ত করিলে ৩ বৎসরের তামাদি, আর দখল পাইবার জন্য হকীয়তের নালিশ করিলে ১২ বৎসরের তামাদি।]

৯৬। যে স্থলে নিলামী সম্পত্তি কোন প্রজা কিম্বা উক্ত সম্পত্তি দখল করিবার অধিকারী অন্য কোন লোকের দখলে আছে, এবং ৯৪ নিয়ম অনুসারে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে বয়নামা দেওয়া হইয়াছে, সে স্থলে আদালত খরিদদারের দরখাস্তমতে নিম্নলিখিত প্রকারে ঐ সম্পত্তি দিবার আদেশ দিবেন, যথা, বয়নামার একখণ্ড নকল উক্ত সম্পত্তির কোন প্রকাশ্য স্থলে লট্‌কান হইবে, এবং ঢেঁড়ার দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রথানুযায়ী প্রকারে কোন সুবিধাজনক স্থানে দখলকারীর নিকট ঘোষণা করা হইবে যে, দেনদারের স্বত্ব খরিদ্দারের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। —৩১৯ ধারা।

[বাঁশগাড়ির দ্বারা দখল লওয়া হইলে, তাহা নিলামখরিদ্দার এবং দেনদারের মধ্যে প্রকৃত দখল বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি (দেনদার ব্যতীত অন্য লোক) বাধ্য হইবে না। রণজীৎ সিং বনাম বনোয়ারি। ১০ক ৯৯৩।

আপীল—এই নিয়ম অনুসারে দখল দিবার আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলে না। ১৮ এ ৩৬।

তামাদি—পূর্ব্বোক্ত নিয়মের টীকা দেখ।]

ডিক্রীদার কিম্বা খরিদ্দারকে দখল দিতে বাধা প্রদান।

৯৭। (১) যে স্থলে স্থাবর সম্পত্তির দখলের ডিক্রীদার কিম্বা ডিক্রীজারিতে এই প্রকার সম্পত্তির কোন খরিদ্দার উক্ত সম্পত্তিতে দখল

পাইতে যে কোন লোকের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হন, সে স্থলে তিনি এই প্রকার বাধার দাবীতে আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন।

(২) আদালত উক্ত বিষয় তদন্তের জন্য একটী দিন ধার্য্য করিবেন এবং যাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত হইয়াছে তাহাকে হাজির হইয়া জবাব দিবার জন্য সমন দিবেন। —৩২৮, ৩৩৪ ধারা।

৯৮। যে স্থলে আদালত সন্তোষজনক প্রমাণ পান যে, দেন্দার কিম্বা তাহার উত্তেজনায় অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা অন্যায়রূপে বাধা প্রদান করা হইয়াছে, সে স্থলে আদালত আদেশ দিবেন যে, দরখাস্তকারীকে উক্ত সম্পত্তিতে দখল দেওয়া হইবে, এবং যে স্থলে উক্ত আদেশ সত্বেও দরখাস্তকারীকে দখলে বাধা দেওয়া হয়, সে স্থলে দরখাস্তকারীর দরখাস্ত-মতে আদালত দেনদারকে কিম্বা তাহার উত্তেজনায় কার্য্যকারক অন্য ব্যক্তিকে ৩০ দিবস অবধি দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ রাখিবার আদেশ দিতে পারেন। —৩২৯, ৩৩০ ধারা।

[দখলে বাধা সম্বন্ধে ৯৭ এবং ৯৮ নিয়মে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বাঁশগাড়ির দ্বারা দখল কিম্বা প্রকৃত (স্থানান্তরিত করিয়া) দখল এত দুভয়েই প্রয়োগ হইতে পারে।

তামাদি—বাধা দিবার তারিখ হইতে ৩০ দিবস। তামাদি আইনের ১৬৭ প্রকরণ দেখ। এই নিয়ম অনুসারে তামাদি হইয়া যাইলেও ১২ বৎসরের মধ্যে হকীয়তের মকদ্দমা চলে। ১০৩ নিয়ম।

আপীল—এই নিয়ম অনুসারে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না]

৯৯। যে স্থলে আদালত সন্তোষজনক প্রমাণ পান যে, দেন্দার ভিন্ন অন্য কোন লোক সরল বিশ্বাসে দাবী করিয়া তাহার নিজের জন্য কিম্বা দেন্দার ভিন্ন অন্য কোন লোকের জন্য উক্ত সম্পত্তি দখল করার দরুণ বাধা প্রদান করিয়াছিল, সে স্থলে আদালত দরখাস্ত নামঞ্জুরের আদেশ দিবেন। —৩৩১, ৩৩৫ ধারা।

[এই নিয়ম অনুসারে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে না, হকীয়ৎ চলিতে পারে। ১০৩ নিয়ম দেখ।]

১০০। (১) যে স্থলে দেন্দার ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তি দখলের ডিক্রীদারের দ্বারা বেদখল হইয়াছে, কিম্বা যে স্থলে উক্ত সম্পত্তি ডিক্রীজারিতে নিলাম হইয়া খরিদ্দার কর্তৃক উক্ত সম্পত্তি হইতে উক্ত ব্যক্তি বেদখল হইয়াছে, সে স্থলে উক্ত ব্যক্তি এই প্রকার বেদখলের বিরুদ্ধে আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন।

(২) আদালত উক্ত বিষয় তদন্ত করিবার জন্য একটী দিন স্থির করিবেন। এবং যাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা হইয়াছে তাহাকে হাজির হইয়া জবাব দিবার জন্য সমন দেওয়া হইবে। —৩৩২ ধারা।

[তামাদি—তামাদি আইনের ১৬৫ প্রকরণ দেখ]

১০১। যে স্থলে আদালত সন্তোষজনক প্রমাণ পান যে, দরখাস্তকারী নিজের জন্য কিম্বা দেন্দার ভিন্ন অন্য কোন লোকের জন্য উক্ত সম্পত্তিতে দখলিকার ছিল, সে স্থলে আদালত আদেশ দিবেন যে, দরখাস্তকারীকে উক্ত সম্পত্তিতে দখল দেওয়া হয়। —৩৩২, ৩৩৫ ধারা।

[এই নিয়মানুসারে কেবলমাত্র দখলেরই বিচার হইয়া থাকে ; স্বত্ব সম্বন্ধে বিচার করাইতে হইলে হকীয়ৎ মকদ্দমা করা চাই।

এই নিয়ম অনুসারে ছাএলের উপরই প্রমাণের ভার।]

১০২। যে মকদ্দমায় স্থাবর সম্পত্তির দখলের ডিক্রী হইয়াছে সেই মকদ্দমা রুজুর পর যদি দেন্দার উক্ত সম্পত্তি কাহাকেও হস্তান্তরিত করে এবং এই ব্যক্তি যদি এই সম্পত্তি দখলের ডিক্রীজারিতে কোন বাধা প্রদান করে কিম্বা এইরূপ ব্যক্তি যদি উক্ত সম্পত্তি হইতে বেদখল হয়, তাহা হইলে ৯৯ এবং ১০১ নিয়মের কিছুই তাহার প্রতি প্রযোজ্য হইবে না। —৩৩৩ ধারা।

১০৩। ৯৮, ৯৯ কিম্বা ১০১ নিয়ম অনুসারে দেন্দার ভিন্ন অন্য কোন পক্ষের বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হইলে তিনি সম্পত্তিতে উপস্থিত দখল পাইবার দাবীতে হকীয়ৎ মকদ্দমা (সুট suit) রুজু করিতে পারেন। কিন্তু এই প্রকার কোন মকদ্দমার ফলাফল উক্ত আদেশের পরিবর্ত্তে বলবৎ হইবে, আর এই প্রকার মকদ্দমা যদি না হয়, তাহা হইলে উক্ত আদেশই শেষ আদেশ হইবে, অর্থাৎ ইহার বিরুদ্ধে আর কোন আপীলাদি চলিবে না।

-৩৩২, ৩৩৫ ধারা।

[তামাদি তামাদি আইনের ১১ ক প্রকরণ দেখ। এক বৎসরের মধ্যে যদি হকীয়ৎ মকদ্দমা না করা হয়, তাহা হইলে ৯৮, এবং ১০১ নিয়ম অনুসারে যে আদেশ হইবে, তাহা শেষ ডিক্রীর ন্যায় গণ্য হইবে।]

৪১ অর্ডার—আপীল।

কার্য্য (প্রসিডিং proceeding) এবং জারির কার্য্য বন্ধ।

৫। (১) আপীল আদালতের কোন আদেশ না থাকিলে, কেবল মাত্র আপীলের দ্বারাই আপীলী ডিক্রী কিংবা আদেশানুযায়ী কোন কার্য্য (প্রসিডিং proceeding) বন্ধ থাকিবে না। কিংবা কোন ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল হইলেই কেবলমাত্র ঐ কারণেই ডিক্রীজারি বন্ধ হইবে না, কিন্তু আপীল আদালত উপযুক্ত কারণে এই প্রকার ডিক্রীজারি বন্ধ থাকিবার আদেশ দিতে পারেন।

(২) কোন আপীলযোগ্য ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করিবার সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি উক্ত ডিক্রীজারি বন্ধ থাকিবার জন্য দরখাস্ত করা হয়, তাহা হইলে যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন সেই আদালত, উপযুক্ত কারণ দর্শিত হইলে, জারি বন্ধ থাকিবার আদেশ দিতে পারেন।

(৩) আদালত যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ না পান তাহা হইলে (১)ম কিংবা (২)য় সব্ রুলের বিধান অনুযায়ী জারি বন্ধের আদেশ দেওয়া হইবে না, যথা—

(ক) জারিবন্ধের আদেশ যদি না দেওয়া হয় তাহা হইলে উক্ত দরখাস্তকারীর বিশেষ ক্ষতি হইবে।

(খ) দরখাস্ত অসঙ্গত বিলম্বে দেওয়া হয় নাই। এবং

(গ) দরখাস্তকারীর উপর শেষে যে ডিক্রী কিংবা আদেশ বলবৎ থাকিবে তদনুযায়ী উপযুক্ত কার্য্য করিবার জন্য দরখাস্তকারী কর্ত্তৃক জামিন দেওয়া হইয়াছে।

(৪)। (৩) য় সব্ রুলের বিধান সত্বেও, দরখাস্তের শুনানি কাল তক আদালত জারি বন্ধের একতরফা আদেশ দিতে পারেন। —৫৪৫ ধারা।

[ডিক্রীজারি বন্ধ রাখিবার আদেশ যথা সময়ে জারিকারক আদালতে পৌঁছাইবার পূর্ব্বে যদি সম্পত্তি নিলাম হইয়া যায় তাহা হইলে উক্ত নিলাম বলবৎ থাকিবে না। জারিবন্ধ রাখিবার আদেশ, নিলাম হইবার পূর্ব্বে হইলেই হইল। হুকুম-চাঁদ বনাম কমলানন্দ ৩৩ক ৯২৭।

আপীল রুজু হইলে আপীল আদালতই জারি বন্ধ রাখিতে পারেন। চুনীলাল বনাম অনন্তরাম, ২৫ ক ৮৯৩।

জারি বন্ধ রাখিবার দরখাস্তের সহিত একখানি এভিডেভিট্ দিতে হইবে। আপীল—যে আদালত ডিক্রীজারি করিতেছেন, সেই আদালতেই যদি জারি বন্ধ করিবার জন্য দরখাস্ত করা হয় আর যদি ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় তাহা হইলে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে (৪৭ ধারা অনুসারে) আপীল চলিবে। ২১ ক ৬২৪।

কিন্তু যে আদালত জারি করিতেছেন, সে আদালত ভিন্ন, অন্য আদালতে (যেমন আপীল আদালতে) জারি বন্ধ রাখিবার দরখাস্ত নামঞ্জুর হইলে, তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না। ২৯ ব ৭১।]

৬। (১) যে স্থলে কোন ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল চলিতেছে এবং এই ডিক্রী জারি হইবার আদেশ হইয়াছে, সে স্থলে আপীলাণ্ট কর্ত্তৃক উপযুক্ত কারণ দর্শিত হইলে, যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন সেই আদালত নিম্নলিখিত কারণের জন্য জামিন চাহিবেন, যথা—যদি কোন সম্পত্তি ডিক্রীজারিতে লওয়া যাইতে পারে বা লওয়া হইয়াছে, তাহা ফেরৎ দিবার জন্য কিংবা এই প্রকার সম্পত্তির মূল্য দিবার জন্য এবং আপীল আদালতের ডিক্রী কিম্বা অর্ডার অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য। কিম্বা আপীল আদালত উক্ত কারণে উক্ত প্রকার জামিন লইবার জন্য যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন সেই আদালতকে আদেশ দিতে পারেন।

(২) যে স্থলে ডিক্রীজারিতে কোন স্থাবর সম্পত্তি নিলামের আদেশ হইয়াছে এবং উক্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল চলিতেছে, সে স্থলে যে আদালত আদেশ দিয়াছেন সেই আদালতে দেন্দার দরখাস্ত করিলে আদালতের বিবেচনা অনুসারে জামিন দিবার সর্ত্তে কিম্বা অন্য কোনরূপ সর্ত্তে আপীল নিষ্পত্তি তক্ নিলাম বন্ধ থাকিবে। —৫৪৬ ধারা।

[জামিন দিবার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে। ৮ ক ৪৭৭।]

৭। ৫ ও ৬ নিয়মে উল্লিখিত জামিন্ সকৌন্সল্ ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের নিকট হইতে চাওয়া হইবে না। কিংবা যে স্থানে গভর্ণমেণ্ট মকদ্দমার প্রতিবাদী হইতেছেন, সে স্থলে কোন রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার সময় তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য নালিশ হইলে, সেই রাজকর্ম্মচারীর নিকট হইতেও জামিন লওয়া হইবে না।

—৫৪৭ ধারা।

৮। যে স্থলে ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল না হইয়া ডিক্রীজারিতে কোন অর্ডারের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে কিংবা হইয়াছে, সে স্থলে ৫ ও ৬ নিয়মের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইবে। —নূতন।

অর্ডার ৪৩।

আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।

১। (i) ২১ অর্ডারের ৩৪ নিয়ম অনুসারে কোন দলীল বা দস্তখতের খসড়ার আপত্তির উপর যে আদেশ হয়, সেই আদেশের বিরুদ্ধে ১০৪ ধারার বিধান অনুসারে আপীল চলিবে।

(j) ২১ অর্ডারের ৭২ এবং ৯২ নিয়ম অনুসারে কোন নিলাম রদ হইবার কিম্বা না হইবার আদেশের বিরুদ্ধে ১০৪ ধারার বিধান অনুসারে আপীল চলিবে। এই সকল আপীলের আদেশের বিরুদ্ধে আর কোন দ্বিতীয় আপীল চলে না।

কলিকাতা হাইকোর্টের সারকুলার অর্ডার।

স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকের নিলাম।

"(১) ৩৪ অর্ডারের ৫ নিয়মের ২ প্রকরণ অনুসারে (অর্থাৎ বন্ধকের ডিক্রীজারিতে নিলামের জন্য) যে দরখাস্ত করিতে হইবে, তাহাতে সমস্ত বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া সত্যপাঠ দিতে হইবে।

(২) আদালত যদি আদেশ দেন যে, ঐ সম্পত্তি কিম্বা উহার কোন অংশ নিলাম হইবে তাহা হইলে আদালত নিলাম ইস্তাহার বাহির করিবেন এবং এই ইস্তাহার দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে স্থাবর সম্পত্তি নিলামের ইস্তাহার জারির ন্যায় জারি হইবে।

(৩) দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ২১অর্ডারের ৬৫হইতে ৬৯নিয়ম এবং ৭১ হইতে ৭৩ নিয়মগুলি এই প্রকার নিলামে প্রয়োগ হইবে।

(৪) বন্ধকের নিলাম হইবার পরে যে সকল কার্য্য (proceedings) হইবে, তাহাতে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৬৫, ৬৬ এবং ৭৪ ধারাগুলি এবং ৯০ হইতে ১০৩ নিয়মগুলি প্রয়োগ হইবে।

(৫) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৪ অর্ডারের ৬ নিয়ম অনুসারে ডিক্রী (অর্থাৎ বন্ধকী সম্পত্তি নিলাম করাইয়াও যদি সমস্ত টাকা না উঠে এবং বক্রী টাকার জন্য যে ডিক্রী হয় সেই ডিক্রী) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের প্রণালীমতে জারি করিতে হইবে।"

ডিক্রীজারি সংক্রান্ত

বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন

(১৮৮৫ সালের ৮ আইন)।

১৫৮খ। (১) বাকী খাজনার জন্য ডিক্রীজারিতে কিম্বা ১৮৬ক ধারা অনুসারে ক্ষতি পূরণের ডিক্রীজারিতে যে স্থলে বাকীপড়া সম্পত্তি নিলাম হইয়া যায়, সে স্থলে ঐ জমা খরিদদারের হইয়া যাইবে। এ স্থলে ২২ ধারার বিধানও খাটিবে। কিন্তু উক্ত ডিক্রী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের অনুকূলে হওয়া চাই, যথা

(ক) একমাত্র জমিদার, কিম্বা

(খ) সকল (সরিকি) জমিদার, কিম্বা

(গ) এক কিম্বা ততোধিক অংশীদার জমিদার : ইহারা সমস্ত জমার জন্য সকল অংশীদারের প্রাপ্য খাজনার জন্য নালিস করা চাই এবং এই নালিসে অবশিষ্ট অংশীদারদিগকে মকদ্দমার পক্ষভুক্ত প্রতিবাদী করা চাই।

(২) যে স্থলে এক কিম্বা ততোধিক অংশীদার জমিদার (১) প্রকরণ কিম্বা ১৪৮ ক অনুসারে মকদ্দমা করিয়া ডিক্রী পাইয়া বাকীপড়া সম্পত্তি নিলামের দ্বারা ডিক্রীজারি হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে, সে স্থলে আদালত উক্ত বাকীপড়া সম্পত্তি নিলাম করিবার পূর্ব্বে অন্যান্য সরিক-দারকে জারির দরখাস্তের নোটীস দিবেন।

[দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ৬ নিয়ম যদিও টাকার ডিক্রীজারিতে প্রয়োগ হয়, তথাপি ইহা ধার্য্য হইয়াছে যে, উক্ত নিয়ম রেণ্ট ডিক্রীজারিতেও প্রয়োগ হইবে অর্থাৎ আপীল নিষ্পত্তি

কালতক্ ডিক্রীজারি বন্ধ থাকিবে। বঙ্কুবিহারী বনাম শ্যামাচরণ, ২৫ক ৩৩২।]

১৫৯। যে স্থলে জমা বা জোত বাকীপড়া খাজনার ডিক্রীজারিতে নিলাম হইয়াছে সে স্থলে খরিদদার উক্ত সম্পত্তি এই অধ্যায়ে বর্ণিত "রক্ষিত স্বত্ব" (protected interest) সম্বলিত গ্রহণ করিবেন, কিন্তু এই অধ্যায়ে বর্ণিত দায়স্বত্ব (incumbrance) সকল রহিত করণের তাহার ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু

(ক) এই অধ্যায়ে বর্ণিত "রেজিষ্টারিকৃত এবং বিজ্ঞাপিত দায়" (registered and notified incumbrance) উক্তরূপে রহিত হইবে না। কিন্তু এতদর্থে পরে উল্লিখিত স্থলে অন্যরূপ হইবে।

(খ) রহিত করণের ক্ষমতা কেবলমাত্র এই অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়ে প্রয়োগ হইবে।

[বাকীপড়া খাজনার ডিক্রীজারিতে কোন জোতের অংশ নিলাম হইলে নিলাম খরিদ্দার ১৬৭ ধারা অনুসারে কোন দায় রদ করিতে পারিবে না; রামকিশোর বনাম অখিলচন্দ্র ১১ক উ নো ৩৫০।

সরিকি জমিদার তাহার অংশের খাজনার জন্য ডিক্রী পাইলে সেই ডিক্রী টাকার ডিক্রীর ন্যায় গণ্য হইবে, অর্থাৎ সেই ডিক্রীজারিতে এই ধারা এবং ১৬৭ ধারা প্রয়োগ করা চলিবে না। প্রমদানাথ বনাম রমণীকান্ত, ৯ ক উ নো ৩৪।]

১৬০। এই অধ্যায়ে নিম্নলিখিত স্বত্ব "রক্ষিত স্বত্ব" (protected interest) বলিয়া গৃহীত হইবে যথা—

(ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে বর্ত্তমান আছে এইরূপ কোন কোরফা জোত (under—tenure);

(খ) প্রচলিত অস্থায়ী সেটেলমেণ্টের কার্য্যের দ্বারা কোন কোরফা

জোত (under—tenure) উক্ত সেটেলমেণ্টের সময় অবধি যদি অপরিবর্ত্তনীয় খাজনা বিশিষ্ট জোতরূপে গ্রাহ্য করা হয়, তাহা ;

(গ) কোন প্রকারে বিলিকৃত কোন জমী, যাহার উপর বসত বাটী, কারখানা কিম্বা অন্য কোন প্রকাব স্থায়ী বিল্ডিং তৈয়ার করা হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, চাষের জায়গা (plantations), পুষ্করিণী, কেনাল, পূজার জায়গা,কিম্বা শ্মশান বা গোরস্থান করা হইয়াছে ;

(ঘ) কোন প্রকার দখলী স্বত্ব (জোত স্বত্ব) ;

(ঙ) আদালতের দ্বারা ৬ষ্ঠ অধ্যায় অনুসারে কিম্বা রেভিনিউ কর্ম্মচারীর দ্বারা ১০ম অধ্যায় অনুসারে নির্দ্ধারিত খাজনায় ৫বৎসর ধরিয়া কোন জমা ভোগ করিবার অজোত স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের (nonoccupancy raiyat) যে অধিকার আছে তাহা (রক্ষিত স্বত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে)।

(চ) জোতস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে যখন জোত স্বত্ব দেওয়া হইয়াছিল, সেই সময়ের উচিত এবং. বিবেচনাসম্মত খাজনায় উক্ত জোত ভোগ করিবার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা (রক্ষিত স্বত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে) ;

(ছ) যে জমিদার জমা বা জোত নিলাম করাইতেছেন কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারী যদি স্পষ্টরূপে লিখনের দ্বারা তাৎকালিক প্রজাকে কোন অধিকার কিম্বা স্বত্ব উদ্ভব করিতে আদেশ দিয়া থাকেন, সে স্থলে উক্ত অধিকার কিম্বা স্বত্ব (রক্ষিত স্বত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে)।

[(গ) দফা—১৬৭ ধারার ৪দফা দেখ। বসত বাটী বলিলে স্থায়ী বসত বাটী বুঝাইবে ; গোবিন্দ বনাম জয়চন্দ্র ১২ক ৩২৭।

(ছ) দফা—দরপত্তনিদার যদি তাহার তালুকের স্বত্ব বন্ধক রাখে তাহা হইলে এই বন্ধক রক্ষিত স্বত্ব হইবে না। অন্নদাকুমার বনাম বিজয়চাঁদ। ২৯ক ৮১৩।

একখানি পত্তনি কবুলতিতে নিম্নলিখিত সর্ত্ত ছিল, "যদি আমি এই মহল কাহাকেও দরপত্তনি বিলি করি, তাহা হইলে এই দরপত্তনিদার আমার এই কবুলতির সর্ত্তানুসারে কার্য্য করিবে"—বিচারে ধার্য্য হইলে যে এই সকল কথার দ্বারা দরপত্তনি দিবার অনুমতি বুঝাইল না, এবং এইরূপ দরপত্তনি বিলি হইলে তাহা রক্ষিত স্বত্ব হইবে না। মহম্মদ কাজিম বনাম নফর চন্দ্র ; ৯ ক,উ নো ৮০৩।]

১৬১। এই অধ্যায়ে প্রয়োগের জন্য—

(ক) প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে "দায়" (incumbrance) শব্দ ব্যবহৃত হইলে তাহার দ্বারা কোন লিয়েন (lien), কোরফা প্রজাস্বত্ব, ব্যবহারজনিত স্বত্ব, কিম্বা প্রজাব দ্বারা তাহার জমা বা জোতের উপর কৃত অন্য কোন অধিকার বা স্বত্ব কিম্বা উক্ত জমা বা জোতে প্রজার নিজের যে স্বত্ব আছে তাহা খর্ব্ব করিয়া অন্য যে কোন অধিকার বা স্বত্ব প্রজার দ্বারা কৃত হইয়াছে এবং যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ধারার বর্ণিত "রক্ষিত স্বত্ব" নয়, তাহাকে বুঝাইবে।

(খ) বাকীপড়া খাজনার জন্য ডিক্রীজারিতে নিলামী কিম্বা নিলাম যোগ্য কোন জোত বা জমার সম্বন্ধে "রেজিষ্টারিকৃত এবং বিজ্ঞাপিত দায়" এই শব্দ ব্যবহৃত হইলে ইহার দ্বারা এরূপ দায় বুঝাইবে যে, যে দায় রেজিষ্টারিকৃত দলিলের দ্বারা করা হইয়াছে এবং এই দলিলের এক খণ্ড নকল খাজনা বাকী পড়িবার অন্ততঃ তিনমাস পূর্ব্বে, পরে বিধিবদ্ধ প্রকারে (অর্থাৎ ১৭৬ ধারা অনুসারে) জমিদারের উপর জারি করা হইয়াছে।

(গ) "বাকী" কিম্বা "বাকীখাজনা" শব্দের দ্বারা ৬৭ধারা অনুসারে ডিক্রীকৃত সুদ কিম্বা ৬৮ ধারার (১) প্রকরণ অনুসারে প্রদত্ত ড্যামেজকেও ধরিতে হইবে।

[কিন্তু ১৭১ধারা অনুসারে যে বন্ধকের উদ্ভব হয়, তাহাকে ১৬১ধারা অনুসারে "দায়" বলা যাইতে পারে না; সুতরাং উক্ত প্রকার বন্ধক বর্ত্তমান অধ্যায়ের বিধান অনুসারে রদ হইতে পারে না। পশুপতি বনাম নারায়ণী দাসী। ২৪ ক ৫৩৭।

"দায়" শব্দের দ্বারা কোন প্রজাবিলিও বুঝাইবে। যজ্ঞেশ্বর বনাম আবিদ মহম্মদ, ৩ক উ নো ১৩।

এই অধ্যায় অনুসারে কোন নিলাম হইলেই যে আপনা হইতে দায় রদ হইবে তাহা নয়; দায় রদ করিতে হইলে ১৬৭ধারা অনুসারে নোটীস দিয়া দায় রদ করিতে হইবে। বেণীপ্রসাদ বনাম রেয়ৎলাল; ২৪ক ৭৪৬।]

১৬২। কোন জোত বা জমার জন্য যদি ডিক্রী দেওয়া হইয়া থাকে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৩৫ধারা (নূতনের ২১অর্ডারের ১১নিয়মের ২প্রকরণ) অনুসারে ডিক্রীজারিতে উক্ত জোত বা জমা ক্রোক এবং নিলাম হইবার জন্য দরখাস্ত করে, তাহা হইলে জোত বা জমার অন্তর্গত জমী যে পরগণা, ষ্টেট এবং গ্রামে অবস্থিত তাহার বর্ণনা দিতে হইবে, উক্ত জমীর বাৎসরিক খাজনা এবং ডিক্রী অনুসারে মোট যে টাকা আদায় হইবে তাহার বর্ণনা দিতে হইবে।

[১৯০৮সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১অর্ডারের ৬৬, এবং ৭০নিয়ম অনুসারে হাইকোর্ট নিম্নলিখিত নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন;—"বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১৬২ধারা অনুসারে কোন জোত বা নির্দ্ধারিত খাজনা বিশিষ্ট কোন জমা একত্রে ক্রোক এবং নিলাম হইবার জন্য দরখাস্ত করিলে, কিম্বা যদি পূর্ব্বে ক্রোক হইয়া থাকে তাহা হইলে কেবল নিলামের জন্য দরখাস্ত করিলে এইরূপ দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে যে, উক্ত জোত বা জমা কি কি রেজিষ্টারিকৃত এবং বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নিলাম হইবে। এইরূপ বিবরণে সত্যপাঠ থাকা চাই, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে আরজী জবাবে যে প্রকার সত্যপাঠের বিধান আছে এক্ষেত্রেও সেই প্রকার সত্যপাঠ হওয়া চাই; এবং এই

সত্যপাঠ ডিক্রীদার কিম্বা দরখাস্তের লিখিত বিবরণ (আদালতের মতানুসারে) সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত এরূপ কোন লোকের দ্বারা হওয়া চাই"।]

১৬৩। (১) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে অন্যরূপ বিধান থাকিলেও, যেস্থলে ডিক্রীদার পূর্ব্বোক্ত ধারার উল্লিখিত দরখাস্ত করে, সে স্থলে আদালত যদি উক্ত আইনের ২৪৫ধারা (নূতনের ২১অর্ডারের ১৭নিয়ম) অনুসারে দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া দরখাস্ত অনুযায়ী ডিক্রীজারির আদেশ দেন, তাহা হইলে আদালত ক্রোকের আদেশ এবং উক্ত আইনের ২৮৭ধারার (নূতনের ২১অর্ডারের ৬৬নিয়মের) ইস্তাহার একসঙ্গেই বাহির করিবেন।

(২) ইস্তাহারে উক্ত আইনের ২৮৭ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি উল্লিখিত থাকা ব্যতীত অতিরিক্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রচার করা হইবে, যথা-

(ক) মোকররী (নির্দ্ধারিত খাজনা বিশিষ্ট) রায়তী জোত বা জমার স্থলে, প্রথমতঃ উক্ত যোত বা জমা "রেজিষ্টারিকৃত এবং বিজ্ঞাপিত দায়" সংযুক্ত রাখিয়া নিলামে চড়ান হইবে এবং ডিক্রী ও খরচার টাকা শুধিবার মত উপযুক্ত টাকা যদি এই নিলামে উঠে, তাহা হইলে উক্ত জোত বা জমা উক্ত দায়সংযুক্ত মতে নিলাম হইয়া যাইবে। এবং যদি অন্যরূপ হয় (অর্থাৎ যদি ডিক্রী এবং খরচার টাকা শুধিবার মত উপযুক্ত টাকা না উঠে) তাহা হইলে ডিক্রীদারের ইচ্ছানুসারে কোন পরবর্ত্তী দিনে ঐ সকল দায় রদ করিবার ক্ষমতাসংবলিত উক্ত জোত বা জমা নিলাম হইবে। এই পরবর্ত্তী নির্দ্ধারিত দিনের উপযুক্ত নোটীস দিতে হইবে। এবং

(খ) দখলিস্বত্ববিশিষ্ট জমার স্থলে, সমস্ত দায় রদ করিবার ক্ষমতা সম্বলিত জমা নিলাম হইবে।

(৩) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৮৯ধারার (২১অর্ডার ৬৭নিয়মের) বিধিবদ্ধ প্রকারে ইস্তাহার জারি হইবে; তাহা ছাড়া যে জোত বা জমা নিলাম

হইবার আদেশ হইয়াছে তাহার অন্তর্গত জমীর প্রকাশ্য স্থলে ইস্তাহারের একখণ্ড নকল লট্‌কাইতে হইবে এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এতদর্থে আদেশের দ্বারা যে প্রকারে জারি হইবার জন্য নির্দ্দেশ করিবেন সেই প্রকারে জারি করিতে হইবে।

(৪) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৯০ধারায় (২১ অর্ডার ৬৮নিয়মে) অন্য কোনরূপ বিধান থাকা সত্বেও দেনদার যদি লিখিত সম্মতি না দেয়, তাহা হইলে যে জোত বা জমা নিলাম হইবার আদেশ হইয়াছে তাহার অন্তর্গত জমীতে একখণ্ড ইস্তাহার লট্‌কাইবার তারিখ হইতে গণনা করিয়া অন্ততঃ ৩০ দিন গত না হইলে নিলাম হইবে না।

[এই ধারার (৩)দফা অনুসারে ছোট লাট বাহাদুর আদেশ করিয়াছেন যে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের উল্লিখিত ইস্তাহার, বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১৬৩ধারার (৩)দফার লিখিত স্থান সমূহে দেওয়া ছাড়া, এষ্টেটের মাল কাছারিতে কিম্বা খাজনা আদায়ের কার্য্যালয়ে এবং স্থানীয় থানায়ও ঘোষণা করিতে হইবে।]

১৬৪। (১) যে স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী ধারা অনুসারে কোন মোকররী (নির্দ্ধারিত খাজনা বিশিষ্ট) জোত বা জমা নিলাম হইবার জন্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে সে স্থলে ইহা রেজিষ্টারিকৃত এবং বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নিলামে চড়ান হইবে, এবং ডিক্রী এবং খরচার টাকা নায় নিলামের খরচা সমেত যদি সমস্ত টাকা শুধিবার মত উপযুক্ত টাকা নিলামে উঠে তাহা হইলে উক্ত জোত বা জমা উক্ত দায় সম্বলিত নিলাম হইবে।

(২) এই ধারা অনুসারে নিলাম খরিদদার ১৬৭ ধারার বিধান মতে (অন্য কোন প্রকারে নয়) উক্ত জোত বা জমায় রেজিষ্টারিকৃত এবং বিজ্ঞাপিত দায় ছাড়া অন্য যে কোন দায় রদ করিতে পারেন।

১৬৫। (১) পূর্ব্ববর্ত্তী ধারা অনুসারে যদি কোন মোকররী (নির্দ্ধারিত খাজনা বিশিষ্ট) জোত বা জমা নিলামে চড়ান হয় এবং নিলামের ডাকে

যদি ডিক্রী এবং পূর্ব্বোক্ত খরচার টাকা শুধিবার মত উপযুক্ত টাকা না উঠে, এবং এজন্য যদি ডিক্রীদার ইচ্ছা করেন যে সমস্ত দায় রদ করিবার ক্ষমতা সম্বলিত উক্ত জোত বা জমা নিলাম হউক, তাহা হইলে নিলামকারক কর্ম্মচারী নিলাম মুলতুবী রাখিবে, এবং দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৮৯ ধারা (২১ অর্ডারের ৬৭নিয়ম) অনুসারে আবার নূতন ইস্তাহার দিবে। এই ইস্তাহারের দ্বারা ঘোষণা করা হইবে যে,উক্ত জোত বা জমায় সমস্ত দায় রদ করিবার ক্ষমতা সম্বলিত উহা ইস্তাহারে উল্লিখিত নির্দ্ধারিত দিনে নিলামে চড়ান হইবে এবং বিক্রয় হইবে। এবং এই নিলামের দিন মুলতুবীর তারিখ হইতে ১৫ দিনের কমদিনের মধ্যে কিম্বা ৩০দিনের বেশী দিনের পরে হইবে না। এবং এই দিনে উক্ত জোত বা জমার সমস্ত দায় রদ করিবার ক্ষমতা সম্বলিত উহা নিলামে চড়ান হইবে এবং বিক্রয় হইবে।

(২) এই ধারা অনুসারে নিলাম খরিদদার ১৬৭ ধারার বিধান অনুসারে (অন্য কোন প্রকারে নয়) উক্ত জোত বা জমার কোন দায় রদ করিতে পারেন।

১৬৬। (১) যে স্থলে কোন দখলিস্বত্ববিশিষ্ট জমা ১৬৩ধারা অনুসারে নিলাম হইবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, সে স্থলে সমস্ত দায় রদ করিবার ক্ষমতা সম্বলিত ইহা নিলামে চড়ান হইবে এবং বিক্রয় হইবে।

(২) এই ধারা অনুসারে খরিদদার পরবর্ত্তী ধারার বিধানমতে (অন্য কোন প্রকারে নয়) উক্ত জমার যে কোন দায় রদ করিতে পারেন।

১৬৭। (১) পূর্ব্বোক্ত কোন ধারা অনুসারে দায় রদ করিবার ক্ষমতা সম্বলিত কোন খরিদদার উক্ত দায় রদ করিতে ইচ্ছুক হইলে নিলামের তারিখ হইতে কিম্বা যে তারিখে সে উক্ত দায়ের বিষয় প্রথম জানিতে পারিয়াছে (এতদুভয়ের মধ্যে যেটী শেষ তারিখ) তাহা হইতে একবৎসরের

মধ্যে কালেক্টার বাহাদুরের নিকট এক লিখিত দরখাস্ত দিতে পারে; যাহার অনুকূলে দায় আছে তাহার উপর নোটিস জারি হইবার জন্য এই দরখাস্তের দ্বারা অনুরোধ করিতে হইবে। এই নোটীসের দ্বারা ঘোষিত হইবে যে উক্ত দায় রদ হইয়াছে।

(২) এই নোটীস জারির জন্য বোর্ড অফ রেভিনিউ যে ফি নির্দ্ধারিত করিবেন, তাহা উক্ত দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) যে স্থলে নোটীস জারির জন্য এই ধারার বিধানমতে কালেক্টার বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত হইয়াছে, সে স্থলে কালেক্টার বাহাদুর তদনুসারে নোটীস জারি করাইবেন। এবং যে তারিখে নোটীস জারি হইবে সেই তারিখ হইতে দায় রদ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) যে স্থলে কোন জোত বা জমাব বাকী খাজনার ডিক্রীজারিতে উহা নিলাম হয় এবং উক্ত জোত বা জমায় ১৬০ধারার (গ)য়ের উল্লিখিত রূপ "রক্ষিত স্বত্ব" আছে, সে স্থলে এই অধ্যায় অনুসারে খরিদদারের যদি সমস্ত দায় রদ করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে যে জমীতে রক্ষিত স্বত্ব আছে, সেই জমীর খাজনাবৃদ্ধি করিবার জন্য খরিদদার নালিস করিতে পারে। আদালত যদি প্রমাণ পান যে, উক্ত জমীর যে খাজনা আছে তাহা উক্ত জমী বিলির সময়োচিত খাজনা নয়, তাহা হইলে আদালতের বিবেচনা অনুসারে যাহা উচিত খাজনা হইবে সেইমত খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে। উত্তম আবাদী জমীর যে খাজনা সেইমত নির্দ্ধারিত খাজনায় ১২বৎসরের অধিক কাল যদি কোন জমী ভোগ করা হয়, তাহা হইলে সেই জমী সম্বন্ধে এই প্রকরণ প্রয়োগ হইবে না।

[এই ধারার প্রণালী ভিন্ন অন্য কোন প্রণালীতে দায় রদ হইবে না। কোন জোত বা জমার কোন অংশ খাজনার ডিক্রীজারিতে নিলাম

হইলে, উহার প্রতি এই ধারা খাটিবে না, অর্থাৎ নিলামখরিদদার এই ধারা অনুসারে দায় রদ করিতে পারিবেন না। রামকিঙ্কর বনাম অখিল চন্দ্র, ১১ ক উ, নো, ৩১০। কিম্বা যে স্থলে একই মকদ্দমায় ভিন্ন ২ জমার খাজনার জন্য ডিক্রী হইয়াছে, সেস্থলে ডিক্রীজারিতে এই ধারা খাটিবে না। হৃদয়নাথ বনাম কৃষ্ণপ্রসাদ ; ৩৪ ক,২৯৮।

খাজনার ডিক্রীজারির নিলাম খরিদদার এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধকের ডিক্রীর নিলাম খরিদদার এতদুভয়ের মধ্যে খাজনার ডিক্রীজারির নিলাম খরিদ্দারেরই অগ্রস্বত্ব হইবে এবং এই ধারা অনুসারে নোটীসজারি করিয়া দখল পাইতে পারেন। গোপীনাথ বনাম কাশীনাথ ; ১৩ ক উ নো, ৪১২।

নোটীসের কোন নির্দ্দিষ্ট ফরম নাই।

এই ধারা অনুসারে তামাদির যেরূপ বিধান আছে তাহাতে নাবালকের পক্ষে অন্য কোনরূপ বিধান খাটিবে না, অক্ষয়কুমার বনাম বিজয়চাঁদ ২৯ ক ৮১৩।]

১৬৮। (১) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা আদেশ দিতে পারেন যে, বাকী খাজনার ডিক্রীজারিতে কোন স্থানের দখলি স্বত্ববিশিষ্ট সকল জমা বা কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর জমা সমস্ত দায় রদ করিবার ক্ষমতা সম্বলিত নিলাম হইবার পূর্ব্বে রেজিষ্টারিকৃত এবং বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নিলাম হইবে। এবং উক্তরূপে বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই প্রকার আদেশ তুলিয়াও দিতে পারেন।

(২) কোন স্থানের জন্য যদি এইরূপ কোন আদেশ বলবৎ থাকে, তাহা হইলে এই স্থানের অন্তর্গত সমস্ত দখলিস্বত্ববিশিষ্ট জমা কিম্বা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর দখলিস্বত্ববিশিষ্ট জমা এই অধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ধারা অনুসারে নিলামের উদ্দেশ্যে সর্ব্বাংশে জোতের ন্যায় ধরা হইবে।

১৬৯। (১) এই অধ্যায় অনুসারে নিলামের উৎপন্ন টাকা বিলি করিতে হইলে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৯৫ধারার (নূতনের ৭৩ ধারার) বিধানের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মান্য করা হইবে, যথা।—

(ক) প্রথমতঃ, জোত বা জমা নিলাম করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচা হইয়াছে তাহা দেওয়া হইবে।

(খ) পরে, যে ডিক্রী জারিতে নিলাম হইয়াছে, সেই ডিক্রী অনুসারে ডিক্রীদারের পাওনা টাকা দেওয়া হইবে।

(গ) উক্ত টাকাগুলি দিবার পর যদি আরও টাকা বাঁচে, তাহা হইলে নালিশ রুজুর পর হইতে নিলাম বাহাল হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত জোত বা জমা সম্বন্ধে যে খাজনা বাকী পড়িয়াছে উক্ত টাকা হইতে ডিক্রীদারকে তাহা দেওয়া হইবে।

(ঘ), (গ) প্রকরণের উল্লিখিত খাজনা দিবার পরও যদি কিছু টাকা বাঁচে, তাহা হইলে তাহা নিলাম বাহাল হইবার পরে দুই মাস উত্তীর্ণ হইলে দেন্দারের দরখাস্তমতে তাহাকে দেওয়া হইবে।

কিন্তু যে স্থলে ১৪৮ক ধারা অনুসারে কিম্বা ১৫৮খ ধারার (১) প্রকরণ অনুসারে নালিস করিয়া এক বা ততোধিক সরিকদার জমিদার ডিক্রী পাইয়া সেই ডিক্রীজারিতে জোত বা জমা নিলাম করাইয়াছেন, সে স্থলে—

(i), (খ) প্রকরণে অন্যরূপ থাকিলেও, এই ডিক্রী অনুসারে পাওনা টাকা ডিক্রীদার এবং অন্যান্য সরিকদার জমিদারকে প্রত্যেকের পাওনা অনুসারে দেওয়া হইবে।

(ii), তার পর যদি কোন টাকা বাঁচে, তাহা হইলে নালিস রুজুর পর হইতে নিলাম বাহাল হইবার তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত জোত বা জমার সম্বন্ধে যে খাজনা বাকী পড়িয়াছে তাহার জন্য (গ প্রকরণে অন্য কোন রূপ বিধান থাকিলেও) উক্ত ডিক্রীদার এবং অন্যান্য সরিকদার জমিদারগণকে উক্ত জোত বা জমায় তাহাদের পরস্পরের যে অংশ আছে তদনুসারে উক্ত টাকা হইতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

এই প্রকার খাজনা লইবার পরস্পরের অধিকার সম্বন্ধে যদি কোন বিবাদ থাকে, তাহা হইলে এস্থলে (২) প্রকরণ অনুসারে তাহার নিষ্পত্তি করা হইবে।

(২) যদি দেন্দার (গ) প্রকরণ অনুসারে খাজনার জন্য কোন টাকা লইবার ডিক্রীদারের অধিকার সম্বন্ধে আপত্তি করে, তাহা হইলে আদালত উক্ত বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ হইবে।

[কোন সরিকদার জমিদার কর্তৃক প্রাপ্ত ডিক্রী জারি হইবার পূর্ব্বে, ১৫৮ খ ধারার (২) দফা অনুসারে বক্রী সরিকদার জমিদারগণকে ডিক্রীজারির নোটীস দিতে হইবে।]

১৭০। (১) কোন জোত বা জমার বাকী পড়ার জন্য ডিক্রীজারিতে উহা ক্রোক হইলে, উহার সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৭৪ হইতে ২৮৩ ধারা (২১ অর্ডারের ৫৮ হইতে ৬৩ নিয়ম) এবং ৩১০ ক ধারা (২১ অর্ডারের ৮৯ নিয়ম) প্রয়োগ হইবে না।

(২) যে স্থলে উক্ত প্রকার ডিক্রীজারিতে কোন জোত বা জমা নিলাম হইবার আদেশ হইয়াছে, সে স্থলে নিলাম খরিদ্দারের ডাক সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যদি নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি না করা হয়, তাহা হইলে উক্ত জোত বা জমা ক্রোক হইতে খালাস করা হইবে না, যথা—

মায় খরচা সমেত ডিক্রীকৃত টাকা এবং নিলাম করাইবার জন্য যে খরচা হইয়াছে তাহা আদালতে আমানত করা হয়, কিম্বা ডিক্রীদার ডিক্রীর টাকা আপোসে শোধ হইয়াছে বলিয়া উক্ত জোত বা জমা খালাসের জন্য দরখাস্ত করে।

(৩) এই ধারা অনুসারে দেন্দার কিম্বা নিলাম হইলে উক্ত জোত

বা জমায় যাহার কোন স্বত্ব ধ্বংস হইতে পারে এরূপ অন্য কোন ব্যক্তি আদালতে টাকা আমানত করিতে পারে।

[নিলাম হইয়া যাইবার পূর্ব্বে কে কে খরচা সহিত ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া নিলাম বন্ধ রাখিতে পারে, এই ধারায় কেবল তাহাই বলা হইয়াছে। নিলামের পরে কেবল দেন্দারই টাকা আমানত করিতে পারে—১৭৪ ধারা দেখ।

এই ধারা অনুসারে কোর্ফা প্রজা টাকা জমা দিতে পারে। বন্ধক গ্রহীতা কিম্বা আপোস খরিদ্দার জমা দিতে পারে না।

সরিকি জমিদার যদি তাহার অংশের খাজনার জন্য ডিক্রী পায়, তাহা হইলে সে স্থলে এই ধারা খাটিবে না; কিন্তু যোল আনার জন্য নালিস হইলে এই ধারা খাটিবে। চন্দ্রশেখর বনাম রাণীমাজী, ৩ ক উ নো ৩৮৬।

কিন্তু যে জমার বাকী খাজনার ডিক্রীজারিতে নিলাম হইতেছে, সেই জমা যদি কেহ প্রজার নিকট হইতে খরিদ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই খরিদ্দার এই ধারা অনুসারে টাকা দিতে পারে না—১০কউনো৪৩৮]

১৭১। (১) যে স্থলে এই অধ্যায় অনুসারে কোন জোত বা জমা নিলাম হইবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে এবং নিলাম হইলে যাহার স্বত্ব ধ্বংস হইতে পারে এইরূপ কোন ব্যক্তি নিলাম বন্ধ করিবার জন্য উপযুক্ত টাকা আদালতে আমানত করে, সে স্থলে—

(ক) উক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত টাকা ধার দেওয়া টাকার গণ্য হইবে, এই টাকার উপর শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হিসাবে সুদ ধরা হইবে এবং উক্ত টাকার মাতব্বরীতে ঐ জোত বা জমা তাহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(খ) এই বন্ধক, বাকীখাজনার দায় ভিন্ন উক্ত জোত বা জমাতে অন্য সকল প্রকার দায় অপেক্ষা, অগ্রস্বত্ব হইবে।

(গ) উক্ত জোত বা জমার বন্ধক গ্রহীতারূপে তিনি উহাতে দখল

পাইবার অধিকারী হইবেন, এবং সুদসহ উক্ত দেনা যতদিন না শোধ হয় ততদিন উহা তাঁহার দখলে রাখিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার দ্বারা এরূপ বুঝাইবে না যে এই ব্যক্তি অন্য যে কোন প্রকারে প্রতিকার পাইতে পারেন তাহা পাইবেন না।

[(ক) দফা—এই ধারা অনুসারে যে দায় উদ্ভব হইবে, তাহা বর্ত্তমান অধ্যায়ের বিধান অনুসারে কোন নিলাম খরিদ্দারের দ্বারা রদ হইবে না। কারণ ইহা ১৬১ ধারা অনুসারে কোন দায় নহে। পশুপতি বনাম রাণী দাসী, ২৪ক ৫৩৭।

(গ) দফা—যে ব্যক্তি টাকা আমানত করিবে ডিক্রীজারিতেই তাহাকে দখল দেওয়া হইবে এবং ইহার জন্য মকদ্দমা করিতে হইবে না। উমাতুল বনাম নিমাইচরণ, ৬, ক, ল, জা ৫৯২। কিন্তু যদি ঐ সম্পত্তি কোন তৃতীয় ব্যক্তির দখলে থাকে তাহা হইলে দখলের জন্য মকদ্দমা করিতে হইবে, রাম নারায়ণ বনাম লাল দাস, ৬, ক, ল জা, ৫৯৫।

কে কে টাকা জমা দিতে পারে তজ্জন্য ১৭০ ধারার টীকা দেখ। কোন জমার আপোস খরিদ্দার এই ধারা অনুসারে টাকা জমা দিতে পারে না। যতীন্দ্র বনাম দুর্গা, ১০ ক উ নো ৪৩৮।

টাকা জমা দিবার দরখাস্ত হইলে, দরখাস্তকারীর টাকা জমা দিবার অধিকার আছে কি না তাহার বিচারে জমিদারও পক্ষভুক্ত হওয়া চাই। ৬ ক ল জা ৮০১।

১৭২। যে স্থলে কোন উচ্চশ্রেণীস্থ প্রজার বিরুদ্ধে বাকীপড়ার ডিক্রীজারিতে এই অধ্যায় অনুসারে কোন জোত বা জমা নিলাম হইবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং নিলাম হইলে যাহার স্বত্ব ধ্বংশ হইতে পারে এরূপ কোন নিম্নশ্রেণীস্থ প্রজা নিলাম বন্ধ রাখিবার জন্য আদালতে টাকা আমানত করে, সে স্থলে সে,আইনানুসারে অন্য কোন প্রতিকারের সহিত নিম্নলিখিত প্রতিকারও লইতে পারে, যথা—

তাহার নিজের যিনি জমিদার তাঁহাকে যে খাজনা দিতে হয় তাহা হইতে উক্ত আমানতী সমস্ত কিম্বা কিয়দংশ টাকা বাদ দিতে পারেন

এবং এই জমিদার (যাহার খাজনা কাটান গেল) যদি নিজে খাজনা বাকী না ফেলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার পরবর্ত্তী জমিদারকে দেয় খাজনা হইতে উক্ত বাদ দেওয়া টাকা উক্ত প্রকারে বাদ দিতে পারেন, এবং যতক্ষণ না যাহার খাজনা বাকী পড়ার দরুণ নিলামের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রাপ্য খাজনা হইতে আমানতী টাকা বাদ যায় ততক্ষণ উক্ত প্রকারে বাদ দেওয়া চলিবে।

১৭১। (১) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৯৪ধারায় (২১অর্ডা-রের ৭২নিয়মে) অন্য কোনরূপ বিধান থাকিলেও, এই অধ্যায় অনুসারে যে ডিক্রীজারিতে কোন জোত বা জমা নিলাম হইতেছে তাহার ডিক্রী-দার আদালতের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই কোন জোত বা জমার জন্য ডাকিতে পারেন কিম্বা খরিদ করিতে পারেন।

(২ কোন নিলামী জোত বা জমার জন্য দেন্দার ডাকিতে পারিবে না কিম্বা উহা খরিদ করিতে পারিবে না।

(৩) যে স্থলে দেন্দার নিজে কিম্বা অন্য লোকের দ্বারা কোন নিলামী জোত বা জমা খরিদ করেন, সে স্থলে আদালত ডিক্রীদার কিম্বা নিলাম বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন লোকের দরখাস্তমতে আপন বিবেচনা অনুসারে নিলামরদের আদেশ দিতে পারেন। এই দরখাস্ত ও আদেশের খরচা এবং পুনঃনিলামে যদি মূল্যের কিছু হ্রাস হয় তাহা এবং পুনঃ-নিলামের সমস্ত খরচাদি দেন্দারকে দিতে হইবে।

[(১) দফা—দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৭২ নিয়ম অনুসারে ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি না লইয়া ডাকিতে পারেন না।

(২) দফা—দেন্দার যদি ডাকে কিম্বা খরিদ করে তাহা হইলে সে দণ্ড-বিধি আইনের ১৮৫ধারা অনুসারে দণ্ড পাইবে।]

১৭৪। (১) যে স্থলে কোন জোত বা জমার বাকীখাজনার জন্য উহা নিলাম হইয়াছে,সেস্থলে নিলামের তারিখ হইতে ৩০দিনের মধ্যে যে কোন সময়ে দেন্দার নিলাম রদের জন্য দরখাস্ত করিতে পারে। এই দরখাস্ত

করিতে হইলে খরচা সহিত ডিক্রীকৃত টাকা ডিক্রীদারকে এবং নিলাম-খরিদা মূল্যের শতকরা ৫্ টাকা হিসাবে টাকা খরিদ্দারকে দিবার জন্য আদালতে জমা দিতে হইবে।

(২) যদি ৩০ দিনের মধ্যে এরূপ আমানত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদালত নিলাম রদের আদেশ দিবেন। এবং নিলাম রদ বিষয়ে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩১৫ ধারা (২১অর্ডারের ৯৩নিয়ম) প্রয়োগ হইবে। কিন্তু দেন্দার যদি তাহার জোত বা জমার নিলাম রদের জন্য দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩১১ ধারা (২১অর্ডারের ৯০নিয়ম) অনুসারে দরখাস্ত করে তাহা হইলে সে এই ধারা অনুসারে আর দরখাস্ত করিতে পারিবে না। এবং যদি সে এই ধারা অনুসারে দরখস্ত করে তাহা হইলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩১১ধারা (২১অর্ডারের ৯০নিয়ম) অনুসারে আর দরখাস্ত করিতে পারিবে না।

(৩) এই অধ্যায় অনুসারে কোন নিলাম সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩১৩ধারা (২১অর্ডারের ৯১নিয়ম) প্রয়োগ হইবে না।

১৭০ধারা দেখ। ১৭০ধারা অনুসারে বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে ডিক্রীজারিতে দেওয়ানী কার্যাবিধি আইনের ৩১০ক ধারা (২১অর্ডারের ৮৯নিয়ম) খাটিবে না ; সুতরাং দেন্দার ভিন্ন অন্য কোন লোক (যথা, ক্রেতা, দানগ্রহীতা, বন্ধকগ্রহীতা, বেনামদার ইত্যাদি) নিলামের পর টাকা জমা দিতে পারিবে না, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে নিলাম হইলে দেন্দার ভিন্ন অন্য লোকও (অর্থাৎ যাহার সম্পত্তি নিলাম হইতেছে) টাকা জমা দিয়া নিলাম রদ করিতে পারে।

এই ধারা অনুসারে দেন্দারের নিলাম রদের দরখাস্ত আদালত নামঞ্জুর করিলে, ঐ আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪৭ধারা অনুসারে প্রথম এবং দ্বিতীয় আপীল চলিবে। এবং এই ধারা অনুসারে আদালত দেন্দারের টাকা জমা দিবার সময় বাড়াইতে পারেন না। রঘুবর দয়াল শুকুল বনাম যদুনন্দন মিসির, ১৫ ক, ল, জা, ৮৯।]

ডিক্রীজারি সংক্রান্ত তামাদি আইন।

১৯০৮ সালের ৯ আইন। প্রকরণ।

প্রথম তপসীল—প্রথম ভাগ। মকদ্দমা (স্যুট—suit.)

১১। যাহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কোন আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তিনি যদি উক্ত আদেশ সম্বন্ধীয় সম্পত্তিতে তাহার দাবীকৃত স্বত্ব সাব্যস্থ করিতে চান,—

(১) ডিক্রীজারিতে সম্পত্তি ক্রোকে যে ক্লেম বা মোজাহেম দেওয়া হয়, তাহার উপর ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনানুসারে যে আদেশ হয় ;

(২) ১৮৮২ সালের Presidency Small Cause Court Actএর ২৮ ধারা অনুসারে যে আদেশ হয়।

তামাদির সময়—উক্ত আদেশের তারিখ হইতে এক বৎসর।

১১ ক। স্থাবর সম্পত্তির দখলের ডিক্রীদার, কিম্বা ডিক্রীজারিতে এবম্প্রকার সম্পত্তির নিলাম খরিদদার উক্ত সম্পত্তি দখল দিতে বাধা দেওনের দাবীতে দরখাস্ত করিলে, কিম্বা ডিক্রীদার বা খরিদ্দারকে দখল দিবার সময় কোন লোক এবম্প্রকার সম্পত্তি হইতে বেদখল হইলে এবং এই ব্যক্তি (উক্ত দখলের বিরুদ্ধে) দরখাস্ত করিলে, এই দরখাস্তের উপর ১৯০৮সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনানুসারে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদেশ হয়, তিনি যদি উক্ত আদেশ সম্বন্ধীয় সম্পত্তিতে উপস্থিত দখল পাইবার অধিকার সাব্যস্থ করিবার জন্য মকদ্দমা করেন,—

তামাদির সময়—উক্ত আদেশের তারিখ হইতে এক বৎসর।

১২। নিম্নলিখিত যে কোন নিলাম (মকদ্দমার দ্বারা) রদ করিতে হইলে, যথা—

(ক) দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারির নিলাম;

(খ) কালেক্টার বাহাদুর কিম্বা অন্য কোন রেভিনিউ কর্ম্মচারীর ডিক্রী অনুসারে নিলাম;

(গ) গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব বাকীপড়ার জন্য নিলাম, কিম্বা গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের ন্যায় আদায়যোগ্য অন্য কোন বাবদের জন্য নিলাম;

(ঘ) পত্তনি তালুকের চলতি খাজনা বাকী পড়ার জন্য নিলাম।

ব্যাখ্যা—'পত্তনি' শব্দের দ্বারা চলতি বাকী খাজনার জন্য নিলামযোগ্য কোন মধ্যবর্ত্তী জোতকেও বুঝাইতে পারে।

তামাদির সময়—নিলাম বাহাল হইবার তারিখ হইতে, কিম্বা এই প্রকার মকদ্দমা না হইলে যে তারিখে নিলাম শেষ এবং সিদ্ধ হইত সেই তারিখ হইতে এক বৎসর।

১৩। মকদ্দমা (সুট) ভিন্ন দেওয়ানী আদালতের অন্য কোন কার্য্যের (Proceeding প্রসিডিং) কোন বিচার কিম্বা আদেশ (মকদ্দমার দ্বারা) পরিবর্ত্তন বা রদ করিতে হইলে,—

তামাদির সময়—ঐ কার্য্য চূড়ান্তরূপে বিচার করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আদালতের দ্বারা শেষ সিদ্ধান্ত কিম্বা আদেশের তারিখ হইতে এক বৎসর।

১৩৭। যে স্থলে দেন্দার নিলামের সময় (নিলামী) স্থাবর সম্পত্তি হইতে বেদখল ছিল, সে স্থলে ডিক্রীজারিতে নিলাম খরিদদার উক্ত সম্পত্তিতে দখল পাইবার জন্য মকদ্দমা করিলে,—

তামাদির সময়—যে তারিখ হইতে দেন্দার প্রথম দখল পাইবার হকদার হইয়াছে, সেই তারিখ হইতে বার বৎসর।

১৩৮। যে স্থলে দেন্দার নিলামের সময় (নিলামী) স্থাবর সম্পত্তিতে দখলে ছিল, সে স্থলে ডিক্রীজারিতে নিলাম খরিদদার উক্ত সম্পত্তিতে দখল পাইবার জন্য মকদ্দমা করিলে,—

তামাদির সময়—যে তারিখে নিলাম বাহাল হয়, সেই তারিখ হইতে বার বৎসর।

দ্বিতীয় ভাগ,—আপীল।

১৫২। ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনানুসারে ডিষ্ট্রিক্ট জজের আদালতে,—

তামাদির সময়—যে ডিক্রী কিম্বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে, তাহার তারিখ হইতে ৩০ দিবস।

তৃতীয় ভাগ,—দরখাস্ত।

১৬৫। স্থাবর সম্পত্তি হইতে বেদখল হইয়াছে, এবং ডিক্রীদার কিম্বা ডিক্রীজারিতে নিলাম খরিদদারের স্বত্ব সম্বন্ধে আপত্তি করিতেছে, এরূপ কোন লোক ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনানুসারে (উক্ত রূপ আপত্তিতে) দরখাস্ত করিলে,—

তামাদির সময়—বেদখল হইবার তারিখ হইতে ৩০ দিবস।

১৬৬। ডিক্রীজারির নিলাম রদ করিবার জন্য উক্ত আইনানুসারে দরখাস্ত করিলে,—

তামাদির সময়—নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিবস।

১৬৭। ডিক্রীকৃত স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা ডিক্রীজারিতে বিক্রীত স্থাবর সম্পত্তির দখলে বাধা প্রদানের আপত্তিতে দরখাস্ত করিলে,—

তামাদির সময়—বাধা প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ দিবস।

১৭৪। ডিক্রী অনুসারে দেয় কোন টাকা আপোসে দেওয়া হইলে কিম্বা ডিক্রীর কোন প্রকার বন্দোবস্ত হইলে তাহা সার্টিফাইড (certified

বিজ্ঞাপিত) বলিয়া কেন নোট করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনানুসারে নোটীস বাহির হইবার জন্য দরখাস্ত করিলে,—

তামাদির সময়—যে সময় টাকা দেওয়া কিম্বা বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই সময় হইতে ৯০ দিবস।

১৮০। ডিক্রীজারিতে স্থাবর সম্পত্তির নিলাম খরিদ্দার উক্ত সম্পত্তিতে দখল পাইবার জন্য দরখাস্ত করিলে,—

তামাদির সময়—যে সময় নিলাম বাহাল হয়, সেই সময় হইতে তিন বৎসর।

১৮১। এই তপসীলে কিম্বা ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪৮ ধারায় যে সকল দরখাস্ত সম্বন্ধে তামাদির সময়ের কোন বিধান নাই, সেরূপ স্থলে,—

তামাদির সময়—যে সময় দরখাস্ত করিবার অধিকার জন্মিয়াছে. সেই সময় হইতে তিন বৎসর।

১৮২। ১৮৩ প্রকরণ কিম্বা ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪৮ ধারা অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী কিম্বা অর্ডার জারির জন্য কোন বিধান না থাকিলে, উক্ত ডিক্রী কিম্বা অর্ডার জারির জন্য দরখাস্ত হইলে,—

তামাদির সময়—নিম্নলিখিত সময় হইতে গণনা করিয়া তিন বৎসর; কিম্বা যে স্থলে ডিক্রী কিম্বা অর্ডারের জাবদা নকল রেজিষ্টারি করা হইয়াছে; সে স্থলে ৬ বৎসর,—

১। ডিক্রী কিম্বা অর্ডারের তারিখ হইতে, কিম্বা

২। (যে স্থলে আপীল হইয়াছে, সে স্থলে) আপীল আদালতের শেষ ডিক্রী কিম্বা অর্ডারের তারিখ হইতে, কিম্বা (আপীল যদি তুলিয়া

লওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে) তুলিয়া লইবার তারিখ হইতে, কিম্বা

৩। (যে স্থলে রায়ের পুনর্বিচার হইয়াছে, সে স্থলে পুনর্বিচারে যে রায় হইয়াছে তাহার তারিখ হইতে, কিম্বা

৪। (যে স্থলে ডিক্রী সংশোধিত হইয়াছে, সে স্থলে) সংশোধনের তারিখ হইতে, কিম্বা

৫। (যে স্থলে নিম্নলিখিত দরখাস্ত করা হইয়াছে সে স্থলে) ডিক্রী কিম্বা অর্ডার জারির জন্য উপযুক্ত আদালতে আইন অনুসারে দরখাস্তের তারিখ হইতে, কিম্বা ডিক্রী কিম্বা অর্ডার জারির উদ্দেশ্যে কোন প্রকার কার্য্য করিবার তারিখ হইতে, কিম্বা

৬। (যে স্থলে নিম্নলিখিত নোটীস বাহির হইয়াছে সে স্থলে) দেন্দারের বিরুদ্ধে ডিক্রী কেন জারি হইবে না তাহার কারণ দর্শাই-বার জন্য ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে নোটীস বাহির হইবার বিধান থাকিলে, যে তারিখে দেন্দারের বিরুদ্ধে নোটীস বাহির হয়, সেই তারিখ হইতে, কিম্বা

৭। (যে স্থলে ডিক্রী কিম্বা অর্ডারের দ্বারা আদিষ্ট কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখের দেয় টাকা আদায়ের জন্য দরখাস্ত হইয়াছে, সে স্থলে) উক্ত তারিখ হইতে।

ব্যাখ্যা—১ম। যে স্থলে একের অধিক লোকের অনুকূলে পৃথক্-ভাবে (severally) ডিক্রী কিম্বা অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, এবং নালিসী বিষয়ের কত অংশ প্রত্যেককে দেয় তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, সে স্থলে বর্ত্তমান প্রকরণের ৫ম দফার উল্লিখিত দরখাস্ত উক্ত ব্যক্তি গণের (ডিক্রীদার গণের) কিম্বা তাহাদের স্থলাভিষিক্তগণের মধ্যে যিনি করিয়াছেন তাহার অনুকূলেই বলবৎ হইবে। কিন্তু যে স্থলে একের অধিক লোকের অনুকূলে একত্রে (jointly) ডিক্রী কিম্বা অর্ডার

হইয়াছে, সে স্থলে উক্ত প্রকার দরখাস্ত যদি উহাদের মধ্যে এক কিম্বা ততোধিক লোক কিম্বা উহার বা উহাদের স্থলাভিষিক্তের দ্বারা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই দরখাস্ত উহাদের সকলেরই অনুকূলে বলবৎ হইবে।

যে স্থলে কোন ডিক্রী কিম্বা অর্ডার একের অধিক লোকের বিরুদ্ধে পৃথক্‌ভাবে (severally) দেওয়া হইয়াছে এবং নালিসী বিষয়ের কত অংশ প্রত্যেক লোক দিবে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, সে স্থলে উক্ত লোক কিম্বা তাহাদের স্থলাভিষিক্তের মধ্যে যাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত হইয়াছে কেবল তাহার বিরুদ্ধেই বলবৎ হইবে। কিন্তু সেস্থলে একের অধিক লোকের বিরুদ্ধে একত্রে (jointly) কোন ডিক্রী কিম্বা অর্ডার হইয়াছে, সেস্থলে উক্ত দরখাস্ত যদি একজন কিম্বা ততোধিক লোকের বিরুদ্ধে কিম্বা তাহার বা তাহাদের স্থলাভিষিক্তের বিরুদ্ধে হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা উহাদের সকলের বিরুদ্ধেই বলবৎ হইবে।

ব্যাখ্যা—২য়। "উপযুক্ত আদালত" বলিলে ডিক্রী কিম্বা অর্ডার জারি করা যে আদালতের কার্য্য, সেই আদালতকে বুঝাইবে।

১৮৩। রাজকীয় সনদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন আদালতের দেওয়ানী সরেনামা বিচারের রায়, ডিক্রী কিম্বা অর্ডার জারির জন্য, কিম্বা মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত সম্রাট বাহাদুরের কোন অর্ডার (আদেশ) জারির জন্য দরখাস্ত হইলে,—

তামাদির সময়,—উক্ত রায়, ডিক্রী কিম্বা অর্ডার জারি করিবার যাহার অধিকার জন্মিয়াছে এবং যিনি উক্ত অধিকার ত্যাগও করিতে পারেন, তাহার উক্ত অধিকার জন্মানর তারিখ হইতে বার বৎসর।

বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনানুসারে তামাদি।

তৃতীয় তপসীল—তৃতীয় ভাগ।

দরখাস্ত।

যে রাজা—প্রজার প্রতি বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন প্রয়োগ হয় তাহাদের মধ্যে মকদ্দমার ডিক্রী কিম্বা অর্ডার জারির জন্য দরখাস্ত হইলে, এবং যদি উহা ৫০০৲ টাকার বেশী টাকার জন্য ডিক্রী না হয়, এবং ডিক্রীকৃত টাকার উপর ডিক্রীর পরের সময়ের সুদ বাদে, কিন্তু ডিক্রী-জারির খরচা শুদ্ধ জারি হইবার জন্য দরখাস্ত হইলে নিম্নলিখিত তামাদির সময় প্রয়োগ হইবে। তদ্ব্যতীত যে স্থলে দেন্দার ঠকামি কিম্বা বলপূর্ব্বক ডিক্রীজারি হইতে বাধা দিয়াছে, সেস্থলে ১৮৭৭ সালের তামাদি আইন * অনুসারে তামাদির সময় গণনা করা হইবে।

তামাদির সময়—নিম্নলিখিত সময় হইতে গণনা করিয়া তিন বৎসর,

(১) ডিক্রী কিম্বা অর্ডারের তারিখ হইতে, কিম্বা

(২) যে স্থলে আপীল হইয়াছে, সে স্থলে আপীল আদালতের শেষ ডিক্রী কিম্বা অর্ডারের তারিখ হইতে; কিম্বা

(৩) যে স্থলে রায়ের পুনর্বিচার হইয়াছে, সে স্থলে পুনর্বিচারে যে বিচার হইয়াছে তাহার তারিখ হইতে।

* এই আইনের পরিবর্ত্তে এক্ষণে ১৯০৮ সালের তামাদি আইন চলিতেছে।

ডিক্রীজারি সংক্রান্ত কোর্ট ফি।

দরখাস্ত

নালিসী বিষয়ের মূল্য ৫০৲ টাকার কম হইলে, ডিক্রীজারির দরখাস্তে ৷৵০ আনার কোর্টফি লাগে; তদ্ব্যতিরেকে অন্যান্য স্থলে ।৷০ আনার কোর্ট ফি লাগে।

পরোয়ানা জারির কোর্ট ফি।

(ক) জজ, সবজজ এবং ১০০০৲ টাকার বেশী মূল্যের মকদ্দমায় রেভিনিউ আদালতে ৪জন অবধি ২৲ টাকা; ৪জনের অধিক হইলে, ২৲ টাকা এবং ৪জনের বেশী প্রত্যেক লোক প্রতি ।৷০ আনা।

(খ) মুনসেফী, ছোট আদালত এবং রেভিনিউ আদালতে (যেস্থলে মকদ্দমার মুল্য ১০০০৲ কিম্বা ১০০০৲ টাকার কম এবং ৫০৲ টাকার বেশী) ৪জন অবধি ১৲ টাকা; ৪জনের অধিক হইলে, ১৲ টাকা এবং ৪জনের বেশী প্রত্যেক লোক প্রতি ।০ আনা।

(গ) মুনসেফী, ছোট আদালত এবং রেভিনিউ আদালত (যে স্থলে কোন পাওনা টাকা, ক্ষতিপূরণ কিম্বা খাজনার জন্য নালিস এবং দাবির পরিমাণ ৫০৲ টাকার বেশী নহে)—৪জন অবধি ।৷০ আনা, ৪জনের অধিক হইলে, ।৷০ আনা এবং ৪জনের বেশী প্রত্যেক লোক প্রতি ।০ আনা।

(অস্থাবর) সম্পত্তি আটকের জন্য ক্রোকী পরোয়ানা।

(১) পরোয়ানা অনুসারে আটক করিবার জন্য—

(ক) জজ, সবজজ এবং ১০০০৲ টাকার বেশী মূল্যের মকদ্দমায় রেভিনিউ আদালতে—২৲ টাকা।

(খ) মুনসেফী, ছোট আদালত এবং রেভিনিউ আদালতে (যে স্থলে মকদ্দমার মূল্য ১০০০৲ কিম্বা ১০০০৲ টাকার কম এবং ৫০৲ টাকার বেশী)—১৲ টাকা।

(গ) মুনসেফী, ছোট আদালত এবং রেভিনিউ আদালত (যে স্থলে কোন পাওনা টাকা, ক্ষতিপূরণ কিম্বা খাজনার জন্য নালিস এবং দাবির পরিমাণ ৫০৲ টাকার বেশী নহে)—৷৹ আনা

(২) উক্ত প্রকারে ক্রোকী সম্পত্তি কোন লোকের জিম্মায় রাখিবার জন্য মোতায়েন ফি, প্রত্যেক লোকের দৈনিক

জজ, সবজজ এবং এবং ১০০০৲ টাকার বেশী মূল্যের মকদ্দমায় রেভিনিউ আদালতে—৷৶৹ আনা হিসাবে।

অন্যান্য আদালতে—৷৹ আনা হিসাবে।

মোতায়েন ফি সাধারণতঃ ১৫ দিনের কম দিনের জন্য লওয়া হয় না, এবং তৎসঙ্গে পেয়াদার গহরী (যাতায়াতের খরচ) দিতে হয়; কিন্তু যে স্থলে সম্পত্তি পেয়াদার দখলে থাকিবে না, সে স্থলে কেবলমাত্র পেয়াদার গহরী এবং ক্রোক করিবার জন্য দৈনিক ফি দিলেই চলিবে। যে স্থলে ডিক্রীদার কর্তৃক দাখিলী তালিকা অনুসারে ক্রোকী সম্পত্তি এত কম মূল্যের যে উহা মোতায়েন রাখিবার খরচা উহার মূল্য অপেক্ষা বেশী হইবে, সে স্থলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৪৩ নিয়ম অনুসারে আদালত দৈনিক ফি নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। যতদিনের মোতায়েন ফি লওয়া হইয়াছে, ততদিন অপেক্ষা যদি বেশী দিন প্রয়োজন হয় এবং ডিক্রীদার যদি ক্রোক বলবৎ রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আর যত দিন প্রয়োজন হইবে ততদিনের জন্য

আদালতে দরখাস্ত করিতে হইবে, এবং ততদিনের অতিরিক্ত ফি দিতে হইবে। তাহা না হইলে পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত দিনগতে ক্রোক বলবৎ থাকিবে না।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৪৫ নিয়ম অনুসারে ইস্তাহার এবং নিষেধাজ্ঞা (স্থাবর সম্পত্তির ক্রোকী পরোয়ানা) প্রচারের জন্য।

জজ, সবজজ এবং ১০০০৲ টাকার বেশী মূল্যের মকদ্দমায় রেভিনিউ আদালতে—২৲ টাকা।

অন্যান্য আদালতে—১৲ টাকা।

গ্রেপ্তারের দ্বারা ডিক্রী জারি হইবার জন্য।

(ক) জজ, সবজজ এবং ১০০০৲ টাকার বেশী মূল্যের মকদ্দমায় রেভিনিউ আদালতে —১০৲ টাকা।

(খ) মুনসেফী, ছোট আদালত এবং রেভিনিউ আদালতে (যেস্থলে মকদ্দমার মূল্য ১০০০৲ কিম্বা ১০০০৲ টাকার কম এবং ৫০৲ টাকার বেশী) —৪৲ টাকা।

(গ) মুনসেফী, ছোট আদালত এবং রেভিনিউ আদালতে (যে স্থলে কোন পাওনা টাকা, ক্ষতিপূরণ কিম্বা খাজনার জন্য নালিস এবং দাবির পরিমাণ ৫০৲ টাকার বেশী নহে) —১৲ টাকা।

সম্পত্তি নিলাম হইবার আদেশের পর ইস্তাহার।

(১) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৬৬ নিয়ম অনুসারে উক্ত নিলাম ইস্তাহার প্রচারের জন্য—

জজ, সবজজ এবং ১০০০৲ টাকার বেশী মূল্যের মকদ্দমায় রেভিনিউ আদালতে —২৲ টাকা।

অন্যান্য আদালতে —১৲ টাকা।

(২) সম্পত্তি নিলামের জন্য নিলাম উৎপন্ন মোট টাকার উপর পাউণ্ডেজ (সেলফি)—সকল আদালতেই ১০০০৲ টাকা অবধি শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে। তদুপরি শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে।

১০০০৲ টাকা অবধি প্রত্যেক ২৫৲ টাকায় ॥০ আনা হিসাবে পাউণ্ডেজ ফি দিতে হয়। ১০০০৲ টাকার অতিরিক্ত টাকায় প্রত্যেক ২৫৲ টাকায় ।০ আনা হিসাবে দিতে হয়।

১ ম দফা অনুসারে ফি ইস্তাহার বাহির হইবার পূর্ব্বে দিতে হইবে।

২ য় দফা অনুসারে পাউণ্ডেজ (সেল ফি), যে স্থলে ডিক্রীদার ভিন্ন অন্য কোন লোক নিলাম খরিদদার সে স্থলে, নিলাম উৎপন্ন টাকা ডিক্রীদার পাইবার জন্য দরখাস্ত করিবার সময় দিতে হইবে। আর যে স্থলে ডিক্রীদার খাস ডাকে খরিদ করিয়াছে সে স্থলে, ডিক্রীর টাকা নিলাম ডাকের টাকাতে মুসমা পাইবার জন্য ডিক্রীদার দরখাস্ত করিবার সময় উহা দিতে হইবে।

উপরোক্ত সমস্ত ফি অগ্রিম কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প দ্বারা দিতে হইবে।

অতিরিক্ত সন্নিবেশ।

মুসমা।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৭২ নিয়ম অনুসারে ডিক্রীদার খাসডাকে খরিদ করিবার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিলেই যে মুসমা পাইবার অধিকারী হইবে তাহা নয়, তজ্জন্য নিলাম ডাকের পর ডিক্রীদারকে পৃথক্ দরখাস্ত করিয়া আদালতের আদেশ লইতে হইবে।

এই প্রকার দরখাস্ত হইলেই, ডিক্রীজারির খরচা মায় সমস্ত কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প ডিক্রীকৃত টাকায় যোগ হইবে; এবং যে স্থলে নিলামের টাকা ডিক্রী এবং খরচার টাকার বেশী হইতেছে, সে স্থলে নিলাম খরিদদার ডিক্রীদার উক্ত ডিক্রী এবং খরচার টাকা মুসমা দিয়া বক্রী টাকার শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে আদালতে প্রদান করিবে, এবং অবশিষ্ট টাকা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনানুসারে পঞ্চদশ দিবসে প্রদান করিবে।

ডিক্রীজারির দরখাস্তের নমুনা (অর্ডার ২১, নিয়ম ১১)

আমি ডিক্রীদার শ্রী

এতদ্বারা নিম্নলিখিতরূপ ডিক্রীজারির জন্য দরখাস্ত করিতেছি।

মোকদ্দমার নম্বর	উভয় পক্ষের নাম	ডিক্রীর সন তারিখ	ডিক্রীর বিরুদ্ধে কোন আপীল হইয়াছে কি না	কোন টাকা দেওয়া কিম্বা কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না	পূর্ব্বে কোন দরখাস্ত হইয়াছে কি না তাহার তারিখ এবং ফলাফল	ডিক্রীমূলে মায় সুদ টাকার পরিমাণ কিম্বা ডিক্রীকৃত অন্য কোন প্রার্থিত উপকার। ক্রস ডিক্রীর বিবরণ	খরচার টাকার পরিমাণ	যাহার বিরুদ্ধে জারি হইবে	যে প্রকারে আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করা হইতেছে।
									(অস্থাবর ক্রোক ও নিলাম চাহিলে) আমি প্রার্থনা করিতেছি যে মোট টাকা (টাকা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত সুদ সমেত) এবং এই জারির খরচা এতৎসংলগ্ন তায় অনুযায়ী প্রতিবাদীর অস্থাবর ক্রোক ও নিলামের দ্বারা আদায় করিয়া দেওয়া হউক। (স্থাবর ক্রোক ও নিলাম চাহিলে) আমি প্রার্থনা করিতেছি যে মোট টাকা (টাকা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত সুদ সমেত) এবং জারির খরচা প্রতিবাদীর স্থাবর ক্রোক ও নিলামের দ্বারা আদায় করিয়া দেওয়া হউক।

আমি শ্রী এতদ্বারা জানাইতেছি যে এই দরখাস্তের লিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

সহি শ্রী

ডিক্রীদার। তারিখ

(যে স্থলে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং নিলামের প্রার্থনা করা হইতেছে)

সম্পত্তির বিবরণ।

*　　*　　*　　*

আমি শ্রী　　　　　　　　　　　এতদ্বারা জানাইতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে এবং উক্ত সম্পত্তিতে প্রতিবাদীর স্বত্ব সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধান মতে সত্য।

সহি　　　　　　　　　　　ডিক্রীদার।

শ্রীরঞ্জীত কুমার বন্দোপাধ্যায়
সাং বনহুগলী পোঃ আলমবাজার
জেলা ২৪ পরগণা

সমাপ্ত।